মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

মজীদ খাদ্দুরি

মজীদ খাদ্দুরি

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

[শায়বানীর সীয়ার]

আবু জাফর অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন : মজীদ খাদ্দুরি; আবু জাফর অনূদিত। ই. ফা. প্রকাশনা : ১১৭১।। ই. ফা. গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯।। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৪, শাওয়াল ১৪০৪, শ্রাবণ ১৩৯১।। প্রকাশনায় : হাফেজ মঈনুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—২।। প্রচ্ছদে : প্রাণেশ মণ্ডল।। মুদ্রণে : লেখাঘর প্রেস, ৩১, শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা—১।। বাঁধাইয়ে : বাদল বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৪৬, শুকলাল দাস লেন, ঢাকা—১।

দাম : ষাট টাকা মাত্র

MUSLIM ANTARJATIK AIN : The Islamic Law of Nations (Shaybani's Siar) written by Majid Khaddury in English, translated by Abu Jafar into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.

July 1984

Price : Tk. 60 00
U. S. Dollar : 6·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী ডঃ হাসান জামান—
যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় লেখায়
আমার হাতে খড়ি—

স্নেহধন্য—
আবু জাফর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে শায়বানী একটা সুপরিচিত নাম। পাশ্চাত্যের বহু মনীষী তাঁকে মুসলমানদের হিউগো গ্রোশিয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শায়বানীর ওপর গভীর অধ্যয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শায়বানী সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল'। এমনকি উচ্চতর শ্রেণীতেও শায়বানীর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে পড়ান হয়। 'অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক' বিষয়ের ওপর তাঁর অবদান এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। হিউগো গ্রোশিয়াসের বহু পূর্বেই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে তিনি এমন কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেন যা পরবর্তী যুগে অনুসরণীয় সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। মুসলিম আইন বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে শায়বানীর রচনা অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। কারণ এই বিষয়ের ওপর তিনিই সর্বপ্রথম বিক্ষিপ্ত রচনা সামগ্রীকে একত্রিত করে দৃঢ় ভিত্তির ওপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য তাঁকে মুসলিম আইন বিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং সত্যিকারভাবে তিনি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিজ্ঞানের এই অনন্য সাধারণ প্রতিভা শায়বানীকে আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের অনেকেই তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানেন বলে মনে হয় না। ইসলামী আইনের ওপর লিখিত তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমরা প্রায় অন্ধকারেই রয়ে গেছি।

এই প্রেক্ষিতেই অধ্যাপক মজীদ খাদ্দুরির 'দি ইসলামিক ল' অব নেশনস্ : শায়বানীজ সীয়ার'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হলো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা

মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী লিখিত মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন (সীয়ার) শীর্ষক পুস্তকখানি আরবীভাষী খৃস্টান চিন্তাবিদ ও গবেষক প্রফেসর মজীদ খাদ্দুরি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং অনুদিত এই পুস্তকখানি 'দি ইসলামিক ল অব নেশনস্—শায়বানী'জ সীয়ার' নামে ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দি হপকিন্স প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও জনাব খাদ্দুরি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন—এই বই-এ তা 'অনুবাদকের ভূমিকা' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর ভূমিকা এই বই-এর একটা বাড়তি আকর্ষণ এবং তা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের এক তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস। এ বিষয়ে তিনি এমন মনোজ্ঞ ও বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন যা আইন বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রকে অবশ্যই আকর্ষণ করবে। 'ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ', 'ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স', 'ল ইন দি মিডল ইস্ট', 'মডার্ন লিবিয়া', 'ইনডিপেন্ডেন্ট ইরাক' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক জনাব খাদ্দুরি শায়বানীর 'সীয়ার' পুস্তকের অনুবাদক ও এই পুস্তকের ভাষ্যকার হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শায়বানীর শিক্ষাগুরুর মধ্যে ছিলেন ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান আল-সওরী। ইসলামী আইন ও ইসলামের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এঁদের বিজ্ঞ মতামত মুসলিম বিশ্বে এখনও শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করা হয়। বিশ্ব সমাজে অত্যন্ত সম্মানের অধিকারী এসব ব্যক্তির সাহচর্যে থাকার ফলে শায়বানীও এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। আন্তর্জাতিক আইনের জনক হিসেবে পরিচিত গ্রোশিয়াসের সাথে তুলনা করে জোসেফ হ্যামার ভন পার্গস্টল শায়বানীকে 'মুসলমানদের হিউগো গ্রোশিয়াস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মজীদ খাদ্দুরি অবশ্য

www.pathagar.com

গ্রোশিয়াসের সাথে শায়বানীর নাম সংযুক্ত করাকে খুব একটা বড় করে দেখেন নি। তাঁর মতে গ্রোশিয়াসের জন্মের আট শতাব্দী পূর্বে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ওপর শায়বানীর অবদান সর্বজনস্বীকৃত এবং আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর স্থান আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। শায়বানীকে তাই নিঃসন্দেহে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও মর্যাদা সংরক্ষণে ইসলামী আইনের উদারতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে মুগ্ধ করতে সক্ষম। বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশসমূহে মানবাধিকারের প্রশ্নটি সোচ্চার হয়ে ওঠার প্রায় চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে ইসলাম জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবাধিকারের প্রশ্নটি কত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে, তা এই পুস্তকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে বিবৃত হয়েছে। ইসলামী আইনের এই সার্বজনীন রূপটিই এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু। ইসলাম কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর ধর্ম মাত্র নয়—যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে পারে। সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম তাই সার্বজনীন ধর্ম। বিশ্বের সব মানুষের ধ্যান-ধারণাকে বিকশিত করার এবং সর্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনতার গ্যারান্টি হিসেবে ইসলামী আইন যেমন যুগোপযোগী তেমনি যথার্থও বটে। মনুষ্য সৃষ্ট আইন সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে বারবার ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে—এমনকি নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকেও শান্তির নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরও আঘাত এসেছে বারবার। সব মানুষের চির-চাওয়া শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার মানব প্রয়াস যুগে যুগে মানুষকে শুধু প্রতারিতই করেছে। চির-চাওয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা শুধু বাসনাই থেকে গেছে।

এই পটভূমিকায় শায়বানীর সীয়ার আন্তর্জাতিক পরিসরে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে, শান্তির অন্বেষায় হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও মহানবীর সুন্নাহর

www.pathagar.com

ওপর ভিত্তিশীল এই পুস্তকের মূল আবেদন হলো শান্তির বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। নিষ্ফল প্রচেষ্টায় আর কালক্ষেপণ না করে বিশ্বের জন্য স্থিরীকৃত ও যথার্থ আইন গ্রহণ ও তা কার্যকরী করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিশ্ব সমাজ এগিয়ে এলেই মানব সমাজের চিরচাওয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

শায়বানীর সীয়ার-এর বঙ্গানুবাদ করার মত গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা আমার নেই। আইন বিজ্ঞানের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার কাছে বইখানি এক অমূল্য সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে বইখানির মূল আবেদন পৌঁছিয়ে দেওয়ার অদম্য বাসনা নিয়েই এর বঙ্গানুবাদে আমি হাত দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তায়ালার হাজার শোকর, কাজটি সমাপন করার তৌফিক আমি লাভ করেছি—সফলতা ও সার্থকতা বিজ্ঞ পাঠকদেরই বিচার্য।

আবু জাফর

ঢাকা, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসংগ কথা

সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার উপজাত ফল হলো আইন। সমাজের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাকে একটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে রূপায়িত করার জন্য আইনের প্রয়োজন। সময় ও কালের বিবর্তনে এবং মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইনের ধারারও পরিবর্তন ঘটে। তাই আইনকে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ-স্থানীয় করার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। যুগ যুগ ধরেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং সেজন্য আইন প্রণয়নের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আইনের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সুসংবদ্ধ করতে পারে এবং সর্বোপরি অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলেই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য এখনও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু গণবিরোধী আইনের অস্তিত্ব থাকলেও আইনবিহীন রাষ্ট্রের কথা এখন কল্পনা করাও অকল্পনীয় ব্যাপার।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত উপযোগী ও প্রয়োজনীয়, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তা আরও বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন বিশ্বের মানুষের পরস্পর নির্ভরশীলতা বেড়েছে তেমনি অপরদিকে নানা ঘটনার উপজাত ফল হিসেবে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এ বিশ্বকে মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যর্থতা কোন রাষ্ট্রের একক ব্যর্থতা নয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রীয় আইন যেমন শক্তিশালী, তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। বস্তুত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন করাই হলো আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতি। এ ক্ষেত্রে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের অবদান অনস্বীকার্য। ইমাম আবু হানীফার পূর্বে কেউ কেউ আইন বিজ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেও তা স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চিন্তাধারা আবু ইউসুফ ও শায়বানীর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা পরিব্যাপ্তি লাভ করে। একটা স্বতন্ত্র আইন বিজ্ঞান হিসেবে তৎকালীন বিশ্বে এটা এক নব যুগের সূচনা

www.pathagar.com

করে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফের সুযোগ্য শিষ্য শায়বানী আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন পরিব্যাপ্তি লাভ করার বহু পূর্বেই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেন। আইন বিজ্ঞানের এ শাখায় তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই দীপ্তিমান।

আমাদের দেশে শায়বানীকে এখনও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অনেকের কাছে তাই তিনি এখনও এক অপরিচিত ব্যক্তিত্ব। অথচ পাশ্চাত্যে শায়বানী এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তাঁর লিখিত পুস্তকাদি উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবেও পঠিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে শায়বানীর ওপর ব্যাপক গবেষণা হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আমি আরও আশাবাদী যে, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে শায়বানী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমরা আরও বেশী করে জানতে পারব। এক্ষেত্রে বইখানি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে প্রায় অজ্ঞাত এক বিষয়ের দ্বার উন্মোচন করল। অনেকে শায়বানীকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের 'জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁকে গ্রোশিয়াসের সাথে তুলনা করেছেন। অধ্যাপক মজীদ খাদ্দুরি এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে শায়বানীর স্থান গ্রোশিয়াসের বহু আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। অধ্যাপক খাদ্দুরির এ মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি।

আইন বিজ্ঞানের ওপর লিখিত বইখানির বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব আবূ জাফর। অত্যন্ত জটিল এ বিষয়ের ওপর লিখিত বইখানির বঙ্গানুবাদে তিনি যে শ্রম স্বীকার করেছেন ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আইন বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্র এবং সাধারণ পাঠক এ অনূদিত গ্রন্থ থেকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ডঃ হামিদ উদ্দীন খান
আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, ৩০শে জুন, ১৯৮৩ ইং

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ফিলিপ, সি. জেসাপ
বিচারক, আন্তর্জাতিক বিচারালয়

লেখকের যোগ্যতা ও জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত কোন বিষয়সম্বলিত পুস্তকের মুখবন্ধ লেখার চেষ্টা সত্যই বিপজ্জনক। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞের পক্ষে যে বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, সে বিষয়ের অতি মুগ্ধকর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকে কেউ যদি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করার মত সাহসী কাজে প্রলুব্ধ হয়, তাহলে এই বিপদ আরও বেড়ে যায়। শুধুমাত্র প্রাচীন আরবী পাঠ্যপুস্তক অনুবাদের মুখোমুখি হলে এ ধরনের সাহসী কাজে অবশ্য আমি প্রবৃত্ত হতাম না। উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অষ্টম শতাব্দীর একজন মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক জাতিপুঞ্জ আইন-এর ওপর তাঁর অধ্যাপনা ও টীকা-টিপ্পনীর অনুবাদ। কিন্তু এক্ষেত্রে অধ্যাপক মজীদ খাদ্দুরি 'ইসলামী আইন ও জাতিপুঞ্জ আইনের ভূমিকা' শীর্ষক এমন একটি মুখবন্ধ রচনা করেছেন, যা পাঠকের কাছে অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য। যদিও লেখক ইতি-পূর্বে লেখা 'ইসলামের আইনে শান্তি ও যুদ্ধ' শীর্ষক পুস্তকের (এগার বছর পূর্বে যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে) মাধ্যমে আইনজীবী সম্প্রদায়ের কাছে এ বিষয়ে জ্ঞানের সাধারণ সীমারেখার সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন, মুখবন্ধে এ ধরনের মন্তব্য আমি অবশ্যই করব। কারণ, আরবী শিক্ষায় একজন শিক্ষানবিস না হয়েও আন্তর্জাতিক আইনের একজন ছাত্র হিসেবে আমি এই মুখবন্ধ লিখছি।

শায়বানীর উপদেশ সংক্রান্ত মূল গ্রন্থাংশের প্রকাশনা বিশেষভাবে সময়ো-পযোগী হয়েছে। কারণ, পশ্চিম-ইউরোপীয় অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলে কথিত হিউগো গ্রোশিয়াসের আন্তর্জাতিক আইন বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অত্যন্ত ব্যাপক ও ভিন্নমুখী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ অনুপযোগী- এই প্রশ্নে বিতর্ক এখন গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের লেখনী ও আন্তর্জাতিক রায়ে ল অব নেশন্‌স সম্পর্কে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী অগ্রদূতগণদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এই সত্য স্পষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে যে, যুগে যুগে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে কতিপয় মতবাদ কত ব্যাপকভাবে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। অধ্যাপক খাদ্দুরি তুলনামূলক আইনের রীতি সম্পর্কে বর্তমান গুরুত্বের প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। এই বইখানি তাই যেমন উত্তেজনামূলক তেমনি উৎসাহব্যঞ্জক। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির ধারা ৩৮ (১) (ক)-এর ব্যাখ্যায় এ ধরনের তুলনামূলক অধ্যয়ন কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তার প্রতিও তিনি দিকনির্দেশ করেছেন। বস্তুত সংবিধির এই ধারার আওতায় আদালত 'সুসভ্য জাতি কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতি' প্রয়োগ করেন।

যেহেতু সমসাময়িক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের দ্বারা আইন সব সময় প্রভাবিত হয়, সেহেতু পূর্ব দৃষ্টান্ত বা যথার্থ তুলনা অনুসন্ধান করা আমাদের প্রয়োজন, একথা ঠিক নয়। ইসলামী দুনিয়ার সাথে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের আইনগত সম্পর্কের ইসলামী ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বলে দৃশ্যত প্রতীয়মান হয়েছে তা মজীদ খাদ্দুরি আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক যুগের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইসলাম যখন উৎসাহের সাথে ধর্মান্তরিতকরণ ও বিস্তারশীল সত্তায় দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে, তখন বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পরস্পরের সাথে শক্তির সম্পর্কের ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় এবং এর ফলে মুসলমানরাও বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান ও খৃস্টানরা 'সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ক পরিচালনার জন্য এক মৌন চুক্তিতে আবদ্ধ' হওয়ার পূর্বে দশম শতাব্দীর খৃস্টান শাসনামলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা 'সহ-অবস্থানের দীর্ঘ পরিবর্তন-সূচক কাল'-এ রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থাকে ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'গিউরা ফ্রিয়া' বা ঠান্ডা যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শায়বানী নিজে ছিলেন এই 'সার্বজনীন কাল'-এর সৃষ্টি। আব্বাসীয় রাজত্বকাল এই বিশেষ কালের অন্তর্ভুক্ত এবং ৭৫০ খৃস্টাব্দে শায়বানীর জন্ম লগ্ন থেকে প্রায় ৯০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই 'সার্বজনীন কাল'-এর বিস্তৃতি। মূলত একজন শিক্ষক হলেও তিনি বিচারক ও খলীফা হারুন-অর-রশীদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক খাদ্দুরি উল্লেখ করেছেন যে, শায়বানী যা পড়াতেন, আমরা এখন যুক্তরাষ্ট্রে তাকে 'কেস্ মেথড' বলি।

www.pathagar.com

অবশ্য শায়বানী তাঁর 'সীয়ার'-এ যে কথোপকথন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, আমাদের লেখনীতে আমরা তা ব্যবহার করি না। সদৃশ ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সত্যিকার আইনানুগ যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজের মতামত সংযুক্তসহ শায়বানী ছিলেন পূর্বকালের জ্ঞানগর্ভ-অভিমত ও হাদীসের লিপিবদ্ধকারী ও ব্যাখ্যাকারী। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দিয়েছেন তা অত্যন্ত জটিল। তাঁর সময়ে ইসলামের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল যুদ্ধ (জিহাদ—পবিত্র যুদ্ধ বা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাকে 'বেলাম জাস্টাম' বলতে পারেন), তাই যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত অবস্থায় সৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যা নিয়েই এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে পণ্ডিতগণ মহানবী ও তাঁর প্রাথমিক উত্তরাধিকারিগণের কার্যবিধি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের আচরণকে মডেল বা আদর্শ হিসেবে অধ্যয়ন শুরু করেন। মহানবী ও প্রথম দিককার সামরিক কমাণ্ডারগণের যুদ্ধাভিযান ও সামরিক অভিযান সম্পর্কে তাঁরা বেশী আগ্রহী ছিলেন এবং ঐ সব সামরিক অভিযানের অন্তর্নিহিত আইনগত আদর্শ উদঘাটন করতে তাঁরা সচেষ্ট হন। অনেকে তাঁদের অধ্যয়নকে শুধু বর্ণনামূলক ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন এবং অনেকে ইসলামের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের বৈধ আইনকে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস পান। ইসলামী শিক্ষায় এ ধরনের জিজ্ঞাসা সীয়ার সম্পর্কীয় ধারণায় নয়া মতবাদের সূত্রপাত ঘটে। ফলে এই মতবাদ বর্ণনামূলক থেকে আদর্শিক-এর রূপ লাভ করে।

বন্দী ব্যক্তির অধিকার বিশ্লেষণ ও সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনার ফলে বিবাহ ও উত্তরাধিকারের অধিকারসহ সাধারণভাবে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মামলার পক্ষদ্বয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হলে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ইখতিয়ার ও তাদের প্রযোজ্য আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষ কর্তৃক মনোনয়নের সুযোগ থাকে বলে বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ যাকে 'আইনের বিকল্প' হিসেবে আখ্যায়িত করেন, সে সম্পর্কে এবং বিচার সংক্রান্ত ইখতিয়ার ও ক্ষমতার

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও এতে অনেক কিছু জানার আছে। 'ইসলামের আইন মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ওপরই তা বাধ্যতামূলক'—এ সম্পর্কে অধ্যাপক খাদ্দুরি উল্লেখ করেন যে, 'আবু হানীফা 'মুসলমান ও অ-মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন।' বস্তুত আবু হানীফা সর্ব প্রথম আইন অধ্যয়নের ব্যাপারে শায়বানীকে জ্ঞাত করান। সন্ধি চুক্তির শর্ত পালনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 'প্যাকটা সান্ট সারভান্ডা' নীতি, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মুক্তির পর নিজ দেশে তার সামাজিক অধিকারের নীতি, বে-আইনী ব্যবসা (এমনকি নিরপেক্ষতা স্বীকৃত না হলেও) এবং যুদ্ধবন্দী ও আহতদের প্রতি আচরণ সম্পর্কীয় বহু বিষয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ অবগত হতে পারেন। শায়বানীর সীয়ার-এর পঞ্চম অধ্যায়ে শান্তি চুক্তি এবং অনেক স্থানে নিরাপত্তামূলক আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তখন বিংশ শতাব্দীর চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনভাবে এই নিরাপত্তামূলক আচরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হেত এবং প্রদত্ত নিরাপত্তামূলক আচরণের অঙ্গীকারের প্রতি ব্যাপকভাবে সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল বলেও দৃশ্যত প্রতীয়মান হয়।

শায়বানীকে 'মুসলমানদের হিউগো গ্রোশিয়াস' হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য অধ্যাপক খাদ্দুরি ১৮২৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমা পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু শায়বানীকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে মুসলমানদের আইনগত সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রসিদ্ধ মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে প্রশংসা করলেও তিনি নিজে আমাদেরকে একটা অধিকতর ভারসাম্য এবং অধিকতর উপদেশপূর্ণ তথ্য সমর্পণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান ও আইনের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে শায়বানী কম পরিচিত হলেও "গ্রোশিয়াসের সাথে শায়বানীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা হলে তাতে এই প্রাচীন লেখকের সম্মান বৃদ্ধি পাবে না—কারণ আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়েই আছে।"

অষ্টম শতাব্দীর একজন মহাপণ্ডিত এবং তাঁর পদ্ধতি ও তাঁর সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য এই বইখানি আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ইংরেজী অনুবাদকের মুখবন্ধ

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সমর্থনকারী জাতিসমূহ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে বলে মনে হয় যে, মানুষের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তি আছে এবং স্বর্গীয় আইন প্রণেতার শাশ্বত ও ন্যায়ভিত্তিক একক আইন দ্বারাই মানব জাতি শাসিত হবে। আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের বাস্তব রূপায়ণের সপ্রতিভ অনুভূতি এবং তরবারির সাহায্যে হলেও তাঁর প্রত্যাদেশিত আইনের সুবিধা অন্যান্য জাতির মধ্যে বিস্তৃত করার দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে ভূরি ভূরি রয়েছে।

স্বর্গীয় আইনভিত্তিক বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠা এবং 'জিহাদে'র মাধ্যমে এই আইন বলবৎ করতে আগ্রহী জাতিগুলির মধ্যে মুসলমান জাতিই প্রথম বা সর্বশেষ জাতি নয়। জিহাদ হলো ইসলামের 'বেলাম জাস্‌টাম' এবং অন্যান্য জাতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটাকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ঐশী জাতীয় বিধানের নমুনা হিসেবে ও জিহাদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যে খৃস্টান সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে খৃস্টান সমাজও এক সময় প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মযোদ্ধাদের বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু মানব জাতিকে শাসন করার পূর্ণ কর্তৃত্ব মুসলমান বা খৃস্টান সমাজ অর্জন করতে পারে নি। কয়েক শতাব্দীর স্থায়ী পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ মুসলমান ও খৃস্টানদের এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী রীতি অনুসরণ করে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতি রেখে চির-প্রচলিত আদর্শের উপযোগীকরণ করতে হবে। দীর্ঘকাল বিরোধের পর শুরু হয় প্রতিযোগিতা ও সহ-অবস্থানের কাল, যা ক্রমান্বয়ে একচেটিয়া আইনগত মতাদর্শকে বাতিল করে দেয়। ফলে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব কোন একক জাতির আর একচেটিয়া অধিকারে রইল না।

যে আইন অতীন্দ্রিয় আইনের পরিবর্তে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের বিস্তৃত সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই আইনই নতুন গঠিত জাতিপুঞ্জ পরিবারকে পরিচালনা করছে। এই আইনের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পারস্পরিক স্বার্থ এবং তা একক ও সমষ্টিগতভাবে কার্যকরী হয়—শুধুমাত্র কোন একক জাতি কর্তৃক কার্যকরী হয় না। এই আইনকে আধুনিক ল অব নেশনস্‌ (ড্রয়েট ডেস জেনস্‌) বা ভোলকারেসট্‌ বলা হোক না কেন, এই আইনই হলো চার শতাব্দীর ওপর বিভিন্ন জাতির

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ মনুষ্য কর্তৃক নির্ধারিত আইন। ঐ সময়ে শান্তি রক্ষার কাজে এই আইন তার পরিমিত অবদান রেখেছে এবং যুদ্ধরত জাতির বিরুদ্ধাচরণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার নীতি নির্ধারণ করে যুদ্ধের যন্ত্রণা প্রশমনেও তা অবদান রেখেছে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে আধুনিক ল' অব নেশনস্ দ্রুত বর্ধিষ্ণু জাতি-সংঘের এবং একই সাথে সংকোচনশীল বিশ্বের সমস্যার সাথে আজ আর প্রয়োজন অনুযায়ী তাল মিলাতে পারছে না। অনেক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাই আন্তর্জাতিক সাধারণ ও জাতীয় আইনকে 'আনড্রয়েট ইণ্টারসোশ্যাল ইউনিফিয়ে'-তে একীভূত করার সুপারিশ করে ল অব নেশনস-এর পরিধি বিস্তৃত করতে চেয়েছেন (জর্জ স্কেলে); অনেকে আবার প্রচলিত ধারণা ও নীতির পূর্ণাঙ্গ পুনঃ পরীক্ষার আহবান জানিয়ে তা 'ট্রান্সন্যাশনাল আইন' (জেসাপ) বা 'মানব জাতির সাধারণ আইন' (জেনকস) বা শুধু 'বিশ্ব আইন'-এ রূপান্তর করার সুপারিশ করেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাকৃতিক আইনের নীতি পুনরুজ্জীবন থেকে শুরু করে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বাস্তব তথ্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

শেষের এই পদ্ধতির মধ্যে আছে তুলনামূলক বা আপেক্ষিক পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আইনের (প্রাইভেট ল) ছাত্রগণ আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে বিদেশী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আসছেন। কিন্তু আধুনিক ল অব নেশনস্-এর মূল গ্রন্থাংশের লেখকগণ তুলনামূলক পদ্ধতিকে গুরুত্ব প্রদান করলেও পশ্চিমা অভিজ্ঞতার ওপরে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছেন। জাতিপুঞ্জ পরিবার যখন মূলত পাশ্চাত্য জাতিসমূহ দ্বারা গঠিত ছিল এবং কূটনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্র যখন ইউরোপ ও পশ্চিমা গোলার্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন এ ধরনের প্রবণতা সম্ভবত পুরোপুরিভাবে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যেত। এই অবস্থা এখন আর নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত বিশ্বব্যাপী সমাজ-এর রূপ পরিগ্রহ করছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ করার মধ্যে যেমন যুক্তি আছে তেমনি তা বাস্তবসম্মতও বটে। কারণ এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিকাশমান বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থ

www.pathagar.com

সংরক্ষণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধি রচয়িতাগণ যখন বলেন যে, সাধারণ প্রথা ও রীতি অনুসরণ ছাড়াও 'সুসভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতি'-র ভিত্তিতে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সম্ভবত তাঁরা এই ধারার শব্দগত অর্থের চেয়ে অব্যক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করতে চান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন জাতির সরকারী বিধানের 'সাধারণ নীতি' অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন।' এই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম সমাজের ইসলামী ব্যবহারতত্ত্ব বা আইন বিজ্ঞানের ওপর মূল লেখকের লিখিত ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং মূল গ্রন্থাংশের অনুবাদ টীকাসহ উপস্থাপিত করা। বস্তুত মুসলমান সমাজ অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এমন এক আইন ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে যা রোমক আইন ব্যবস্থা থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এ কাজে আমার অনেক বন্ধু আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সহযোগিতা স্বীকার করে আমি আনন্দিত। প্রাথমিক সহায়কী প্রস্তাবের জন্য আমি মিসরের শেখ মুহাম্মদ আবু জাহরা এবং শফিক সিহাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বর্তমানে প্যারিসে বসবাসরত হায়দ্রাবাদের মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌র মূল্যবান মন্তব্যের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি এই পুস্তকের পুরো অংশটাই পড়েছেন। হ্যারল্ড গ্লাইডেন এই বই-এর অনূদিত মূল অংশ এবং এমিল ল্যাংগ অনুবাদের ভূমিকা অংশ পাঠ করেছেন। সে জন্যে তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মকালে ইস্তাম্বুল ও কায়রো সফর করার অনুদান প্রদান করার এবং এই শহরগুলির মূল্যবান পাঠাগারে শায়বানীর পান্ডুলিপি ও এই অধ্যয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুস্তকাবলী পাঠ করার সুযোগ দেওয়ায় আমি রকফেলার ফাউন্ডেশনের নিকট কৃতজ্ঞ। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পুস্তকের কোন ভুল বা মতাদর্শের জন্য এরা কেউ দায়ী নন।

জুলাই ১২, ১৯৬৫ মজীদ খাদ্দুরি

স্কুল অব এ্যাডভানস্‌ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ
জন্‌ হপকিনস্‌ ইউনিভার্সিটি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা — পাঁচ
আমার কথা — সাত
প্রসঙ্গ কথা — এগারো
বিচারপতি ফিলিপ সি. জেসাপ-এর মুখবন্ধ — তের
ইংরেজী অনুবাদকের মুখবন্ধ — সতেরো

ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা

ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক আইন — ১
ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় — ১
আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ — ৪
মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি ও উৎস — ৭

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের মতবাদ

বিশ্ববিধান সম্পর্কে ইসলামী মত — ১০
জিহাদ-এর মতবাদ — ১৬
শান্তির শর্ত — ১৭
ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে আইনতত্ত্বের সংগতি — ১৯

শায়বানীর জীবন ও রচনাবলী

শায়বানীর পূর্বসূরিগণ — ২৪
শায়বানীর জীবনী — ২৭
শায়বানীর পুস্তকাবলী — ৩৮

শায়বানী ও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা — ৪১
মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কীয় শায়বানীর পুস্তকাবলী — ৪৪
শায়বানীর সীয়ার-এ ব্যবহৃত শব্দ তালিকা — ৪৯
শায়বানীর সীয়ার-এর কাঠামো ও সারসংক্ষেপ — ৫৩
সীয়ার বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শায়বানী — ৬১

www.pathagar.com

শায়বানীর পর সীয়ার সম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন

শায়বানীর উত্তরাধিকারী — ৬৩
ইসলামী রাষ্ট্রপদ্ধতি — ৬৬
তুর্কী সাম্রাজ্য ও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন — ৭১
ইসলাম ও আধুনিক কমিউনিটি অব নেশনস — ৭৩

সীয়ার-এর মূল গ্রন্থাংশ

পান্ডুলিপি — ৭৬
সংস্করণ — ৭৮
অনুবাদ — ৭৮

শায়বানীর সীয়ার-এর ইংরেজী অনুবাদের বংগানুবাদ

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের আচরণ সম্পর্কীয় হাদীস — ৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর আচরণ সম্পর্কীয়

(সাধারণ আইন) — ১০২
বন্দীদের হত্যা ও শত্রুদের দুর্গ ধ্বংস সম্পর্কীয় — ১০৬
যুদ্ধের এলাকায় শান্তি এবং প্রার্থনা সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কীয় — ১০৯

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কীয়

যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টন — ১১২
অতিরিক্ত অংশের বন্টন — ১১৮
মহিলাদের দাসত্বমোচন ও শিশু যুদ্ধবন্দী — ১২০
একক যোদ্ধা কর্তৃক মহিলা ভৃত্য বন্দী ও মুসলিম
শিবির থেকে যুদ্ধরত এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ প্রসঙ্গে — ১৩২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা (দার-উল-ইসলাম) এবং যুদ্ধরত এলাকার (দার-উল-হরব) মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ও যুদ্ধরত এলাকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য — ১৩৬
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রার্থনার অধিকারী যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গে — ১৪০
যুদ্ধরত এলাকায় মহিলা ভৃত্য ও সম্পদ অন্বেষায় মুসলিম ব্যবসায়ী সম্পর্কে — ১৪২
যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী ধর্মান্তরিত মুসলমান হলে এবং সেই এলাকা মুসলমানের অধিকারে এলে উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি, পরিবার, পুত্র-কন্যা ও তার নিজের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কীয় — ১৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

শান্তি চুক্তি সম্পর্কীয়

কিতাবীদের সাথে চুক্তি — ১৪৯
অবিশ্বাসী শাসকের সাথে শান্তি চুক্তি — ১৫৮
যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি — ১৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

'আমন' বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কীয়

মুসলমান কর্তৃক যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান — ১৬৫
যুদ্ধরত এলাকার মুস্তামিন-এর ইসলাম শাসিত এলাকায় প্রবেশ সম্পর্কীয় — ১৬৭
দার-উল-হরবে প্রত্যাগত বা দার-উল-ইসলামে মৃত্যুবরণকারী মুস্তামিন-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কীয় — ১৭২
দার-উল-হরবে একজন মুস্তামিন বৈধভাবে কি নিয়ে যেতে পারে— ১৭৫
দার-উল-ইসলামে গ্রেফতারকৃত দার-উল-হরবের লোক — ১৭৭

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি (হুদুদ) প্রয়োগ সম্পর্কীয় — ১৭৮
যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের উপর আরোপিত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ কর — ১৮১
দার-উল ইসলামে প্রবেশকারী মুস্তামিন-এর উম-ওয়ালাদ, মুদাব্বর স্ত্রী এবং স্বাধীন মানুষ — ১৮৫
যুদ্ধরত এলাকার কোন মহিলা মুসলমান হলে এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তার প্রবেশ সম্পর্কীয় — ১৮৮
যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কীয় — ১৯১
ব্যবসার জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় মুসলমানদের দার-উল-হরবে প্রবেশ সংক্রান্ত — ১৯৬
যুদ্ধরত এলাকায় মুসলমান কর্তৃক দাস ক্রয় সম্পর্কীয় — ১৯৯
দার-উল হরবে মুস্তামিন হিসেবে মুসলমান — ২০৩

সপ্তম অধ্যায়

স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয়

সাধারণ আইন — ২০৫
ধর্মান্তরিত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কীয় — ২১১
ধর্মান্তরিত মহিলা সম্পর্কীয় — ২১৪
পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য এবং মুকাতাব-এর স্বধর্ম ত্যাগ — ২১৯
স্বধর্মত্যাগী পুরুষ ও মহিলা ভৃত্যের বিক্রয় সংক্রান্ত — ২২৩
মুক্ত মানুষ ও তার ভৃত্যের স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয় — ২২৫
স্বধর্মত্যাগীর বন্দী সম্পর্কীয় — ২২৭
মুসলমানদের সাথে যিম্মীদের চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কীয় — ২৩১
স্বীয় এলাকায় স্বধর্মত্যাগীদের কর্তৃত্ব সম্পর্কীয় — ২৩৬
আরব বহুত্ববাদীদের সম্পর্কে — ২৩৮
যুদ্ধরত এলাকায় স্বধর্মত্যাগী একদল মুসলমান সম্পর্কীয় — ২৩৯
হত্যাযোগ্য স্বধর্মত্যাগী সম্পর্কীয় — ২৩৯
মাতাল ব্যক্তির স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয় — ২৪২

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মতভেদ বা বিবাদ ও রাজপথে ডাকাতি সম্পর্কীয়

খারেযী (দলত্যাগী) ও বগী (বিদ্রোহী) — ২৪৫

রাজপথের ডাকাত, দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ও মোতওয়াল্লীর অবস্থা সম্পর্কীয় — ২৬৩

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিশে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে — ২৬৮

নবম অধ্যায়

কিতাব আল-সীয়ার-এর ক্রোড়পত্র — ২৭২

আল্লাহর রাজত্বে রাজার বিশেষ অধিকার এবং আল্লাহর প্রজাগণের মধ্যে কাদের আল্লাহর দাস হিসেবে গণ্য করতে হবে— ২৮৬

দশম অধ্যায়

কিতাব আল-খারাজ (করারোপণ সম্পর্কীয় পুস্তক)

খারাজ ভূমি — ২৯০

খারাজ ভূমির মালিক যদি মুসলমান হয় বা কাজ করতে অসমর্থ হয় বা খারাজ ভূমি ত্যাগ করে তাহলে খারাজ জমির অবস্থা সম্পর্কীয় — ২৯৪

বয়স্ক পুরুষদের ওপর মাথাপিছু, খারাজ ও জিযিয়া প্রদান সম্পর্কীয় — ২৯৬

পোশাক এবং আরোহণের জন্য অশ্বের ব্যাপারে যিম্মীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কীয় — ২৯৮

নযরানের জনগণ ও বনু তগলিব গোত্রের লোকদের সাথে নবী ও তাঁর অনুসারিগণের চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কীয় — ৩০০

খারাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কীয় — ৩০৫

অকর্ষিত ও পতিত জমি হস্তান্তর প্রসঙ্গে — ৩০৫

উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমি এবং এই জমি কর্ষণকারীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কীয় — ৩০৬

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

দাউদ বিন রুসায়েদ-এর মতানুসারে উশর (উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ) সম্পর্কীয় পুস্তক — ৩১১
তথ্যপঞ্জী — ৩১৯
হাদীস ও ঘটনা বর্ণনাকারী — ৩৯২
নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা — ৩৯৯
মূল সূত্র — ৪০০
নির্ঘণ্ট — ৪০৭

www.pathagar.com

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা

ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক আইন

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের পূর্ব শর্ত হল বিশ্বের বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থিতি, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বা পৌর আইন থাকবে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের পৌর আইনের আওতায় স্বীয় কর্তৃত্ব কার্যকরী করার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলীর প্রতি বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত এই আইন কোন সর্বময় ক্ষমতা কর্তৃক কার্যকরী করা হয় না। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন সদস্যগণ নিজেরাই সমষ্টিগতভাবে এই আইন কার্যকরী করে। বর্তমান দৃষ্টিভংগীতে আন্তর্জাতিক আইন হল এক সম্প্রদায়ভুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় আইন।

মূলত এই আইন হল একটা আপেক্ষিক শব্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে একটা জাতির অগ্রগতির সর্বাধুনিক অবস্থার কথাই আইন বর্ণনা করে। ইউরোপীয় ও খৃস্টান আইনের সাথে এর অগ্রগতি শুরু হয় এবং তিন শতাব্দী ধরে মূলত ইউরোপীয় জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার পর এর পরিধি অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রসারিত হয়ে ঐ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে পরিগণিত হয়। তখন তা কেবল ইউরোপীয় বা খৃস্টীয় আইন থাকল না। বর্তমান দৃষ্টিভংগীতে তা বিশ্বজনীন হতে চায়, কারণ মানব জাতির সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা এর আছে। দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্প্রদায়ে রাষ্ট্রীয় আইন ঐতিহ্যগত আইনের সীমাবদ্ধতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই আইনকে যদি সত্যিকার মানব জাতির রাষ্ট্রীয় আইন করতে হয় তাহলে এর আওতা ও মূল ধারণা সম্পর্কে পুনঃ পরীক্ষার জন্য

www.pathagar.com

বেশ কিছু লেখক সুপারিশ করেছেন।[১] অনেকের মতে, সমসাময়িক আইনের আওতা সীমাবদ্ধ এবং এর আওতা শুধু রাষ্ট্রের ওপর—ব্যক্তির ওপর নয়।[২] বিভিন্ন রাষ্ট্রের সত্যিকার সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার অসমর্থতার কথা চিন্তা করে অনেকে আবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[৩] কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের বর্ধিত সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্য সকল লেখকই আশাবাদীভাবে এর ক্রমোন্নতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪]

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতির প্রকৃতির মধ্যেই একটা ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে। তাছাড়া এর ইতিহাসের যে পটভূমি আছে তা ইউরোপীয় ইতিহাসের পটভূমির চেয়ে অনেক অনেক বেশী পুরাতন। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আইনের ঐতিহাসিক যুগ সূত্র ইউরোপীয় ও নবজাগরণ আবিষ্কারের যুগ, গ্রোকো-রোমান যুগ, প্রাচীন মিশর ও বেবিলনিয়া যুগের পূর্বে, এমন কি তারও পূর্বে থেকে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন রেকর্ডে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাচীন রাষ্ট্র ও জনগণ অপর রাষ্ট্র ও জনগণের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসরণ করত। কোন নির্দিষ্ট আইন বা কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা না হলেও ন্যায়বিচারের সাধারণ সূত্র ও নীতিমালা আদিম সমাজে বিকশিত হয় যাকে আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যায়। তখন নিকট প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে এবং গ্রীস ও রোমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়কারী আইন চালু ছিল এবং পশ্চিমা দেশগুলো এই আইনকেই পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে।[৫]

প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক আইনের যে পদ্ধতি ছিল তার প্রকৃতি সম-সাময়িক আন্তর্জাতিক আইনের মত বিশ্বব্যাপী ছিল না। প্রতিটি পদ্ধতিই ছিল প্রধানত বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট এলাকার এক বা একাধিক সভ্যতার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ সম্পর্কীয়। দেখা গেছে যে, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে জনগণ নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক সত্তা-বিশিষ্ট একটা সম্প্রদায় গড়ে তোলে—যাকে বলা যায় এক পরিবারভুক্ত জাতিবর্গ—যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত প্রথাগত আইন বা বাস্তব কর্মকান্ড দ্বারা, কোন একক কর্তৃপক্ষ দ্বারা একক আইনের মাধ্যমে

www.pathagar.com

শাসিত একক রাষ্ট্রের মত নয়। প্রাচীন নিকট প্রাচ্য, গ্রীস, রোম, চীন, ইসলাম ও পশ্চিমা খৃস্টান শাসিত দেশে কতিপয় রাষ্ট্রীয় পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং তারা একসঙ্গে বসবাস করত। এদের প্রত্যেক দেশে কমপক্ষে একটা করে সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে একটা করে নীতিমালা ও আইন গড়ে ওঠে যদ্দ্বারা যুদ্ধ বা শান্তির সময় এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হত।

আধুনিক মতে এই পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে 'আন্তর্জাতিক' ছিল না। কারণ এই পদ্ধতি ছিল কোন শ্রেণীবিশেষের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত এবং কোন বিশ্বজনীন পদ্ধতির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বৈধ সমতা ও পারস্পরিক নীতি নির্ধারণে তা সক্ষম ছিল না। বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে একটা সুসংহত পদ্ধতির সম্ভাবনা বলতে গেলে এতে ছিলই না। প্রতিটি নীতি বা আদর্শ অন্যের কাছ থেকে ধার করা হলেও তা স্বীকার করা হত না এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করত। তাই সভ্যতার (বিভিন্ন সভ্যতার) অগ্রগতির বাহন প্রতিটি প্রাচীন ব্যবস্থা সভ্যতার তিরোধানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।[৬]

মানুষের প্রতি বিশ্বজনীন আবেদন নিয়ে ইসলামের আবির্ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য স্বাভাবিকভাবে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা হল, অ-নৈসলামী রাষ্ট্রের আচরণের সম্পর্ক বা ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় সহিষ্ণু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিরূপে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করা। প্রয়োজনবোধে মুসলমান আইনবিশারদগণ কর্তৃক উন্নীত ও সম্প্রসারিত পবিত্র আইনের বিশেষ শাখা তথা 'সীয়ার' বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কীয় আইনকেই বলা যেতে পারে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন। অন্যান্য পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের মত ইসলামী রাষ্ট্রও আইনের এমন এক আইন ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বে শান্তি-শৃংখলা ও ন্যায়বিচার কায়েম করা। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন-এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। একটা স্থায়ী ও সুশৃংখল বিশ্ব সমাজ গড়ার সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের অবিরাম প্রচেষ্টা। এই

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা প্রতিটি সুসম্পূর্ণ আইন ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ইসলামী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাকেও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ

প্রাচীন রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথাগত বা অন্য কোন প্রকার আইন মেনে চলত যার সমষ্টিকে আন্তর্জাতিক আইন-এর আওতায় ফেলা যেতে পারে। একজন লেখক বলেন, "বস্তুতপক্ষে প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করার প্রয়োজনে নৈতিক ও বৈধ দায়িত্বের সৃষ্টি হয় যা কালক্রমে আন্তর্জাতিক আইনের অঙ্গীভূত হয়।"[৭] সভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য সুসমঞ্জস পদ্ধতি বিকাশ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আদিম জনগণ তাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার একটা অংশ হিসেবে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করত বলে মনে হয়। এমনকি, তাদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ ও অরাজকতা চলতে থাকলে বন্দী বিনিময় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে কতিপয় কাজ করা থেকে বিরত থাকার মত চুক্তি সম্পাদন তাদের উভয়ের স্বার্থে প্রয়োজন বলে বিবেচিত হত। প্রাচীন মিশর ও বেবিলনীয়দের ইতিহাসে প্রতিবেশীদের সাথে তাদের পানির ব্যবহার, সীমান্ত নিয়ে বিবাদের সমাধান এবং বন্দী বিনিময় করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করার তথ্য পাওয়া যায়।[৮] ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে আমরা জানতে পারি, শান্তি ও যুদ্ধের সময় ইসরাইলীরা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করত।[৯] রোম এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে গ্রীকরা তাদের সম্পর্ক নির্ধারণে আইনের যে পদ্ধতি অনুসরণ করত, তা কম চিত্তাকর্ষক ছিল না—হোক না তা 'জাস ন্যাচারেল' (বিবেক প্রসূত আইন) বা 'জাস জেন্টিয়াম' (রোমের অধিবাসী ও বিদেশীদের মধ্যকার বা শুধু বিদেশীদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করার আইন) পদ্ধতি।[১০] ইসলামের সমসাময়িক যুগে ভারত,[১১] চীন[১২] এবং খৃস্ট ধর্মাবলম্বী দেশসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পর্ক

www.pathagar.com

নির্ধারণে একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করত। সব রাষ্ট্রেরই একটা এমনকি ইরোকুইসদেরও (ইরোকুইসরা বন্দীদের ধ্বংস করে দিত বলে মন্টেস্কু দাবী করেন) আন্তর্জাতিক আইন ছিল। মন্টেস্কুর এই দাবী একেবারে অসত্য ছিল না।[১৩]

একক জনগোষ্ঠির মধ্যে আবির্ভূত এবং পরে অন্যান্য জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রসারিত ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রকে একটা মতবাদ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য তথা সব মানুষকে ধর্মান্তরিত করার হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে পড়ে একটা সাম্রাজ্য এবং একটা সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্র—অন্য মানুষকে ধর্মান্তরিত করে জয় করার প্রচেষ্টায় এই রাষ্ট্র ছিল রত। প্রথম দিকে, যুদ্ধের আইন বা জিহাদ-এর আইন সংক্রান্ত বিষয়টিই আইন বিশারদগণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ছিল প্রধানত যুদ্ধের আচরণ ও যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের নীতি পরিচালনা বিষয়ক। সমগ্র মানব সমাজ ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় আসবে, এমন একটা অনুমান করা হয়েছিল। তাই, এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সাময়িক। কারণ, ইসলামের আদর্শ অর্জিত হলে অন্ততপক্ষে অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে আইনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিস্তৃতির এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাই জিহাদ বা যুদ্ধের আইনে নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে সাময়িক হলেও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক নির্ধারণের আইন জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে এবং তা ইসলামী আইনের ওপর আরোপিত হয়। সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা তাই স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ ও বৈরী সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়টিও এর আওতাভুক্ত হয়। শত্রুতা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ অবসান বা স্থগিত রাখা, সন্ধিপত্র সম্পাদন এবং বাণিজ্যিক ও অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে লোক গমনাগমনের আইন-কানুন প্রয়োজনের তাগিদেই ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

যাহোক, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন ইসলামী আইনের পৃথক কোন পদ্ধতি নয়। এই আইন মূলত পবিত্র আইন তথা শরীয়ত আইনের বিস্তৃতি–যার উদ্দেশ্য হল ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে বা অভ্যন্তরে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা। এক কথায়, বিভিন্ন সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিভিন্ন আদেশ বা মঞ্জুরি দ্বারা রক্ষিত আধুনিক মিউনিসিপ্যাল (জাতীয়) আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের কোন অস্তিত্ব নেই। সীয়ার (যদি তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে ধরা হয়) হল ইসলামিক করপাস্ জুরিস্ তথা মুসলিম পৌর আইনের একটা অধ্যায় এবং ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাস করে ও ইসলামের বিচার অনুযায়ী যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় তাদের সবার ওপর এই পৌর আইন প্রযোজ্য। রোমানরা যেমন অন্যদের সাথে (রোমান নয় এমন লোক) সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য জাস সিভিলি আইনের (শুধুমাত্র রোমের অধিবাসীদের ওপর প্রযোজ্য আইন) বিস্তৃতি ঘটিয়ে জাস জেন্টিয়াম আইন (রোমের অধিবাসী ও বিদেশীদের অথবা শুধু বিদেশীদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করার আইন) প্রবর্তন করে, তেমনি শরীয়ত আইনের বিস্তৃত অংশ হল সীয়ার–যার উদ্দেশ্য অমুসলমানদের সংস্পর্শে আসার পর তাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা। অন্য কথায়, সীয়ার হল স্পষ্টত শরীয়ত আইনেরই অংশ।

সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পারস্পরিক সম্বন্ধ বা সম্মতির ওপর অপরিহার্যরূপে নির্ভরশীল ছিল না–অমুসলিমরা ইসলামের ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ পেতে আগ্রহী না হলে এই আইন তাদের ওপর প্রযোজ্য হত না–এটা ছিল একটা স্ব-অর্পিত আইন ব্যবস্থা এবং তা নৈতিক বা ধর্মীয় অনুমোদনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে এর বিধান স্বীয় স্বার্থের বিপক্ষে গেলেও এর অনুসারীদের ওপর তা ছিল বাধ্যতামূলক। ইহুদী ও অন্য পৌত্তলিক জাতীয় লোক পরস্পরের সান্নিধ্যে এলে তাদের উভয়ের ওপর মুসার আইন (**Mosaic Law**) যেমন সমানভাবে বাধ্যতামূলক ছিল,[১৪] ইসলামী আইন তেমন ছিল না–

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের ওপরই কেবল ইসলামী আইন বাধ্যতা-মূলক ছিল। পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় আইন যেমন, বন্দী বিনিময়, কূটনৈতিক অনাক্রমণতা এবং আমদানী ও রফতানী দ্রব্যের শুল্ক[১৫], মুসলমান ও তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে গ্রহণীয় ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তি ও আঞ্চলিক গ্রুপের ওপর বাধ্যতামূলক ছিল। অন্যান্য সব প্রাচীন আইনের মত ইসলামী আইন সহজাতভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক—অঞ্চলগত নয়। কারণ ইসলাম ধর্ম সব মানুষের জন্যই। তাই অঞ্চলভিত্তিক আইন এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবু বহু অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী আইনের আওতা-বহির্ভূত থাকায় অঞ্চল-ভিত্তিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং ব্যক্তিগত ও অঞ্চলভিত্তিক মুসলমান ও অমুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অপরিহার্যরূপে সীয়ার-এর আওতাভুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একথা সত্য যে, আইনের অঞ্চল-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ওপর একমাত্র হানাফী মতবাদই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ; অন্যান্য মতবাদ যেমন শাফেয়ী মতবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু সব মতবাদেই কম-বেশী অঞ্চলগত সীমাবদ্ধতার আইন গৃহীত হয়েছে।[১৬]

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি ও উৎস

সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার উপজাত ফল হল আইন। সমাজের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাকে একটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে রূপায়িত করতে মানুষ বাধ্যতামূলক বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম বলে অনুমান করা হয়। সমাজের মত ও আদর্শের প্রতিবিম্ব এই আইনকে বলা হয় যথার্থ আইন। মনুষ্য প্রণীত সাধারণ বা দেওয়ানী আইন অসম্পূর্ণ এবং এই আইনকে পূর্ণাঙ্গ করতে সমাজ ক্রমাগতভাবে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে। আদর্শ আইন মরীচিকাসম। যথার্থ আইন রচিত হয় যুগ যুগের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

যে সমাজের মানুষ খারাপ প্রবৃত্তির ঊর্ধে উঠতে বা তাদের জন্য চরম মঙ্গলজনক কি হতে পারে তা নির্ধারণ করতে অক্ষম বলে অনুমান করা হয়, সে সমাজের ভ্রমশীল মানুষ অন্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন ধারণা প্রায়ই গ্রহণ করা হয় না। এমন সমাজের সদস্যদের সঠিক পথে পরিচালনা ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত অতি-মানব বা স্বর্গীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। প্রাচীন হিব্রু, খৃস্টান ও ইসলামী সমাজ এই দৃষ্টিকোণের অনুসারী যে, প্রত্যাদিষ্ট আইনের মাধ্যমে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন এবং নবীর মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা ও ন্যায়বিচার মানুষের কাছে পেঁৗছে দেন। সবার ওপর প্রযোজ্য ও স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত বলে গণ্য এটা অন্য এক শ্রেণীর আইন। তুলনামূলকভাবে প্রকৃত বা পজিটিভ আইনের বিপরীত এই আইনকে প্রাকৃতিক আইনের শ্রেণীতে ফেলা যায়। তবে প্রাকৃতিক আইনের মত এই আইন যুক্তির উপজাত ফল নয়—এই আইন নবী কর্তৃক উচ্চারিত বা প্রেরিত স্বর্গীয় অনুপ্রেরণালব্ধ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। এ আইন যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস দ্বারাই মানুষ এর যৌক্তিকতা গ্রহণ করে।

ইসলামী আইনের মতবাদ অনুসারে স্বর্গীয় উৎস থেকেই এই আইনের উৎপত্তি। পূর্ণ ও শাশ্বত বলে গণ্য এই আইন সর্বকালের জন্য সব মানুষের ওপর প্রযোজ্য। এই আইনের সাথে আদর্শ জীবন বিধানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। ইসলামী আইনকে তাই এক ধরনের প্রাকৃতিক আইন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যার উৎস স্বয়ং আল্লাহ্‌র কথা তথা কুরআনের অংশ বিশেষ এবং স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় উদ্দীপ্ত নবী মুহাম্মদের (সঃ) বাণী। বাস্তবে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎস হল প্রধানত সুন্নাহ, আরবে প্রচলিত প্রথাগত (বা গোত্রীয়) আইন এবং আরবের বাইরে বিজিত প্রদেশগুলোর স্থানীয় প্রথা ও রীতি। নেতৃস্থানীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞগণের অত্যন্ত নির্ভুল, সতর্ক ও আইনগত অনুধ্যানের মাধ্যমে আইনের এই বৈধ উপাদান-সমূহ, পবিত্র কুরআনের ব্যাপক নৈতিক আদর্শ ও মহানবীর আদর্শ আচরণের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত আইন বা পজিটিভ ল'-এর রূপ লাভ করেছে।

ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বা সীয়ার ইসলামী আইনের মত ঠিক একই রকম উৎস থেকে উৎপত্তি হয়ে

www.pathagar.com

একইভাবে আইনের অনুমোদন দ্বারা রক্ষিত হয়। বাস্তবে 'সীয়ার' শব্দ দ্বারা যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ সম্পর্কিত রীতি-নীতি, আইন ও প্রচলিত রীতির সমষ্টিকে বোঝায় তাহলে তা প্রমাণের জন্য ইসলামী আইনে প্রচলিত মূল (উসূল) বা উৎসের বাইরেও দৃষ্টি দিতে হবে। অমুসলিমদের সাথে মুসলমান শাসকদের সম্পাদিত সন্ধি ও শান্তি চুক্তির মধ্যে;[১৭] খলিফাগণের ভাষণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডারদের প্রতি সরকারী নির্দেশের মধ্যে যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন;[১৮] অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও বাস্তবে প্রচলিত পারস্পরিক আচরণ হতে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আইন ও রীতি-নীতি অথবা পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত নীতি বা আইন-এর মধ্যে কতিপয় নীতিমালা ও আইন দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, খ্যাতনামা ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও বিচারকগণের আইন বিষয়ক রচনাবলী ইসলামের নৈতিক আদর্শের সাধারণ কাঠামোর আওতায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে বৈধ, মৌলিক ও যুক্তিসিদ্ধ দলিল হিসেবে গৃহীত হয়েছে যা সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি (কিয়াস) ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতের অগ্রাধিকার (ইসতিহসান)-ভিত্তিক আইন ও নীতি গঠনের সহায়ক হয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু লেখা বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক যাতে মধ্যযুগীয় অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুধ্যানের প্রতিফলন ঘটেছে ; অন্যগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে উদ্ভূত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন বা সম্ভাব্য প্রশ্নের বাস্তব উত্তর বা সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছে। মুসলমান শাসকগণ প্রায়ই তৎকালীন সময়ের সমস্যার ব্যাপারে, খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ঐ সকল আইন সংক্রান্ত বা বৈধ মতামত বা ফতোয়া কখনও কোন প্রতিষ্ঠিত নীতির ব্যাখ্যা হিসেবে দেয়া হত অথবা আদালতের রায়ের মাধ্যমে নীতি প্রতিষ্ঠার এমন এক নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হত যাকে পরবর্তী যুগের লোকেরা নজির হিসেবে অনুসরণ করত।

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সম্পর্কে আধুনিক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধিতে[১৯]

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে, তার সাথে ইসলামিক ল' অব নেশনস বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন-এর সাধারণ মিল রয়েছে। এগুলোকে প্রথা, কর্তৃপক্ষ, চুক্তি এবং যুক্তি শিরোনামে সুবিন্যস্ত করা যায়। সুন্নাহ ও স্থানীয় রীতি প্রথার সমতুল্য; পবিত্র কুরআন, মহানবীর বাণী ও খলিফাগণের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ হল কর্তৃপক্ষ; অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত সন্ধিপত্রে যে নীতি ও আইন প্রতিফলিত হয়েছে তা চুক্তির পর্যায়ভুক্ত এবং ইসলামী আইনের প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সাদৃশ্যপূর্ণ অবরোহণ-মূলক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন আইনের যুক্তিভিত্তিক ব্যবহারতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীকে সমবেতভাবে যুক্তির পর্যায়ভুক্ত ধরা যেতে পারে। ইসলামের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের বা শুধু অমুসলিমদের সম্পর্ক নির্ধারণের তথা ইসলামিক জাস জেন্টিয়ামের অগ্রগতি আলোচনায় শায়বানীর এই পুস্তকে সব ইসলামী প্রামাণ্য উৎসের উল্লেখ করা হয়নি। অপরাপর মামুলী উৎসের চেয়ে প্রথা ও যুক্তিই হল সীয়ার-এর প্রধান উৎস এবং তাই তা আইনের প্রায় একটা পৃথক শাখার রূপ লাভ করেছে। শায়বানীর বই সম্পর্কে আলোচনা-কালে এ ব্যাপারে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে।[২০]

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের মতবাদ

বিশ্ব বিধান সম্পর্কে ইসলামী মত

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামী মতবাদের পুনর্গঠন করার সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলাম কেবল ধর্মীয় আদর্শ ও প্রচলিত রীতির সমন্বয় নয়—কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষসহ এটা একটা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ও (উম্মা) বটে। প্রথমদিকে এই কর্তৃত্বের উৎস ছিল স্বর্গীয় এবং পবিত্র আইন অনুসারে বহির্বিশ্বের সাথে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় এই কর্তৃত্বের ওপর। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে গঠিত এই উম্মার সাথেই তাদের তাৎক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিন্তু তাঁদের চূড়ান্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয় এক আল্লাহ ও মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)

www.pathagar.com

-এর সার্বজনীন বাণীর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে। প্রচ্ছন্ন শক্তি বিশিষ্ট এই উম্মা সমগ্র মানব সমাজকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। আর সমগ্র উম্মা বা এর কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র হল চূড়ান্ত ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার।

সুতরাং বলা যায়, উম্মার সদস্যরাই ইসলামী আইন ও নৈতিক ব্যবস্থার অধীন। এই ব্যবস্থায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক গৌণ। অবশ্য ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর এই ব্যবস্থার কতিপয় সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় না। ইসলামের ন্যায়বিচার অনুযায়ী ইসলাম শাসিত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমগ্র বিশ্বে এই বিধান প্রসারিত করাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

কিন্তু অন্যান্য বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের মত ইসলামী বিশ্বজনীন রাষ্ট্রও সমগ্র বিশ্বকে এর আওতাভুক্ত করতে পারেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরেও বহু সম্প্রদায় রয়ে গেছে এবং তাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে যোগাযোগ করতে হয়। এমনকি প্রথমদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরের সম্প্রদায়গুলো ইসলামের পতাকাতলে আসার পূর্বে তাদের সাথে কতিপয় নির্দিষ্ট আইন ও রীতি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

ইসলাম শাসিত এলাকার মুসলমান ও এর বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য ইসলামের আইনগত ও নৈতিক মানের সমতা বিধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। এসব দেশের মুসলমানদের আনুগত্য বৈধ হলেও তা পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল এমন বলা যায় না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইসলামী আইন ইসলাম শাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর বলবৎ করা হলেও ইসলামী শাসন বহির্ভূত এলাকার মুসলমানরাও তা মেনে চলত। তত্ত্বগতভাবে এই আইনের প্রকৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কারণ সার্বজনীন রূপ বিশিষ্ট রাষ্ট্রের ধারণায় অঞ্চলগত সীমাবদ্ধতা অপ্রয়োজনীয়। তবে বাস্তবে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত সীমাবদ্ধতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম শাসিত এলাকায় বসবাসকারী

www.pathagar.com

অমুসলিমরা ইসলামের ন্যায়বিচার পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ না করলে তারা ইসলামের নৈতিক ও বৈধ আইন মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত আইনগত সমস্যাবলী সমাধানের ব্যবস্থা করতে হত।

ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী এই পৃথিবী দু ভাগে বিভক্ত—ইসলাম শাসিত অঞ্চল (দার-উল-ইসলাম), যাকে বলা যেতে পারে 'প্যাকস ইসলামিকা' বা ইসলামী শান্তি এলাকা। মুসলিম ও ইসলামী সার্বভৌমত্ব গ্রহণকারী বা অমুসলিম সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হয় এই অঞ্চল। বিশ্বের বাকী অংশকে বলা হয় দার-উল-হরব বা যুদ্ধের এলাকা। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায় ও ইসলামের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হয় প্রথম ভাগ। এসব এলাকার অধিবাসীরা মুসলমান—যাদের দ্বারা গঠিত হয় ধর্ম মতে বিশ্বাসী সম্প্রদায় বা উম্মা এবং উদার বা পরমত-সহিষ্ণু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অমুসলমান—যাদেরকে সমবেতভাবে কিতাবী লোক বা জিম্মি (খৃস্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য কিতাবী) বলা হয়। 'কিতাবী লোক' বা যিম্মীরা ইসলামী কর্তৃপক্ষকে জিযিয়া কর প্রদান করে দৃঢ়ভাবে নিজেদের আইন ও ধর্মে বিশ্বস্ত থাকতে বেশী পছন্দ করে। মুসলমানরা ভোগ করে পূর্ণ নাগরিক অধিকার আর সহনশীল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ভোগ করে আংশিক অধিকার। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সবাই রাষ্ট্রীয় প্রধান ইমাম বা খলিফার প্রজা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করে। রাষ্ট্রের বৈদেশিক আচরণ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে ইমাম মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সব প্রজার নামেই কথা বলে থাকেন। ইসলামী বৈধ আইনের আওতায় মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক খলিফা কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। এই চুক্তি শাসনতান্ত্রিক সনদের মত এবং প্রতিটি সহনশীল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুশাসনে স্বীকৃত ব্যক্তির মর্যাদাও এতে স্বীকার করা হয়। সমসাময়িক যুগে অন্যত্র যে নিয়মই চালু থাকুক না কেন, এসব সম্প্রদায়ের যে কোন সদস্য মুসলমান হওয়ার মানসে শুধুমাত্র ইসলামের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে কোন সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

হতে পারত। শুধু তাই নয়, ইসলামের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ পেতে আগ্রহীদেরকেও ইসলামী আদালতে যাওয়া থেকে তাদের বিরত রাখা হত না।[২১]

ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্দিকস্থ সব জাতি ও এলাকা—যা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনাধিকারে আসেনি—তা 'যুদ্ধরত এলাকা' হিসেবেই সামগ্রিকভাবে পরিচিত। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় যুদ্ধরত এলাকা গৌণ (Objet)—মুখ্য বিষয় (Subject) নয় এবং এই এলাকাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় আনার মত শক্তি অর্জন করলে তা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা মুসলমান শাসকদের কর্তব্য ছিল। ইসলামের নৈতিক ও আইনগত মান অর্জনে অক্ষমতার জন্য মুসলমানদের সাথে সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে আইনগত অযোগ্যতার কারণে দার-উল-হরবের জনসাধারণকে প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসী বলে গণ্য করা হত। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরব—এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অবশ্যই স্বল্পায়ু হবে, কারণ ইসলামী আইন মুতাবিক দার-উল-হরব-এর মর্যাদার স্বীকৃতির কোন ইঙ্গিত নেই।[২২] যা হোক, বিশ্ব যে মাত্র দুটো ভাগে বিভক্ত, এতে সকল মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি একমত নন। কেউ কেউ বিশেষ করে শাফেয়ী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ দার-উল-সুলেহ (শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এলাকা) বা দার-উল-আহদ (চুক্তি সম্পাদিত এলাকা) নামে বিশ্বে একটা তৃতীয় সাময়িক বিভাগ-এর উদ্ভাবন করেছেন যাতে এসব এলাকার অমুসলমানরা মুসলমানদের সাথে বিশেষ শর্তে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চুক্তি সম্পাদন করলে (যেমন ইসলামী কর্তৃপক্ষকে বার্ষিক কর প্রদান) অমুসলমানদের শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনেকেই বিশেষ করে হানাফী সম্প্রদায় এই তৃতীয় বিভক্তি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, কোন এলাকার অধিবাসীরা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রকে কর প্রদান করলে সেই এলাকা দার-উল-ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সেই এলাকার অধিবাসিগণ ইসলামের আশ্রয় লাভের অধিকারী হয়ে পড়ে।[২৩]

www.pathagar.com

দার-উল-ইসলাম তত্ত্বগতভাবে দার-উল-হরব-এর সাথে যুদ্ধরত। কারণ ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্ব। দার-উল-হরব যদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সমাজের আইন ও শাসন ব্যবস্থা অন্য সব কিছুকেই বাতিল করে দেবে। তখন অমুসলমান সম্প্রদায় ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যাবে, আর না হয় সহনশীল ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে অথবা স্বায়ত্তশাসনের সত্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকার করে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধিবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করবে।[২৪]

দার-উল-হরবকে প্রকৃতির রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হলেও তা জন-মানবহীন দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় না। রোমানরা যেমন শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর সাথে শত্রুতামূলক কার্য পরিচালনার সময় জাস ফিটিয়েলে (**Jusetiale**) নীতি অনুসরণ করত, তেমনি দার-উল-ইসলামের সাথে দার-উল-হরবের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামী আইন অনুযায়ী। সেজন্য যুদ্ধ চলাকালে প্রতিপক্ষ অমুসলিম যোদ্ধা ও সাধারণ লোকের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে মুসলমানরা আইন-গতভাবে বাধ্য ছিল। সাময়িকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে যখন শত্রুতা স্থগিত থাকে তখন ইসলাম শাসিত এলাকার বাইরের দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে ইসলাম স্বীকার করে নেয়। কিন্তু আধুনিক মতানুসারে, প্রয়োজন বোধে দার-উল-হরবের কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দানের অর্থ আধুনিক বিধি মতে স্বীকৃতি নয়। কারণ ইসলামের আইন ব্যবস্থার আওতায় স্বীকৃতির অর্থ হল অমুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ইসলামের সম পর্যায়ভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা। অমুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ইসলাম শুধুমাত্র এই অর্থে স্বীকার করে যে, ইসলামী শাসনের আওতার বাইরে প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসী হলেও মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কোন ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অত্যাবশ্যক। সে জন্য কোন মুসলমান ছাড়পত্রের আওতায় (আমন) ব্যবসায়ী বা অতিথি হিসেবে দার-উল-হরবে প্রবেশ করলে সে দেশে অবস্থানকালে তথাকার কর্তৃপক্ষকে সম্মান করতে এবং সে দেশের আইন মেনে চলতে সে বাধ্য থাকবে এবং সে দেশের কর্তৃপক্ষের সাথে মুসলমানদের

www.pathagar.com

সম্পাদিত সন্ধিপত্র বা অভয় পত্র সূত্রে তাকে প্রদত্ত নিরাপত্তার সুবিধাদি সে ভোগ করতে পারবে। এখানে সম্ভবত যে সব আইন শত্রু এলাকায় মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য নয় সেগুলি ছাড়া সেই মুসলমান তার নিজের আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।[২৫] তবে এসব ক্ষেত্রে যদি তার নিজের আইন ও উক্ত এলাকার আইনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে সে যে তার পছন্দমত আইনই অনুসরণ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরবের মধ্যেকার যুদ্ধাবস্থার অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধাবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যাকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায় অস্বীকৃত রাষ্ট্রের অবস্থার সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা যায়। এর প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী আইন মতে যতদিন পর্যন্ত দার-উল-হরব ইসলামের আইন গত ও নৈতিক মাবন-এর সহিষ্ণু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী আইন মতে দার-উল-হরবের বৈধ মর্যাদা অস্বীকার করা হবে। আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রের প্রতি অস্বীকৃতি ফলে যা হয়ে থাকে, উল্লিখিত অস্বীকৃতি রাষ্ট্রের অবস্থা কিন্তু তেমন নয় যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরাসরি আলোচনা বা চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না। এ ধরনের কার্যকলাপ উভয় পক্ষের সমতার মাপকাঠি নয় বা স্থায়ী হিসেবেও গণ্য হবে না। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইহা সম্ভবতঃ বৈধ কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের প্রতি স্বীকৃতি প্রায় সমতুল্য। বিদ্রোহের প্রতি এই স্বীকৃতি পরবর্তী পর্যায়ে কার্যতঃ বা আইনতঃ স্বীকৃতিকে নিবারণ করে না বা অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রের আচরণকে তা অনুমোদন করেছে বলেও গণ্য করা যায় না। এর অর্থ কেবল এই যে, বিশেষ এলাকায় বিশেষ পরিস্থিতিতে আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার সময় ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ইসলামী আইন ব্যবস্থার পুরোপুরি সুযোগ প্রদান করতে পারে না। কারণ, শত্রু এলাকার অধিবাসীরা ইসলামী আইন ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত থাকা অবস্থায় এধরনের কার্যকলাপ সম-মর্যাদা বা শত্রু এলাকার কর্তৃপক্ষের আচরণের স্বীকৃতি বুঝায় না।

www.pathagar.com

জিহাদ-এর মতবাদ

দার-উল-হরবকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার উপায় হল জিহাদ। জিহাদ শুধু ব্যক্তি বিশেষের করণীয় কর্তব্য নয়—ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তথা ইসলামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে সার্বজনীন করা ও বিশ্বে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রের প্রজাদের ওপর অর্পিত রাজনৈতিক কর্তব্য ও বটে।[২৬] এমতে জিহাদ হল ব্যক্তিগত কর্তব্য, বিশেষ করে ইসলাম রক্ষার্থে এবং সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের ওপর সমষ্টিগত কর্তব্য,—এই কর্তব্য সম্পাদনে বিফল হওয়া একটা মারাত্মক কর্তব্যচ্যুতি বা নৈতিক অপরাধ।[২৭]

মুসলমান ও অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও ব্যাপক অর্থে জিহাদ বলতে আক্রমণ বা যুদ্ধের আবশ্যক হয় না। কারণ ইসলাম বল প্রয়োগে অথবা শান্তি পূর্ণ উপায়ে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। খৃস্টান ধারণা অনুযায়ী ক্রুসেডে অথবা বাকযুদ্ধ বা তরবারির সাহায্যে যুদ্ধের সমতুল্য হল জিহাদ। প্রয়োগিক অর্থে জিহাদ হল কারও ওপর আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনে তার ক্ষমতা ব্যবহারের আন্তরিক 'প্রচেষ্টা' এবং এর প্রতিদানে বিশ্বাসীরা পার্থিব বস্তুগত পুরস্কার লাভ ছাড়াও আত্মার মুক্তি লাভে সমর্থ হবে—কারণ এ ধরনের কর্তব্য সম্পাদনের অর্থ পুরস্কার হিসেবে বেহেশত লাভ।[২৮] অন্তর, জিহ্বা, হাত বা তরবারির সাহায্যে এতে অংশ গ্রহণ করে যে কেউ তার ওপর অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। তাই জিহাদকে এক ধরনের ধর্মীয় প্রচার বলা যেতে পারে, যা আত্মিক ও বাহ্যিক উপায়ে সম্পাদন করা যায়।[২৯]

ধর্মীয় উদ্দেশ্য তথা জিহাদ ছাড়া সব ধরনের যুদ্ধ ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এরিস্টটল উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু যুদ্ধ ন্যায়ভিত্তিক এবং অন্যান্য যুদ্ধ থেকে তা পৃথক—এই ধারণা পুরাতন।[৩০] জাস ফিটিয়েলে (**Jus fetiale**) বা আইনের নীতি-সূত্রে জিহাদ-এর ইঙ্গিত রয়েছে এবং তা শুধু 'জাসটাম' (**Jus tum**) বা ন্যায় হিসেবে নয়, ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত পিয়াম (**Pium**) বা আল্লাহ্‌র আদেশ হিসেবেও গণ্য করা হয়। খৃস্টান জগতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় ইসলাম

www.pathagar.com

জগতে জিহাদ হল ইসলামী 'বেলাম জাসটাম' (Bellum Jus tum) বা ইসলামী সত্য বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। সব বিশ্বাসীর ওপর আল্লাহ্‌র এই আদেশ 'যেখানেই বহু দেববাদীদের পাও, তাদের হত্যা কর'[৩১] এবং মহানবীর বাণী 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই—একথা না বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর'।[৩২] ইসলামী আইনতত্ত্ব অনুযায়ী জিহাদ হল বিশ্বাসীদের ওপর অর্পিত স্থায়ী কর্তব্য এবং সত্যিকার অর্থে সামরিক অভিযান না হলেও অবিরামভাবে মানসিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধ এবং তা কৌশলে সম্পাদন করতে হবে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার অভ্যন্তরে বা বাইরে এ ধরনের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধই বৈধ নয়।[৩৩] কখন জিহাদ ঘোষণা করতে হবে বা বন্ধ করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইমামকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মতবাদ সম্বন্ধে গোঁড়া হোক আর না হোক, খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে কোন অপরিহার্য দ্বিমত নেই।[৩৪] আধুনিক যুগে এই মতবাদের অনেক পরিবর্তন ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে—এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।[৩৫]

শান্তির শর্ত

ইসলামী আইনতত্ত্ব অনুযায়ী দার-উল-হরবের ওপর দার-উল-ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। সেই মতে দার-উল-হরব বিলুপ্ত হলেই যুদ্ধাবস্থার সমাপ্তি ঘটবে। এই পর্যায়ে শান্তির নীড় হিসেবে দার-উল-ইসলাম বিশ্বে চূড়ান্ত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্থায়ী শান্তি —অবিরত যুদ্ধ নয়। ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী জিহাদ তাই দার-উল-হরবকে কে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করে ইসলামের আদর্শ স্বরূপ জনশৃংখলা ও শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করার একটা সাময়িক বৈধ উপায় মাত্র। কিন্তু

www.pathagar.com

বাস্তবে, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যা ধারণা করেছিলেন তার চেয়ে বেশী স্থায়ী আসন দখল করে নিল দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরব এবং এজন্য মুসলমানরা খোলাখুলি শত্রুতার চেয়ে সুপ্ত জিহাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে, মুসলমান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা অব্যাহত থাকলেও সরকারী ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ চলতে থাকে।

ইসলামের আইন অনুযায়ী মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি মুতাবিক অথবা আমান বা অভয়পত্র দ্বারা দার-উল-হরবের অধিবাসীদের প্রতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শান্তির প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে যাতে অনধিক দশ বছরের চুক্তির বলে শত্রু এলাকা মুসলমান আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবে এবং এর অধিবাসীরা নির্বিঘ্নে ইসলাম শাসিত এলাকায় প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। চুক্তি না থাকলে যুদ্ধরত এলাকার কোন হারবী লোক তথা কোন মুসলমানের কাছ থেকে পূর্বে সংগৃহীত আমান বা ছাড়পত্রের আওতায় ইসলাম শাসিত এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের আমান প্রদান করা হলে ইসলাম শাসিত এলাকায় বসবাসকারী উক্ত হারবীর ব্যক্তিগত আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার যুদ্ধাবস্থার মর্যাদা পরিবর্তিত হয়ে সাময়িক শান্তি ও নিরাপত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। হারবীর এলাকা ও ইসলামী এলাকার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান থাকায় উক্ত হারবী অত্যাচারিত হতে পারে। তাই ইসলামী আইন অনুযায়ী উক্ত হারবীকে মুসতামিন-এর মর্যাদা দেওয়া হয়—মুসতামিন ব্যক্তি যতদিন ইসলামী এলাকায় অবস্থান করবে ততদিন তার নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।[৩৬] শুধুমাত্র এই ব্যবস্থার জন্য মুসলমান ও অমুসলমানরা ব্যবসা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে এক জনের এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সহজে যাতায়াত করতে পারে।

দার-উল-ইসলামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং 'আহদস্' বা চুক্তিপত্র নামক অনির্দিষ্ট কালের জন্য সম্পাদিত শান্তি চুক্তিতে এই বিশেষ মর্যাদার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় সহনশীলতা

www.pathagar.com

ভোগ করার অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এ ধরনের চুক্তি শাসনতান্ত্রিক সনদের মর্যাদা পেয়েছে, কারণ এর ফলেই অমুসলিমরা জিযিয়া কর প্রদান করা ও কতিপয় আইনগত অসামর্থ্য গ্রহণ করার অঙ্গীকারে বিশেষ নাগরিকের মর্যাদা তথা যিম্মীর মর্যাদা লাভ করে।[৩৭]

কোন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় কোন যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছাকে যদি নিরপেক্ষতার অর্থ ধরা হয়, তাহলে তেমন নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের কোন স্থান ইসলামী আইন ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী আইনতত্ত্ব মতে যেহেতু সব সম্প্রদায়ই ইসলামের সাথে যুদ্ধাবস্থায় বিদ্যমান, সেহেতু তারা যদি দার-উল-ইসলামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে কেউই জিহাদ থেকে অব্যাহতি পাবে না বা নিরপেক্ষ অবস্থার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। একমাত্র ইথিওপিয়া ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং বিশেষ মতাদর্শ ও ঐতিহাসিক কারণে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাবে বলে ঘোষিত হয়।[৩৮]

আক্রমণাত্মক জিহাদ করা থেকে আর যে সব দেশ অব্যাহতি লাভ করেছিল বা ইসলামের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তারা তা শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেই করেছিল। এসব চুক্তি যতবারই নবায়ন করা হোক না কেন, তা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচিত হয়। অপর-দিকে, দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরবের মধ্যে যুদ্ধাবস্থাকে স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসেবেই পরিগণিত হয়।[৩৯]

ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে আইনতত্ত্বের সংগতি

ইসলামিক ল অব নেশনস্ বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের প্রাচীন মতবাদ পবিত্র কুরআন বা মহানবীর বাণীতে পাওয়া যায় না, যদিও এ মতবাদের মৌলিক ধারণা এই প্রামাণিক উৎস থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই মতবাদের ধারণাকে ইসলামী শক্তির চরম বিকাশের যুগে ইসলামী আইন সংক্রান্ত অনুধ্যানের উপজাত ফল হিসেবে গণ্য করা যায়। পৌত্তলিক ও

www.pathagar.com

অন্যান্য সংস্কৃতির লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামী সমাজের আওতায় একত্রিত হলে মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ইসলামকে বিশ্ব সমাজ হিসেবেই ধারণা করে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রচলিত পরিবেশ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধন করে এক রাষ্ট্রীয় মতবাদ গঠন করে। সেই সময়, বিশেষ করে ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক প্রচারের মাধ্যমে, ইসলামের প্রচার অব্যাহত থাকে এবং সার্বজনীন ধর্মের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্র সর্বত্র ইসলামের প্রসার ঘটাতে সক্ষম বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম ধর্মের প্রকৃতি সার্বজনীন বলে কল্পনা করা হলেও ইসলামের অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র সার্বজনীন বলে দাবী করেনি। সার্বজনীন সত্তার অধিকারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। প্রথমে মদীনায় নগর রাষ্ট্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয় (৬২২ খৃঃ) এবং পরে তা প্রসার লাভ করে সমগ্র আরব ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিশাল ভূভাগ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আব্বাসীয় রাজত্ব (৭৫০ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ সীমায় পেঁাছে এবং এর কর্তৃত্বের স্বর্ণযুগ শুরু হয়—এই সময়কে প্রায়ই ইসলামের গৌরবময় যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর ইসলামিক রাষ্ট্র বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে ও পার্শ্ববর্তী অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আধুনিক জাতিপুঞ্জ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে ইসলামিক রাষ্ট্র নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বিকশিত হয়;

ধাপ	বছর
১। নগর-রাষ্ট্র	৬২২–৬৩২
২। সাম্রাজ্য	৬৩২–৭৫০
৩। সার্বজনীন	৭৫০–৯০০
৪। সার্বজনীন 'বিকেন্দ্রন'	৯০০–১৫০০
৫। সার্বজনীন 'বিখণ্ড'	১৫০০–১৯১৮
৬। জাতীয়	১৯১৮– –

www.pathagar.com

প্রথম দুই ধাপে বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র ছিল আরবের পৌত্তলিকদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং এর শাসনকর্তাগণ আরবের উপজাতিদের সমর্থনের ওপর বেশী করে নির্ভর করতেন। সমমর্যাদা লাভের আশায় অনেক অনারব প্রজা ইসলাম গ্রহণ করলেও কর ও রাষ্ট্রের চাকুরীর মত ব্যাপারে তাদের প্রতি প্রায়ই পার্থক্যমূলক আচরণ করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসীয় শাসনামল প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামী রাষ্ট্রের একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। ইসলামের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় উপাদান এক বিপ্লবের সূচনা করে এবং এর ফলে এই পরিবর্তন সূচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তার একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য থেকে সার্বজনীন-এর রূপ পরিগ্রহ না করত, তাহলে তা সম্ভবত দুই বা তদূর্ধ্ব রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ত। এই পরিবর্তন ইসলামী সম্প্রদায়ের বাহ্যিক ঐক্য সংরক্ষণে সহায়ক হয়।

তত্ত্বগতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি না দিলেও বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্রকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাস্তবতা ও কতিপয় সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করে নিতে হয়েছিল। সমগ্র মানব সমাজকে ইসলামের আওতাভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহ-অবস্থানের নীতি মৌনভাবে গ্রহণ করে এবং ইসলামী মতবাদে ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহ-অবস্থানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ নীতি অনুযায়ী তার বাহ্যিক সম্পর্ক পরিচালনা করে। সহ-অবস্থানের অদম্য নীতি ইসলামকে এলাকাভিত্তিক সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করতে বাধ্য করে—অনেক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদিও তা অপ্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করতে থাকেন। তাই আইনের বৈশিষ্ট্য এলাকাভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং এলাকাভিত্তিক পার্থক্য বাধ্যতামূলক আইনের সূচনা করে। এই সময়কার খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সমসাময়িক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইনের প্রতি বিশেষভাবে নযর দেন এবং যুদ্ধ ও শান্তির সময় অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের মুখোমুখি অবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে পুস্তক রচনা করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ—এই উভয় কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। কেন্দ্রাপসারী ও কেন্দ্রমুখী শক্তির মধ্যকার বিরোধ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মূল কারণ। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রকৃতি নিয়ে দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাদানুবাদ চলতে থাকে। একপক্ষ একক খলিফার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্তৃত্বের অদ্বৈতবাদী মতবাদ সমর্থন করে। অন্য পক্ষ সমর্থন করে বৈধ অব-কাঠামোর আওতায় একের অধিক খলিফার অস্তিত্বসহ বহুত্ববাদী মতবাদ। খ্যাতনামা গোঁড়া ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ হলেন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থনকারী। তাঁরা মত প্রকাশ করেন, যেহেতু স্বর্গীয় ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্ এক ও আইন এক (শরীয়ত), সেহেতু অবশ্যই একজন খলিফা ও একক কর্তৃত্ব থাকবে। অপরপক্ষে বহুত্ববাদী মতাবলম্বীরা তথা এক বা একাধিক রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনকারিগণের মতে, ইসলামী এলাকা যেহেতু সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত (যাকে প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে পুনঃ বিধিবদ্ধ করা যায়), সেহেতু তা এক বা একাধিক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন স্বাধীন খলিফা তাঁর রাজ্যে পবিত্র আইন কার্যকরী করবেন। খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ বহুত্ববাদী ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মতবাদও সংশোধিত হয়ে অব-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়—প্রত্যেক এলাকা শাসন করবেন একজন কর্তৃপক্ষ, তবে তিনি কেন্দ্রীয় খলিফাকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকার করবেন। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন আপোস নিষ্পত্তিকারী দল। সম্ভবত শাফেয়ী মতবাদের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আল-মাওয়ার্দীর (৯৭৪–১০৫৮) রচনায় এই মত সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অদ্বৈতবাদী মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পান। 'সরকারের আদর্শ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মাওয়ার্দী খলিফার চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক ঐক্য রক্ষা করার জন্য স্ব-নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।[৪০] এই মতাবলম্বীরা খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্থিত 'বিকেন্দ্রীকরণ' ভাবধারার প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত। ষোড়শ

www.pathagar.com

শতাব্দীর প্রথম দিকে 'বিকেন্দ্রীকরণের' চূড়ান্ত পর্যায়ে পৃথক রাজনৈতিক সত্তায় ইসলামের স্থায়ী বিভক্তি সাধিত হয়। 'বিকেন্দ্রীকরণের' যুগে দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরব সহ-অবস্থানের এক দীর্ঘ পরিবর্তন সূচক সময় অতিক্রম করে। পরবর্তীকালে সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরব তাদের সম্পর্ক পরিচালনার জন্য মৌন ভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বের এই অবস্থাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডন জুয়ান ম্যানুয়েল 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪১] দার-উল-হরবের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে দার-উল-ইসলাম যুদ্ধাবস্থার পরিবর্তে স্থায়ী শান্তির অবস্থাকে মেনে নেয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনকর্তাগণ খৃস্টান যুবরাজদের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও স্বার্থ নিয়ে আলোচনায় সম্মত হওয়ার পরই প্রাচীন মতবাদের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন কিভাবে উদীয়মান জাতিপুঞ্জের আওতায় ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তিকে সম্ভব করে তোলে, তা আলোচনার পূর্বে প্রথমে শায়বানীর রচনাবলী ও প্রাচীন মতবাদ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা আমাদের নিরীক্ষা করা উচিত।

www.pathagar.com

শায়বানীর জীবন ও রচনাবলী

শায়বানীর পূর্বসূরিগণ

সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন-এর ওপর যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে শায়বানী প্রথম ব্যক্তি না হলেও তাঁকে খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর পূর্বে সীয়ার করপাস জুরিস তথা সুবিন্যস্ত আইন ছিল না বা পবিত্র আইনের অন্যান্য অংশ থেকে সীয়ার পৃথক ও রীতিবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করা হত না। পূর্বে জিহাদের সাধারণ শিরোনামে সীয়ারকে বিবেচনা করা হত এবং শরীয়ত আইনের গঠনমূলক পর্যায়ে যাঁরা তা অধ্যয়ন করতেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সীয়ার-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আইনের প্রাথমিক অগ্রগতিতে যাঁদের মতামত বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করত, তাঁদের মধ্যে ইবরাহিম আল- নাখায়ী (মৃত্যু ৯৫/৭১৪) ও হাম্মাদ বিন সুলাইমান (মৃত্যু ১২০/৭৩৮) যুদ্ধের আইন সম্পর্কে খুব কম নযর দেন। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে আল-সা'বি (মৃত্যু ১০৪/৭২৩) ও সুফিয়ান আল তাওরী মৃত্যু (১৬১/৭৭৮)[৪২] সম্ভবত এই বিষয়ে বিশেষভাবে নযর দেন এবং তাঁদের মতামত আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের বিশেষ করে আবু ইউসুফ ও শায়বানীর ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবু ইউসুফ ও শায়বানী এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।[৪৩] হিজাজের প্রখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মালিক বিন আনাস (মৃত্যু ১৭৯/৭৯৬) জিহাদের ওপর তুলনামূলকভাবে একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেন।[৪৪] তাঁর পূর্বসূরিগণের মধ্যে জুহরি (মৃত্যু ১২৪/৭৪২) ও রাবি'য়া (মৃত্যু ১৩৬/৭৫৪) এ বিষয়ে আরও কম আগ্রহ দেখান।[৪৫] মুসলমান ও অমুসলমানরা যেখানে সরাসরি সংস্পর্শে আসে, সেস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী হিজাজের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইসলাম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংঘাত থেকে উদ্ভূত বিষয়ে খুব কম নযর দিয়েছেন বা মোটেই নযর দেন নি।[৪৬]

প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা সীয়ার-এর ওপর পুস্তক রচনা করেন এবং সীয়ারকে একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করেন, আবদু

www.pathagar.com

আল-রহমান আল-আওজায়ী (মৃত্যু ১৫৭/৭৭৪) তাঁদের মধ্যে একজন। উমাইয়া শাসনামলে আওজায়ীর মতাদর্শ সাধারণ সূত্রাকারে সিরিয়ায় প্রকাশিত হয় (কারণ এই শাসনামলে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়) এবং তাঁর আইনের যুক্তি বা বিচার শক্তি তৎকালীন সময়ের আদর্শ স্থানীয় বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মতবাদের প্রধান ভিত্তি হল মহানবীর সুন্নাহ অর্থাৎ মহানবী থেকে বর্ণিত ঘটনা এবং সরকারী নির্দেশসহ তাঁর সময়ে মুসলমানদের অনুসৃত রীতি।[৪৭] আওজায়ী সীয়ারের ওপর যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তা আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু এই প্রবন্ধের বিষয় কমপক্ষে দুটো পুস্তকে সংরক্ষিত আছে—এই দুটো পুস্তকের একটা লেখেন আবু ইউসুফ এবং অপরটি লেখেন শাফেয়ী। আবু ইউসুফ প্রথমে আবু হানীফা ও আওজায়ীর মতের পার্থক্য তুলে ধরেন এবং তৎপর আবু হানীফা ও তার নিজের মতের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের মতের পার্থক্য খুবই কম।[৪৮] অপরদিকে আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের ভাষ্য ও প্রাচীন শব্দের ব্যাখ্যাসহ আওজায়ীর প্রবন্ধের পুরোটারই উদ্ধৃতি দিয়ে শাফেয়ী এই দুইজন হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তাঁর মতের পার্থক্য তুলে ধরেন। মহানবী থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসই কেবল অবশ্য পালনীয়—এই নীতির ব্যাপারে শাফেয়ীর মতের সাথে আওজায়ীর মতের মিল রয়েছে।[৪৯] মহানবী থেকে বর্ণিত তথাকথিত সহীহ্ হাদীস এবং মহানবীর সাহাবী থেকে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে আওজায়ী মনে করেন নি। অথচ শাফেয়ী এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫০] আওজায়ী থেকে সংগৃহীত অতিরিক্ত আইনগত তথ্য—যার অধিকাংশই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ—তাবারীর পুস্তকসমূহে সংরক্ষণ করা হয়েছে।[৫১]

যাহোক, সীয়ার সম্পর্কে আওজায়ীর প্রবন্ধে যুদ্ধের আইন সংক্রান্ত বাস্তব বিষয়ের ওপর আলোচিত হয়েছে। যেমন শত্রুর সাথে আচরণ ও যুদ্ধলব্ধ মালের বণ্টন। তাই এই আইনকে ইসলামের বাহ্যিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা হিসেবে গণ্য করা যায় না। ইসলামের প্রথম যুগে বিজয়াভিযান থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর আওজায়ী আলোকপাত করেন—কোন সাধারণ নীতির ওপর তিনি আলোকপাত

www.pathagar.com

করেন নি। তবে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তার অনুসৃত নীতি লক্ষ্য করে যে কেউ সাধারণ নীতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারে। আওজায়ীর রচনা শুধু কাল্পনিক বা অনুধ্যান বিষয়ক ছিল না, বরং সমসাময়িক ইরাকী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত তাঁর মতামতের স্বপক্ষে আইনের যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল[৫২] এবং যুক্তিতর্কের রীতিবদ্ধ পদ্ধতিও অবলম্বিত-হয়েছিল।

আবু হানীফা ছিলেন উঁচু স্তরের আইনগত অনুধ্যানকারীদের প্রতিনিধি। সম্ভবত আবু হানীফাই সর্বপ্রথম অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামের বাহ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণকল্পে এবং ইসলামী ও অ-ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বেশ কয়েকটি মূলনীতির উদ্ভাবন করেন। তাঁর পদ্ধতিকে মহানবী বা তাঁর সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণীর চেয়ে ব্যক্তিগত মত ও সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপজাত ফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে—এ বিষয়ে আওজায়ীর বর্ণনা মূলত মহানবী ও তাঁর সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাভিত্তিক। এই পুস্তকে অনূদিত বক্তব্যে দেখা যায় যে, আবু হানীফার ব্যবহারতত্ত্বের মূল উৎস হল ব্যক্তিগত মত ও সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত—মাঝে মাঝে যে হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্ভবত শায়বানীই করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে অনূদিত বক্তব্যের যে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে, তাতে সীয়ার বা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আবু হানীফার ব্যাখ্যাই উন্মোচিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর মতবাদ অন্যান্য পুস্তকেও পাওয়া যেতে পারে।[৫৩] ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি যখন সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত, তখন আবু হানীফার অনুসারী ও সমসাময়িক ভাষ্যকারগণ ইসলামের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ে ক্রমাগত আগ্রহ দেখাতে থাকেন এবং তাঁদের শিক্ষকের কাজের অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করে আমাদের জন্য গবেষণার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেন।

সীয়ার সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী আবু ইউসুফ ও শায়বানী ছিলেন আবু হানীফার প্রধান অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম। কিতাব আল-আস্‌ল পুস্তকে—এ পুস্তকের অনূদিত বক্তব্য—সীয়ার সম্পর্কে আবু হানীফার মতবাদ লেখা ছাড়াও আবু ইউসুফ সীয়ার সম্পর্কে লিখিত আওজায়ীর পুস্তকেরও

www.pathagar.com

জবাব দিয়েছেন—যা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। কিতাব আল-আছর পুস্তকে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতামত ও ঘটনার বিবরণীর ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের আইন সম্পর্কে আবু হানীফার মত প্রকাশ করেছেন।[৫৪] তাঁর লিখিত পুস্তকের মধ্যে সম্ভবত কিতাব আল-খারাজ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই পুস্তকের শিরোনাম 'করারোপন সম্পর্কীয় পুস্তক' হলেও এতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক আইনসহ তিনি অন্যান্য বহু আইনগত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য অনুসারীর মত লেখক তাঁর সব মতকেই আবু হানীফার মত বলে প্রকাশ করেন নি—স্বাধীনভাবে তিনি নিজের মতসহ অন্যান্য ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মতও উপস্থাপন করেছেন। আবু হানীফার মতের সাথে কোন ব্যাপারে তাঁর নিজের মতের মিল হলে তিনি তার কারণ অনুসন্ধান করেন নি। কিন্তু আবু হানীফা বা অন্য কারও সাথে তাঁর মতের অমিল হলে তিনি আবু হানীফার যুক্তি উপস্থাপন করে তাঁর সাথে নিজের মত-পার্থক্যের যুক্তি অবতারণা করেছেন।[৫৫] খলিফা হারুন আল-রশিদ-এর অনুরোধে লিখিত এই পুস্তকে একজন খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পরিণত চিন্তা ও ন্যায়বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলই প্রতিফলিত হয়েছে। আবু হানীফা ও শায়বানীর সাথে আবু ইউসুফের মতপার্থক্যের কথা এই পুস্তকের অনূদিত অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু হানীফার আর একজন শিষ্য আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ফাজারি সীয়ারের ওপর পুস্তক রচনা করেন।[৫৬] আবু ইউসুফের মত তিনি অন্যান্য বহু ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মতের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি।[৫৭] আবু ইউসুফের পর ১৮৬/৮০২ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অন্যান্য অনুসারীদের চেয়ে শায়বানী সীয়ারের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর পুস্তকাবলী ও আদর্শ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এসব আলোচনার পূর্বে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হল।

শায়বানীর জীবনী

নিছক কল্প কাহিনীসহ শায়বানীর জীবনী সম্পর্কে বহু বিবরণ পাওয়া গেলেও তাঁর শৈশব ও কুফায় তাঁর অবস্থানের প্রাথমিক বছরগুলো সম্পর্কে

www.pathagar.com

খুব অল্পই জানা যায়। ইবনে সা'দ (মৃত্যু ৩২০/৮৪৫)[৫৮] ও ইবনে কুতাইবা (মৃত্যু ২৭৬/৮৯০)[৫৯] শায়বানীর জীবনী সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে কল্প কাহিনী নেই। তবে আল্-খাতিব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪০৩/১০১৩),[৬০] আবদ্ আল-বার (মৃত্যু ৪৬৩/১০৭০)[৬১] ও আল-শিরাজি (মৃত্যু ৪৭৬/১০৮৪)[৬২] যখন তাঁদের আত্মজীবনী লেখেন তখন তাঁদের লেখায় শায়বানীর জীবন সম্পর্কে নানা কল্প-কাহিনী ও আসল বিবরণ স্থান পায়। পরবর্তীকালে ইবনে খাল্লিকান (মৃত্যু ৬৮১/১২৮৩),[৬৩] আল-জাহাবি (মৃত্যু ৭৪৮/১৩৪৮),[৬৪] আল-কিরদারী (মৃত্যু ৮২৭/১৪২৪)[৬৫] ও ইবনে কুতলুবুঘা (মৃত্যু ৮৭৯/-১৪৭৪)[৬৬] প্রাথমিক সূত্র গ্রহণ করলেও তাঁদের লেখায় ঐতিহাসিক বিবরণের সাথে কল্প-কাহিনীও মিশে গেছে। মুহাম্মদ জাহিদ আল-কাওছারির মত আধুনিক গবেষণা বিশ্লেষণমূলক নয়।[৬৭] কিছুটা নিরপেক্ষভাবে শায়বানীর জীবনী বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে,[৬৮] তবে তাঁর জীবন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ এখনও লেখা হয় নি।[৬৯]

শায়বানীর পূর্বপুরুষগণ উত্তর ইরাকের আল-জাজিরা বা দামেশকের (সিরিয়া) নিকটবর্তী হরস্তা থেকে কখন এসেছেন, সে সম্পর্কে প্রাথমিক বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ইবনে সা'দের মতে শায়বানীর আদি বাসস্থান জাজিরা এবং ইরাকে আগমনের পূর্বে তাঁর পিতা সিরিয়ার সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন। এখানেই ওয়াসিত শহরে শায়বানী ১৩২/৭৫০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৭০] আল-খাতিব আল-বাগদাদীর মতে, দামেশকের শহরাঞ্চল হরস্তা থেকে শায়বানীর পিতা আগমন করেন এবং তিনি উমাইয়া শাসনামলে সিরিয়ার সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আসেন জাজিরা থেকে। ইতিপূর্বে জাজিরাতে বসবাসরত বানু শায়বান গোত্রের সাথে শায়বানীর দাদা মেলামেশা করতেন এবং পরে তিনি তাদেরই আশ্রিত ব্যক্তি হন।[৭১] কিন্তু শায়বানীর পূর্বপুরুষগণ আসলে আরব বা অনারব ছিলেন কিনা তা ইবনে সা'দ বা বাগদাদী কেউ উল্লেখ করেন নি। একজন আধুনিক লেখক[৭২] এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সে সম্পর্কে নির্ভরশীল বর্ণনাকারিগণের নীরবতা একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ সম্ভবত অনারব ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর দাদা একটা

www.pathagar.com

আরবীয় গোত্রের আশ্রিত ব্যক্তি হতে চেয়েছিলেন। সিরিয়া থেকে শায়বানীর পিতা কুফায় আগমন করেন। ইতিমধ্যে তিনি সম্ভবত ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। তখন কুফা ছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় শাসনামলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র। কুফা ও বসরার[৭৩] মধ্যবর্তী স্থানে শায়বানীর জন্মস্থান ওয়াসিতে তাঁর পিতা সম্ভবত ব্যবসা বা পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। যা হোক, শায়বানীকে অবিলম্বে কুফায় আনা হয়। সেখানেই তিনি বড় হতে থাকেন ও পবিত্র আইনের একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।[৭৪]

ইরাকের শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এবং শরীয়ত আইনের অগ্রগতিতে কুফা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বেশ কয়েকজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ইবরাহিম আল-নাখায়ী (মৃত্যু ৯৫/৭১৪), সাবি (মৃত্যু ১০৪/৭২৩), হাম্মাদ বিন-সুলায়মান (মৃত্যু ১২০/৭৩৮), আবু হানীফা (মৃত্যু ১৫০/৭৬৮) প্রমুখ ব্যক্তিগত বিচারশক্তি এবং সাদৃশ্যবোধক ও অবরোহণমূলক সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে খ্যাতি অর্জন করেন। অপর দিকে হিজাজে তাঁদের সমসাময়িক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তে হাদীস অনুসরণের দাবী জানান। হানাফী আইন নামে পরিচিত আইনের একটি বিশেষ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানীফা সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশী আইনগত যুক্তির ভিত্তি হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে, হিজাজে মালেকী আইন নামে অপর একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মালিক বিন আনাস (মৃত্যু ১৭৯-৭৯৫) ইরাকে তাঁর সমসাময়িকদের মত ব্যক্তিগত যুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাভিত্তিক হোক কিংবা হাদীসভিত্তিক হোক এসব প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের আইনের যুক্তির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না, যদিও তাদের অনুসারিগণের মধ্যে এ বিষয়ে মত পার্থক্য ছিল।

সামাজিক এই পরিবেশেই শায়বানী বড় হন এবং শরীয়ত আইনের অগ্রগতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন। আবু হানীফার এলাকায় অবস্থিত কুফায় বড় হয়ে তিনি প্রথমে আবু হানীফার এবং পরে তাঁর শিষ্য আবু ইউসুফের অনুসারী হন। আইনের একজন

তরুণ ছাত্র হিসেবে তিনি হিজাজের খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মালেকীর খ্যাতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তাঁর কাছে বিদ্যা শিক্ষার জন্য মদীনায় গমন করেন এবং হিজাজের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের আইন সম্বন্ধীয় বিচারশক্তির বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন। যা হোক, বিচারপতি হিসেবে চাকুরীর চেয়ে পুস্তক লেখা ও অধ্যাপনা করেই শায়বানীর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। জীবনের শেষ দশকে তিনি নিরাসক্ত মনে কাযী (বিচারক) হিসাবে চাকুরী করতে সম্মত হন—এ সময়ের মধ্যে দুবছর আবার তিনি প্রভাষক হিসেবে ব্যয় করেন। শায়বানীর কর্মজীবনকে তাই মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের সাথে সংযোগ স্থাপনের পর অধ্যয়ন ও প্রস্তুতির সময়। এ সময়ই তিনি আইনের যুক্তি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এই পর্বের বিস্তৃতি ছিল প্রধান বিচারপতি হিসেবে আবু ইউসুফের নিযুক্তির সময় পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত রাকার কাযী হিসেবে নিযুক্তির সময় পর্যন্ত কুফার একজন অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি তাঁর বুদ্ধি-বৃত্তিক পরিপক্কতার সাথে বিচার সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করে খ্যাতি অর্জন করেন এবং আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন এবং আমৃত্যু তার প্রভাব অটুট থাকে।

আবু হানীফার সাথে যোগ দেওয়ার পূর্বে শায়বানী অপেক্ষাকৃত একটা সমৃদ্ধশালী পরিবারে লালিত-পালিত হন এবং তিনি বাল্যকাল থেকে শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন—এই বিবরণ ছাড়া প্রাথমিক লেখকগণ তার জীবনী সম্পর্কে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলেন নি। ১৪৬-৭৬৪ খৃস্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে শায়বানী আবু হানীফার সাথে যোগ দেন। শায়বানীর জীবনীকারগণের মতে, শায়বানী মাত্র চার বছর আবু হানীফার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। কারণ ১৫০/৭৬৮ খৃস্টাব্দে আবু হানীফা মৃত্যুবরণ করেন। শায়বানী কুফায় বা অন্যত্র অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির সাথেও যোগ দেন বলে মনে হয়। ইবনে সা'দ এ ধরনের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন, মিসার বিন কিদাম (মৃত্যু ১৫৩—৭৭০), সুফিয়ান আল-সওরী (মৃত্যু ১৬১-৭৭৮), আওযায়ী (মৃত্যু ১৫৭-৭৭৪), ইবনে জুরায়েজ (মৃত্যু ১৫০-৭৬৭) প্রমুখ।[৭৫]

www.pathagar.com

এসব ব্যক্তির সাথে শায়বানী যোগ দেন বলে আল-খতিব আল-বাগদাদী সমর্থন করেন এবং শায়বানী মালিক বিন আনাসের সাথেও যোগ দেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৭৬] মালিক বিন আনাসের কাছে তিনি 'মুয়াত্তা' নামক আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিজাজের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের জানা হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই মুয়াত্তা রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। মালিকের কাছে শায়বানী কখন গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে জীবনীকারগণ কিছু বলেন নি। হিজাজে অবস্থান করার সময় তিনি মক্কার ইবনে জুরায়েজ-এর কাছে অধ্যয়ন করেন। ইবনে জুরায়েজ ১৫০-৭৬৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। সুতরাং এই বছরের আগে অবশ্যই তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। হিজাজে যাওয়ার পথে শায়বানী সম্ভবত আওযায়ীর কাছে অধ্যয়ন করার জন্য সিরিয়ায় যাত্রা বিরতি করেন। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ওপর একটি পুস্তক লেখক আওযায়ীর কাছে থেকেই শায়বানী সম্ভবত এ বিষয়ে একটা পৃথক পুস্তক লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হন।[৭৭] শায়বানী কর্তৃক অন্যত্র প্রেরিত ও রক্ষিত তাঁর বিবৃত মুয়াত্তার এক বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শায়বানী মালিকের কাছে অধ্যয়ন করার জন্য হিজাজে গমন করেন।[৭৮]

শায়বানীর বয়স যখন আঠার বছর, তখন আবু হানীফা মারা যান (১৫০—৭৬৮)। শায়বানীকে আবু হানীফাই প্রথম আইন অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করেন। আবু হানীফার সূক্ষ্ম আইন বিষয়ক যুক্তি-তর্ক অল্প বয়স্ক শায়বানীর পক্ষে অনুধাবন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই আবু হানীফার উত্তরাধিকার হিসাবে জাফর ও আবু ইউসুফের ওপর শায়বানীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার পড়ে। আবু হানীফার মৃত্যুর পর পরই জাফর বসরায় যান এবং ১৫৮-৭৭৫ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান। আইনের ওপর প্রশিক্ষণ লাভের জন্য শায়বানী তাই মূলত আবু ইউসুফের কাছে ঋণী। আবু ইউসুফের ভাষণের মাধ্যমেই আবু হানীফার মতবাদ শায়বানীর কাছে প্রচারিত হয়। আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শায়বানী একজন অধ্যবসায়ী শিষ্য ও দীপ্তিমান তার্কিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এমন কি প্রভাষকের দায়িত্ব ত্যাগ (১৭০-৭৮৬) করার পূর্বে আবু ইউসুফ বাগদাদে কাযীর দায়িত্ব পালন করতে গেলে শায়বানী একজন

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় প্রভাষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এমন কি তাঁর ভাষণ শোনার জন্য আগত লোকজনের কাছে তিনি তাঁর শিক্ষকের জনপ্রিয়তাকেও ম্লান করে দেন বলে মনে হয়। সম্ভবত এ কারণেই আবু ইউসুফ তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। শায়বানী তখন নিরাসক্ত মনে এই পদ গ্রহণ করেন। ১৮০-৭৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কুফায় শায়বানী প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তৎপর আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি রাকা'র কাযীর পদে নিযুক্ত হন। কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময়ও তিনি পুস্তক লেখা ও ভাষণ দেওয়া অব্যাহত রাখেন। সম্ভবত জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক এবং গবেষণা ও পুস্তক রচনায় তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

১৮০-৭৮৭ খৃস্টাব্দে কর্তৃপক্ষ শায়বানীকে বাগদাদে যেতে আদেশ দেন। এই আদেশ ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এজন্য সম্ভবত তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই বাগদাদে পেঁছার পর সরাসরি তিনি আবু ইউসুফের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। কথিত আছে আবু ইউসুফ বলেন যে, রাকার কাযীর পদের জন্য একজন প্রার্থীর ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি শায়বানীর নাম প্রস্তাব করেছেন। রাকা হল ইউফ্রেতিস নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর ও খলিফা হারুন-অর-রশিদের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল। আবু ইউসুফ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, শায়বানীর নাম প্রস্তাব করার কারণ হল পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে হানাফী মতবাদের আইনগত ধারণা প্রচারিত হয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে ইউফ্রেতিসের ওপারে সিরিয়া ও অন্যান্য প্রদেশে এই মতবাদ প্রচার হওয়া উচিত। উত্তরে শায়বানী বলেন, কি জন্য তাঁকে আহবান করা হয়েছে তা পূর্বে না জানানো অপ্রীতিকর। কিন্তু আবু ইউসুফ বলেন যে, কর্তৃপক্ষই আকস্মিক আদেশ দিয়েছেন। শায়বানী বলেন যে, সরকারী পদের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ নেই। আবু ইউসুফ তখন তাঁকে খলিফার প্রথম মন্ত্রী ইয়াহিয়া বিন খালিদ বিন বারমাকের কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য নিয়ে যান। ইবনে বারমাক শায়বানীকে ভয় দেখান এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাযীর পদ গ্রহণ করাতে তাঁকে বাধ্য করেন বলেই মনে হয়। কথিত আছে যে, গুরু-শিষ্যের বিচ্ছিন্ন হওয়ার এটা একটা কারণ।

www.pathagar.com

এই নিযুক্তিপত্র গুরু-শিষ্যকে বিচ্ছিন্ন করলেও এর মধ্যে অন্য একটা কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর প্রথম শিক্ষক আবু হানীফার নীতি অনুসরণ করে শায়বানী কাযীর পদের চেয়ে জ্ঞান সাধনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাযীর পদকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন না। কারণ এতে সরকারী প্রভাবের অধীনে বিবেকের দাসত্বকে মেনে নিতে হয়। এই বিবেচনা সম্ভবতঃ শায়বানীকে প্রভাবিত করে এবং তাই তিনি আবু ইউসুফের চেয়ে আবু হানীফার নীতি অনুসরণ করা উত্তম বলে মনে করেন। আবু হানীফার মত তিনিও উত্তরাধিকারসূত্রে ধন-সম্পদ লাভ করেন। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের দাবী থেকে মুক্ত থাকায় তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা লাভের প্রলোভন সম্বরণ করতে সমর্থ হন।

শায়বানীর সাথে আলোচনা না করে আবু ইউসুফ রাকা'র কাযীর পদে তাঁর নাম কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করায় তিনি কেন আঘাত পেয়েছিলেন, এই পটভূমিকায় বিচার করলে তা বোঝা যায়। কিন্তু শায়বানীর জীবনীকার-গণ গুরু-শিষ্যের মধ্যকার বিভেদকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন এবং আবু ইউসুফ কর্তৃক তাঁর নাম প্রস্তাব করাকে তাঁরা পণ্ডিত হিসেবে শিষ্যের ক্রমাগত খ্যাতির জন্য তাঁর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ধারণা যা-ই থাকুক না কেন, বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় শায়বানী পুস্তক লেখা বা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেন নি। তাই গুরু-শিষ্যের বিরোধের বিষয়টি বাদ দেওয়াই উচিত। কারণ প্রথমদিকে শায়বানী অন্তরে আঘাত পেলেও সরকারী কাজের সুযোগ-সুবিধা লাভ করার পর তা প্রশমিত হয়ে যায়। তাছাড়া, আবু ইউসুফের আশানুযায়ী ইউফ্রেতিসের পশ্চিমে হানাফী মতবাদের প্রচার সংক্রান্ত বিষয়টি শায়বানী ও তাঁর অনুসারীদের কাছে নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। রাকায় শায়বানী সাত বছর যাবত কাযীর পদ অলংকৃত করেন (১৮০/৭৯৭ থেকে

৩—

www.pathagar.com

১৮৭/৮০৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত)। এই পদে দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বাগদাদের প্রধান কাযী আবু ইউসুফ মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় শায়বানী রাকায় ছিলেন। তাই তিনি বাগদাদে অনুষ্ঠিত তাঁর শিক্ষকের জানাযার নামাযে শরীক হতে পারেন নি। তাঁর এই অনুপস্থিতিতে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করেন যে, তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক মধুর ছিল না। কিন্তু এ কথা যে সম্ভবত সত্য নয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাকায় শায়বানী তাঁর কাজে এতই সন্তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় যে, শিক্ষকের প্রতি তাঁর মনে কোন ঈর্ষার অনুভূতি ছিল না। তাছাড়া, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর গবেষণা ও পুস্তক লেখার জন্য বিচারকের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান এবং সরকারী পদের মর্যাদা সম্ভবত বাড়তি আকর্ষণ হিসেবেই তাঁর কাছে বিবেচিত হয়। ১৮৭/৮০৩ খৃস্টাব্দে এই পদ থেকে অপসারিত হওয়ার দু'বছর পর তিনি পুনরায় বিচারকের পদ লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন বলে মনে হয়।[৭৯]

রাকার কাযীর পদ থেকে শায়বানী ১৮৭/৮০৩ খৃস্টাব্দে অপসারিত হন। তাঁর অপসারিত হওয়ার কারণ হল, ১৭৬/৭৯৩ খৃস্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ কর্তৃক জায়েদী ইমাম ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাকে প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির বৈধতা সম্পর্কে তাঁর আইনগত মত প্রকাশ। এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পরে পুরোপুরি পালন করা হয় নি বলেই অনুমিত হয়। খলিফা তাঁর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী রাকায় এক সম্মেলনের আহবান করেন। এই সম্মেলনে জায়েদী ইমামের বিষয়টি প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারক আবু আল-বখতারী ওহাব বিন ওহাব এই সম্মেলনে যোগদান করেন। রাকার বিচারক শায়বানী ও খ্যাতনামা ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আল-হাসান বিন জিয়াদ আল-লুলুইকেও (মৃত্যু ২০৪/-৮১৯) এই সম্মেলনে আমন্ত্রন জানানো হয়। শায়বানী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে এই আমন্ বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ। কিন্তু আল-হাসান বিন জিয়াদ শায়বানীর মত সমর্থন করলেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য রাখতে ইতস্তত করেন। অপরদিকে খলিফার পক্ষ সমর্থন করে আবু আল-বখতারী বলেন যে, ইমাম ইয়াহিয়ার আচরণের জন্য নিরাপত্তার

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করা যথার্থ হয়েছে। ইমাম ইয়াহিয়াকে খলিফা দৃশ্যত মৃত্যু দণ্ড দিতে চাইলেও তাঁকে বন্দী করা হয় এবং পরে তিনি বন্দী-শালায় প্রাণত্যাগ করেন। জায়েদী ইমামের প্রতি সম্ভাব্য সহানুভূতি প্রকাশ করা বা দয়াপরতার সন্দেহে খলিফা শায়বানীকে বরখাস্ত করেন।[৮১] তৎপর শায়বানী বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দু'বছর যাবত বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক রচনার কাজে নিয়োজিত থাকেন। অনেকে মনে করেন, বিচারকের পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর সরকারকে আইনগত পরামর্শ দানের অধিকার থেকে শায়বানীকে বঞ্চিত করা হয়। এই সময় মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আল শাফেয়ী বাগদাদে আগমন করেন এবং শায়বানীর সাথে তাঁর পরিচয় হয় ও তিনি তাঁর পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করেন।[৮১] জায়েদী ইমামের প্রতি আল-শাফেয়ীও সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে হয়।

বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর খলিফার প্রতি শায়বানীর আনুগত্য প্রকাশ পায়। খলিফা তাঁর এই মনোভাব ও নৈতিক সাধুতার প্রশংসা করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁকে তাঁর পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেকে মনে করেন যে, এই সময় শায়বানীকে বাগদাদের প্রধান বিচারক পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন নি। ১৯২/৮০৭ খৃস্টাব্দে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রধান বিচারক আল-বখতারী বাগদাদে অবস্থান করেন। অপরদিকে শায়বানী মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯/৮০৪ খৃস্টাব্দে। সুতরাং এই সময়ে আল-বখতারীর উত্তরাধিকার হিসাবে শায়বানীর প্রধান বিচারক হওয়া অসম্ভব।[৮২] যাহোক অনেকে একমত যে, শায়বানীর জীবনের শেষ বছরে খলিফা হারুন অর-রশীদ তাঁকে রে'র (খুরাসান) কাযী পদে নিয়োগ করেন। রফি বিন আল—লায়াথের নেতৃত্বে শায়বানী খলিফার সাথে সমরখন্দের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য এক অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। খলিফা খুরাসানে থাকা অবস্থায় শায়বানী তথায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিচারক হিসেবে পুনরায় নিয়োগ লাভের পূর্বে শায়বানী সম্ভবত খলিফাকে সরকারের আইনগত বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। বাইজেন্টাইনের সাথে যুদ্ধের সময় খলিফা সন্দেহ করেন যে, বাইজেন্টাইনদের প্রতি

www.pathagar.com

বানু তগলিব গোত্রের খৃস্টান অধিবাসীদের সহানুভূতি রয়েছে। তাই তিনি তাদের সাথে খলিফা উমর কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে তাদের শাস্তি দিতে চান। খলিফা হারুন তাঁর কাজকে আইনানুগ করার প্রচেষ্টায় এই মত পোষণ করেন যে, বানু তগলিব গোত্রের ছেলেমেয়েরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবে, এই শর্তে ইসলামের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে তারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছে। উমরের সময় থেকে প্রচলিত উমর ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণের কার্য-পদ্ধতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে শায়বানী বানু তগলিব গোত্রের কার্যকলাপ সমর্থন করেন। শায়বানী বলেন, এই কাজের দ্বারা উমর ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি যদি ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে তাঁরা বহু পূর্বেই এই চুক্তি বাতিল করতেন। কিন্তু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খলিফার কাছে শায়বানী তাঁর এই মত প্রকাশ করতে সতর্কতার আশ্রয় নেন এবং বলেন যে, এ বিষয়ে খলিফার ঘোষণাই চূড়ান্ত।[৮৩] জায়েদী ইমামের ঘটনায় তিনি যেভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই তুলনায় এবারকার মত প্রকাশ ছিল অনেকটা নমনীয় ধরনের এবং এই নমনীয় মতের জন্য খলিফা অবশ্যই খুশী হয়ে থাকবেন। রে-র (খুরাসান) বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে শায়বানী সম্ভবত বাগদাদে কোন সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত হন, কারণ প্রায়ই তাঁকে আদালতে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠানো হত। রাকা'র বিচারকের পদ থেকে ১৮৭ হিজরীতে অপসারিত হওয়ার পর ১৮৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে একজন মহান হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে শায়বানীর সম্মান ও প্রসিদ্ধির সর্বোচ্চ সময় হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সম্ভবত তিনিই ছিলেন তখনকার নেতৃস্থানীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। কারণ তখন আবু ইউসুফ ও মালিক মৃত্যু বরণ করেছেন এবং হানাফী মতাবলম্বীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শাফেয়ী তখনও আবির্ভূত হন নি।

কিশোর বয়সে শায়বানী ছিলেন খুবই সুন্দর এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর চেহারা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা, তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কথিত আছে যে, শাফেয়ী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি শায়বানীর মত মোটা অথচ প্রফুল্ল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি আর দেখেন নি।[৮৪]

www.pathagar.com

তিনি একজন উত্তম বাগ্মী ও সফল তার্কিক ছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ তাঁর কথোপকথন ও ভাষণ বহু ছাত্রকেই আকর্ষণ করত। বিপক্ষ দলের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাথে আলোচনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও ধীশক্তি সম্পন্ন। অপরপক্ষে, অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিরোধী দলের লোকের সাথে আলোচনায় ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিতেন বলে জানা যায়। তিনি অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত বা আবৃত্তি করতে পারতেন।

ছোট বেলা থেকেই শায়বানী তীক্ষ্ম বুদ্ধি, ভাল স্মরণশক্তি ও জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দেন। একথা সত্য যে তিনি আবু হানীফার আইনগত পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পদ্ধতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে সম্ভবত আবু ইউসুফের প্রভাবে তিনি হাদীস সংগ্রহের প্রতিও আকৃষ্ট হন। হাদীস অধ্যয়নের প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শায়বানী তাঁর আইনগত যুক্তির উৎস হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা ও হাদীসের সমন্বয় সাধন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আইন অধ্যয়ন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও তিনি জ্ঞানের অন্যান্য শাখা বিশেষ করে আরবী ভাষা ও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ আল-কিসাই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁরা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতেন বলে মনে হয়।[৮৫]

আজীবন শায়বানী বিচার বিভাগীয় পদ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে ঐতিহ্যগত তথ্য থেকে ধারণা পাওয়া যায়। আবু ইউসুফের সাথে তাঁর বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রচলিত ধারণা থেকে এই সত্য আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কুফায় অবস্থানকালে তিনি শিক্ষকতা ও পুস্তক রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং এই সময় কাযীর পদ সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল তা কাযীর পদ গ্রহণের পর বদলে যায়। একথা সত্য যে, রাকায় যাওয়ার পরও শিক্ষকতা ও পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ মোটেই কমে নি। বস্তুত তাঁর খ্যাতি ও সম্মান আরও বেড়ে যায় এবং তাঁর পরিপক্কতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা রচিত পুস্তকের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

www.pathagar.com

রাকা থেকে শায়বানী কুফায় না গিয়ে বাগদাদ যান এবং সেখানে তিনি সরকারী ও বেসরকারী পরিমন্ডলে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। বাগদাদে থাকা অবস্থায় তিনি সরকারী পদ গ্রহণে আগ্রহী হন বলেই মনে হয়। কারণ তিনি কর্তৃপক্ষের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দু' বছর পর বা সম্ভবত তারও পূর্বে তিনি বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সম্মত হন। বাগদাদের প্রধান বিচারক পদে শায়বানীর নিযুক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর শেষ জীবনে এক বছর বা দু বছর প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। তাঁর মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এ ধরনের সর্বোচ্চ বিচারক পদে নিযুক্ত হওয়ার আকাংক্ষা থাকা স্বাভাবিক। তুর্কী সুলতানদের আমলে হানাফী আইন সরকারী আইনে পরিগণিত হওয়ার কয়েক শতাব্দী পূর্বে হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সরকারী পরিমন্ডলে সম্ভবত সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পেঁাছেছিলেন।

শায়বানীর পুস্তকাবলী

শায়বানী ছিলেন একজন ফলপ্রসূ লেখক। তিনি হানাফী মতবাদ এবং অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মালিকির 'মুয়াত্তায়' তাঁর বক্তব্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা সত্য যে তিনিই সর্বপ্রথম বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন নি। তাঁর পূর্বে এই বিষয়ের ওপর পুস্তক রচনা করেন আওযায়ী, মালিক ও আবু ইউসুফ। বস্তুত আবু ইউসুফের রচিত পুস্তকের সংখ্যা বহু, কিন্তু মাত্র কয়েকটা পুস্তকই আমাদের হস্তগত হয়েছে। শিষ্য থাকা অবস্থা থেকেই শায়বানী লিখতে শুরু করেন এবং শরীয়ত আইনের গঠনমূলক পর্যায়ে সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করার সময় শায়বানী যে সব পুস্তক রচনা করেন তার কয়েকটি আবু হানীফার মতামত সম্পর্কিত প্রধান সংকলন

www.pathagar.com

পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আবু হানীফার এই মতামত তিনি আবু ইউসুফের কাছে শোনেন অথবা আবু ইউসুফ এসব লেখার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। কথিত আছে, আল-সগীর হিসেবে বর্ণিত পুস্তক, যেমন আল-জামি আল-সগীর ও আল-সীয়ার আল-সগীর আবু ইউসুফের নির্দেশ মুতাবিক লিখিত এবং আল-কবীর হিসেবে বর্ণিত পুস্তক, যেমন আল-জামি আল-কবীর ও আল-সীয়ার আল-কবীর, কোন তত্ত্বাবধান ছাড়াই শায়বানী তাঁর নিজের দায়িত্বে লেখেন।[৮৬] যাহোক, শায়বানীর নিজের লেখা ও আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে লেখা পুস্তকের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সাধারণ। প্রাথমিক পর্যায়ে লেখা শায়বানীর কয়েকটা পুস্তক যেমন কিতাব আল-আছল ও কিতাব আল-আছর আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে লেখা[৮৭] হলেও এসব পুস্তক আল-সগীর হিসেবে বর্ণিত হয় নি।

আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানেই হোক বা নিজের দায়িত্বে লেখা হোক, শায়বানীর 'দি বুকস অব জাহির আল-রিওয়া-য়া' পুস্তককে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এই বইখানি বিশ্বাসযোগ্য এবং তা তাঁর অনুসারিগণ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু শায়বানীর নামে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকে তাঁর মতামত প্রকাশিত হলেও তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ সেগুলো তাঁর রচিত নয়।[৮৮]

জাহির আল-রিওয়া-য়ার সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও কিতাব আল-আছর ও কিতাব আল-রা'দ আলা-আহল আল-মদীনা'র মত শায়বানীর কয়েকখানি পুস্তক বিশ্বাসযোগ্য। কিতাব আল-আছর পুস্তকখানি হল শায়বানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংকলন এবং পুস্তকখানি তাঁর একজন শিষ্য কর্তৃক লিখিত হতে পারে। কিন্তু কিতাব আল-রা'দ আলা আহল আল-মদীনা পুস্তকখানি শায়বানীর লেখা বলে মনে হয়। এই পুস্তকখানা আমাদের হস্তগত হয় নি। শাফেয়ী এই পুস্তক সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক ভাষ্য লিখেছেন এবং এই পুস্তকের পুরো বক্তব্যসহ নিজের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ভাষ্য তাঁর সংগৃহীত পুস্তকে রক্ষিত আছে—যা কিতাব আল-উম[৮৯] নামে পরিচিত। বর্তমান আলোচনায় শায়বানীর যে সব পুস্তক সম্পর্কে সরাসরি

www.pathagar.com

আলোচনা অংশ অনুবাদ করা হয়েছে, তা হল কিতাব আল-আছল, (এই পুস্তকে সীয়ার সম্পর্কে আলোচনার অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে) এবং কিতাব আল-জামি আল-সগীর। কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর পুস্তকের মূল কপি সম্ভবত হারিয়ে গেছে। এই পুস্তক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সারাখসীর ব্যাপক ভাষ্যের মাধ্যমে যা 'সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর' নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

শায়বানী ও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা

ইসলামী বর্ষসূচীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশেষ করে আব্বাসীয় শাসন (১৩২/৭৫০) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে অধ্যয়নের এবং মুহাম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর সংঘটিত ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। উমাইয়া খলিফাগণ সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিশ্লেষণমূলক মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁদের পূর্বগামী তথা মহানবী ও প্রাথমিক যুগের খলিফাগণের মানদণ্ডে তাঁদের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। উমাইয়া যুগে মাত্র একজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁদের সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। এই ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নাম আওযায়ী। তিনি মহানবীর সুন্নাহ ও উমাইয়া খলিফাগণসহ তাঁর অনুসারীদের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের আইন বিষয়ে যে নিবন্ধ লেখেন, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিককার পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আদর্শ হিসেবে মহানবী ও তাঁর প্রাথমিক উত্তরাধিকারিগণের আচরণ অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। তাঁদের আচরণ ও আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াই ছিল এই অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য। তাঁরা সাধারণত সামরিক অভিযান ও মহানবীর এবং প্রাথমিক কমান্ডারগণের যুদ্ধযাত্রাসহ সীয়ার ও সামরিক অভিযান সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং এসব সামরিক কাজের আইনগত নীতিমালা কি ছিল তা উদঘাটন করতে সচেষ্ট হন। অনেকে তাঁদের অধ্যয়ন শুধু অতীত ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন আবার অনেকে ইসলামের সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে আইনের বিধান পুনর্গঠিত করতে সচেষ্ট হন। এ ধরনের অনুসন্ধান ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীয়ার সম্পর্কে একটা নয়া ধারণার উন্মেষ ঘটায়। ফলে সীয়ার-এর বর্ণনামূলক প্রকৃতি একটা আদর্শিক প্রকৃতির রূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

ইসলামী বর্ষপুঞ্জের দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'সীয়ার' শব্দটি (সীরা শব্দের বহুবচনে) দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়—এক, ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ কর্তৃক জীবনী বা আত্মজীবনী লেখার জন্য ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এবং দুই, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিচারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচরণ।[১০] পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক এর নতুন কোন অর্থ নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে শব্দটির শব্দগত অর্থ ছিল গতি বা ভঙ্গী বা চালিত হওয়ার ক্ষমতা।[১১] পবিত্র কুরআনের ৬টি আয়াতে শব্দটি 'ভ্রমণ' বা 'অগ্রসর হওয়া' কাজের ধরন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২] মহানবীর সময়ে শব্দটির কোন প্রায়োগিক অর্থ ছিল না।

প্রাথমিক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সীয়ার–এ আলোচ্য বিষয়কে হয় জিহাদের সাধারণ শিরোনামে আর না হয় সামরিক অভিযান, গনিমা (যুদ্ধলব্ধ মাল), রিদা (স্বধর্ম ত্যাগ) ও আমান (নিরাপত্তামূলক আচরণ) –ইত্যাদি নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে গণ্য করতেন। তবে প্রায় সবাই বিষয়টিকে যুদ্ধের আইন সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।[১৩] আদর্শিক অর্থে সীয়ার শব্দটিকে সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন তা জানা যায় নি। তবে হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শব্দটিকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন বলে জানা যায়। হতে পারে, শরীয়ত আইনের গঠনমূলক পর্যায়ে শব্দটির আইনগত অর্থ বিকশিত হতে থাকে এবং আবু হানীফা কুফায় তাঁর ভাষণে শব্দটি ব্যবহার করেন। কথিত আছে যে, আবু হানীফার এই ভাষণগুলো তাঁর শিষ্য যেমন আল-হাসান বিন জিয়াদ আল-লু'লুই, আবু ইসহাক আল-ফাজারি ও মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী লিখে রাখেন। সম্ভবত শায়বানীর লেখা বইখানি আওযায়ী দেখেন এবং এই বই-এর একটি সমালোচনমূলক ভাষ্য লেখেন যা সীয়ার অব আল আওযায়ী বা আওযায়ীর সীয়ার নামে পরিচিত। আবু হানীফার মতবাদের সমর্থনে আবু ইউসুফ আওযায়ীর প্রবন্ধের (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ওপর মন্তব্য করেন। কিন্তু এই বই-এর মূল কপি আমরা পাই নি। একথা সত্য যে, আওযায়ীর পুস্তকের কিছু কিছু অংশে আবু হানীফার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। মূল বইখানি সম্ভবত আবু হানীফার নামোল্লেখ ছাড়াই লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আবু হানীফার পূর্বে এই বিষয়ে গভীরভাবে অনুধ্যানকারী বেশ কয়েকজন প্রাথমিক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইসলামের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাবারীর 'ইখতিলাফ আল-ফুকাহা' পুস্তকের বিভিন্ন অংশে এসব ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে নাখায়ী, সাবি ও হাম্মাদের নাম উল্লেখ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে তাঁরা কোন পুস্তক রচনা করেন নি বলে মনে হয়।[১৪] তাই, আবু হানীফাকে এই বিষয়ের প্রথম প্রণালীবদ্ধকারী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু তাঁর অনুগামীদের লেখায় সংযুক্ত হয়েছে।

সীয়ার সম্পর্কে গভীরভাবে উৎসাহী এবং এই বিষয়ের ওপর যিনি একাধিক পুস্তক লেখেন, তিনি হলেন শায়বানী। এই বিষয়ের ওপর আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের মতামতসহ শায়বানী নিজের মতামতও লেখেন।

শায়বানী কখনও 'সীয়ার' শব্দের ব্যাখ্যা দেন নি বা এর কোন নির্দিষ্ট অর্থও প্রকাশ করেন নি। তাঁর পুস্তক সম্পর্কে তাঁর উত্তরাধিকারিগণ যে মন্তব্য বা টীকা লেখেন, তাতে তাঁরা শব্দটির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। শায়বানীর সীয়ার-এর ওপর সারাখসী যে অসংখ্য ভাষ্য লেখেন, তাতে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ সীয়ার হলো সীরা-র বহুবচন এবং এ বইখানার নামকরণ শব্দের নামানু-সারেই করা হয়েছে। শত্রু এলাকার অবিশ্বাসী, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় সাময়িকভাবে (মুসতামিন) বা স্থানীয়ভাবে (যিম্মী) বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, স্বধর্মত্যাগকারী—ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করায় তারা অবিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং বিদ্রোহী (ঠগী)-ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও ভুল ধারণার অধিকারী বলে তারা অবিশ্বাসী বলেও পরিগণিত নয়—এদের সাথে বিশ্বাসীদের আচরণ এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।[১৫]

কাসানী (মৃত্যু ৫৮৭/১১৯১) নামে অপর একজন হানাফী ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শব্দটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ যোদ্ধাদের আচরণ পদ্ধতি এবং তাদের জন্য ও তাদের ওপর ন্যস্ত বিধি (অর্থাৎ যে আইন তাদের ও অন্যের ওপর বাধ্যতামূলক)।[১৬]

www.pathagar.com

যুদ্ধের আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এসব সংজ্ঞা আধুনিক কালে কথিত ল' অব নেশনস্ এর প্রায় কাছাকাছি। একথা সত্য যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তা ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার আইনই হলো সীয়ার। অমুসলিমরা গ্রহণ করুক বা না করুক এই আইন মুসলমান অমুসলমান সবার ওপর বাধ্যতামূলক বলে মুসলমানরা ঘোষণা করে। যাহোক, মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলে উভয় পক্ষই এই নীতি ও পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইন পালন করে। বস্তুত সীয়ার ইসলামিক ল' অব নেশনস্-এর আকার ধারণ করে যদিও তা আধুনিক আইনের মত সব রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যতামূলক ছিল না।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কীয় শায়বানীর পুস্তকাবলী

শায়বানী তাঁর পুস্তকে আইনের প্রায় প্রত্যেকটি শাখার ওপর আলোকপাত করেছেন এবং তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকগণের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ পুস্তকের একটি অংশে সামগ্রিকভাবে সীয়ারের ওপর আলোচনা করা হয়েছে অথবা সীয়ারের কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সীয়ারের ওপর সামগ্রিকভাবে তিনি দু'খানি পুস্তক লিখেছেন এবং তা উল্লেখযোগ্য বৈকি ! গঠনমূলক পর্যায়ে শায়বানীর মত আর কোন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেন নি বলে মনে হয়। এজন্যেই ল' অব নেশনস্-এর ছাত্রদের কাছে তাঁর লেখা পুস্তকাবলী বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক।

কথিত আছে যে, শায়বানীর প্রথম বই 'কিতাব আল-সীয়ার আল সগীর' আবু ইউসুফের নির্দেশ মুতাবিক লেখা।[৯৭] এই বইখানি আবু ইউসুফ ও শায়বানী লিখলেও এতে আবু হানীফার মতবাদ রূপায়িত হওয়ায় বইখানিকে সাধারণত সীয়ার অব আবু হানীফা বা আবু হানীফার সীয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কথিত আছে যে, এই বইখানি আওযায়ীকে 'দি সীয়ার অব আল-আওযায়ী' বইখানি লিখতে উৎসাহ যোগায়। বইখানি মূলত আবু হানীফার মতাদর্শের জবাব বিশেষ। অপরদিকে, আবু ইউসুফ কিতাব আল রা'দ আলা সীয়ার আল-আওযায়ী লিখে আওযায়ীর

www.pathagar.com

সমালোচনামূলক মন্তব্যের নিরসন করেন। দুর্ভাগ্যবশত শায়বানীর সীয়ার আল-সগীর বা আওযায়ীর সীয়ার আমাদের হস্তগত হয় নি। এই বিষয়ের ওপর শায়বানী কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর লেখার পর আল-সীয়ার আল-সগীর পুস্তকখানি তাঁরই লেখা বলে ধরে নেওয়া হয়। সীয়ার অব আবু হানীফা পুস্তকের পূর্বনাম অন্য কিছু থাকতে পারে, অবশ্য ঐ নামের অন্য কোন পুস্তকও থাকতে পারে যা আওযায়ীর পুস্তকের জবাব হিসেবে আবু ইউসুফ লিখেছিলেন। আবু হানীফার ভাষণের দ্বিতীয় পাঠান্তর হিসেবে শায়বানী আল-সীয়ার আল-সগীরও লিখতে পারেন।[৯৮] এই দু'খানি পুস্তক সম্পর্কে পার্থক্য বুঝতে না পারার কারণ এটাও হতে পারে—অনেকে মনে করেন আওযায়ী আবু হানীফার সীয়ার দেখে তার জবাব লেখেন। আবার অনেকে মনে করেন শায়বানীর সীয়ার আল-সগীর পুস্তক দেখে আওযায়ী যে অপমানজনক মন্তব্য করেন, তার জবাবে শায়বানী তাঁর কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর পুস্তকখানি রচনা করেন। সারাখসীর মতে, এই গল্প যে অসঙ্গতিপূর্ণ তা তার অজ্ঞাতেই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, আওযায়ী শায়বানীর সীয়ার আল-কবীর দেখার সুযোগই পান নি। বইখানি মুদ্রিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মারা যান। তবে একথা সত্য যে, শায়বানীর সীয়ার আল-সগীর হলো সীয়ার সম্পর্কে আবু হানীফার মতাদর্শের রূপায়ণ--তা সে আবু হানীফার সীয়ার-এর বক্তব্যই হোক বা তা আবু ইউসুফের নির্দেশে লিখিত হোক না কেন।

সীয়ারের ওপর বিস্তারিতভাবে লেখা শায়বানীর পুস্তকের নাম হলো কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর। সারাখসী এই পুস্তকের ওপর একটা ভাষ্য লিখেছেন। তাঁর মতে এই পুস্তক লেখার কারণ হলো ঃ

এই পুস্তক রচনার কারণ হলো, ঘটনাক্রমে সীয়ার আল-সগীর পুস্তকখানি সিরিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তি আবদ্ আল-রহমান বিন আমর আল-আওযায়ী'র হস্তগত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এই পুস্তকের লেখকের নাম কি?" তাঁকে বলা হয়, "ইরাকের অধিবাসী মুহাম্মদ এই পুস্তকের লেখক।" তিনি বলেন, "সীয়ার সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এবং ইরাক ব্যতীত সিরিয়া ও হিজাজে আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সাহাবীদের

www.pathagar.com

যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হলেও ইরাকের মানুষ এই বিষয়ের ওপর পুস্তক রচনা করল, এটা কেমন কথা।" আওযায়ীর এই কথা মুহাম্মদ জানতে পেরে বিরক্ত হন এবং নিজের সন্তুষ্টির জন্য তিনি এই পুস্তক লিখতে শুরু করেন। কথিত আছে, আওযায়ী এই পুস্তক পাঠ করে মন্তব্য করেন, "শায়বানী যদি সব কিছু হাদীস দ্বারা সপ্রমাণ না করতেন, তাহলে আমি বলতাম তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাঁর মনে সঠিক মতামতই উপস্থাপিত করেছেন।"[৯৯]

সারাখসীর বক্তব্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) ছাড়াও তিনি শায়বানী কর্তৃক সীয়ার আল-কবীর রচনা করার যে কারণ নির্দেশ করেছেন, তা অত্যন্ত সাধারণ বলেই মনে হয়। শায়বানী তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে ইসলামের বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের আইন অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা তিনি বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রাকায় কাযীর পদে থাকা অবস্থায় বা ১৮৭/৮০২ খৃস্টাব্দে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর তথা শায়বানী তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে কিতাব আল সীয়ার আল-কবীর রচনা করেন বলে মনে হয়। কথিত আছে যে, এই বই-এর একটা কপি তিনি খলিফা হারুন অর-রশীদের কাছে প্রেরণ করেন। খলিফা এই বই দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তিনি তাঁর দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনকে শায়বানীর তত্ত্বাবধানে এই বই পড়ার নির্দেশ দেন। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এই বই-এর রচনা বাগদাদেই সমাপ্ত হয়। আরও কথিত আছে যে, খলিফার দুই পুত্রের শিক্ষক ইসমাইল বিন তাওবা আল-কাজউনি[১০০] এবং আবু সুলায়মান আল-জুঝানী (২০০/৮১৫)[১০১] কর্তৃক এই বই-এর সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। খলিফার পুত্রদের কাছে শায়বানী যখন এই বই পড়ে শোনান তখন ইসমাইল বিন তাওবা আল-কাজউনি তা শ্রবণ করেন। পরিপক্ক বয়সে লেখা এই বই-এ শায়বানী এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অবশ্য এই পুস্তকের মূল কপি হারিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

শায়বানীর এই প্রসিদ্ধ পুস্তক সম্পর্কে দু'জন ভাষ্য লিখেছেন। এক জনের নাম আল-জামাল আল-হোসায়রি। এই ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন বলে মনে হয়। ইসলামী বর্ষপঞ্জীর সপ্তম শতাব্দীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত ভাষ্য আমাদের হস্তগত হয় নি। অপর ভাষ্যকার হলেন মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-সারাখসী (মৃত্যু ৪৮৩/১১০১)। বুখারায় তিনি শরীয়ত আইনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বুখারার কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। কথিত আছে, উজ্‌জন্দ বন্দীশালায় তিনি পনের বছর কাটান। তাঁর কাছে কোন বই না থাকায় তিনি স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে তাঁর শিষ্যদের কাছে শায়বানীর পুস্তকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর শিষ্যরা বন্দীশালার বাইরে তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন। সারাখসীর ব্যাখ্যাই বস্তুত একখানা নতুন বই হিসেবে গণ্য হয়েছে। শায়বানীর মূল পুস্তকের বক্তব্য নকল করতে তিনি ব্যর্থ হন, কারণ বন্দীশালায় তাঁর কাছে এই পুস্তক প্রেরণের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। তবু তিনি যা বোঝেন, সেই অনুযায়ী তাঁর এই ব্যাখ্যা সীয়ার সম্পর্কে শায়বানীর মতাদর্শের ব্যাখ্যা পুস্তক হিসেবে গণ্য করা হয়। শায়বানীর মূল পুস্তকের সাথে এর ব্যাখ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করার আধুনিক কালের সম্পাদকগণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূল পুস্তকখানি হারিয়ে গেছে বলাই শ্রেয়।[১০২] ইসলামী বর্ষপঞ্জীর পঞ্চম শতাব্দীতে হানাফী মতবাদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হত, সারাখসীর ভাষ্য তারই প্রতীক স্বরূপ—দ্বিতীয় শতাব্দীতে শায়বানীর জীবনকালে হানাফী মতবাদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হত, সারাখসীর ভাষ্য তার ওপর ভিত্তিশীল নয়।[১০৩]

সীয়ার-এর ওপর শায়বানীর আর যেসব পুস্তক আছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশত, কিতাব আল-আছল্ (যাকে কিতাব আল-মবসুতও বলা হয়)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সীয়ার সম্পর্কেই লেখা। প্রথম দিকে শায়বানী যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন, তার মধ্যে এই বইখানি ব্যাপক আকারে লিখিত। সম্ভবত আবু ইউসুফের নির্দেশক্রমে বইখানি গুরু-শিষ্যের কথোপকথন আকারে লেখা।

www.pathagar.com

আইনগত বিষয়ে আবু হানীফার কাছে উত্থাপিত প্রশ্ন ও সে সম্পর্কে তাঁর জবাবও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র আবু হানীফার আইনগত মতাদর্শ উল্লেখ করাই ছিল এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কারণ কোন বিষয়ে আবু হানীফার সাথে আবু ইউসুফ ও শায়বানীর মতের পার্থক্য দেখা গেলে তাঁরা শিক্ষকের সাথে তাঁদের মতপার্থক্যের বিষয়গুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। আবু হানীফার সাথে অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতপার্থক্যের বিষয়টিও মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হানীফার সাহচর্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের আলোচনার মাধ্যমে কিতাব আল-আছল গ্রন্থের সীয়ার অংশে সীয়ারের অগ্রগতিও বর্ণনা করা হয়েছে। আবু হানীফার অভ্যাস ছিল তাঁর আইনগত সিদ্ধান্ত শিষ্যদের কাছে আলোচনার জন্য পেশ করা। অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বিচার বিবেচনা করার পর শিষ্যগণ প্রশ্নগুলো লিখে রাখতেন। কিতাব আল-আছল পুস্তকের সীয়ার অংশকে তাই আবু হানীফা ও তাঁর সাহচর্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের অবদান বলা যেতে পারে। মূল গ্রন্থাংশ শায়বানীর লেখা হতে পারে, তবে বই-এর সারাংশ হলো আইনগত বিষয়ের ওপর যৌথভাবে যুক্তি-তর্কের উপজাত ফল—এই যুক্তি-তর্কে আবু ইউসুফ ও শায়বানীও অংশ গ্রহণ করেন। পূর্ণভাবে রক্ষিত এই বই-এর গ্রন্থাংশে (টেক্সট) আবু হানীফা ও তাঁর প্রধান শিষ্য বিশেষ করে আবু ইউসুফ ও শায়বানীর মতাদর্শের যে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে, শায়বানীর মতাদর্শের ওপর সারাখসীর ভাষ্যে তা ঘটেনি।[১০৪]

শায়বানীর দু'জন শিষ্য আহমদ বিন হাফস ও আবু সুলায়মান আল-জুঝানি কিতাব আল আছল-এর বর্ণনা প্রদান করেন। কিতাব আল-সীয়ার এর অংশটুকু জুঝানি বর্ণনা করেন বলে মনে হয়। এই বই-এর বহু কপি আছে। ৬৩৮/১২৪০ সালের সবচেয়ে পুরাতন কপিখানা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচিত হয়েছে।

সীয়ার সম্পর্কে শায়বানীর অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে রয়েছে কিতাব আল-জামি আল-সগীর ও কিতাব আল- জামি আল-কবীর। প্রথম পুস্তকে শায়বানী আলোচনা ছাড়াই আবু হানীফার মতাদর্শের সার-সংক্ষেপ

www.pathagar.com

উপস্থাপিত করেছেন।[১০৫] দ্বিতীয় পুস্তকখানি মৌলিক ও মননশীল হলেও সীয়ার সম্পর্কে তাতে খুব কমই আলোচিত হয়েছে।[১০৬] কিতাব আল-আছ্‌র পুস্তকে হাদীস ও বর্ণনামূলক কাহিনীর প্রাধান্য থাকলেও অবিশ্বাসীদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক সীয়ার-এর একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।[১০৭] কিতাব আল-আছল্‌ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে শায়বানী কিতাব আল-আছ্‌র পুস্তকের চেয়ে বেশী হাদীস সংকলন করেছেন।[১০৮]

শায়বানীর সীয়ার-এ ব্যবহৃত শব্দ তালিকা

অন্যান্য প্রাচীন আইন অধ্যয়নের মত শায়বানীর সীয়ার-এ ব্যবহৃত শব্দও বৈধ পরিভাষা ও সাহিত্য এবং দার্শনিক পরিভাষার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রায় ক্ষেত্রেই শায়বানী তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা দেন নি। সম্ভবত তিনি অনুমান করেছিলেন যে, তাঁর বক্তব্য বা তৎকালীন প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষিতে এসব শব্দ পাঠকদের কাছে বোধগম্য হবে। শায়বানীর সীয়ারের মৌলিক আদর্শ আলোচনায় পূর্বে কতিপয় প্রধান শব্দ ও বাক্যের ধারার ব্যাখ্যা প্রদান উপযোগী হতে পারে। এজন্য তিন ধরনের শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমে, আইনবিজ্ঞানের বেশ কিছু সাধারণ শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কুরআন, হাদীস (পরম্পরাগত মতবাদ বা প্রথা), কিয়াস (সদৃশ ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ), ইজমা (সকলের মতের ঐক্য) ও অন্যান্য শব্দের অর্থ ইসলামী আইনের সূত্র আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের মত কিছু কিছু শব্দ ও অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। সমসাময়িক কতিপয় ব্যক্তির মত শায়বানীও হাদীস শব্দকে কোন বর্ণনামূলক বা পূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন—এই বর্ণনা বা পূর্ব দৃষ্টান্ত মহানবী থেকে বর্ণিত বিশ্বাসযোগ্য বা মহানবী, তাঁর সাহাবী বা তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বর্ণিত হোক না কেন। পরবর্তীকালে শাফেয়ী মহানবী থেকে বর্ণিত বর্ণনামূলক বা পূর্ব দৃষ্টান্তকে

www.pathagar.com

বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আছর (বহুবচনে আছার) ও খবর (বহুবচনে আখবর) শব্দগুলিকে শায়বানী বর্ণনামূলক বা পূর্ব দৃষ্টান্তের সাথে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'সুন্নাহ' শব্দটিকে তিনি প্রায় ব্যবহারই করেন নি—'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ প্রথা বা প্রচলিত রীতি, মহানবীর সুন্নাহ হতে হবে এমন কোন কথা নেই।[১০৯] কিয়াস হলো সদৃশ ঘটনা থেকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর মাধ্যমেই আবু হানীফা মতামতকে আইনের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর অনুগামী, বিশেষ করে আবু ইউসুফ ও শায়বানী বর্ণনামূলক বা পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেও তাঁরা আবু হানীফার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ইসতিহ্সান হলো অন্য এক ধরনের সদৃশ ঘটনা থেকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন— আমি অনুমোদন করলাম (বা বিপরীতক্রমে 'আমি অনুমোদন করলাম)'। এই পদ্ধতিতে আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারিগণ একটা পূর্ব দৃষ্টান্তের চেয়ে অপর পূর্ব দৃষ্টান্তের অগ্রগণ্যতা দেখিয়েছেন। বিশেষ কোন কাজ সম্পাদনে আপত্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'মকরুহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারিগণ এই শব্দটিকে নৈতিক বা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন—আইনগত নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে নয়। সব শেষে, আবু হানীফা ও তাঁর সমসাময়িকগণ এই ধরনের প্রকাশভঙ্গীতে অভ্যস্ত ছিলেন যেমন, 'তুমি কি চিন্তা কর ?' 'এবং তুমি কি চিন্তা কর না ?' এই ধরনের প্রকাশভঙ্গীতে আইনগত প্রশ্ন আলোচিত হত এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক প্রশ্নের ওপর সৃষ্ট মতবাদের তাঁরা জবাব দিতেন। প্রাথমিক হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সৃষ্ট এ ধরনের যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আইনগত মতবাদের বর্ণনামূলক ঘটনার ওপর বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপত্তিকর বলে শ্রেণীবিন্যাস করেন। কতিপয় সমালোচক আবু হানীফা ও তাঁর অনুগামিগণকে মতাদর্শের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি দেন ও তাঁদেরকে অপমানজনক অর্থে ব্যবহৃত 'আরায়তাস্' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১১০]

ইসলামিক রাষ্ট্রের আচরণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় শায়বানী যে শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তা দ্বিতীয় ধরনের

www.pathagar.com

শব্দের পর্যায়ভুক্ত। সীয়ার, জিহাদ, দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরব ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের অন্যান্য শব্দ যেমন হারবি, আমন্, মুসতামিন, খারেজী, বগী, সুলেহ, হুদনা সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

যুদ্ধরত এলাকার কোন ব্যক্তিকে হারবি বলা হয়—আধুনিক পরিভাষায় যাকে বিদেশী ব্যক্তির সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু তাকে শত্রু হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়, কারণ সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত। আমন বা নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতিতে সে সাময়িক শান্তি অবস্থা লাভ করতে পারে। মুস্তামিন হওয়ার পূর্বে ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে সে সরকার বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারে। দার-উল-ইসলামে থাকা অবস্থায় মুসতামিন ব্যক্তি এক বছরের বেশী সাময়িক শান্তির মর্যাদা ভোগ করতে পারবে না। সে যদি দীর্ঘকাল থাকতে চায়, তাহলে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের মত যিম্মী হতে হবে ও ব্যক্তির ওপর ধার্য কর দিতে হবে। যিম্মীরা হলো (আসমানী কিতাব পাওয়ার দাবীদার সম্প্রদায় যেমন খৃস্টান, ইহুদী, সাবেইন, জরোসথ্রিয়ান ও অন্যান্য) মূলত বিজিত অঞ্চলের অধিবাসী এবং ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যারা সম্পাদিত চুক্তির কতিপয় আইন মানতে ও জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়েছে। যিম্মী হতে আগ্রহী ব্যক্তি এসব আইন মানতে বাধ্য।

গোঁড়া ধর্ম মতের অনুসারী বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তিকে খারেজী (ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী), বগী (বিদ্রোহী) বা মুরতাদ (স্বধর্ম ত্যাগকারী) বলা হয়। রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে থাকার অধিকার খারেজী ব্যক্তির আছে। তবে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করলে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। স্বধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি অনুতপ্ত না হলে বা যুদ্ধরত এলাকায় পালিয়ে না গেলে তাকে হত্যা করা যাবে।

যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা ইসলামের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত। এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তারা

www.pathagar.com

সাময়িক শান্তির অবস্থা লাভ করতে পারে—তবে এই শান্তির অবস্থা দশ বছরের অধিক হবে না বলে কতিপয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়াই তারা ইসলামী এলাকায় প্রবেশ করতে পারে, কারণ তারা মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ। তবে মুসতামিন-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনগুলিও তাদেরকে পালন করতে হবে। অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত সাময়িক চুক্তিকে বলা হয় মুহাদা'না' বা 'মুয়াদা-য়া' এবং শান্তির উপায়কে বলে সুলেহ্ বা হুদ্না।

যুদ্ধের আইন ও সরকারী আইনের চেয়ে ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য যুদ্ধের আচরণের আলোচনায় শায়বানী যে সব শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তা তৃতীয় ধরনের। সীয়ার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এসব শব্দমালা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ ইসলামিক ল' অব নেশনস্ দলগত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিচালনা করে। এসব গুরুত্বপূর্ণ শব্দের মধ্যে রয়েছে গনিমা, ফে, জিযিয়া, খারাজ ও ওশর।

গনিমা ও ফে-র মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ এক মত যে, গনিমার অর্থ হলো শত্রুর কাছ থেকে বলপূর্বক গৃহীত সম্পত্তি আর বলপূর্বক ছাড়াই গৃহীত সম্পত্তি হলো ফে-সম্পত্তি। কিন্তু ইমামের অনুমতি ছাড়া বলপূর্বকভাবে গৃহীত সম্পত্তি কি গনিমা? হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে, ইমামের অনুমতি ছাড়া গৃহীত সম্পত্তি চুরি হিসেবে বিবেচিত।[১১১] কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন আওযায়ী ও শাফেয়ীর মতে এ ধরনের অনুমতির প্রয়োজন নেই।[১১২] ফে-শব্দের অর্থ 'যা ফিরে এসেছে' অর্থাৎ এমন সম্পত্তি যা যুদ্ধ ছাড়াই অমুসলিমদের কাছ থেকে মুসলমানদের কাছে ফিরে এসেছে। অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, এটা এমন সম্পত্তি যা বিবাদ শেষ হওয়ার পর গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। এই সম্পত্তির মালিক গোটা সম্প্রদায় এবং তা সরকারী কোষাগারের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়।[১১৩] আলী বিন ইসা-র মতে, গনিমার চেয়ে ফে-সম্পত্তি হলো সাধারণ শ্রেণীভুক্ত এবং অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত যে কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে তা

www.pathagar.com

প্রযোজ্য।[১১৪] গনিমার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে তা এই পুস্তকে হানাফী মতবাদ অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে।[১১৫] বস্তুত এই মতপার্থক্য অত্যন্ত ব্যাপক।

জিযিয়া ও খারাজ শব্দ দুটি সম্ভবত আরও বেশী দ্ব্যর্থবোধক। শায়বানী প্রায়ই ভূমির ওপর খাজনা বলতে খারাজ (খারাজ আল-আরদ্) বা ব্যক্তির ওপর ধার্য কর বলতে (খারাজ আলা আল-রা'স) বুঝিয়েছেন। অবশ্য জিযিয়া বলতে তিনি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর এবং খারাজ বলতে ভূমির খাজনা বুঝিয়েছেন। প্রায়োগিক অর্থ চিহ্নিত হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই শব্দ দুটিকে বিনিময়যোগ্য শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। তদুপরি, নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তির ওপর ধার্য কর চিহ্নিত হওয়ার পূর্বে প্রথা অনুসারে জিযিয়া ছিল রাষ্ট্রকে প্রদত্ত করের সমতুল্য, দৃষ্টান্ত হিসেবে নজরানের জনগণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[১১৬]

শায়বানীর সীয়ার-এর কাঠামো ও সারসংক্ষেপ

শায়বানীর সীয়ার-এর বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ করা হলে ন্যায়বিচার করা হবে না, কারণ লেখকের চিন্তাধারা ও যুক্তি-তর্কের পদ্ধতি জানতে হলে মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রয়োজন—পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে শায়বানীর সীয়ারে আলোচিত নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া মৌলিক মতবাদ ও নীতি আলোচনা করা হয়েছে।

কাঠামোর দিক থেকে বইখানি পরস্পরের সাথে সংযোগহীন না হলেও চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মহানবী থেকে বর্ণিত হাদীস এবং তাঁর সাহাবী ও উত্তরাধিকার থেকে বর্ণিত বর্ণনামূলক ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। প্রায় সব কটি বর্ণনা যুদ্ধের আইনের সাথে জড়িত নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কিত। ফলে তা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও ঘটনার অবতারণা করেছে। এসব ঘটনায় হাদীস বা বর্ণনা ঘটনাক্রমে উল্লেখিত হলেও তাতে কোন মৌলিক আদর্শ বা আইন প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

www.pathagar.com

শায়বানী সব ঘটনার বর্ণনা আবু ইউসুফের বরাত দিয়ে করেছেন। কেবলমাত্র প্রথম বর্ণনাটি তিনি আবু হানীফার বরাত দিয়ে করেছেন। আবু ইউসুফও কোন ঘটনার বর্ণনা আবু হানীফার বরাত দিয়ে করেন নি—তিনি সব ঘটনার বিবরণ দেন প্রখ্যাত হাদীসবিদ সা'বি, ইবনে ইসহাক ও কাল্‌বি-র বরাত দিয়ে। হাদীসবিদগণের বর্ধিষ্ণু প্রভাবের ফলে আবু ইউসুফ ও শায়বানী সম্ভবত আবু হানীফার পদ্ধতির সাথে হাদীস ও বর্ণনামূলক ঘটনার জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হন। বস্তুত আবু ইউসুফ আইন অধ্যয়ন শুরু করেন ইবনে আবি লায়লার কাছে। কুফার কাযী হিসেবে ইবনে আবি লায়লা যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তাতে তিনি হাদীসের ওপর বেশী গরুত্ব আরোপ করতেন বলে প্রসিদ্ধ আছে। আবু হানিফার কাছে অধ্যয়নকালেও আবু ইউসুফ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য হাদীসবিদ-গণের কাছ থেকে হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের ভাষণ ছাড়াও শায়বানী মালিক এবং সম্ভবত আওযায়ীর ভাষণ শোনেন। এই দুজন (আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ) খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মূলত সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি-তর্কের প্রবক্তা হলেও তাঁরা তাঁদের বৈধ অবরোহনমূলক সিদ্ধান্ত বা অনুমানকে বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা বৈধ করতে সচেষ্ট হন। হাদীসের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ সম্ভবত কতিপয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সমালোচনা ও হাদীসের প্রতি আবু হানিফার কোন দৃষ্টি নেই বলে তাদের অভিযোগ অথবা কতিপয় খ্যাতনামা পন্ডিত ব্যক্তির নিকট হাদীস অধ্যয়ন একটা প্রিয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁরা (আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ হাদীস অধ্যয়নে অকৃত্রিম আগ্রহ দেখান। শায়বানী তাঁর আবওয়ার আল-সীয়ার (মূল গ্রন্থাংশের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে) পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সীয়ার সম্পর্কিত হাদীস অত্যন্ত সাবধানতার সাথে উল্লেখ করেছেন এবং তা বিস্ময়কর বৈ কি! কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর পুস্তকে তিনি হাদীসের ওপর এমন বেশী করে নির্ভর করেছেন যে তা উল্লেখ করার মত বিষয়। তবে সম্ভবত এজন্য সারাখসী দায়ী। কারণ, শায়বানীর মূল গ্রন্থাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের চেয়ে তাঁর ভাষ্যে এই বিষয়ে তাঁর

www.pathagar.com

নিজের মতামতই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। একথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। শায়বানীর নিজস্ব মত ও পদ্ধতি সারাখসী কর্তৃক পুনরুল্লেখিত পুস্তকের চেয়ে তাঁর (শায়বানী) অনূদিত পুস্তকের গ্রন্থাংশে সম্ভবত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ (অধ্যায় ঃ ২—৮) সবচেয়ে দীর্ঘ ও আকর্ষণীয়। এই অংশে ল অব নেশনস্ সম্পর্কে একটা পৃথক, সুসংগত ও পদ্ধতিগত অধ্যয়ন আবু হানিফার মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আবু হানীফার মতের সাথে তাঁর শিষ্যদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি খোলা-খুলিভাবে ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়েছে কথোপকথনের মাধ্যমে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনার এই পদ্ধতিতে 'কেস মেথড' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গভীর চিন্তাশীল ও অতি সূক্ষ্ম এই আলোচনায় ইসলাম ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে বা দেখা দিতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে, তার সব কিছুই আলোচনা করা হয়েছে।

যুক্তি-তর্কের মধ্যযুগীয় পদ্ধতি তথা অনুমানসিদ্ধ অনুধ্যান দার্শনিকদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং এই শিক্ষায় মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। আবু হানীফা ছিলেন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর আইন বিষয়ক মতাদর্শ চিন্তাবিদগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁরা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সাথে যুক্তিতর্ককে জ্ঞানের একটি সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আবু হানীফা বিশেষ করে সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি তাঁর অনুগামিগণসহ কম বেশী অন্যান্য মতাদর্শের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনুসরণ করেন। সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে তার শিষ্য জাফর প্রায় তার সমানই পাণ্ডিত্য দেখাতে সমর্থ হন। কিন্তু আইনের ওপর তিনি কোন পুস্তক রচনা করেন নি বলেই মনে হয় এবং বসরায় বিচারক থাকা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই তিনি মারা যান।[১১৭] আবু ইউসুফ ও শায়বানী পূর্বদৃষ্টান্ত তথা বর্ণনামূলক ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি

www.pathagar.com

তর্কের সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হন। পরম্পরাগত মতাদর্শের বর্ধিষ্ণু প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজে তাঁদের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

আবু হানীফা সম্ভবত তাঁর শিষ্যদের সাথে মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা (শিষ্য) শুধু সমস্যাগুলিই লিপিবদ্ধ করেন। কিতাব আল-খারাজ পুস্তকে আবু ইউসুফ সব ক্ষেত্রে আবু হানীফার যুক্তি তর্ক উল্লেখ করেন নি। যে সব বিষয়ে তিনি সমসাময়িক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাথে একমত হতে পারেন নি, কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই তিনি আবু হানীফার মতামত উল্লেখ করেছেন। শায়বানী তাঁর সীয়ার-এ প্রায় কোন সাধারণ নীতি প্রকাশ করেন নি। তবে তাঁর আলোচনার অন্তর্নিহিত নীতি কি তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ধারণ যে একটা সুসংগত পদ্ধতি, তা সম্ভবত আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণই প্রথম অনুধাবন করেন এবং এর সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক মতবাদভিত্তিক আলোচনা করেন। ব্যক্তি ও অঞ্চলগত গ্রুপ হিসেবে মুসলমান ও অমুসলিমকে বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে অঞ্চলগত পার্থক্য আইনগত বাধার সৃষ্টি করে। ইসলামের আইন যেহেতু মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অঞ্চলভিত্তিক ছাড়াই মুসলমানদের ওপর প্রয়োগ যোগ্য, সেহেতু আবু হানিফা মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অঞ্চলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেন। প্রথা ও সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মত অঞ্চলভিত্তিক ভাবে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। সম্ভবত, এটাই হলো অন্তর্নিহিত নীতি এবং এর দ্বারা একদিকে যেমন আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের মধ্যকার আইনগত মতানৈক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে তেমনি অপরদিকে আওযায়ী তাঁর কিতাব আল-রা'দ আলা সীয়ার আল-আওযায়ী পুস্তকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, আওযায়ী মনে করেন যে, সেনাবাহিনীর অধিকারে থাকলে দার-উল-হরবের ইমাম যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ মত প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধলব্ধ মাল দার-উল-ইসলামে নিয়ে যাওয়ার পরই

www.pathagar.com

কেবল ইমাম তা বন্টনের অনুমতি দিতে পারেন। আবু হানীফা অঞ্চলগত পার্থক্যের নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন যে, শত্রুর এলাকায় মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ মাল হস্তগত করতে পারে কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তা নিয়ে যাওয়ার পরই কেবল তারা তার বৈধ অধিকারী হতে পারে।[১১৮] সেহেতু, দার-উল-হরবে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার কোন আইনগত অধিকার ইমামের নেই, কেবল মাত্র ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপদ স্থানে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে যাওয়ার পরই ইমাম তা করতে পারেন।[১১৯]

মৌলিক এই নীতি থেকে আর একটা বিষয় জানা যায়, তা হলো ঃ অমুসলিম এলাকায় অবস্থান করার সময় মুসলমানদের উচিত অমুসলিমদের আইন বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা। অমুসলিমদের এলাকায় অবস্থান করার সময় মুসলমান কর্তৃক অমুসলিমদের আইন লংঘনকে আবু হানীফা দস্যুর কাজ বা চুরি হিসেবে গণ্য করেছেন।[১২০] অমুসলিমরা যদি মুসলমান হয় ও দার-উল-ইসলাম-এ চলে আসে তাহলে তাদের সাথে বিয়ে সহ কতিপয় আদান প্রদানকেও আবু হানীফা বৈধ বলে গণ্য করেছেন।[১২১] মুসলমান ও অমুসলিম শাসনকর্তারা যদি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহলে অমুসলিমদের পূর্বে সম্পাদিত কাজকেও মুসলমানদের বৈধ বলে গণ্য করতে হবে।

দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হরবের মধ্যে সব সময় যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান— এই নীতি শায়বানীর সীয়ার-এ আলোচিত হয় নি। তবে গুরু শিষ্যের কথোপকথনে এই নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে। অমুসলিম এলাকার অবিশ্বাসীকে বলা হয় হারবি, যুদ্ধরত জাতি এবং তাদের এলাকাকে বলা হয় যুদ্ধের এলাকা (দার-উল-হরব)। কোন হারবি যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার জন্য আমন বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করে বা তার শাসনকর্তা যদি চুক্তি সম্পাদন না করে। এই চুক্তি অবশ্যই হবে সাময়িক। তাহলে তাকে দার-উল-ইসলাম-এ প্রবেশ করা মাত্রই হত্যা করা যাবে। ইসলামিক রাষ্ট্র ও অ-ইসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ নয়—তাদের মধ্যে একটা বিদমান সম্পর্ক বর্তমান থাকে। এই অবস্থাকে আজ কাল ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যুদ্ধাবস্থা বলে বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

ইসলামের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের কোন সাময়িক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না হলেও আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারিগণ তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি বলবৎ আছে বলে স্বীকার করেন। দার-উল-হরবে মুসলমানদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয়, দার-উল-ইসলামে আগত অমুসলিমদের প্রতিও সেই ধরনের আচরণ করার জন্য তিনি ইমামকে উপদেশ দেন। দার-উল-হরবে যদি মুসলমানকে শুল্ক কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহলে অমুসলিম ব্যবসায়ীকেও দার-উল-ইসলামের শুল্ক কর থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। অব্যাহতি দেওয়ার রীতি যদি প্রচলিত না থাকে তাহলে অমুসলিম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসলমানদের ওপর যে হারে অর্থ আদায় করা হয়, অমুসলিম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঠিক সেই হারে অর্থ আদায় করা ইমামের উচিত।[১২২] প্রাচীন প্রথা অনুসারে কূটনৈতিক অব্যাহতি একটা পুরানো রীতি হিসেবে স্বীকৃত হলেও কূটনৈতিক দূতের প্রতি পারষ্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[১২৩] সবশেষে, পারস্পরিক সম্পর্কের এই নীতি দ্বারা বন্দী বিনিময়, মুক্তিপণ প্রদান এবং এতদ্‌সম্পর্কীয় রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জন—শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন নয়। যুদ্ধের পূর্বে শত্রুদের অবশ্যই ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে হবে। যুদ্ধের পরিবর্তে শত্রুরা যদি আলোচনা করতে সম্মত হয় তাহলে মুসলমান কমান্ডারদের আলোচনা করার পরামর্শই দেওয়া হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ না করেও অবিশ্বাসীরা যদি কর প্রদানে সম্মত হয় (যদি তারা কিতাবী হয়) তাহলে শান্তিচুক্তি সাময়িক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধ পরিচালনা করে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি সাধন এবং অযোদ্ধাদের হত্যা, অঙ্গহানি ও চালাকিপূর্ণ আক্রমণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় শান্তির আহ্বান হলো কতিপয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার স্বরূপ। শায়বানীর মতে, কোন সময় কাল নির্ধারণ না করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু শায়বানীর সীয়ার আল-কবীর পুস্তকের ব্যাখ্যায় সারাখসী বলেন যে, শান্তির সময় কাল দশ বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়।[১২৪] প্রাথমিক

www.pathagar.com

যুগের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বোচ্চ সময়কাল নির্ধারণ অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করতেন বলে মনে হয়। কারণ দশ বছর স্থায়ী হুদায়বিয়া সন্ধির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেও আবু ইউসুফ শায়বানীর বক্তব্য তথা 'কোন সময়কাল নির্ধারণ না করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়া উচিত' সমর্থন করেন।[১২৫]

শান্তিচুক্তি যুদ্ধাবস্থাকে রহিত করে না; কারণ আইনে নির্ধারিত বৈধ কর্তব্য হলো জিহাদ। কতিপয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অমুসলিমদের নিরাপত্তা বা আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো শান্তি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হলে শান্তির প্রতিশ্রুতিরও সমাপ্তি ঘটে। আমন (নিরাপত্তামূলক আচরণ)-এর আওতায় যেমন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে তেমনি সন্ধির (মুহাদানা বা মুয়া'দা'আ) মাধ্যমে কোন গ্রুপ বা দলকে আশ্রয় দেওয়া যায়। কোন ব্যক্তি (হারবি) নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর দার-উল-ইসলাম-এ যতদিন থাকবে ততদিন সে এই নিরাপত্তা-মূলক আচরণের প্রতিশ্রুতির সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু দার-উল-হরবে প্রত্যাবর্তন করার পর তাকে প্রদত্ত নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতিও শেষ হয়ে যাবে। দার-উল-ইসলামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তাকে নতুন করে নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে একদল হারবিও এই ধরনের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ ধরনের চুক্তি তাদের ব্যক্তিগত আশ্রয় ও যে এলাকায় তারা বাস করে তার ওপরেও প্রযোজ্য হবে এবং সেই এলাকায় সম্পাদিত কাজকেও বৈধ বলে গণ্য করা হবে। সন্ধির সময়সীমা উত্তীর্ণ হলে লোকগুলি ও তাদের বসতি এলাকা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হবে এবং সন্ধির সময়ে সাময়িকভাবে স্থগিত যুদ্ধাবস্থাও পুনরায় বলবৎ হবে। মুসলমানদের সাথে কিতাবীরা কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলে তা 'আহদ' (সন্ধি বা চুক্তি) নামে অভিহিত হয় এবং এই শান্তিচুক্তির দ্বারা তাদের এলাকা দার-উল-ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি স্থায়ী বলে গণ্য হয় এবং তাকে বর্তমান যুগের শাসনতান্ত্রিক দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

www.pathagar.com

সামরিক পরাজয়ের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে দুর্বলতার জন্য বা অন্য কোন এলাকায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য হোক না কেন, মুসলিম কর্তৃপক্ষ সব সময় ইসলাম-এর স্বার্থেই শত্রুদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে। যে কোন মুসলমান কোন হারবিকে নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। কিন্তু কোন দায়িত্বশীল মুসলমান কর্তৃপক্ষ যেমন ইমাম বা তাঁর কমান্ডার কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। একবার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর অন্য পক্ষ তা লংঘন না করলে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত মুসলমানদের তা মেনে চলতে হবে। ইমাম অবশ্য এই চুক্তি বাতিল করতে পারেন। কিন্তু কেন এই চুক্তি বাতিল করতে পারেন তার কারণ উল্লেখসহ প্রথমে শত্রুপক্ষকে চুক্তি বাতিলের স্বপক্ষে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এখানে 'রিবাস সিক স্ট্যান্টিবাস'-এর নীতি প্রয়োগযোগ্য হবে বলে মনে হয়। অন্যথায়, 'প্যাক্টা সান্ট সারভেন্ডা'-এর নীতি অনুযায়ী ইমামকে অবশ্যই চুক্তি মেনে চলতে হবে।[১২৬]

শায়বানীর সীয়ারের তৃতীয় অংশকে (অধ্যায় নয়) পরিশিষ্ট বলা যায়। এই অংশে তিনি এই বিষয়ে হানীফা মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ইসলামিক ল' অব নেশন্স-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এই অধ্যায়ে বাহ্যত নতুন কিছু সংযোজিত হয় নি বলেই মনে হয় এবং এজন্য এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে করা যায়।

চতুর্থ অংশে (অধ্যায় ১০-১১) আলোচিত হয়েছে করারোপণ সম্পর্কে। সত্যিকার অর্থে এই অংশ সীয়ার-এর অঙ্গীভূত অংশ নয়। এই বিষয়ের ওপর দুটো অধ্যায় দুজন লেখক কর্তৃক লিখিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে অসামাঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। প্রথম অংশ মনে হয় আবু হানীফার মতাদর্শের বষয়বস্তু, যা আবু ইউসুফ কর্তৃক শায়বানীর কাছে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশ শায়বানীর শিষ্য ইবনে রুসায়েদ কর্তৃক লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সীয়ার সম্পর্কিয় এই পুস্তকে এই অধ্যায় দুটি সংযোজিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এই অংশে যিম্মীদের (কিতাবীদের) মর্যাদা ও তাদের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত কর সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দুটো অধ্যায়ের প্রথমটিতে এই বিষয় সম্পর্কে আবু হানীফার মতাদর্শ

www.pathagar.com

আলোচিত হওয়ায় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্য যে, আবু ইউসুফ তাঁর কিতাব আল-খারাজ পুস্তকে প্রায়ই আবু হানীফার মতাদর্শের উল্লেখ করেছেন। তবু পুস্তকখানি তাঁর নিজের মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়টি লিখেছেন শায়বানীর শিষ্য দাউদ বিন রুসায়েদ। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং সম্ভবত রাকা'র কাযীর পদ থেকে শায়বানী অব্যাহতি পাওয়ার পর তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। বাগদাদেই তিনি ২৩৯/৮৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১২৭] করারোপণ সম্পর্কিয় তাঁর এই অধ্যায়টি কর সম্পর্কে শায়বানীর মতবাদের সরাসরি প্রতিফলন বলে গণ্য করা যায়।

সীয়ার বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শায়বানী

আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ থেকে প্রাপ্ত আইন সম্পর্কীয় জ্ঞান শায়বানী লিখে রাখার চেষ্টা করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে শায়বানী একজন ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে শরীয়ত আইন সম্পর্কে অবদান রাখেন এবং উত্তরসূরি-দের জন্য উপকরণ রেখে যান। ইসলামিক ল' অব নেশনস্-এর ছাত্রদের কাছে শায়বানীর অবদান অপরিসীম। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সব আইনকে বিষয়ভিত্তিক হিসেবে একত্রিত করেন এবং সম্ভবত এ সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

সীয়ার আল-কবীরের ওপর সারাখসী যে ভাষ্য লেখেন, তা তুর্কী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর ১৮২৫ সালে প্রকাশিত হয়।[১২৮] জোসেফ হ্যামার ভন পার্গস্টল এই পুস্তকের সমালেচনা করেন এবং পুস্তকের লেখককে মুসলমানদের হিউগো গ্রোটিয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১২৯] যাহোক, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক প্রভাবে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা-সমূহ প্রভাবিত হওয়ার সময় অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের আইনগত সম্পর্কের বিষয়টি বিশেষ কোন আগ্রহের সৃষ্টি করে না। প্রায় এক শতাব্দী পরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে সীয়ার আল-কবীর-এর ওপর সারখসীর ভাষ্য হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্যে চার খন্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর তা পন্ডিতগণের

www.pathagar.com

কাছে লভ্য হয়। এরপর পন্ডিত ব্যক্তিরা এই বিষয়ের ওপর শায়বানী ও অন্যান্য লেখকদের বই অধ্যয়ন শুরু করেন। শায়বানী যে সত্যই ইসলামের হিউগো গ্রোটিয়াস ছিলেন তা এই প্রচেষ্টার ফলে পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করে। হ্যান্স ক্রমে বলেন, "পার্গস্টলের মত একজন খ্যাতনামা পন্ডিত যে সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন, তা তিনি একজন মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রদান করেন এবং এটা বিস্ময়কর বৈকি! পার্গস্টল একজন মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করলেও ইউরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় নেই------।" নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী শায়বানী আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী, তা নিশ্চিত করার জন্য হ্যান্স ক্রমে আর একটা প্রচেষ্টা চালান।[১৩০] তিনি ১৯৫৫ সালে 'শায়বানী সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল' প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শায়বানীকে ইসলামের হিউগো গ্রোটিয়াস হিসেবে সম্মান করতে পন্ডিত ব্যক্তিরা ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনকি শায়বানী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার পরও ক্রমে সোসাইটির কাজকে সমন্বয় সাধন করার জন্য তাঁর অগ্রণী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নি।

শায়বানীকে ইসলামের হিউগো গ্রোটিয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করে জোসেফ হ্যামার তাঁর কাজের প্রতি পন্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, না তাঁর মনে আরও কিছু ছিল, এ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। গ্রোটিয়াসের (মৃত্যু ১৬৪৫ খৃঃ) প্রায় আট শতাব্দী পূর্বে শায়বানী (মৃত্যু ৮০৪ খৃঃ) মৃত্যুবরণ করেন। শায়বানী তাঁর পুস্তকসমূহকে এমন পদ্ধতিগত উপায়ে সুবিন্যস্ত করেন যে, তা আধুনিক ল' অব নেশনস-এর ছাত্রদের চেয়ে আইনের ছাত্রদের কাছে অধিক প্রিয়। কিন্তু যাঁরা আধুনিক ল অব নেশনস-এর বিষয়বস্তু ও পরিধিকে আরও ব্যাপক করতে ইচ্ছুক, তাঁদের সবার কাছে ইসলামিক ল' অব নেশনস্ অবশ্যই প্রিয় বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের আইনগত সম্পর্কের ওপর পুস্তক রচনা করায় শায়বানী সব সময় একজন বিখ্যাত মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাকে ইসলামিক ল অব নেশনস্-এর জনক হিসেবে

www.pathagar.com

গণ্য করাই শ্রেয়। শায়বানীকে সম্মান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আধুনিক ল অব নেশন্স-এর খ্যাতনামা লেখক গ্রোটিয়াসের সাথে তাঁর তুলনা করা হয় নি। তুলনামূলক আইন বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে শায়বানী বিশেষভাবে পরিচিত না হলেও প্রাচীন এই লেখক আইনবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

শায়বানীর পর সীমার সম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন

শায়বানীর উত্তরাধিকারী

ইসলামী ও অ-ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ-মান-এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারিগণ বিশেষ করে শায়বানী ইসলামী রাষ্ট্রের বাহ্যিক সম্পর্ক পরিচালনার সাধারণ নীতি ও আইনের রূপরেখা কিভাবে প্রণয়ন করেছেন, তা আমরা অবগত হয়েছি। কিন্তু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তাদের অবিশ্বাসের (কুফর) জন্য যুদ্ধরূপী জিহাদ ঘোষণা করা যাবে, এমন কোন স্পষ্ট বক্তব্য তাঁরা প্রকাশ করেন নি। বরং প্রাচীন হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবিশ্বাসী বিশেষ করে কিতাবীদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলেই মনে হয় এবং দার-উল-হরবের অধিবাসীরা ইসলামের সাথে সংঘর্ষে উপনীত হওয়ার পরই কেবল ইমামকে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। [১৩১]

সর্বপ্রথম শাফেয়ী এই মতবাদ সূত্রাকারে প্রকাশ করেন যে, শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সংঘর্ষে উপনীত হওয়ার পর নয়—বিশ্বাস স্থাপন (ইসলামে) না করার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।[১৩২] এভাবে জিহাদ রূপান্তরিত হয়েছে সমষ্টিগত কর্তব্য হিসেবে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ এসেছে "যখনই তোমরা তাদের দেখতে পাও" (কুরআন ৯:৫)। তবে সব মুসলমানকেই যে যুদ্ধ করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। [১৩৩] আইনগত এই নীতি প্রচারিত হওয়ার পর শাফেয়ীর সমসাময়িকগণের মধ্যে উত্তেজনাকর

www.pathagar.com

আলোচনার সূত্রপাত হয়। ফলে হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা শায়বানীর মতাদর্শ অনুসরণ করেন। তাহাভী (মৃত্যু ৩২১/৯৩৩)-র মত অনেকে প্রাচীন হানাফী মতাদর্শী তথা 'অবিশ্বাসীদের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই কেবল যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'[১৩৪] -এই মতের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শায়বানীর পুস্তকাবলীর প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সারাখসী শাফেয়ী মতাদর্শ তথা 'অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' একটা স্থায়ী নির্দেশ এবং জয় লাভ না করা পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে [১৩৫]-এই মত সমর্থন করেন। ইসলামী শক্তির পতন পর্যন্ত সময়ের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মূল নীতির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন।

দার-উল-ইসলামের অবস্থার যখন আমূল পরিবর্তন হতে লাগল তখন সীয়ারের ওপর প্রাচীন লেখকদের ভাষ্যকারগণ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অনেক কিছুই পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করে তোলেন। দশম শতাব্দী থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ ঐক্য দুর্বল না করে ইসলামের বিস্তৃতি আর সম্ভবপর হয় নি। কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে প্রকাশ লাভ করেছে তা আমরা মাওয়ার্দীর পুস্তকে প্রত্যক্ষ করেছি। নিজের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মাওয়ার্দী খলীফাকে নিজের পছন্দমত প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করার উপদেশ দেন। [১৩৬] দার-উল-হরবের শক্তিশালী বাহিনী (দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুসেড ও মঙ্গোল আক্রমণ) যখন দার-উল-ইসলাম আক্রমণ করে এর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে, তখন মারাত্মক বিপদের সূত্রপাত ঘটে। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এই প্রশ্নে আলোচিত হতে থাকে যে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অবিশ্বাসের জন্য জিহাদ ঘোষণা করা যথার্থ ছিল, না মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার (আক্রমণ) বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা যথার্থ ছিল। যেখানেই হোক না কেন, তাদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা (মুসলমান) সম্প্রদায়ের ওপর একটা স্থায়ী সমষ্টিগত কর্তব্যের নির্দেশ—এটাই ছিল জিহাদের নীতি। প্রাচীন মতবাদের প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থেকেও ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৭ খৃঃ) ইসলামের দোরগড়ায় বিদেশী শত্রুর ভীতিকর উপস্থিতির সময় অবিশ্বাসের

বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণার নীতিকে অসার বলে মনে করেন। জিহাদ-এর অর্থের পুনঃ ব্যাখ্যা করে তিনি বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি দেন। অবিশ্বাসীরা যখন ইসলামকে ভীতিকর অবস্থায় নিপতিত করে তখন তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ ঘোষণাকে তিনি জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৩৭] ইবনে তাইমিয়া ব্যাখ্যা করে বলেন, যে সব অবিশ্বাসী দার-উল-ইসলাম বলপূর্বক দখল করার চেষ্টা না করে, তাদের ওপর জোর-পূর্বক ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তিনি বলেন, "মুসলমান না হওয়ার জন্য যদি কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করা হয়, তাহলে এ ধরনের কাজ সবচেয়ে বড় রকমের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে" এবং তা কুরআন নির্দেশিত আইন তথা 'ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই' (কুরআন ২ঃ২৫৭)-এর বিপরীত বলে গণ্য হবে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যদি ইসলামী রাষ্ট্র বলপূর্বক দখল করে, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।[১৩৮]

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ-এর যুগ শুরু হয়ে তা দীর্ঘকাল ব্যাপী অব্যাহত থাকে এবং এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে বাহ্যিক আইনগত ঐক্য বজায় রাখা হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাগণের কর্তৃত্বকে কার্যত স্বাধীন শাসকগণ (সুলতান) চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন এবং মাঝে মাঝে স্পেন ও মিশরের প্রতিদ্বন্দী খলীফাগণ অস্বীকার করেন। মধ্যযুগে ইউরোপের খৃস্টান যুবরাজ ও ইসলামের কার্যত স্বাধীন শাসনকর্তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং ইসলামের কার্যত স্বাধীন শাসনকর্তাদের অবস্থাও তাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের ছিল। খৃস্টান যুবরাজরা তাদের নিজের এলাকায় স্বাধীন থাকলেও তত্ত্বগতভাবে তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল সম্রাট বা পোপ। বাইজেন্টিয়ামের প্রতিদ্বন্দী কর্তৃপক্ষ ছিল মিশরের ফাতেমীয় বা স্পেনের উমাইয়াদের মত। কিন্তু পশ্চিমা সাম্রাজ্যের অতি-প্রভুত্বকে বাইজেন্টিয়াম অস্বীকার করলেও খৃস্টান সাম্রাজ্যের তত্ত্বগত ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পতনের পর দীর্ঘকাল

www.pathagar.com

ব্যাপী দার-উল-ইসলাম ছোট বড় রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনেক রাষ্ট্র জীবন-মরণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং এর উপজাত ফল হিসেবে তুর্কী ও পারস্য সাম্রাজ্য জন্মলাভ করে। ইসলামের দুটো প্রধান মতবাদ তথা সুন্নী বা শিয়া মতবাদ অনুযায়ী এ দুটো সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে। এই অঞ্চলগত বিভক্তি সর্বপ্রথম স্থায়িত্ব লাভ করে এবং একই সাথে পার্শ্ববর্তী ইসলামী এলাকাসমূহ এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। অঞ্চলগত বিভক্তির তৃতীয় বিভাগের লোক সুন্নী মতবাদের সমর্থক। সুন্নী মতবাদভুক্ত এলাকার বৃহদাংশ অ-ইসলামী শাসনাধীনে থাকা সত্ত্বেও সুন্নী মতাবলম্বীরা বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ এই মহান সমাজের ভাঙ্গনে দুঃখ প্রকাশ করা হোক বা জীবনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানের প্রয়োজনে এই ভাঙ্গনকে জনগণের আইনগত বিধানের প্রগতিশীল বিবর্তন বলে সমর্থন করা হোক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যই এই বিভক্তি প্রয়োজন ছিল।

ইসলামের রাষ্ট্র পদ্ধতি

স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তায় দার-উল-ইসলাম বিভক্ত হওয়ার পর ইসলামিক ল অব নেশনস-এ এক নয়া অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটে। মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান সহ অমুসলিম যুবরাজদের সাথে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকগণকে নয়া সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক স্বাধীন শাসনকর্তার (সুলতান) আবির্ভাব ঘটলেও দার-উল-ইসলামের বাহ্যিক ঐক্য বজায় থাকে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর ইসলাম তিনটি সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি সত্তা আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এই বিভক্তি স্থায়ী হয়। ইসলামের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অগ্রগতির ধারাসহ খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কে নির্ধারণে এই বিভক্তি আরও দৃঢ় হয়। পশ্চিমা খৃস্টান সাম্রাজ্য যেমন বিশ্বজনীন রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্র পদ্ধতির রূপ লাভ করে

www.pathagar.com

তেমনি ইসলামের বিশ্বজনীন রাষ্ট্র বিকেন্দ্রীকরণ ও ভাঙ্গনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করে ইসলামী রাষ্ট্র পদ্ধতিতে।[১৩৯] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গঠনমূলক পর্যায়ের পর এই পরিবর্তনকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা যায়।

ইসলামী রাষ্ট্র কতিপয় সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হওয়ায় মানব জীবনের নতুন পরিবেশে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণায়ও পরিবর্তন ঘটে। সর্বপ্রথম এই নীতি গৃহীত হয় যে, বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতাদর্শের নিয়ন্ত্রণকে পৃথক করা উচিত। ইসলামের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শের বিবাদের জন্য এই নীতি অনুযায়ী ধর্মকে শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ধর্মীয় মতাদর্শের বিভেদ কোন নতুন ঘটনা নয়। ইসলামী সমাজে তা ছিল সাধারণ ঘটনা এবং এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। তবে স্থায়ী এলাকাগত বিভক্তির সাথে ধর্মীয় মতাদর্শের বিভিন্নতা ছিল না।[১৪০] তবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা শুরু হয় এবং এর ফলে ইসলাম তিনটি রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের তথা তুর্কী ও পারস্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়—দুটো সাম্রাজ্যই ছিল পৃথক পৃথক মতাদর্শের অনুসারী। দীর্ঘদিনের শত্রুতা প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর তারা বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতাদর্শের বিভিন্নতাকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার (অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ) ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণে বাধ্য হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের বাহ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মীয় মতাদর্শের পৃথকীকরণ খৃস্টানদের মত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের সময় ধর্মীয় মতবিরোধ থেকে সৃষ্ট খৃস্টানদের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মীয় মতাদর্শকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ও বাহ্যিক সম্পর্ক পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের জন্য খৃস্টান যুবরাজদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই পদক্ষেপের ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় জীবন বিধানকে আধুনিক করার কাজ সমাপ্ত হয়। সর্বপ্রথম গৃহীত ১৫৫৫ সালের 'অগাসবার্গ' শান্তি নীতি অনুযায়ী 'কিউয়াস রিজিও, ইয়াস রিলিজিও' নীতি ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়া শান্তি চুক্তির পর ইউরোপীয় পদ্ধতির

www.pathagar.com

ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সর্বপ্রথম এই নীতি ইউরোপীয় খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোকে সমশ্রেণীভুক্ত করতে এবং পরে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের রাষ্ট্রকে কমিউনিটি অব নেশনস্-এর আওতাভুক্ত করতে সহায়ক হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে কতিপয় জটিল আইনগত সমস্যা দেখা দেয়। এক মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অপর মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দান, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা বিধান ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আচরণ সম্পর্কীয় ব্যাপারে এই আইনগত সমস্যা দেখা দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভক্তি শুরু হলে তুরস্ক বা পারস্য কেউ কাউকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না বা সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের ভিত্তিতে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাযী ছিল না। শিয়া মতবাদকে সরকারী ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করায় তুর্কী সরকার পারস্যকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং তুর্কী সাম্রাজ্যে শিয়া মতাবলম্বীদের হত্যা বা বিতাড়ন করা হয়। অপরদিকে, পারস্য সরকারও সুন্নী মতাবলম্বীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের পরেই এসব মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মীয় আনুগত্যের চেয়ে এলাকাভিত্তিক ব্যক্তিগত আনুগত্যের ওপর ভিত্তিশীল নীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং তখন থেকেই ধর্মীয় মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা কোন বিদেশী ও নিজ দেশের প্রজাকে সমান চোখে দেখতে শুরু করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্ভবত একটা বড় রকমের পরিবর্তন হলো—ইসলামী ও অ-ইসলামী এলাকার মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধাবস্থার প্রাচীন নীতির পরিবর্তে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক নির্ধারণ করার নীতি গ্রহণ। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে জিহাদ অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হলো। জিহাদের পরিবর্তে প্রাচীন ল' অব নেশনস্ এর আওতায় দশ বছরেরও অধিককাল সময় পর্যন্ত শান্তি চুক্তির যে বিধান ছিল, তা ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নীতি হিসেবে গৃহীত হলো।

ইসলামী ও অ-ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে শান্তি যে

www.pathagar.com

একটা উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার তা ১৫৩৫ খৃস্টাব্দে মহান সুলতান সুলায়মান ও ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে।[১৪১] ইসলামী ও অ-ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই চুক্তিতে কতিপয় নতুন প্রথার প্রবর্তন করা হয়। প্রস্তাবনায় ফ্রান্সের রাজা ও তাঁর প্রতিনিধিবর্গকে এবং সুলতান ও তাঁর প্রতিনিধিবর্গকে সম-মর্যাদায় দেখা হয়েছে। ধারা ১-এ সুলতান ও রাজার 'জীবদ্দশায়' "বৈধ ও কতিপয় শান্তি"র ব্যবস্থা রয়েছে এবং দুই দেশের জনগণকে পারস্পরিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ফ্রান্সের অধিবাসীকে ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, স্বীয় ধর্ম অনুসরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং দেশীয় আইন অনুযায়ী তাদের কনসুলেট কর্তৃক বিচার পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের রাজাকে কনস্ট্যান্টিনোপল বা পেরা বা সাম্রাজ্যের অন্য কোন এলাকায় গোমস্তা পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে—এখন যেমন আলেকজান্দ্রিয়ায় তার একজন কনসাল রয়েছে। এই গোমস্তা বা কনসালকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে যেন তারা প্রত্যেকেই নিজ এলাকায় নিজ ধর্ম ও আইন অনুযারী মামলা গ্রহণ ও বিচার করতে পারেন এবং রাজার (ফ্রান্সের) প্রজা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্ভূত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার কারণ নির্ণয়, মামলা গ্রহণ ও মতপার্থক্য নির্ধারণ করতে পারেন—এ কাজে কোন বিচারক, কাযী, সোবাসী (Scubashi) বা অন্য কেউ বাধা দিতে পারবে না। গ্রান্ড সীনিয়র—এর কোন কাযী বা অন্য কোন অফিসারের রাজার ব্যবসায়ী বা প্রজার মতানৈক্যের বিষয়ে বিচার করা উচিত নয়—এমন কি উক্ত ব্যবসায়ীরা অনুরোধ জনালেও। উক্ত কাযীগণ যদি বিচার করে তাহলে তাদের বিচার বাতিল বলে গণ্য হবে। (ধারা—২)

সীয়ারে দশ বছরের জন্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের অনুমতি থাকলেও তুর্কী বিধান অনুযায়ী এই সময় সীমা সুলতানের জীবদ্দশা পর্যন্ত বর্ধিত হয় এবং সুলতান নিজেই এই চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৫৩৫ খৃস্টাব্দের এই চুক্তি সম্পাদনকারীগণকে সম-অংশীদার এবং তাঁদের স্বার্থকে পারস্পরিক

www.pathagar.com

স্বার্থ বলে গণ্য করা হয়। অনেক লেখক মনে করেন, অন্যান্য খৃস্টান যুবরাজকে বাদ দিয়ে এই চুক্তিতে ফ্রান্সের রাজাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পনের নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই চুক্তির প্রতি অনুগত রাজন্যবর্গকেও বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে। এতে মনে হয় সুলতান এমন একটা নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চান যা অন্যান্য খৃষ্টান যুবরাজদের ওপরেও প্রযোজ্য হবে। পনের নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ঃ

> ফ্রান্সের রাজা প্রস্তাব করেন যে, পবিত্র পোপ, ইংল্যান্ড-এর রাজা, তার ভাই এবং স্থায়ী বন্ধু এবং স্কটল্যান্ডের রাজা ইচ্ছা করলে এই শান্তিচুক্তির প্রতি অনুগত হওয়ার অধিকারী; তবে শর্ত এই যে, এই শান্তিচুক্তির প্রতি অনুগত থাকার ইচ্ছা করার আট মাসের মধ্যে তাদের অনুমোদনের কথা গ্রান্ড সীনিয়র-এর কাছে জানাতে হবে এবং এই চুক্তি গ্রহণ করতে হবে।[১৪২]

এটাই যথেষ্ট ছিল না। তুর্কী সাম্রাজ্যে বসবাসরত ফ্রান্সের জনগণকে এক বছরেরও বেশী সময়ের ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই চুক্তি সংশোধিত করা হয়। নিজস্ব কনসুলেট দ্বারা ফ্রান্সের জনগণ (পরে অন্যান্য ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) বিচার পরিচালনার অধিকার লাভ করায় এই চুক্তিতে প্রথম আইনের প্রাচীন ব্যক্তিত্ব নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্পাদিত চুক্তিসমূহে (বিশেষ করে ১৭৪০ সালের পর) বিদেশী কনসুলেট কর্তৃক বিদেশী ও মুসলমান-এর আইনগত মামলার বিচারের স্বীকৃতির ফলে ইসলামী আইন শুধু মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করা যাবে—এই মৌলিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়।[১৪৩] ১৫৩৫ খৃস্টাব্দে চুক্তি এমন সময় সম্পাদিত হয় যখন আধুনিক ল অব নেশনস্ তার গঠনমূলক স্তর সবেমাত্র অতিক্রম করেছে। তবে এই চুক্তিতে ইসলামী ও খৃস্টীয় ল অব নেশনস্-এর পুনর্মিলন ঘটানোর অপূর্ব সুযোগ ছিল। যা হোক, এ সময় ইসলাম বা খৃস্টান রাষ্ট্র সাধারণ ভিত্তিতে একে অপরকে গ্রহণ করার এবং তাদের ল অব নেশনস্-কে একত্রিত করে উভয়ের ওপর প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

www.pathagar.com

সীয়ারের ধারণায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অঞ্চলগত বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় এলাকাগত সার্বভৌমত্ব ও এলাকাগত আইন গ্রহণ। রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে মধ্যযুগীয় খৃস্টান ধারণার মত প্রাচীন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল সার্বজনীন এবং এর আইন এলাকা-ভিত্তিকের চেয়ে মূলত ব্যক্তি সম্পর্কীয় ছিল।[১৪৪] বিশ্বকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে অঞ্চলগত বিভক্তি ছিল অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন সত্তা পুরোপুরি সার্বভৌম হিসেবে প্রকাশ লাভ করে তখন প্রতিটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র তার জনগণকে সার্বজনীন থেকে এলাকাভিত্তিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। তদুপরি পশ্চিমা আইনের ধর্মনিরপেক্ষ রূপ ইসলামী রাষ্ট্রের আইন ও বিচার পদ্ধতির ওপর প্রভাব ফেলে এবং এলাকাগত সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিতে উৎসাহ যোগায়। ফলে ইসলামী সার্বভৌমত্বের সংঘবদ্ধ রূপ-এর বদলে পশ্চিমা ধারণার এলাকাগত বিচ্ছিন্নতার রূপ স্থায়ী হয় এবং রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক উপাদান হিসেবে অঞ্চল বা এলাকা পরিচিতি লাভ করে। অঞ্চলগত সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কতিপয় জটিল সমস্যা দেখা দেয়, যেমন—সীমান্ত সীমানা নির্ধারণ ও অধিবাসীদের চলাচল। এসব ব্যাপারে ইসলামের প্রাচীন মতবাদে কোন দিকনির্দেশ না থাকায় মুসলমানরা পশ্চিমা রাষ্ট্র-সমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দিকনির্দেশ লাভ করতে বাধ্য হয়।

তুর্কী সাম্রাজ্য ও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন

খৃস্টান রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হলেও তুর্কী সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় পদ্ধতির অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় নি বা এই সাম্রাজ্য ইউরোপীয় ল অব নেশনস্-এর অধীন বলেও বিবেচিত হয় নি। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ যে সব ব্যাপারে প্রথাগত আইন দ্বারা পরি-চালিত হত, সেই সব ব্যাপারে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য ইউরোপীয়রা প্রায়ই মুসলমান শাসকদের সাথে চুক্তি বা বিশেষ অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করত। কারণ ইউরোপীয় প্রথা অ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক ছিল না।[১৪৫]

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও প্রথা এবং ইউরোপীয় প্রথার মধ্যে এমন পার্থক্য ছিল যে, তুর্কী সাম্রাজ্যে আধুনিক রাষ্ট্রপুঞ্জের আইনও প্রয়োগযোগ্য বলে গণ্য হয় নি। ম্যাডোনা ডেল বার্সোর মামলায় স্যার উইলিয়াম স্কট মত প্রকাশ করেন যে, ইউরোপের বাইরে কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের আইন পুরোপুরি প্রয়োগ করা উচিত নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন ঃ

> আমরা যে আইনের অনুসারী, ঐ সব দেশের অধিবাসীরা (তুর্কী সাম্রাজ্য) সেই আইনের অনুসারী নয়। তাদের চরিত্র ও পরিবেশের বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে আদালত বারবার এই মত প্রকাশ করেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ যে আইন দ্বারা পরিচালিত, তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সেই দেওয়ানী আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা বা তাদের তা মেনে চলতে বাধ্য করা উচিত নয়।[১৪৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ তুর্কী সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলে মনে করে এবং প্যারিস চুক্তি (১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ৩০শে মার্চ) সম্পাদনকারী রাষ্ট্রবর্গের আহবানে তুর্কী সাম্রাজ্য 'ইউরোপের দেওয়ানী আইন ও মতের সাথে অংশ গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি করে। বাহ্যত এই ধারার অর্থ ইউরোপীয় ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছে ভুলের উৎস হিসেবেই চিহ্নিত হয়। অনেকে স্বীকার করেন যে, তুরস্ক অবশেষে জাতিপুঞ্জের আইনের অধীন হলো। অনেকে আবার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, এই ধারার অর্থ মুতাবিক তুরস্ক শুধুমাত্র ইউরোপীয় কমিউনিটি অব নেশনস্-এ যোগ দিল। কিন্তু এই যোগদানের অর্থ জাতিপুঞ্জের আইনের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ নয়।[১৪৭] ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে তুর্কী সাম্রাজ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের সাথে চুক্তি-সম্পর্ক স্থাপন করে জাতিপুঞ্জের আইনের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। একমাত্র জাতিপুঞ্জ আইনের আংশিক সুবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপূর্ববর্তী সময়ে এই অংশ গ্রহণকে তুর্কী সাম্রাজ্যের ওপর প্রসারিত হওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ইউরোপীয় দলে যোগদান করায় সে উক্ত আইনের পুরোপুরি সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হলো (শর্তাধীনে বিদেশে

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করা ছাড়া)। একথা না বলে সমাপ্তি টানা যায় না যে, তুরস্ক ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র আধুনিক ল অব নেশনস্-এর সদস্য হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সম্ভবত প্রথম দিকে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনবহিত থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

-

ইসলাম ও আধুনিক কমিউনিটি অব নেশনস্

বিংশ শতাব্দীর ইসলামিক রাষ্ট্র পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির সাথে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করেছে। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির মধ্যযুগীয় প্রকৃতিরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনায় আইনের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির প্রতি যেসব মুসলিম চিন্তাবিদ আপত্তি তোলেন, তাঁরাও বাহ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণে আইন ও প্রথাগত রীতির উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রমকেও গ্রহণ করে নিয়েছেন। অনেকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পুরোপুরি পৃথকীকরণের আহবান জানিছেন। অনেকে আবার কমিউনিটি অব নেশনস্ বা জাতিপুঞ্জের মধ্যে ইসলামী অধীন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন।[১৪৮] কিন্তু কেউই বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত ইসলামী পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন নি। দীর্ঘ দিনের পর বিকশিত বিশ্বব্যাপী জাতিপুঞ্জের ধারার সাথে এই মনোভাবের মিল রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কাউন্সিল ও সংঘে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ পশ্চিমা প্রভাবের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে শুরু করেন। কতিপয় সন্দেহ ব্যাখ্যা করার জন্য কারও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতি ফিরে তাকানো বা গতিশীল বস্তুর বেগ পরিমাপ করার জন্য আরও দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলা অসুস্থতার লক্ষণ নয়। অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে পড়ায় তা দুর্বল হয়ে গেছে; ব্যাপকতর বিশ্ব বিধানের মধ্যে ইসলামের জাতীয় বিধান সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হওয়ায়

www.pathagar.com

অনেকে আবার সমালোচনামুখর। কিন্তু অনেকে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন বলে মনে হয় যে, আন্তর্জাতিক পরিষদসমূহে মুসলিম রাষ্ট্রের কিছুটা ঐক্য থাকা প্রয়োজন। এতে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে ও সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ যেমন পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার ফলে এই ধারা আরও জোরদার হয়েছে। কতিপয় মুসলিম নেতা ইসলামী সম্মেলন ডাকার আহবান জানিয়েছেন এবং মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক চুক্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। নতুন এই ধারাকে নয়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মবাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই নয়া ধারার উদ্দেশ্য উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের মত ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠা নয় বা বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও নয়। কমিউনিটি অব নেশনস্ বা জাতিপুঞ্জের মধ্যে একটা ইসলামী ব্লক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার এটা একটা আকাঙ্ক্ষা বলা যেতে পারে—সম্ভবত সব মুসলমান রাষ্ট্রই এই আকাঙ্ক্ষা এখনও পোষণ করে না।

আবার আন্তর্জাতিক কাউন্সিলসমূহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য কোন কোন মুসলমান চিন্তাবিদ সুপারিশ করেন। শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী বিশ্ব বিধানের অগ্রগতিতে মুসলমান রাষ্ট্রের অবদানের সম্ভাবনার ওপরই তারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইসলামী ও খৃস্টান পদ্ধতির এই পুনর্মিলন প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতির কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এ প্রশ্ন হয়ত করা যেতে পারে, কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা নিয়ে ইসলাম প্রকাশমান বিশ্ববিধানের জন্য কি অবদান রেখেছে ?

প্রথমত, দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান ও খৃস্টান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় এই সত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষ একমত হলে ভিন্নমুখী পদ্ধতিও সহ-অবস্থান করতে পারে এবং চূড়ান্তভাবে তা বিশ্ববিধান পদ্ধতিতে মিলে যেতে পারে। প্রকাশমান বিশ্ব সম্প্রদায়ে ইসলামী বিধানসহ ভিন্নমুখী জীবন বিধান পদ্ধতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। এর ফলে ঐ সব পদ্ধতির অধীন বসবাসকারী জাতির

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা জানা সম্ভব হবে। কারণ প্রতিটি পরিণত পদ্ধতিতে মানুষ স্থায়ী জীবন বিধান কায়েমের সমস্যা কিভাবে মুকাবিলা করেছে, তার অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী অভিজ্ঞতার বাহ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিকে উপলক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্র ছাড়াও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তার সাথে সরাসরি আলোচনা করে। অতীতে ইসলাম ব্যক্তিকে উপলক্ষ হিসেবে গণ্য করত, কারণ ইসলামী পদ্ধতিই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু সংকোচনশীল এই পৃথিবীতে মনে হয় যে, আধুনিক জাতিপুঞ্জের আইনের আওতায় ব্যক্তিবিশেষের লালন-পালনের দাবী অত্যন্ত জরুরী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আধুনিক জাতিপুঞ্জের আইনে এ ধরনের নীতি গ্রহণকে মুসলমানরা সাদর সম্ভাষণ জানাবে। কারণ এ ধরনের নীতিই তাদের গৃহীত মানবাধিকার ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আইন ব্যক্তিকে উপলক্ষ হিসেবেই গণ্য করে।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় মতাদর্শ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধান নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় আপাতবিরোধী সত্য উদঘাটিত হয়েছে—রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির ভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় মতবাদ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নৈতিক আদর্শের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম অ-মুসলমানদের প্রতি সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষের সময় যুদ্ধের আইনের নীতি অনুযায়ী দয়া প্রদর্শনের আহবান জানিয়েছে। শুধু ইসলামের নয়, মানব ইতিহাসের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য উদভাসিত হয়েছে যে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে কোন জীবন বিধান পদ্ধতি নৈতিক আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলে তার আবেদনও হারিয়ে যায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্বারোপের অর্থ রাষ্ট্রের আচরণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। মুসলমান ও খৃস্টান রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে,

www.pathagar.com

বিদেশী রাষ্ট্রের আচরণের সাথে ধর্ম বা অন্য কোন আদর্শের মিলন হলে তা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও সাধারণ স্বার্থ থেকে উদ্ভূত আইন ও কার্যবিধির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অগ্রগতি ভিন্নমুখী আদর্শের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। এটা দুঃখজনক যে, মুসলমান ও খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর অবশেষে তাদের বৈদেশিক সম্পর্কের নীতি ও কার্যবিধি থেকে আদর্শকে বাদ দিতে শিখলেও উভয়ে নতুন উদ্ভূত এমন একটা আদর্শের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, যার অনুসারীরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। খৃস্টানদের সাথে ইসলামের অতীত প্রতিযোগিতা ও বর্তমান সহ-অবস্থান সেই সব দেশের জন্য চিন্তার খোরাক হতে পারে যারা সংকটকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায়। বস্তুত এই সংকটের মধ্য দিয়েই জাতিপুঞ্জ এখন অতিক্রম করছে।[১৪৯]

সীয়ার-এর মূল গ্রন্থাংশ

পাণ্ডুলিপি

আল-সীয়ার-এর ওপর লিখিত শায়বানীর প্রবন্ধটি ‘কিতাব আল-আছল’ পুস্তকের অংশবিশেষ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আইনের ওপর ‘কিতাব আল-আছল’ পুস্তকখানি একটা বড় বই এবং বইখানিকে প্রায়ই ‘কিতাব আল-মবসুত’ বলা হয়। এই প্রবন্ধের নাম ‘আব্ওয়াব আল-সীয়ার ফি আরদ্ আল-হারব্’ (যুদ্ধের এলাকায় সীয়ার সম্পর্কীয় অধ্যায়) এবং এর পরের অধ্যায়টি ‘অন্যায়ভাবে অধিকার করা সম্পর্কিত’ বা ‘কিতাব আল-ইকরাহ্’।

কিতাব আল-আছল-এর ওপর বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে—এসব পাণ্ডুলিপির কিছু আছে ইস্তাম্বুলে, কিছু আছে কায়রোতে এবং কিছু পাণ্ডুলিপি সম্ভবত অন্য কোন স্থানে থাকতে পারে।[১৫০] কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিগুলি সম্পূর্ণ নয়। কায়রো ও ইস্তাম্বুলে আমি যেসব পাণ্ডুলিপি

www.pathagar.com

পরীক্ষা করেছি তার সব ক'টিতে আল-সীয়ার-এর ওপর লিখিত প্রবন্ধ নেই। হতে পারে অন্যান্য পাণ্ডুলিপি কারও ব্যক্তিগত পাঠাগারে আছে। কারণ 'কিতাব আল-আছল' পুস্তকখানি ইসলামী আইনের ওপর একখানি মৌলিক গ্রন্থ এবং কয়েক শতাব্দী ধরে তা পাঠ্য বই হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব এলাকায় হানাফী আইন প্রচলিত, ইসলামী বিশ্বের সেই সব এলাকায় পুস্তকখানির অনেক কপি রক্ষিত আছে। জ্ঞানলাভের জন্য এখন লভ্য এমন সব পাণ্ডুলিপির একটা পূর্ণ তালিকা ব্রকলম্যান ও স্যাচট্ প্রণয়ন করেছেন—এই তালিকা বর্ণনা করার কোন চেষ্টা করা হয় নি।[১৫১]

অনূদিত মূল পুস্তকের জন্য আরবী ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং অনূদিত মূল পুস্তকের জন্য আমি পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করেছি—এর মধ্যে তিনখানা পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল ও দু'খানা পাণ্ডুলিপি কায়রো থেকে সংগৃহীত। ইস্তাম্বুলে ব্যবহৃত পাণ্ডু-লিপির মধ্যে রয়েছে মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপি, ভলিউম—৩ (নং-১০৪০/১০২৪), ফয়জুল্লাহ পাণ্ডুলিপি (নং ৬৬৪), এবং আতিফ পাণ্ডুলিপি, ভলিউম—৩ (নং—৭৪৩)। কায়রোতে আমি যে দুখানা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছি তা দার-উল-কুতুব তথা জাতীয় পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিখানা আছে এক ভলিউম-এ এবং তা ক্যাভালা সংগ্রহ (নং-২০০)-এ পাওয়া যাবে। অন্য পাণ্ডুলিপিখানা চার ভলিউমে থাকলেও তা অসম্পূর্ণ। এই পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য কর পদ্ধতি সম্পর্কে একটা খন্ড আছে।

এখন যে সব পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হলো মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির সীয়ার অংশে যে তারিখ উল্লেখ আছে তা হলো রমযান, ৬৩৮/১২৪০। ফয়জুল্লাহ পাণ্ডুলিপির তারিখ ৭৫৩/১৩৫২। কিন্তু আতিফ ও কায়রোর পাণ্ডুলিপির তারিখ জানা যায় নি। তবে লেখার পদ্ধতি ও কাগজের মান দেখে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এগুলো অতি সাম্প্রতিক কালের।

আমি যে সব পাণ্ডুলিপি দেখেছি, তার মধ্যে মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপিই সবচেয়ে সুসম্পূর্ণ। অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মত হাতের লেখা স্পষ্ট না

www.pathagar.com

হলেও তা বেশ স্পষ্ট এবং পড়া যায় না বা অস্পষ্ট এমন কোন অংশ প্রায় নেই। নকলকারী দু বা তিনবার কয়েকটি লাইন বারবার লিখেছেন—অনুবাদে তা অবশ্য পরিহার করা হয়েছে। সেইজন্য মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপিকে আমি মৌলিক পাণ্ডুলিপি হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং প্রয়োজন মত অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করে সত্য প্রতিপাদন করেছি (অনূদিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে)।

সংস্করণ

আমার জানামতে 'কিতাব আল-আছল' পুস্তকের পূর্ণ সংস্করণ ছাপার অক্ষরে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। শফিক সিহাতা সম্পাদিত কিতাব 'আল-বু-উ ওয়া আল-সালাম' পুস্তকের একটা অংশ তথা মূল পুস্তকের একটা খণ্ড ১৯৫৪ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা ও পরিশিষ্টসহ দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয় নি। এই সংস্করণটি ইস্তাম্বুলের মুরাদ মুল্লা ও ফয়জুল্লাহ পাণ্ডুলিপি এবং কায়রোর দার আল-কুতুব (ক্যাভালা) পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে লিখিত।

সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি যে, হায়দ্রাবাদের দা-ইরাত আল-মা'আরিফ আল-নিযামিয়ায় কিতাব আল-আছল পুস্তকের পূর্ণ সংস্করণ প্রস্তুতির পথে রয়েছে। হানাফী আইনের ওপর ব্যাপকভাবে লিখিত এই বইখানির প্রকাশনা সাদরে সমাদৃত হবে এবং তা দীর্ঘদিনের ওয়াদা-গত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুবাদ

বিদেশী ভাষা বিশেষ করে প্রাচীন লেখকগণ যেখানে সমার্থক পদ্ধতিতে লিখতে অভ্যস্ত, সেই ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হলে অনুবাদককে সমূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক অনুবাদক প্রাচীন লেখকদের অপ্রচলিত পদ্ধতির মূল লেখা আধুনিক পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার এবং লেখকের জটিল ভাবধারাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি প্রশংসনীয় হলেও এতে মূল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা থেকে পাঠক

www.pathagar.com

বঞ্চিত হয় এবং সম্ভবত তার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কেও পাঠক অনবহিত থেকে যায়। ফ্রান্জ রোসেনথাল কর্তৃক ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা' (মুখবন্ধ) অনুবাদের সমালোচনায় এইচ. এ. আর. গিব উল্লেখ করেন যে, ইবনে খালদুনের মার্জিত মূল বক্তব্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করার ফলে পাঠকগণ ইবনে খালদুনের 'প্রাণবন্ত, সরাসরি, বিস্তারিত বর্ণনার সরলতা, দীপ্তিমান কল্পনা, প্রাণবন্ত বাকপটুতা' থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।[১৫২] আমাদের সময় থেকে পৃথক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমি ও সামাজিক অবস্থার লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার সম্যক উপলব্ধির জন্য ত্রুটি সত্ত্বেও শাব্দিক অনুবাদ সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ।

অপরপক্ষে, পুরোপুরি শাব্দিক অনুবাদ মূল অর্থের বিকৃতি ঘটাতে পারে বা লেখক যা বলতে চেয়েছেন তার চেয়ে ব্যাপক বা বিমূর্ত ধারণা সুনির্দিষ্ট-ভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ পেতে পারে। শাফেয়ী (একজন ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও নিজের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও জোরালো ভাষায় এবং প্রায়ই অসম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করার পক্ষপাতী) কর্তৃক লিখিত আইন বিষয়ক নিবন্ধ 'রিসালা'-র অনুবাদ করার সময় আমি "বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার বা বিমূর্ত ধারণা স্পষ্ট করার জন্য পাঠকদের জন্য প্রায় সমপর্যায়ের ইংরেজী শব্দ এবং সম্ভাব্য শাব্দিক অনুবাদ করেছি এবং মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ ও বাক্য যোগ করেছি। সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে মূল বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় নি।"[১৫৩] কিন্তু এ ধরনের বক্তব্যে একজন সমালোচক প্রতিবাদের সুরে বলেছেন, "পরবর্তী সময়ে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা কি তার কাছে অনুরোধ করতে পারি?"[১৫৪]

সৌভাগ্যবশত শায়বানীর মূল গ্রন্থাংশ শাফেয়ীর মত মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হলেও পদ্ধতির দিক দিয়ে কম বিজড়িত। শাফেয়ীর 'রিসালা' অনুবাদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করা এবং মূল গ্রন্থাংশের সাথে স্পষ্টতা ও বিশ্বস্ততার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। অনূদিত গ্রন্থাংশের ভাব ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য এই ভূমিকা প্রয়োজনীয় পটভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়। পাদটীকায় মৌলিক শব্দ ও ধারণার সংজ্ঞা ও অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন মূল গ্রন্থাংশের অর্থ উপলব্ধিতে সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

পাদটীকায় মূল গ্রন্থাংশে আলোচিত তথ্যের প্রধান প্রাচীন সূত্রাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থাংশ অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং মাঝে মাঝে পুনরুক্তি হলেও পদ্ধতিগতভাবে চিন্তাধারার প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই অনুবাদে চিন্তাধারার পুনরুক্তি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। তবে নকলকারী কর্তৃক পুস্তকের ক্ষুদ্র অংশের পুরোটাই বা অনুচ্ছেদ পুনরুক্ত হলে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। মূল গ্রন্থাংশের যুক্তিমত বিন্যাসে চারটি শাখা (বা অধ্যায়ের উপশাখা) যথোপযুক্ত হয় নি বলে মনে হয়। প্রথমে, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ও যুদ্ধের এলাকার মধ্যে 'ব্যবসা-বাণিজ্য' (অনুচ্ছেদ ৩৭৪-৪০৭)-এর পূর্বে 'যুদ্ধবন্দী হত্যা ও শত্রুদুর্গ ধ্বংস' (অনুচ্ছেদ ৯৪-১২৩) অনুচ্ছেদ থাকায় শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি চতুর্থ অধ্যায়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'যুদ্ধের এলাকায় মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাদের মেয়েলোক ও সম্পত্তি পুনরায় লাভে ইচ্ছুক সম্পর্কীয়' (অনুচ্ছেদ-৪৩৪-৪৫)-এর পূর্বে 'যুদ্ধের এলাকায় মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তামূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান' (অনুচ্ছেদ ৬২৮-৪৭) অনুচ্ছেদ থাকায় শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি চতুর্থ অধ্যায়ের বদলে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, 'যুদ্ধের এলাকায় মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান' (অনুচ্ছেদ-৬২৮-৪৭)-এর পূর্বে 'মুসলমান শিবির থেকে যাত্রা শুরু এবং যুদ্ধের এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ করার সময় কোন একক যোদ্ধা কর্তৃক ক্রীতদাসী দখল" (অনুচ্ছেদ ৩৩৬-৭৩) অনুচ্ছেদটি থাকায় শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি চতুর্থ অনুচ্ছেদের বদলে তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে 'মুসলমান শিবির থেকে যাত্রা শুরু এবং যুদ্ধের এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ করার সময় কোন একক যোদ্ধা কর্তৃক ক্রীতদাসী দখল' (অনুচ্ছেদ ৩৩৬-৭৩)-এর পূর্বে 'যুদ্ধের এলাকায় শাস্তি ও ইবাদত সংক্ষিপ্তকরণ' (অনুচ্ছেদ ১২৪-৪৭) অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত হওয়ায় শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি চতুর্থ অধ্যায়ের বদলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। শায়বানী পরিকল্পিত এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ পরিকল্পনা অক্ষুন্ন রাখার জন্য আর কোন পরিবর্তন করা হয় নি।

www.pathagar.com

অবশ্য কতিপয় অতিরিক্ত পরিবর্তন করা হলে পুস্তকখানির কাঠামো আরও উন্নত হতো।

অনূদিত মূল গ্রন্থাংশে যেভাবে মৌলিক অধ্যায় বা সংখ্যার ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ করা হয়েছে, কোন মূল গ্রন্থাংশে সেভাবে ভাগ করা হয়নি। বিভিন্ন শাখার বিভক্তিতে শায়বানী সন্তুষ্ট ছিলেন বলে তিনি বিভিন্ন শাখাকে পুনরায় একত্রিত করে কোন প্রধান অংশে পুস্তকখানিকে বিভক্ত করেন নি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শায়বানীর সীয়ার-এর ইংরেজী অনুবাদের বংগানুবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের আচরণ সম্পর্কীয় হাদীস[১]

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এক ও ন্যায়বান।[২]

১। পিতা বুরায়দা বিন আল হোসায়েব আল-আসলামি থেকে আবদুল্লাহ্ বিন বুরায়দা এবং তাঁর থেকে আলকামা বিন মারথাদ এবং তাঁর থেকে আবু হানীফা[৩] এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন আল-হাসান (আল-শায়বানী)[৪] এবং তাঁর থেকে আবু সুলায়মান (আল-জুযানি)[৫] বলেন:[৬]

আল্লাহ্‌র নবী[৭] যখনই কোন সৈন্যদল বা বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল[৮] পাঠাতেন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর কমান্ডারকে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর সাথের মুসলমানদেরকে তিনি ভাল কাজ করার নির্দেশ দিতেন (অর্থাৎ তাদেরকে যথাযথভাবে আচরণ করার নির্দেশ দিতেন)[৯] এবং (নবী) বলেন:

আল্লাহ্‌র নামে এবং 'আল্লাহ্‌র পথে' যুদ্ধ কর (অর্থাৎ সত্যের জন্য)।[১০] যারা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ কর। প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করো না বা কারও অঙ্গহানি করো না বা শিশুদের হত্যা করো না।[১১] যখন তোমরা তোমাদের বহু দেববাদী শত্রুদের দেখবে তখন প্রথমে তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে।[১২] যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের তা গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে একা থাকতে দেবে। তখন তোমরা তাদেরকে তাদের এলাকা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তা করে তবে তা গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে একাকী থাকতে দেবে।[১৩] অন্যথায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তাদের প্রতি মুসলমান বেদুইনদের (যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না) মত আচরণ করা হবে, যদিও অন্যান্য মুসলমানের মত তারা আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে বাধ্য;

www.pathagar.com

কিন্তু তারা যুদ্ধলব্ধ মালের অংশও পাবে না,[১৪] বা বিনাযুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির ভাগও পাবে না।[১৫] তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া (ব্যক্তির ওপর ধার্য কর) প্রদান করার আহবান জানাবে; তারা যদি তা করে তবে তা গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে একা থাকতে দেবে।[১৬] যদি কোন দুর্গ বা শহরের অধিবাসীদের তোমরা অবরোধ কর এবং তারা যদি আল্লাহ্‌র বিচার মুতাবিক আত্মসমর্পণ করার জন্য তোমাদের ওপর চেষ্টা চালায়, তাহলে তোমরা তা করবে না কারণ তোমরা জান না যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কি; তোমাদের বিচার অনুযায়ী তাদেরকে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করবে এবং তৎপর নিজেদের মত অনুযায়ী তাদের ব্যাপারটি বিবেচনা করবে।[১৭] কিন্তু কোন দুর্গ বা শহরের অবরুদ্ধ জনগণ যদি আল্লাহ বা তাঁর নবীর নামে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কামনা করে, তাহলে তোমাদের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয়। তবে তোমরা তোমাদের বা তোমাদের পিতার নামে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পার। কারণ তোমরা যদি কখনও এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর,[১৮] তাহলে তোমাদের বা তোমাদের পিতার নামে এই প্রতিশ্রুতি থাকায় তা ভঙ্গ করা সহজ হবে।[১৯]

২। (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস থেকে আবু সালিহ (আল-সাম্মান) এবং তাঁর থেকে (মুহাম্মদ বিন আল-সাইব) আল-কালবি এবং তাঁর থেকে আবু ইউসুফ[২০] এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র নবীর সময় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হত—এক ভাগ আল্লাহ্ ও নবীর জন্য, এক ভাগ নিকট-আত্মীয়ের জন্য, এক ভাগ গরীবদের জন্য, এক ভাগ য়াতিমদের জন্য এবং এক ভাগ পথিকদের জন্য।[২১]

তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন যে, খলীফা আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী এক-পঞ্চমাংশ তিন ভাগে ভাগ করতেন—এক ভাগ য়াতিমদের জন্য, এক ভাগ গরীবদের জন্য এবং এক ভাগ পথিকদের জন্য।

www.pathagar.com

৩। আবু ইউসুফ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) এবং (ইয়াজিদ বিন হুরমুজ থেকে) আবু যাফর (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হোসায়েন) এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেনঃ[২২]

আমি জিজ্ঞাসা করলাম (ইবনে আব্বাস) ঃ "এক-পঞ্চমাংশ ভাগ সম্পর্কে (খলীফা) আলী বিন আবি তালিবের মত কি ?" তিনি (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেনঃ "তাঁর (আলীর) মত তাঁর গৃহের মতের মত (নবী মুহাম্মদের গৃহ); কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে আবু বকর ও ওমরের মতের সাথে অমত হওয়া পছন্দ করতেন না।"[২৩]

৪। (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস থেকে আতা বিন আবি রাবি'আ এবং তাঁর থেকে ইসমাইল বিন আবি উমাইয়া এবং তাঁর থেকে আবু ইসহাক এবং তাঁর থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ (বিন-আল-হাসান) বলেন ঃ

(খলীফা) ওমর আমাদের গৃহের অবিবাহিত সদস্যদের বিবাহের খরচ এবং আমাদের দেনা এক-পঞ্চমাংশ ভাগ থেকে পরিশোধ করে দিতেন। আমরা তাঁকে এই অংশ আমাদের পুরোপুরি দেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি তা অস্বীকার করেন।[২৪]

৫। সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব থেকে (মুহাম্মদ বিন শিহাব) আল-জুহুরী এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং তাঁর থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

খায়বর[২৫] যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ ভাগ বণ্টন করার সময় আল্লাহ্‌র নবী আত্মীয়ের অংশটুকু বানু হাশিম ও বানু আল-মুত্তালিবদের মধ্যে ভাগ করে দেন।[২৬] তৎপর ওসমান বিন আফফান এবং জুবায়ের বিন মুতইম নবীকে বানু আল-মুত্তালিবদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে সেই ধরনের আচরণ করার অনুরোধ করেন, যেহেতু তাঁরা বানু মুত্তালিবদের মতই নিকট-আত্মীয়। নবী উত্তর দেনঃ "আমরা এবং বানু মুত্তালিবরা একই সাথে জাহেলিয়া[২৭] যুগ ও ইসলামের যুগে সংগ্রাম করেছি।"[২৮]

www.pathagar.com

৬। জাবির (বিন আবদুল্লাহ্) থেকে আবু আল-জুবায়ের (মুহাম্মদ বিন মুসলিম) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-আশ্‌আথ বিন সাওয়ার এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

তিনি (নবী) 'আল্লাহ্‌র পথে' (অর্থাৎ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে) এক-পঞ্চমাংশের ভাগ বন্টন করে দিতেন এবং এর মধ্য থেকেই তিনি সম্প্রদায়ের[২৯] কতিপয় সদস্যদের দিতেন, কিন্তু যখন অর্থ বৃদ্ধি পেত, তখন তিনি অন্যকেও তা দিতেন।[৩০]

৭। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস থেকে তাওউস (বিন কায়সান) এবং তাঁর কাছ থেকে আবদুল মালিক বিন মায়সারা এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

একজন লোক একবার যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে (শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত) তার উট দেখতে পায়—উটটা অবিশ্বাসীরা দখল করে নিয়েছিল। লোকটি নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, সে তার উট ফিরিয়ে নিতে পারে কিনা। তিনি (নবী) উত্তর দিলেন ঃ "যুদ্ধলব্ধ মাল ভাগাভাগি হওয়ার পূর্বে যদি তুমি দেখতে পাও, তাহলে তা তোমার, কিন্তু তা ভাগ হওয়ার পর যদি তুমি দেখতে পাও তাহলে তুমি তার মূল্য প্রদান করে ফেরত নিতে পার, যদি তুমি ইচ্ছা কর।"[৩১]

৮। আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে নাফি (ইবনে ওমরের মুক্ত দাস) এবং তাঁর কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ বিন ওমর এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

তাঁর (ইবনে ওমর) একজন ভৃত্য পালিয়ে শত্রু (অবিশ্বাসী) এলাকায় যায় এবং তারা তার ঘোড়াটিকে দখল করে নেয়। আল্লাহ্‌র নবীর সময়ে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (মুসলমান বাহিনীর কমান্ডার) যখন তাদের পরাজিত করেন, তখন তিনি ভৃত্য ও ঘোড়াটিকে ইবনে ওমরের কাছে ফেরত দেন।[৩২]

৯। আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

www.pathagar.com

ইবনে ওমরের একজন ভৃত্যকে রুমবাসীরা (বাইজেন্টাইনবাসীরা) দখল করে কিন্তু খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ দুইজন বাইজেন্টাইন বন্দীকে মুক্তিপণ হিসেবে মুক্তি দিয়ে তাকে মুক্ত করেন এবং তাকে ইবনে ওমরের কাছে ফেরত দেন।[৩৩]

১০। (আমীর বিন সারাহিল) আল-সাবির কাছ থেকে আল-মুজালিদ বিন সাঈদ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন-আল-হাসান) বলেন ঃ

(খলীফা) ওমর বিন আল-খাত্তাব ঘোষণা করেন যে, আল-সোয়াদ-[৩৪] এর অধিবাসীদেরকে যিম্মী [৩৫] হিসেবে গণ্য করা হবে।

১১। আবি আল-লাহম-এর মুক্ত দাস উমায়ের থেকে আল-মুহাজির (বিন উমায়রা) এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন জায়েদ এবং তাঁর কাছ থেকে হিশাম বিন সাঈদ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আমি যখন দাস ছিলাম তখন আমি নবীর কাছে যাই। তিনি তখন খায়বর যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করছিলেন এবং আমি তাঁকে যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার অনুরোধ জানাই। তিনি বললেন ঃ "এই তরবারিখানা ধর।" আমি তা ধরি এবং মাটির ওপর দিয়ে তা টেনে আনি (আমার শক্তির প্রমাণ স্বরূপ)। তৎপর তিনি আমাকে এমন কিছু দেন যার মূল্য খুব বেশী নয়।[৩৬]

১২। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে আতা বিন আবি রাবি'আ এবং তাঁর কাছ থেকে ইসমাইল বিন উমাইয়া এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

(নাদ্‌জা বিন আমীর) [৩৭] তাঁর কাছে এক পত্রে (নিম্নলিখিত বিষয়ে) তাঁর মতামত জানতে চান ঃ

"যুদ্ধলব্ধ মালে ভৃত্য কি ভাগ পাবে?"

"আল্লাহ্‌র নবীর সময় মহিলারা কি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে?"

"একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যুদ্ধলব্ধ মালে কখন অংশীদার হবে?"

"নিকট-আত্মীয়ের অংশ কি রকম হবে?"

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস উত্তর দেন ঃ

"যুদ্ধলব্ধ মালে ভৃত্য কোন অংশ পাবে না, তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে কিছু দেওয়া হবে।

"আহতদের সেবা করার জন্য মহিলারা নবীর সাথে (যুদ্ধে) যেতেন এবং (ক্ষতিপূরণ হিসাবে) তাদের কিছু দেওয়া হত।

"অপ্রাপ্ত বয়স্করা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ মালে অংশ পাবে না।"

"নিকট-আত্মীয়ের[৩৮] অংশের ব্যাপারে ওমর (বিন আল-খাত্তাব) আমাদের পরিবারের সদস্যদের বিবাহের খরচ ও দেনা পরিশোধ করে দিতেন। সমগ্র অংশই আমাদের দেওয়ার দাবী জানালে তিনি তা অস্বীকার করেন।"[৩৯]

১৩। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও (মুহাম্মদ বিন আল-সাঈদ) আল-কালবি থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

খায়বর অভিযানের যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে পাওয়া একটি হার আল্লাহ্‌র নবী (একবার) আসলাম গোত্রের এক মহিলাকে প্রদান করেন।

১৪। সা'ঈদ বিন আল-মুসায়্যিব থেকে আমর বিন সুয়ায়েব এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান বলেন ঃ)

ওমর (বিন আল-খাত্তাব) এই মত প্রকাশ করতেন যে, যুদ্ধলব্ধ মালে দাসদের কোন অধিকার নেই।[৪১]

১৫। 'শত্রু এলাকায় যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন' প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন যে, আবু ইউসুফ (মুহাম্মদ বিন আল-সা'ঈদ) আল-কালবি ও মুহাম্মদ বিন ইসহাক উভয়ের কাছ থেকে শুনে বলেন ঃ

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ মাল মদীনায় ফিরে এসে ভাগ করে আল্লাহ্‌র নবী নিজেই (ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন)।[৪২] ওসমান (বিন আফফান) এই যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য নবীকে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে একটা অংশ প্রদান করেন। (একইভাবে) তালহা বিন আবদুল্লাহ অনুরোধ জানালে

www.pathagar.com

তাঁকে একটা অংশ দেওয়া হয়। যদিও ওসমান বা তালহা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। অসুস্থ রোকাইয়াকে (ওসমানের স্ত্রী এবং নবীর কন্যা) সেবা-যত্ন করার জন্য নবী ওসমানকে গৃহে থাকার নির্দেশ দেন। বদর যুদ্ধ থেকে নবী ফিরে আসার আগেই রোকাইয়া মারা যান। তালহা তখন ছিলেন সিরিয়ায়।[৪৩]

১৬। উসামা বিন যায়দ থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং (মুহাম্মদ বিন আল-সাইয়েব) আল-কালবি এবং এদের দু'জন থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর থেকে মুহম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

যায়দ বিন হারিস (উসামা বিন যায়দের পিতা) মদীনায় ফিরে বদর যুদ্ধ বিজয়ের সুখবর যখন দেন তখন আমরা সবেমাত্র আল্লাহ্‌র নবীর কন্যা রোকাইয়ার কবরে সূর্যতাপে শুকানো ইট গাঁথা সমাপ্ত করি। এবং (যায়দ) বলেন যে, উত্‌বা বিন রাবি'আ, সায়রা বিন রাবি'আ, আবু জহল বিন হিশাম এবং উমাইয়া বিন খালাফ্ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি (উসামা) তাঁর পিতাকে (যায়দ) জিজ্ঞাসা করেন, "পিতা, এ কথা কি ঠিক?" (যায়দ) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ–(একথা ঠিক), আমার পুত্র।"[৪৪]

১৭। (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা) এবং তাঁর থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমায়রা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী (হুনায়ন যুদ্ধের) যুদ্ধলব্ধ মাল আল-তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল জিরানা নামক স্থানে বণ্টন করেন।[৪৫] খায়বার যুদ্ধে নবী বিজয়ী হন এবং তথায় তাঁর শাসন কায়েম হয়। এইজন্য আল্লাহ্‌র নবী শহর ত্যাগ করার পূর্বেই তথায় যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করেন। বানু আল-মুসতালিক্ গোত্রের কাছ থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ মাল তিনি তাদের ভূমিতেই যুদ্ধজয় করার পর বণ্টন করেন।[৪৬]

১৮। (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম ((বিন বুজরা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে

www.pathagar.com

আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

বদর যুদ্ধে আল্লাহ্‌র নবী যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে দুই ভাগ দেন ঘোড় সওয়ারকে এবং এক ভাগ দেন পদাতিক যোদ্ধাকে।[৪৭]

১৯। মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন যে, আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং (মুহাম্মদ বিন আল-সায়েব) আল-কালবি একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২০। আল-দাহক বিন মুজাহিম থেকে আল-জুবায়ের (জাবির বিন আবদুল্লাহ্) এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

(খলীফা) আবু বকর মুসলমানদের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন যে, নিকট-আত্মীয়ের অংশ সম্পর্কে কি করা উচিত (নবীর মৃত্যুর পর তা খাজাঞ্চী-খানায় দেওয়া হয়) এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত[৪৯] গ্রহণ করেন যে, এই অংশ ঘোড়া ও অস্ত্র সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হবে।[৫০]

২১। ইবরাহিম (বিন ইয়াযিদ আল-নাখাঈ) থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইসহাক এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

যখন তিনি (ইবরাহিম) সীমান্তের একটা দুর্গে বাস করছিলেন, তখন তাঁকে (এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। ইবরাহিম কাউকে এই জন্য ভাড়া করেন এবং পরিবর্তে তাকে অর্থ প্রদান করেন।[৫১]

২২। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস-এর কাছ থেকে জনৈক ব্যক্তি এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইসহাক আল-সাবী এবং তাঁর কাছ থেকে একজন শেখ এবং তাঁর কাছ থেকে (আবু) সালিহ্ (আল-সাম্মান) এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে (মুহাম্মদ বিন আল-হাসান)[৫২] বলেন ঃ

একবার একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আমরা একটা যোদ্ধা বাহিনী সরবরাহ করতে বাধ্য ছিলাম, প্রতি দশ জন মানুষের মধ্যে পঞ্চম,

www.pathagar.com

ষষ্ঠ বা সপ্তম ব্যক্তি যেতে বাধ্য থাকবে এবং যারা পশ্চাতে থাকবে (অর্থাৎ যাবে না) তাদের উচিত হবে যারা যাবে তাদের সাহায্য করা।" কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "যারা যাবে তাদেরকে পশ্চাতে অবস্থানরত ব্যক্তি কি সাহায্য প্রদান করবে—এমন সাহায্য (যা খরচ করা হবে) ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রের জন্য এবং অন্যরা সাহায্য করবে বাসস্থানের স্থান বা ভৃত্য (যা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হবে)।"

ইবনে আব্বাস উত্তর দেন :

ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রের জন্য প্রদত্ত সাহায্য সন্তোষজনক, কিন্তু গৃহের সুবিধা প্রদান সন্তোষজনক নয়।[৫৩]

২৩। ইবরাহীম (বিন ইয়াজিদ আল-নাখাঈ) থেকে হাম্মাদ (বিন আবি সুলায়মান) এবং তাঁর কাছ থেকে শুনে জনৈক ব্যক্তি[৫৪] এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল- হাসান) বলেন :

(যুদ্ধের পরিবর্তে) অর্থ প্রদান যথার্থ।[৫৫]

২৪। আবু ওসমান আল-নাহদি থেকে আছিম (বিন সুলায়মান) আল-আওয়াল এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন :

ওমর বিন আল-খাত্তাব বিবাহিত লোকের পরিবর্তে অবিবাহিত লোককে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং যারা যুদ্ধে যেত না তাদের ঘোড়া তিনি যুদ্ধে যাওয়া লোকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[৫৬]

২৫। মায়মুন বিন মিহরান থেকে জনৈক শেখ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন :

(যুদ্ধের পরিবর্তে) অর্থ প্রদান যথার্থ। কিন্তু যুদ্ধের জন্য দান গ্রহণ এবং একজন লোককে ভাড়া করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কম গ্রহণ করা আমার মতে আপত্তিকর।[৫৭]

২৬। জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালির কাছ থেকে জনৈক ব্যক্তি এবং তাঁর কাছ থেকে আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন :

www.pathagar.com

(খলীফা) মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান কুফার অধিবাসীদের একটা বাহিনী গঠন করার আদেশ দেন কিন্তু জারির (বিন আবদুল্লাহ্) ও তাঁর পুত্রকে অব্যাহতি দেন।[৫৮] জারির বলেন ঃ "আমরা এই অব্যাহতি গ্রহণ করব না, আমরা আমাদের সম্পত্তি থেকে যোদ্ধাকে দান করব।"[৫৯]

২৭। নবীর একজন সাহাবী[৬০] থেকে আবু মারজুক এবং তাঁর কাছ থেকে ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল-মাগরিব[৬১] শহর জয় করার পর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর দলের লোকদের উদ্দেশ্যে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, খায়বর যুদ্ধে আল্লাহ্‌র নবী যা বলেছিলেন তা তিনি শুনেছেন এবং সেই মুতাবিক ছাড়া তিনি কিছু প্রদান করবেন না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ

যিনি আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন, তার উচিত নয় গর্ভবতী কোন মহিলার (যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে পাওয়া) কাছে যাওয়া বা বন্টন করার পূর্বে যুদ্ধলব্ধ মালের কোন অংশ বিক্রি করা। দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত বা তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার উচিত নয় মুসলমানদের কোন পশুর ওপর আরোহণ করা (যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে) বা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ পোশাক এবং তা ছিন্ন অবস্থায় হলেও ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তা পরিধান করা উচিত নয়।[৬২]

২৮। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে আবু আল-জুবায়ের (মুহাম্মদ বিন মুসলিম) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

বানু কুরায়জা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ্‌র নবীকে আমি বলতে শুনেছি যে, "তাদের (শত্রুদের) মধ্যের বয়োপ্রাপ্তদের[৬৩] হত্যা করা উচিত, কিন্তু যে বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তাকে রেহাই দেওয়া উচিত।"

আবু আল-জুবায়েরকে যিনি এই হাদীস বলেন তিনি বলেন যে, তিনি তখন বয়োপ্রাপ্ত হন নি বলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়।[৬৪]

www.pathagar.com

২৯। আল-হাসান (বিন আল-হাসান আল বসরী) থেকে আজিম বিন সুলায়মান (আল-আওয়াল) থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহর নবী মহিলাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৬৫]

৩০। আল-হাসান (বিন আল-হাসান আল-বসরী) থেকে কাতাদা (বিন দুয়ামা আল-সাদুসি) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাজ্জাজ (বিন আরতাত) এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী বলেন, "বয়োপ্রাপ্ত অবিশ্বাসীদের তোমরা হত্যা করতে পার, তবে তাদের যুবক ও শিশুদের অব্যাহিত দাও।"[৬৬]

৩১। আল্লহ্‌র নবীর কাছ থেকে (বুরাইদা বিন আল-হুসায়েব আল-আসলামি) এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র (আবদুল্লাহ) বিন বুরায়ইদা এবং তাঁর কাছ থেকে আলকামা বিন মারতাদ এবং তাঁর কাছ থেকে ইয়াহিয়া আবি উনাইসা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) (মহিলাদের হত্যা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে) এমন একটা হাদীসের কথা বলেন যা আবু হানীফা বর্ণিত হাদীসের মত।[৬৭]

৩২। (মুহাম্মদ) বিন সিরিন থেকে আশ'য়াথ বিন সওয়ার এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার পূর্বে তা থেকে একটা জিনিস তাকে পছন্দ করে দিতেন যেমন, তরবারি, ঘোড়া, বর্ম বা অন্য কোন জিনিস।[৬৮]

৩৩। (মুহাম্মদ বিন আল-সা'ইব) আল-কালবি এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

খায়বর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ মালে আল্লাহ্‌র নবীর অংশ আসিম বিন আদি'র অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়।[৬৯]

৩৪। আবু ইসহাক এবং (মুহাম্মদ বিন আল-সা'ইব) আল-কালবির কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নবী একদা বলেন ঃ

"(যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে) আল্লাহ্‌র কসম, যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ নয়—এমন কি তা এক গুচ্ছ চুল হলেও"–এবং তিনি একটা উটের ঝুঁটি থেকে এক গুচ্ছ চুল তুলে নিয়ে—"একমাত্র আমার এক-পঞ্চমাংশ অংশ ছাড়া এবং সেই এক-পঞ্চমাংশও আবার তোমাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সুতরাং তোমরা যদি একটা সুচ বা সুতাও নিয়ে থাক তবে তা ফেরত দেবে, কারণ পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদনকারীদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ লজ্জা ও অসম্মানজনক হবে।" এরপর আনসারদের (সাহায্যকারী)[৭০] মধ্যে যে ব্যক্তি এক বান্ডিল সুতা (উটের চুল) নিয়েছিল, সে নবীর কাছে এসে বলে ঃ "আমি আমার উটের জিন মেরামত করার জন্য এই বান্ডিলটা নিয়েছিলাম।" আল্লাহ্‌র নবী উত্তর দিলেন, "এর জন্য তুমি আমার অংশটি গ্রহণ করতে পার।" তৎপর লোকটি বলেন, "ব্যাপারটি যখন এতদূর গড়িয়েছে, তখন এর আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।"[৭১]

৩৫। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস থেকে মিক্‌সাম (বিন বুজরা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

বিশ্বাসীদের একটা গর্তে একজন অবিশ্বাসী পড়ে গিয়ে মারা যায়। মৃত-দেহের জন্য মুসলমানদের অর্থ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে নবীর সাথে আলোচনা করা হলে তিনি এই ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করেন।[৭২]

৩৬। আবু উসামা (যায়দ বিন হারিস) থেকে আবু মুলায় এবং তাঁর কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ বিন আবি হুমায়েদ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী তাঁর জীবনের শেষ হজের সময় বলেন ঃ[৭৩]

অজ্ঞতা[৭৪] যুগের সব সুদ (এখনও যা প্রদানযোগ্য) বাতিল করা হল এবং প্রথম যে সুদ বাতিল করা হল, তা হল আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ (অজ্ঞাত যুগে যে সব রক্তপাত ঘটানো হয়েছে, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না)।[৭৫]

www.pathagar.com

৩৭। (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) একই ধরনের একটা হাদীস উল্লেখ করেন।

৩৮। জিয়াদ বিন ইলাকা থেকে (আমীর বিন সারাহিল) আল-সাবি এবং তাঁর কাছ থেকে মুজালিদ বিন সাঈদ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন যে, তিনি (জিয়াদ বিন ইলাকা) বলেন যে, খলীফা ওমর বিন আল-খাত্তাব সা'দ বিন আবি ওয়াককাসকে এক পত্রে লেখেন :

সিরিয়ার জনগণ দ্বারা গঠিত সৈন্যদল আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। মৃতদেহ সরানোর পূর্বে তাদের কেউ উপস্থিত হলে তাকে যুদ্ধ লব্ধ মাল গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। [৭৬]

৩৯। ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসিত থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন :

ইয়েমেনে জিয়াদ বিন লাবিদ আল-বায়িদা এবং মুহাজির বিন উমাইয়া আল-মাখজুমির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য (খলীফা) আবু বকর পাঁচ 'শ লোকসহ ইকরামা বিন আবি জহলকে প্রেরণ করেন। আল-নুজাইরা (শহর) দখল করার পর পরই তারা তথায় উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। [৭৭] আক্রমণের জন্য অগ্রাভিযানের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যুদ্ধলব্ধ মালের এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হয় এবং ফিরতি সফরের জন্য দেওয়া হয় এক-তৃতীয়াংশ। [৭৮]

৪০। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন :

আল্লাহ্র নবী বানু কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদের বিরুদ্ধে বানু কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু এর জন্য যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে তাদের কিছুই দেওয়া হয় নি। [৭৯]

www.pathagar.com

৪১। আল-দাহক (বিন মুজাহিম) থেকে জুয়াবির (জাবির বিন জায়াদ) এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী (৩/৬২৫ খৃস্টাব্দে ওহুদ যুদ্ধে যাওয়ার পথে) ভাল মানুষের এক দলের সম্মুখীন হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এরা কারা ?" তাঁকে বলা হয় যে, তারা এই অর্থাৎ (অবিশ্বাসীর দল)। তৎপর তিনি বলেন ঃ "অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়।"[৮০]

৪২। (মুহাম্মদ বিন আল-সা'ইব) আল-কালবি থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

(একদা এক অভিযানে) আল্লাহ্‌র নবীর সাথে দু'জন অবিশ্বাসী যান। আল্লাহ্‌র নবী তাদেরকে বলেন ঃ "আমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া কাউকে আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।" তৎপর তারা মুসলমান হয়।[৮১]

৪৩। আল-হাকাম (বিন উতায়বা এবং তিনি মিকসাম বিন বুজরা থেকে) এর কাছ থেকে আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ[৮২]

(একজন কমান্ডার) খলীফা আবু বকরকে এক পত্রে জানতে চান যে, রুম (বাইজেন্টাইন)—এর যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণের বদলে ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা। তিনি উত্তর দেন যে, তাকে মুক্তিপণের বদলে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—এমনকি বেশী পরিমাণ সোনার[৮৩] বদলেও—তাকে হয় হত্যা করতে হবে আর না হয় তাকে মুসলমান হতে হবে।[৮৪]

৪৪। আতা বিন আবি রাবা'আ এবং আল-হাসান (আল-হাসান আল-বসরি) থেকে আসাথ্‌ বিন সাওয়ার এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

যুদ্ধবন্দীকে হত্যা না করে তার কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিতে হবে বা তাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া উচিত।[৮৫]

যা হোক, আবু ইউসুফ মত প্রকাশ করেন যে, আল-হাসান এবং আতা'র মত এই ব্যাপারে কোন কাজে আসবে না।[৮৬]

www.pathagar.com

৪৫। (মুহাম্মদ বিন মুসলিম) আল-জুহরি থেকে আবু বকর বিন আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:

শত্রু এলাকায় ঘোড়া খোঁড়া করতে আল্লাহ্‌র নবী নিষেধ করেছেন। [৮৭]

৪৬। মুহাম্মদ বিন মুজালিদ থেকে আসাথ্ বিন সাওয়ার এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:

আমি আবদুল্লাহ্ বিন আবি আওফি-কে জিজ্ঞাসা করি: "খায়বরে যে খাদ্য দখল করা হয় তা কি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল?" তিনি উত্তর দিলেন: "না, কারণ তা ছিল খুবই কম। কিন্তু আমাদের মধ্যের যে কেউ তার প্রয়োজন মত গ্রহণ করেছিল।" [৮৮]

৪৭। আল-দাহক (বিন মুজাহিম) থেকে জুয়াবির (জাবির বিন আবদুল্লাহ্) এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:

আল্লাহ্‌র নবী যখনই কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে বলতেন, "কাউকে প্রতারিত করো না, বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করো না বা শিশু, মহিলা বা বৃদ্ধ লোকের অঙ্গহানি বা হত্যা করো না।" [৮৯]

৪৮। (আবদুল্লাহ) বিন ওমর থেকে নাফি (ইবনে ওমরের মুক্ত ভৃত্য) এবং তাঁর কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ বিন ওমর এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:

শত্রু এলাকায় তিনি (ইবনে ওমর) কুরআন নিয়ে যেতে নিষেধ করেন। [৯০]

৪৯। ইয়াজিদ বিন হুরমুজ থেকে ইসমাইল বিন উমাইয়া, (মুহাম্মদ বিন মুসলিম) আল-জুহরি এবং আবু যাফর (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হোসায়েন) এবং তাঁদের থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:

নাজদা'র প্রশ্নের যে উত্তর ইবনে আব্বাস দিয়েছিলেন তা আমি লিখে দিয়েছিলাম। যুদ্ধে শিশু হত্যা সম্পর্কে আপনি ইবনে আব্বাসকে লিখেছিলেন এবং শিশু হত্যাকারী যীশুর জ্ঞানী (উপদেষ্টা) ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ্‌র নবী শিশু হত্যা করতে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছেন। (ইবনে আব্বাস উত্তর দেন): "সংশ্লিষ্ট শিশুদের সম্পর্কে যীশুর জ্ঞানী (উপদেষ্টা) ব্যক্তিরা যা জানত, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তা তোমরা করতে পার।"[১১] আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মহিলারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত কিনা, তাদেরকে কোন অংশ দেওয়া হত কিনা বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটা অংশ দেওয়া হত কিনা সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে আপনি লিখেছেন। "তারা নবীর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটা অংশ লাভ করত" (ইবনে আব্বাস উত্তর দেন)। এই হাদীসের সাথে ইসমাইল বিন উমাইয়া আরও কিছু যোগ করেন: "আল্লাহ্‌র নবীর সাথে ভৃত্যরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত কিনা এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ দেওয়া হত কিনা সে সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন।" উত্তরে আমি (ইবনে আব্বাসের সেক্রেটারী) লিখি যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ভৃত্যদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য (অর্থাৎ তারা অংশ পাবে না, ক্ষতিপূরণের একটা অংশ পাবে)। আপনি আরও জিজ্ঞাসা করেছেন: "একজন য়াতীমকে কোন্ সময় থেকে আর অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করা যাবে না?" (ইবনে আব্বাস) উত্তর দেন যে, য়াতীম বয়োপ্রাপ্ত হলে তাকে আর অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে সে যুদ্ধ লব্ধ মালের অংশীদার হওয়ার দাবীদার হবে।[১২]

৫০। নবীর কাছ থেকে আমর বিন সুয়ায়েবের পিতা[১৩] এবং তাঁর কাছ থেকে আমর বিন সুয়ায়েব এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন:[১৪]

বাইরের কোন লোকের বিরুদ্ধে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে সাহায্য করা উচিত। মুসলমানদের রক্ত সমান মর্যাদার এবং সামাজিক মর্যাদায় সর্বনিম্ন অর্থাৎ একজন ভৃত্যও সবাইকে সংযত করতে পারে, যদি সে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অগ্রগামী সৈন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারে এবং তা সবার ওপর প্রযোজ্য হবে এবং পশ্চাতরক্ষী সৈন্যদল যে যুদ্ধলব্ধ মাল পায় তা তাদের সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে।[১৫]

৫১। (একই হাদীস ৭নং অনুচ্ছেদে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে)।[১৬]

www.pathagar.com

৫২। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাকাম (বিন উতায়বা) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী (পবিত্র মাস) মুহররমের শুরুতে আল-তায়েফের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং সফর মাসে তা দখল না করা পর্যন্ত চল্লিশ দিন যাবত অভিযান অব্যাহত রাখেন।[৯৭]

৫৩। মুজাহিদ (বিন জাবির) থেকে ইবনে আবি নাজিহ্ (ইয়াসার) এবং তাঁর কাছ থেকে আল-হাসান বিন উমারা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

পবিত্র মাসসমূহে[৯৮] যুদ্ধ বন্ধ (পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত)[৯৯] সর্বশক্তিমান আল্লাহ বাতিল করে দেন (পবিত্র কুরআনের অপর এক আয়াতে)। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "যেখানেই পাও বহুত্ববাদীদের হত্যা কর।"[১০০]

আবু ইউসুফ বলেন ঃ আবু হানীফারও এই মত। যাহোক, (মুহাম্মদ বিন আল-সাইব) আল-কালবি আবু ইউসুফের মত পোষণ করে বলেন যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা বাতিল করা হয় নাই। কিন্তু মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন যে, আল-কালবির মত অনুসরণ না করার জন্য আবু ইউসুফ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৫৪। মাখুল (আবু আবদুল্লাহ্) থেকে আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং তাঁর কাছ থেকে আবু ইউসুফ এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন ঃ

খায়বর যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার সময় আল্লাহ্‌র নবী ঘোড়-সওয়ারকে দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ প্রদান করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।[১০১]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শত্রু এলাকায়[১] সেনাবাহিনীর আচরণ সম্পর্কীয়

(সাধারণ আইন)

৫৫। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে, এমন শত্রু এলাকায় ইসলামের সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো প্রশংসনীয় তবে তা না করলেও অন্যায় হবে না।[২] দিনে বা রাত্রে শত্রুর ওপর আক্রমণ করা যেতে পারে এবং শত্রুর দুর্গগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা বা পানি দিয়ে তা প্লাবিত করা অনুমোদন যোগ্য।[৩] সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধলব্ধ কোন মাল লাভ করে, তবে তা নিরাপদ স্থানে না আনা পর্যন্ত এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তা না সরানো পর্যন্ত[৪] শত্রু এলাকায় বন্টন করা উচিত নয়।

৫৬। আবু ইউসুফ বলেনঃ যুদ্ধলব্ধ জিনিসের মধ্যে খাদ্য ও গো-মহিষাদির শুষ্ক খাদ্য কোন যোদ্ধা ভাগাভাগির পূর্বে প্রয়োজন অনুসারে নিজের জন্য খাদ্য এবং আরোহণের জন্য অশ্ব বা কোন পশুর জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে পারে কিনা সে সম্পর্কে আমি আবু হানীফাকে (তাঁর মতামত) জিজ্ঞাসা করি।

৫৭। উত্তরে তিনি (আবু হানীফা) বলেনঃ এতে কোন ক্ষতি নেই।[৫]

৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধলব্ধ জিনিসের মধ্যে যদি কোন অস্ত্র পাওয়া যায়, তাহলে কোন মুসলিম যোদ্ধার পক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনে ইমামের অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে কোন অস্ত্র গ্রহণ করা অনুমোদনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন ?

৫৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে যুদ্ধের পর সেই অস্ত্র যুদ্ধলব্ধ জিনিসের মধ্যে ফেরত দেওয়া উচিত।[৬]

www.pathagar.com

৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধলব্ধ জিনিসের মধ্যে থেকে নিজের জন্য খাদ্য এবং পশুর জন্য খাদ্য গ্রহণ করা একজন যোদ্ধার পক্ষে অনুমোদন যোগ্য বলে আপনি মনে করেন কেন ?

৬১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র রসুল থেকে এ প্রশ্নের এক বর্ণনা আমি জানি যে, খায়বর আক্রমণের সময় বিশ্বাসীরা কিছু খাদ্য লুণ্ঠন করে এবং ভাগাভাগি করার পূর্বেই তা থেকে তাঁরা কিছু খাদ্য খায়। আরোহণের জন্য অশ্ব বা অন্য পশুর জন্য খাদ্যও খাদ্যের শ্রেণীভুক্ত। কারণ উভয় খাদ্যই যোদ্ধার জন্য (শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়) প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।[৭]

৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা (যোদ্ধার জন্য) অনুমোদনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন কেন ?

৬৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ অবিশ্বাসীরা কোন একজন বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে এবং সেই বিশ্বাসী যদি পুনরায় শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে বা অবিশ্বাসীদের কেউ যদি একজন বিশ্বাসীকে তরবারী দিয়ে আক্রমণ করে এবং সেই বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি সেই তরবারী কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে তাকে আঘাত করে তবে তা আপত্তিকর হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৬৪। আমি বললাম ঃ না।

৬৫। তিনি বললেন ঃ পরবর্তী অবস্থা পূর্বের অবস্থার মত।[৮]

৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য কাপড় এবং মালামাল ভাগাভাগির পূর্বে গ্রহণ করা আপত্তিকর বলে আপনি মনে করেন ?

৬৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তা তার জন্য অনুমোদন করি না।[৯]

৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি বিশ্বাসীদের কাপড়, পশু এবং মালামাল প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে তারা দার-উল-ইসলাম বা ইসলাম শাসিত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই ইমামের পক্ষে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ভাগাভাগি করে দেওয়া কি বাধ্যতামূলক ?

৬৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এসব জিনিস সত্যই যদি তাদের প্রয়োজন হয় তবে তা তাদের মধ্যে ভাগাভাগি করা যায়। তবে এসব জিনিস যদি তাদের প্রয়োজন না হয় তবে ভাগাভাগি করা আমি অনুমোদন করি না।

www.pathagar.com

৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৭১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ দার-উল-হরব-এ থাকা অবস্থায় বিশ্বাসীরা যুদ্ধলব্ধ মালামাল কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়নি। তাছাড়া অন্য কোন মুসলিম সেনাবাহিনী যদি শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তারা কি যুদ্ধলব্ধ মালে অংশ নেওয়ার দাবীদার বলে আপনি মনে করেন ?[১০]

৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসার পূর্বেই বিশ্বাসীদের প্রয়োজন মুতাবিক তাদের মধ্যে বন্দীদের ভাগাভাগি করে দেওয়া ইমামের উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৭৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[১১]

৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিশ্বাসীদের প্রয়োজন না হলে বন্দীদের নিয়ে ইমাম কি করবেন ? তাদেরকে কি তিনি বিক্রি করে দেবেন ?

৭৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ (বিশ্বাসীরা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে) ইমাম তাদের বিক্রি করতে পারেন বলে আমি সমর্থন করি। ইমাম তথায় তাদের যদি ভাগাভাগি করে দেন তবু তা সমর্থনযোগ্য।[১২]

৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদেরকে অপসারণ করার ব্যাপারে ইমামের কি করা উচিত ?

৭৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইমামের কাছে যদি উদ্বৃত্ত পরিবহন থাকে তাহলে বন্দীদের বহন করার জন্য তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন, যদি তাঁর কাছে তা না থাকে তাহলে মুসলমানদের মধ্যে কোন পরিবহন আছে কিনা তা তিনি দেখতে পারেন। যদি তিনি তা পান তাহলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বন্দীদের অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারেন।[১৩]

৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইমাম বা মুসলমানদের কাছে যদি উদ্বৃত্ত পরিবহন না থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে যদি নিজস্ব পরিবহন থাকে তাহলে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পরিবহনে যুদ্ধলব্ধ মালামাল অপসারণ করা ইমামের কি উচিত হবে ?

৭৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, সেই সব লোক যদি তা করতে রাযী হয়। অন্যথায়, তাদেরকে চাপ দিয়ে বহন করাবার পরিবর্তে ইমামের উচিত

www.pathagar.com

হবে পরিবহন ভাড়া করা। বন্দীরা যদি পায়ে হেটে চলতে সমর্থ থাকে তাহলে ইমামের উচিত তাদেরকে হেটে যেতে বাধ্য করা।[১৪]

৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা যদি হাটতে অক্ষম হয় ?

৮১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইমামের উচিত হবে মহিলা ও শিশু ছাড়া পুরুষ বন্দীদের হত্যা করা এবং মহিলা ও শিশুদের বহন করার জন্য পরিবহন ভাড়া করা।[১৫]

মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-এর মতে, এ ক্ষেত্রে ইমাম যুদ্ধরত এলাকায় যুদ্ধলব্ধ মালামাল ভাগাভাগি করে দিতে পারেন, আইন বিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।[১৬]

৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকায় বিশ্বাসীরা যদি যুদ্ধ লব্ধ মালামালের মধ্যে ভেড়া, আরোহণযোগ্য পশু এবং গরু লাভ করে যা তাদেরকে বাধা দেয় এবং এসব পশুকে যদি ইসলাম শাসিত এলাকায় তাড়িয়ে আনতে তারা অক্ষম হয় বা এমন সব অশ্ব লাভ করে তা বহন করতে তারা অক্ষম হয় তাহলে এসব জিনিসের ব্যাপারে তারা কি করবে ?

৮৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ অস্ত্র-শস্ত্র ও মালামাল পুড়িয়ে ফেলতে হবে কিন্ত আরোহণযোগ্য পশু ও ভেড়া প্রথমে যবাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।[১৭]

৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পশুগুলোকে খোঁড়া করা হবে না কেন ?

৮৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তাতে অঙ্গহানি করা হয়। এ কাজ করা তাদের উচিত নয় কারণ আল্লাহ্‌র নবী তা করতে নিষেধ করেছেন। যাহোক, তাদের এমন কিছু ফেলে যাওয়া উচিত হবে না, যা নাকি যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা ব্যবহার করতে পারে।[১৮]

৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি মনে করেন, যেসমস্ত পশু তাড়িয়ে নেয়া মুশকিল বা যেসব অস্ত্র এবং জিনিস খুব ভারী তার ক্ষেত্রেও তারা এ কাজ করবে ?

৮৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[১৯]

৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি মনে করেন, যুদ্ধরত এলাকার যেসব শহর বিশ্বাসীরা আক্রমণ করতে পারে তা ধ্বংস করা তাদের পক্ষে দূষণীয় ?

www.pathagar.com

৮৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। বরং আমি মনে করি এ কাজ তাদের জন্য প্রশংসনীয়। আপনি কি মনে করেন না যে এসব কিছু আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আছে "তোমরা যে খোরমা-খেজুর গাছ কেটে থাক অথবা না কেটে তাদের মূলের ওপর খাড়াই রাখ, তা অবশ্য আল্লাহ্‌র আদেশ মতই করেছ এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি নাফরমান লোকদের অবশ্য লাঞ্ছিত করবেন।[২০] শত্রু দমন ও তাদের নিরাশ করার জন্য তারা যা করবে আমি তার পক্ষে মত দিই।[২১]

৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইমাম যদি কোন শত্রু অঞ্চল আক্রমণ করে তা দখল করেন, তাহলে তিনি কি যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টনের মত যোদ্ধাদের মধ্যে সেই এলাকার জমি বণ্টন করে দেবেন ?

৯১। তিনি উত্তর দিলেনঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করতে বা এ বিজয়ে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে ৫ ভাগের ৪ ভাগ জমি বণ্টন করে দিতে ইমাম যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন বা বণ্টন নাও করতে পারেন (অর্থাৎ তিনি তা রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে রাখতে পারেন), যেমন (খলীফা) ওমর আল-সওয়াদ-এর (দক্ষিণ ইরাক) জমির ক্ষেত্রে করেছিলেন।[২২]

৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ জমির অধিবাসীরা খারাজ প্রদান করলে ইমাম কি তা বণ্টন থেকে বিরত থাকবেন ?

৯৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। আমরা জানি যে, ওমর বিন আল খাত্তাব এ ধরনের কাজ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন।[২৩]

বন্দীদের হত্যা ও শত্রুদের দুর্গ ধ্বংস সম্পর্কীয়[২৪]

৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি কোন পুরুষ বন্দীকে আনা হয় তাহলে তাদের সবাইকে হত্যা করা বা মুসলমানদের মধ্যে তাদেরকে দাস হিসেবে ভাগ করে দেওয়া কি ইমামের উচিত ? এ সম্পর্কে আপনার মত কি ?

৯৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ ইসলাম শাসিত এলাকায় তাদের নিয়ে গিয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া বা যুদ্ধরত এলাকায় তাদের হত্যা করা এ দুটোর যে কোন একটা পন্থা ইমাম গ্রহণ করতে পারেন।[২৫]

www.pathagar.com

৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ?

৯৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মুসলমানদের সুবিধার্থে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ইমামের উচিত।[২৬]

৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদেরকে হত্যা করা যদি মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক হয় তাহলে আপনি কি মনে করেন, ইমামের উচিত তাদেরকে হত্যার আদেশ দেওয়া ?

৯৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২৭]

১০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা সবাই যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইমাম কি তাদের হত্যার হুকুম দিতে পারবেন ?

১০১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইমামের উচিত হবে না তাদেরকে হত্যা করা, তাদেরকে তখন যুদ্ধ লব্ধমাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।[২৮]

১০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা যদি মুসলমান না হয়ে দাবী করে যে, তাদেরকে শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং কতিপয় মুসলমান যদি ঘোষণা করে যে, তাদেরকে এ মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাহলে এ ধরনের দাবী কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

১০৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[২৯]

১০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১০৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তারা উভয়ে শুধুমাত্র তাদের দাবীর কথা উল্লেখ করেছে।

১০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সৎ চরিত্রের অধিকারী একদল মুসলমান যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাধা প্রদান করতে এখনও সক্ষম (কোন দুর্গে আত্মসমর্পণ করার পূর্বে) যুদ্ধবন্দীদের সাক্ষ্যে একদল যোদ্ধাদের শত্রু-সৈন্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

১০৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৩০]

১০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধবন্দীদের কি মুক্ত করে দেওয়া যাবে ?

www.pathagar.com

১০৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অন্ধ, খোঁড়া, অসহায়, পাগল—এদেরকে যদি বন্দী করা হয় বা হঠাৎ আক্রমণ করে যদি তাদের গ্রেফতার করা হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১১১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ (না) তাদেরকে হত্যা করা উচিৎ হবে না।[৩১]

১১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দাস, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধলোক এবং শিশুরা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধরত এলাকার কোন শহর কি পানি দিয়ে প্লাবিত করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা বা ম্যানগোলেন[৩২] দিয়ে আক্রমণ করা সমর্থনযোগ্য ?

১১৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এ ধরনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমি সমর্থন করি।[৩৩]

১১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঐ সব লোকদের মধ্যে যদি মুসলমান যুদ্ধবন্দী থাকে বা মুসলমান ব্যবসায়ী থাকে, তা হলে সেক্ষেত্রেও কি এ রকম আক্রমণ করা যাবে ?

১১৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান থাকলেও এ ধরনের কাজ করা যাবে।[৩৪]

১১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১১৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ উপরোক্ত যে সব কারণের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেজন্য যদি মুসলমানরা যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তারা আদৌ যুদ্ধে যেতে পারবে না। কারণ, যুদ্ধরত এলাকার এমন কোন শহর নেই, যেখানে আপনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা নেই।

১১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমানরা যদি একটা শহর অবরোধ করে এবং সেই শহরের জনগণ (তাঁদের নিরাপত্তার জন্য) প্রাচীরের পশ্চাৎ দিক হতে মুসলমান শিশুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করে তাহলে সেক্ষেত্রে তীর ও ম্যানগোনেল নিয়ে তাদের আক্রমণ করা মুসলমানদের (যোদ্ধা) পক্ষে কি সমর্থনযোগ্য ?

www.pathagar.com

১১৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। যোদ্ধারা শুধু যুদ্ধের এলাকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে তাদের আঘাতের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করবে—মুসলমান শিশুদের প্রতি নয়।[৩৫]

১২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শিশুদের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করা না হলে যুদ্ধরত অধিবাসীদের বিরুদ্ধে তরবারী ও তীর দিয়ে আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে কি সমর্থনযোগ্য ?

১২১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমানরা (যোদ্ধা) যদি কোন স্থানে ম্যানগোনেল ও তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ চালায়, সেই স্থানকে প্লাবিত করে দেয় ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং মুসলমান শিশু ও মানুষকে হত্যা বা আহত করে অথবা শত্রুপক্ষের মহিলা, বৃদ্ধ মানুষ, অন্ধ, খোঁড়া, বা পাগল লোককে হত্যা বা আহত করে—সেক্ষেত্রে মুসলমান যোদ্ধারা কি 'দিয়া' (শোণিত অর্থ) বা কাফফারা দিতে বাধ্য থাকবে ?

১২৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তারা 'দিয়া' বা কাফফারা দিতে বাধ্য থাকবে না।[৩৬]

যুদ্ধের এলাকায় শাস্তি এবং প্রার্থনা সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কীয়[৩৭]

১২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একজন নেতার নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করলে সেই নেতা সেনাবাহিনীর আস্তানায় ধর্মীয় শাস্তি (হুদুদ)[৩৮] কার্যকরী করার যোগ্য বলে আপনি মনে করেন ?

১২৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[৩৯]

১২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন শহর বা প্রদেশের গভর্নর যেমন শ্যাম বা ইরাক, সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসেবে যুদ্ধের এলাকায় প্রবেশ করলে তিনি কি তার সেনাবাহিনীর আস্তানায় ধর্মীয় শাস্তি বা প্রতিশোধমূলক কার্যব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত ?

১২৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৪০]

১২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তিনি কি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেওয়া এবং মিথ্যা অভিযোগের (কাদাফ্) জন্য শাস্তির আদেশ দেওয়ার উপযুক্ত ?[৪১]

www.pathagar.com

১২৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জেনা (ব্যভিচারী বা অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মিলন) এবং মদ পান করার ক্ষেত্রেও কি তিনি শাস্তি দিতে পারেন ?

১৩১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৪২]

১৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শ্যাম বা ইরাকের গভর্নর ছাড়া চার বা পাঁচ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বাধীন কমান্ডার কি উপরে উল্লেখিত ধর্মীয় শাস্তি কার্যকরী করার উপযুক্ত ?

১৩৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[৪৩]

১৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিভিন্ন সৈন্যদলের কমান্ডারদের ক্ষেত্রেও কি তা প্রযোজ্য অর্থাৎ তারা কি শাস্তি প্রয়োগ করতে অনুপযুক্ত ?

১৩৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। (এটাই ঠিক)

১৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শ্যাম বা ইরাকের গভর্নর একটা বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে এক মাসের ওপরে কোন শহর অবরোধ করলে শুক্রবার নামাযের সময় তাঁর কি বিজয় উৎসব পালন করা উচিত বা সে উৎসবের অনুষ্ঠান পুরোপুরিভাবে করা উচিত কি-না ?

১৩৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তিনি শুক্রবারের নামায বা উৎসব পুরো-পুরি উদযাপন করতে বাধ্য নন কারণ তিনি ভ্রমণকারী।[৪৪]

১৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ যদি কোন মুসলমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় আক্রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বাহিনী ও অর্থের ঘাটতি থাকে তাহলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করার এবং যারা যুদ্ধে যাবে না তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানকারীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা আইনানুমোদিত বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই পরিস্থিতিতে তা করা আইনানু-মোদিত। কিন্তু ইমামের যদি সরবরাহ এবং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য থাকে তাহলে আমি এর কোনটাই সমর্থন করি না বা অনুমোদনও করি না। যা হোক ইমামের যদি এসব জিনিস না থাকে তা হলে যুদ্ধে যোগদান-কারীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা আইনসম্মত।[৪৫]

১৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ কাজটি আপনার কাছে প্রশংসনীয়— নিরাপত্তা (অর্থাৎ প্রহরী হিসেবে কাজ করার) বা অতিরিক্ত নামায পড়া ?

www.pathagar.com

১৪১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ নিরাপত্তার বিধান পর্যাপ্ত হলে অতিরিক্ত নামাযই আমার কাছে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রহরীর সংখ্যা কম হলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা মজবুত করাই প্রশংসনীয়।[৪৬]

১৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন মুসলমান যোদ্ধা বল্লম দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে যদি তার বিপক্ষীয়কে তরবারি দ্বারা হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয় (বল্লমের দ্বারা যদিও সে আহত হতে পারে) তাহলে আপনি কি তা সমর্থন করবেন না ?

১৪৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[৪৭]

১৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি মনে করেন যে এ কাজ করে সে তার জীবনের বিরুদ্ধেই সাহায্য করেছে। (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করেছে, যা নিষিদ্ধ) ?

১৪৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[৪৮]

১৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন দল কোন জাহাজে থাকা অবস্থায় তাতে যদি আগুন ধরে যায় তাহলে তারা তথায় আগুনে পুড়ে মরার জন্য প্রস্তুত থাকবে বা সাগরে ঝাপ দেবে—এর মধ্যে কোন্‌টা প্রশংসনীয় বলে আপনি মনে করেন ?

১৪৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে কোন পন্থা অবলম্বন করাই সমর্থন-যোগ্য।[৪৯]

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কীয়

যুদ্ধলব্ধ মালের বণ্টন[১]

১৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের অংশ) বলতে আপনি কি বোঝেন, ইমাম কিভাবে তা ভাগ করবেন এবং কাদের মধ্যে তা বিতরণ করবেন?

১৪৯। তিনি উত্তর দিলেন: পবিত্র কুরআনে[২] আল্লাহ্ যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে তিনি তা বণ্টন করে দেবেন। আমাদের কাছে বলা হয়েছে যে, খলীফা হযরত আবু বকর এবং ওমর (আল-খাত্তাব) এক-পঞ্চমাংশ তিন ভাগে ভাগ করতেন—এক–য়াতিম, দুই-গরীব এবং তিন সফরকারী।[৩]

১৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টনের সময় ঘোড়-সওয়ার এবং পদাতিক সৈন্যের মধ্যে তা কিভাবে বণ্টন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৫১। তিনি উত্তর দিলেন: ঘোড়-সওয়ারকে দুই অংশ (এক অংশ ঘোড়ার এবং আর এক অংশ তার নিজের জন্য) এবং পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ দেওয়া উচিত।[৪]

১৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি মনে করেন খচ্চরের আরোহী এবং পদাতিক সৈনিক সমপর্যায়ভুক্ত?

১৫৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৫]

১৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি মনে করেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অশ্বারোহী[৬] এবং অশ্বারোহী সমপর্যায়ভুক্ত?

১৫৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহী উভয়কেই দুই অংশ দেওয়া উচিত।[৭]

www.pathagar.com

১৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন কেন ?

১৫৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ আমাদের কাছে বলা হয়েছে যে, তা ছিল খলীফা ওমর-বিন-আল-খাত্তাবের পদ্ধতি। এটা আবু হানীফারও মত।[৮]

আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) মত পোষণ করেন যে, অশ্বারোহীকে তিন অংশ দেওয়া উচিত—দুই অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ তার নিজের জন্য। পদাতিক সৈন্য মাত্র এক অংশ লাভ করে।[৯]

১৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন লোক অশ্বারোহী হিসেবে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করেন এবং তার ঘোড়া যদি ক্লান্তিজনিত বা পায়ের কোন শিরা ছিড়ে যাওয়ার কারণে মারা যায় এবং যুদ্ধরত মাল যখন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় (দার-উল-ইসলাম), সে তখন একজন পদাতিক সৈনিক মাত্র। যদিও সেনাবাহিনীর তালিকায় উল্লেখ আছে যে তার একটি ঘোড়া ছিল বা যুদ্ধরত এলাকায় সে একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছিল এবং ক্লান্তিজনিত কারণে দার-উল-ইসলাম এলাকায় তার ঘোড়াটি মারা যায়। এ ক্ষেত্রে তাকে কি অশ্বারোহীর অংশ দেওয়া উচিত ?

১৫৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[১০]

১৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে ব্যক্তির নাম সেনাবাহিনীর তালিকায় পদাতিক যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ থাকে এবং সে যদি যুদ্ধরত এলাকায় পদাতিক সৈন্য হিসেবে প্রবেশ করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে একটা ঘোড়া কিনে সে যদি অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল নিরাপদ স্থানে আনার পর তাকে যদি একজন ঘোড় সওয়ার হিসেবে দেখা যায় তাহলে তাকে কিভাবে অংশ দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১৬১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তাকে পদাতিক সৈন্য হিসেবে প্রাপ্য অংশ ছাড়া আর কিছুই প্রদান করব না।[১১]

১৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক বাহিনী (বিশ্বাসী) সমুদ্রাভিযানে অংশ গ্রহণ করে, অশ্ব বহন করে

৮—

www.pathagar.com

(জাহাজে করে) এবং যুদ্ধলব্ধ মালের অধিকারী হয়, তা হলে অশ্বারোহী সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য কয় ভাগ করে অংশ পাবে ?

১৬৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঘোড় সওয়ারকে দুই ভাগ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক ভাগ দেওয়া উচিত।

১৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ? অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য উভয়েই তো সমুদ্রের ওপরে একই বাহনের স্থানে ছিল।

১৬৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তারা (অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য) যদি যুদ্ধরত এলাকার আস্তানায় থাকে এবং সেখানে থেকে যুদ্ধলব্ধ মালের অধিকারী হয় তাহলে কি আপনি অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ দেবেন না ?

১৬৬। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

১৬৭। তিনি বললেন ঃ এই অবস্থা অন্য অবস্থাটির সমান।[১২]

১৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল (শত্রুদের কাছ থেকে) নিয়ে আসার পর এবং তা মুসলমান অধ্যুষিত নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বে কোন লোক যদি যুদ্ধের এলাকায় মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে তার অংশ তার উত্তরাধিকারীরা পাবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৬৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৭১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সে যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন এবং তা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই মারা গিয়েছে।[১৩]

১৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে যাওয়ার পর সে যদি মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারী কি তার অংশ লাভ করবে ?

১৭৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ (কারণ যুদ্ধলব্ধ মাল তখন অর্জিত এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে)।[১৪]

১৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন সেনাবাহিনী আক্রমণ করে যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করে এবং তা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই অপর এক সৈন্যবাহিনী (বিশ্বাসীরা) তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, কিন্তু

www.pathagar.com

যুদ্ধলব্ধ মালসহ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসার পথে কোন বাহিনী শত্রুদের মুকাবিলা না করে, তাহলে দ্বিতীয় বাহিনী যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

১৭৫। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। (কারণ দ্বিতীয় বাহিনী যোগদান করার পূর্বে যুদ্ধলব্ধ মাল নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়নি)।[১৫]

১৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন ভৃত্য যদি তার প্রভুর সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় তাহলে সে অংশ পাওয়ার অধিকারী বলে কি আপনি মনে করেন ?

১৭৭। তিনি উত্তর দিলেন : না। তবে সে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে।

১৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন যিম্মী যদি মুসলমানদের অনুরোধক্রমে তাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাহলে কি সে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৭৯। তিনি উত্তর দিলেন : না। কিন্তু তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।[১৭]

১৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন স্ত্রীলোক রুগ্ন ও আহতদের সেবা করে এবং যুদ্ধরত মানুষের উপকারে আসে তাহলে কি আপনি মনে করেন সে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাবে ?

১৮১। তিনি উত্তর দিলেন : না। তবে সে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।[১৮]

১৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যবসায়ীরা (মুসলমান) যুদ্ধলব্ধ মালের বা ক্ষতিপূরণের অধিকারী কিনা ?

১৮৩। তিনি উত্তর দিলেন : আমি মনে করি, যেহেতু তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি সেহেতু তারা যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারা অংশ পাওয়ার অধিকারী।[১৯]

১৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রভুর খেদমত করার জন্য কোন ভৃত্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ?

১৮৫। তিনি উত্তর দিলেন : না (কারণ, ভৃত্যটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি)।[২০]

www.pathagar.com

১৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে দু'টি ঘোড়া নিয়ে যায়, তাহলে সে ক'টা অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৮৭। তিনি উত্তর দিলেন: আমি মনে করি একজন অশ্বারোহীর প্রাপ্য অংশের বেশী তিনি পেতে পারেন না। কারণ সে যদি দুটো ঘোড়ার জন্য বেশী অংশ পাওয়ার অধিকারী হয়, তাহলে তিনটি বা আরও বেশী ঘোড়ার জন্য বেশী অংশের অধিকারী হবে। কোন মুসলমানের সমান কোন অশ্বকে গুরুত্ব দেওয়া আমি অনুমোদন করি না। এটা আবু হানীফা ও মুহাম্মদ বিন-আল-হাসানের মত।[২১]

যা হোক, আবু ইউসুফ মনে করেন যে, দুটো ঘোড়ার জন্য একজন অশ্বারোহী দুটো অংশ পাবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী আর কোন ঘোড়ার জন্য আর সে অংশ পাবে না।[২২]

১৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন শিশু কি যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাওয়ার অধিকারী ?

১৮৯। তিনি উত্তর দিলেন: না।[২৩]

১৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সহায়হীন পাগল লোক কি অংশ পাওয়ার অধিকারী বলে আপনি মনে করেন ?

১৯১। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন মানুষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত অবস্থায় ফিরে আসে এবং মুসলমানরা বিজয়ী, যুদ্ধলব্ধ মালের অধিকারী ও তা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে না আসা পর্যন্ত অসুস্থ থাকে, তাহলে সে কি অংশ পাওয়ার অধিকারী বলে আপনি মনে করেন ?

১৯৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[২৪]

১৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন বিচ্ছিন্ন বাহিনী আক্রমণ করার জন্য ইমাম কর্তৃক প্রেরিত হয় এবং আস্তানায় অবস্থানরত বাহিনী ও বিচ্ছিন্ন বাহিনী একযোগে যুদ্ধলব্ধ মালের অধিকারী হয় বা লাভ করে তাহলে প্রত্যেকটি বাহিনী কি যুদ্ধলব্ধ মালের অধিকারী হবে ?

www.pathagar.com

১৯৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। সব যুদ্ধলব্ধ মাল জড়ো করে তার মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করা হয় এবং বাকী অংশ আস্তানায় অবস্থানকারী ও বিচ্ছিন্ন বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।[২৫]

১৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মানুষ বন্দী হয় এবং তারপর মুসলমানরা যদি যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে এবং এরপর সে যদি (পলায়ন করে) ফিরে আসে এবং সে ও সেনাবাহিনী আর যুদ্ধ না করে যুদ্ধলব্ধ মালসহ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসে তাহলে সে যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টনে অংশ পাওয়ার অধিকারী কিনা, এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

১৯৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। তিনি অংশ পাওয়ার অধিকারী।[২৬]

১৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন অবিশ্বাসী মুসলমান হওয়ার পর মুসলিম শিবিরে যোগদান করলে তার ক্ষেত্রেও কি এই মত কার্যকরী হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৯৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুসলমানদের সাথে পরবর্তী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে তিনি তা পাওয়ার অধিকারী হবেন না।[২৭]

২০০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ পরবর্তী অবস্থা এবং পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে?

২০১। তিনি উত্তর দিলেনঃ প্রথম ক্ষেত্রে মানুষটি ছিল মুসলমান এবং বন্দী না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সে মুসলমানদের পক্ষেই যুদ্ধ করছিল। যদি সে ভৃত্য এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে টর্ট (নিমচুক্তি) আইন ভঙ্গ করত বা সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য ঋণের দায়ে দায়ী হত এবং তারপর অবিশ্বাসীদের হাতে বন্দী হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করত, তাহলে ভৃত্যের ওপর অবিশ্বাসীদের আইনগত অধিকার থাকত। এ ক্ষেত্রে টর্ট আইন বাতিল করা যেত কিন্তু তাদেরকে দেনা শোধ করতে হত। তারা যদি ইসলামে দীক্ষিত না হয় এবং ভৃত্যকে যদি তাদের কোন একজন কিনে নেয় বা যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানরা যদি তাকে ফেরত পায়, তাহলে টর্ট আইন বাতিল করা যাবে। কিন্তু ক্রেতা কর্তৃক দেনা পরিশোধ করতে হবে। যদি প্রভু (প্রথম) ভৃত্যকে বাজার মূল্যে ক্রয় করেন তাহলে তিনি টর্ট আইনের দায়ে ও দেনার দায়ে দায়ী থাকবেন। একইভাবে যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসীর

www.pathagar.com

কাছ থেকে ভৃত্যকে দান হিসেবে পেলে বা তাদের কাছ থেকে ক্রয় করলে তিনি টর্ট আইনের আওতায় দায়ী হবেন না, তবে দেনার জন্য দায়ী থাকবেন। কিন্তু অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয় তাহলে কোন মতেই তা বাতিলযোগ্য হবে না।[২৮]

২০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন মুসলমান ব্যবসায়ী যুদ্ধরত এলাকায় থাকে এবং মুসলমান হয়েছে এমন এক ব্যক্তির সাথে একযোগে মুসলিম শিবিরে যোগ দেয় তাহলে তাদের উভয়েই কি পূর্বের যুদ্ধলব্ধ মালের অংশের দাবীদার হবে ?

২০৩। তিনি উত্তর দিলেন : না।

২০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধরত মুসলমানদের সাথে এই দু'জন মানুষ যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তাহলে তারা কি এই যুদ্ধলব্ধ মাল এবং পূর্বে পাওয়া যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে ?

২০৫। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[২৯]

২০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেনাবাহিনী ক্যাম্পে ব্যবসায়ীদের আচরণ উল্লেখিত ঘটনায় দু'জন মানুষের মতই হবে কি ?

২০৭। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

২০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই নিয়ম কি একজন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যে স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান বাহিনীর আস্তানায় যোগ দেয় ?

২০৯। তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ।[৩০]

'অতিরিক্ত অংশের'[৩১] বন্টন

২১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন মুসলমান একজন অবিশ্বাসীকে হত্যা করে এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধের হাতিয়ার[৩২] নিয়ে নেয়, তাহলে হত্যাকারীকে উক্ত জিনিসপত্র দেওয়া ইমামের উচিত হবে কি ?

২১১। তিনি উত্তর দিলেন : কোন যোদ্ধার পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র লাভ করার পর তা কাউকে দেওয়ার অধিকার ইমামের নেই।

২১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

www.pathagar.com

২১৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তা (সেই সম্পত্তি) যুদ্ধলব্ধ মালেরই অংশ, যা মুসলমানদের (যোদ্ধা) প্রাপ্য এবং যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে বাড়তি ভাবে কোন সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র ইমামের দেওয়া উচিত নয়।[৩৩]

২১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

২১৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ মুসলমানদের জন্য সেই সম্পত্তি খুবই কম এবং অতিরিক্ত অংশ যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করার পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে।[৩৪]

২১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অতিরিক্ত অংশের প্রতিশ্রুতি কিভাবে করা যেতে পারে ?

২১৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ অতিরিক্ত অংশের প্রতিশ্রুতি তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন ইমাম বলেন "যে কেউ (একক যুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে) হত্যা করবে, সে নিহত সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধাস্ত্র লাভের অধিকারী হবে এবং সে যা লাভ করে তা তার নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে।"[৩৫] এই ধরনের প্রতিজ্ঞা যুদ্ধের সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশংসনীয়। এই ঘটনা ইব্রাহীম (আল-নাখঈ) থেকে হাম্মাদ (আবি সুলায়মান), তাঁর থেকে আবু হানীফা এবং তাঁর থেকে মুহাম্মদ (আল-হাসান) বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

২১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যোদ্ধা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে ঘোড়ার খাদ্য গ্রহণ করে এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসার পরও সেই খাদ্যের কিছুটা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেই খাদ্যের ব্যাপারে তার কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

২১৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল যদি বণ্টন করা না হয় তাহলে তার (ঘোড়ার খাদ্য) ফেরত দিতে হবে ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল যদি বণ্টন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা (ঘোড়ার খাদ্য) বিক্রি করে সেই অর্থ গরীবকে দিয়ে দিতে হবে।[৩৭]

২২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সেই যোদ্ধা যুদ্ধরত এলাকায় অপর কোন যোদ্ধাকে তা ধার দিয়ে থাকে ?

২২১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তার জন্য তা ফেরত নেওয়া উচিত হবে না।'

www.pathagar.com

মহিলাদের দাসত্বমোচন ও শিশু যুদ্ধবন্দী[৩৯]

২২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কোন যোদ্ধা যদি কোন ছেলে বা মেয়ে ভৃত্যকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই দাসত্বমোচন কি আইনানুমোদিত হবে ?

২২৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

২২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন, সে তো যুদ্ধলব্ধ মালের একটা অংশ পাওয়ার অধিকারী।

২২৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সে জানে না যে তার অংশ কি হবে।[৪০]

২২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যোদ্ধা (যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে) কোন ক্রীতদাসীর সাথে যৌন মিলন সম্পাদন করে এবং এতে ক্রীতদাসী যদি গর্ভবতী হয় এবং সেই যোদ্ধা যদি ক্রীতদাসীর সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করে ?

২২৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ শাস্তি (জেনা ও বিবাহিত অথবা অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের যৌন সংগমের জন্য) তুলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে (যোদ্ধাকে) "উকর"[৪১] (বৈবাহিক দান) দিতে হবে এবং ক্রীতদাসী ও তার সন্তান যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে থাকবে। উক্ত সন্তানের পিতৃত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।[৪২]

২২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যোদ্ধা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কিছু চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন ?

২২৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

২৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

২৩১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সে চুরি করা যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে একটি অংশের অংশীদার।[৪৩]

২৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যখন কোন যোদ্ধা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে এমন একজন দাসকে চুরি করে আনে যে তার (যোদ্ধার) সেনাবাহিনীতে থাকার সময় সেবা করেছিল, এক্ষেত্রে আপনি কি একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ?

www.pathagar.com

২৩৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রেও তার (যোদ্ধার) হাত কাটা উচিত হবে না।[৪৪]

২৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যোদ্ধার পিতা, মাতা, পুত্র, স্ত্রী, ভাই বা নিকট আত্মীয়ের অপর কেউ, যে আইনগতভাবে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে—এমন কাউকে যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্য থেকে চুরি করে আনা হলে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি কি মনে করেন ?

২৩৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। কারও হাতই কাটা যাবে না।

২৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পর যদি কোন বন্দী—পুরুষ অথবা মহিলা দাস—দশ অথবা একশ জন যোদ্ধার ভাগে পড়ে[৪৫] (এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য বন্টন শুরু না হলে) এবং যোদ্ধাদের[৪৬] মধ্যে একজন যদি তাকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই দাসত্বমোচন আইনানুমোদিত বলে আপনি কি মনে করেন ?

২৩৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। যদি তারা (মুসলমান দল যারা তাদেরকে মুক্ত করেছে) সংখ্যায় একশ বা তার কম হয়। এক্ষেত্রে আমি কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করব না।[৪৭]

২৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মুক্ত দাসরা কি সেই দাসদের মত হবে যাদের মালিক অংশীদার এবং যাদের মধ্যে কেউ তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।

২৩৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৪৮]

২৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই অবস্থা কি পূর্বের ঘটনার চেয়ে আলাদা যেখানে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বেই দাসকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং যেক্ষেত্রে আপনি মনে করেন যে সেই দাসত্বমোচন সমর্থনযোগ্য নয় ?

২৪১। তিনি উত্তর দিলেনঃ দুটো অবস্থাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু প্রথম ঘটনায় আমি সাদৃশ্য ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন করাই উত্তম মনে করি এবং তার পরিবর্তে "ইস্‌তিহসান" (ব্যবহার তাত্ত্বিকের অগ্রাধিকার)[৪৯] অনুসরণ করা উচিত এবং এই মত গ্রহণ করা হলে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে দাসত্বমোচন সমর্থনযোগ্য নয়।

২৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সেনাবাহিনী যদি একজন মহিলাকে (বিবাহিত) তার স্বামীকে বন্দী করার এক বা দু'দিন আগে বন্দী করে, তাহলে তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক কি বৈধ থাকবে ?

www.pathagar.com

২৪৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৫০]

২৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি তাদের বন্দী হওয়ার সময় তিনবার ঋতুস্রাব হওয়ার সময়ের সমান হয় বা স্ত্রী যদি তিনবার ঋতুস্রাব প্রত্যক্ষ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু যুদ্ধরত এলাকা থেকে সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পূর্বে তার স্বামী যদি বন্দী ও পরে মুসলমান হয়, সেক্ষেত্রে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কি বৈধ থাকবে ?

২৪৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

২৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

২৪৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া না পর্যন্ত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এমনভাবে বিবেচিত হবে যেন তারা একই সাথে বন্দী হয়েছে।[৫১]

২৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি স্বামী স্ত্রীর আগে এবং স্ত্রী স্বামীর পরে বন্দী হয়, তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কি অপরিবর্তিত থাকবে ?

২৪৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

২৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি স্বামী বা স্ত্রীর যে কোন একজনকে বন্দী করে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপর জনকে পরে বন্দী করা হয়, তা হলে ?

২৫১। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক তখন আর বৈধ থাকবে না।[৫২]

২৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

২৫৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদের দু'জনের একজনকে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অন্যজনের পূর্বে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।[৫৩]

২৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এ রকম কেন হবে ?

২৫৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ যদি এই স্ত্রী বন্টনের ফলে কোন মুসলমানের ভাগে পড়ে এবং মুসলমান হয় তাহলে সেই মুসলমান ব্যক্তি কি উক্ত মহিলার সাথে যৌন-সংযোগ স্থাপন করতে বা ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারে না ?

www.pathagar.com

২৫৬। আমি বললামঃ হ্যাঁ, পারে।

২৫৭। তিনি বললেনঃ আপনি কি মনে করেন না যে তার বিবাহ বন্ধন বাতিল হয়েছে? যুদ্ধরত এলাকায় অবস্থিত তার স্বামী যদি তার সাথে কখনও বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং স্ত্রী যদি তার সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিন্ন না করে, তাহলে সেই মহিলার সাথে মুসলমানদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার বা বিয়ে করার অধিকার নেই। কিন্তু তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে উক্ত মহিলা মুসলমানের জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে[৫৪] "আর সধবা নারী সকলকে, কিন্তু (যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে) যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে (তারা হালাল)।" এই সূরা অবতীর্ণ হয় একজন মহিলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উক্ত মহিলার স্বামী ছিল এবং সে (মহিলা) বন্দী হয়। এক ঋতুস্রাব সময় (সে গর্ভবতী ছিল না একথা নিশ্চিত হয়ে) অপেক্ষা করার পর তার নতুন প্রভু তার সাথে যৌন-সংযোগ স্থাপন করে। মহানবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অমুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া কোন গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসব করার পূর্বে তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন এবং সে যে গর্ভবতী নয় তা প্রমাণ করার জন্য এক ঋতুকাল সময় অপেক্ষা না করে তিনি তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫]

২৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন লোক যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে (নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস) কাপড়-চোপড়, পশু পায় যার মালিক সে পূর্বে ছিল এবং অবিশ্বাসীরা তার কাছ থেকে তা দখল করে নেয়, তাহলে তার পূর্বের মালিকানার অধিকার বলবৎ থাকবে বলে কি আপনি মনে করেন?

২৫৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে মালিক যদি সেগুলি খুঁজে পায়, তা হলে তার জন্য কোন অর্থ প্রদান না করেই সে তা গ্রহণ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হয়ে গেলে সে অর্থের বিনিময়ে তা গ্রহণ করার অধিকারী।[৫৬]

২৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি কোন কিছুর দাবী করে, তাহলে তার দাবী কি গ্রহণীয় হবে?

www.pathagar.com

২৬১। তিনি উত্তর দিলেনঃ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তার দাবী গ্রহণীয় হবে না।

২৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার কাছ থেকে যে বস্তু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা যদি দীনার (সোনা), দিরহাম (রৌপ্য) এবং তামার মুদ্রা হয় এবং তার পক্ষে যদি সাক্ষী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয় ?

২৬৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের পূর্বে সে যদি তা পায় তাহলে সে তা ফেরত নিতে পারে, কিন্তু সে যদি তা পরবর্তী সময়ে পায়, তা হলে তার কোন অধিকার আর বলবৎ থাকবে না।

২৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

২৬৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ এইগুলি হল সোনা (দীনার), রূপা (দিরহাম) এবং তামার মুদ্রা এবং এইগুলি সে এসবের মূল্য প্রদান করেই ফেরত নিতে পারে। সুতরাং সে যা দিচ্ছে ঠিক তাই ফেরত পাচ্ছে।

২৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন ভৃত্য শত্রু এলাকায় পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাকে বন্দী করে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসার পর তার প্রথম মালিক যদি তাকে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে বা পরে তাকে দেখতে পায়, তাহলে কি করা হবে ?

২৬৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যকে যদি তার প্রভু পায় তাহলে সে উক্ত ভৃত্যের মূল্য বা অন্য কিছু প্রদান করা ছাড়াই তাকে ফেরত পেতে পারে।

২৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

২৬৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ যেহেতু অবিশ্বাসীরা উক্ত ভৃত্যকে বৈধভাবে কোন নিরাপদ এলাকায় রাখেনি (অর্থাৎ তারা তাকে বৈধভাবে লাভ করে নি) সেহেতু তাদের কাছে পালিয়ে আসা ভৃত্য এবং তাদের দ্বারা বন্দী ও নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা ভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।[৫৮]

২৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের মালিক তার ভৃত্যকে এমন একজনের তত্ত্বাবধানে দেখতে পান যে উক্ত ভৃত্যকে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে পেয়েছে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী মালিকের কাছ থেকে ভৃত্যকে নেওয়া হলে তাকে কি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ?

www.pathagar.com

২৭১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। ইমামের উচিত তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। সরকারী ধনাগার থেকে ইমাম ভৃত্যের মূল্য বাবদ অর্থ পরিশোধ করবেন।[৫৯]

২৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের মালিক যদি যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়া অংশের অধিকারী ব্যক্তির কাছে তার ভৃত্যকে না পান এবং তিনি যদি এমন এক ব্যক্তির কাছে তার ভৃত্যকে পান, যে ব্যক্তি উক্ত ভৃত্যকে যুদ্ধরত এলাকা থেকে ক্রয় করেছে, সেক্ষেত্রে কি করা উচিত ?

২৭৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের মূল মালিক কোন অর্থ প্রদান না করেই সেই ভৃত্যকে ফিরিয়ে নিতে পারে, কারণ উক্ত ভৃত্যকে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা বৈধভাবে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় নি। পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যকে নিরাপদ স্থানে কেউ নিয়ে আসুক এটা উক্ত ভৃত্যের বৈধ পাওনা নয়। পালিয়ে যাওয়া ভৃত্য ও বন্দী করা ভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। অবিশ্বাসীরা যদি উক্ত ভৃত্যকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে লাভ করে এবং মূল মালিক যদি তাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পায় যে ব্যক্তি তাকে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তাহলে মূল্য প্রদান করে ফিরিয়ে নেওয়ার (যদি সে ইচ্ছা করে) অগ্রাধিকার তার থাকবে। এটা আবু হানীফার মত।

যা হোক, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (বিন-আল হাসান) এই মত সমর্থন করেন যে, যদি কোন ভৃত্য পালিয়ে যায় এবং শত্রু কর্তৃক তাদের এলাকায় এসে বন্দী হয় তাহলে উক্ত ভৃত্যের আসল মালিক অর্থ প্রদান করে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে (উক্ত ভৃত্য মুসলমান কর্তৃক পুনরায় বন্দী হোক বা যুদ্ধরত এলাকা থেকে তাকে ক্রয় করা হোক—যেকোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন)।[৬০]

২৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যকে বন্দী করে এবং কোন ব্যক্তিকে তার উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে উক্ত ভৃত্যের মালিক যদি তাকে সেই ব্যক্তির কাছে দেখতে পায়, যে উপঢৌকন হিসাবে ভৃত্যকে লাভ করেছে, তাহলে কি করা উচিত ?

২৭৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া ভৃত্যের বর্তমান মালিকের কাছ থেকে আসল মালিক অর্থের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে।[৬১]

www.pathagar.com

২৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের মালিক যদি তার ভৃত্যকে যুদ্ধরত এলাকার এমন এক ব্যক্তির কাছে পায় যে তাকে মাল হিসেবে গণনাযোগ্য বস্তু হিসেবে বা ওজনের বস্তু হিসেবে ক্রয় করেছে, তাহলে সেই ভৃত্যের আসল মালিক তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে ?

২৭৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ভৃত্যকে যে মালের পরিবর্তে পাওয়া গিয়েছিল, সেই মালের অর্থ প্রদান করে আসল মালিক তার ভৃত্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

২৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পরিমাণগত বা ওজনযোগ্য মালের পরিবর্তে যদি ভৃত্যকে কেনা হয়, তাহলে ?

২৭৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সমানুপাতিক ওজন বা পরিমাণগত মালের পরিবর্তে সে তার ভৃত্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

২৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের বর্তমান মালিক যদি তাকে অপর কারও কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে আসল মালিক তাকে কিভাবে ফিরিয়ে আনবে ?

২৮১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ভৃত্যের আসল মালিক হয় তাকে অর্থের বিনিময়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন অথবা তার মালিকানা ছেড়ে দিতে পারেন।

২৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মালিকের কি এই মর্মে শপথ নিতে হবে যে, সে উক্ত ভৃত্যকে নির্দিষ্ট অংকের অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেছে ?

২৮৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

২৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আসল মালিক যদি এই মর্মে সাক্ষী উপস্থিত করে যে, সে যা দাবী করেছিল তার চেয়ে কম অর্থে সে উক্ত ভৃত্যকে ক্রয় করেছে, তাহলে কি করা হবে ?

২৮৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আসল মালিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

২৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসী কর্তৃক যদি সেই ভৃত্য বন্দী হয়ে কোন মুসলমানের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রিত হয় এবং উক্ত ভৃত্য যদি পুনরায় অবিশ্বাসী কর্তৃক বন্দী হয়ে পাঁচশ দিরহামে অপর মুসলমানের কাছে বিক্রিত হয় এবং যৌথভাবে এই দুই মালিক যদি সেই

www.pathagar.com

ভৃত্যকে দেখতে পায়, তাহলে সেই ভৃত্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দুই মালিকের মধ্যে কার অগ্রাধিকার থাকবে ?

২৮৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আসল মালিকের চেয়ে ভৃত্যের জন্য এক হাজার দিরহাম প্রদানকারী প্রথম ক্রেতার অগ্রাধিকার থাকবে। তিনি দ্বিতীয় ক্রেতাকে পাঁচশ দিরহাম দিয়ে উক্ত ভৃত্যের মালিকানা লাভ করতে পারবেন। তিনি যদি তা করেন তাহলে আসল মালিককে এই মর্মে বলা উচিত হবে যে, আসল মালিক পনের'শ দিরহাম দিয়ে তাঁর ভৃত্যকে ফিরিয়ে নিতে পারেন অথবা তার মালিকানা ত্যাগ করতে পারেন।[৬২]

২৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির দাবী প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশী থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের নিয়ম কেন ?

২৮৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ যে এক হাজার দিরহাম প্রদান করেছে তার দাবী অগ্রগণ্য। কারণ আমরা যদি পাঁচশ দিরহাম খরচ করার জন্য আসল মালিকের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে এক হাজার দিরহাম প্রদানকারী ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি সাধিত হবে।

২৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক হাজার দিরহাম প্রদানকারী ব্যক্তির কাছে ভৃত্যের আসল মালিক তার ভৃত্যকে যদি দেখতে পায়, তাহলে সে তার ভৃত্যের দাবী করতে পারে কিনা ?

২৯১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

২৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

২৯৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আপনি কি মনে করেন না যে দু'জন ক্রেতা এক সঙ্গে এসে যদি এক হাজার দিরহাম প্রদানকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় ক্রেতাকে পাঁচশ দিরহাম দিয়ে উক্ত ভৃত্যের মালিকানা লাভ করতে চায় তাহলে তার দাবী কি অগ্রগণ্য হবে না ? আসল মালিক ইচ্ছা করলে পনের'শ দিরহাম দিয়ে তার ভৃত্যকে ফিরিয়ে পেতে পারে।

আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) বলেন যে, উক্ত ভৃত্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে টর্ট আইন ভঙ্গ করে, সম্পত্তি বিনষ্ট করে বা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এমন শত্রু কর্তৃক বন্দী হয় যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে টর্ট আইন বাতিলযোগ্য হবে। কিন্তু উক্ত ভৃত্যের মালিককে তার দেনা পরিশোধ করতে হবে।[৬৩]

www.pathagar.com

২৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি শত্রুরা ইসলাম গ্রহণ (না করে)[৮৪] এবং উক্ত ভৃত্য যদি কোন মুসলমান কর্তৃক ক্রীত হয় বা যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে মুসলমানরা যদি তাকে পায়, তাহলে কি করা উচিত ?

২৯৫। তিনি উত্তর দিলেন : টর্ট আইন সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কিন্তু ভৃত্যের মালিক কর্তৃক দেনা-পরিশোধ করতে হবে।

২৯৬। (আমি জিজ্ঞাসা করলাম :)[৮৫] ভৃত্যের আসল মালিক যদি তাকে তার মূল্য বা বাজার দর প্রদান করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ?

২৯৭। তিনি উত্তর দিলেন : তাহলে তিনি টর্ট আইন ও ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবেন।

২৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি হত্যা ইচ্ছাকৃত ও অবৈধ হয় ?

২৯৯। তিনি উত্তর দিলেন : উল্লেখিত অবস্থার কোনটিতেই অবৈধ হত্যা বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৩০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন শত্রু কোন বিশ্বাসীর ভৃত্য বা অন্য কোন সম্পত্তি নিয়ে নেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা তা যুদ্ধ-লব্ধ মাল হিসেবে লাভ করে এবং তাদের যে কোন একজনকে এইসব জিনিস তার অংশ হিসেবে বন্টন করে দেয় এবং যদি উক্ত মুসলমান সেই ভৃত্যকে লাভ করার পর তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেয় (যদি সে পুরুষ ভৃত্য হয়) অথবা মালিকের মৃত্যু হলে সে মুক্ত হবে বলে শর্ত আরোপ করে বা উক্ত ভৃত্য যদি মহিলা হয় এবং তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করার ফলে সে যদি গর্ভবতী হয়, বা মালিকানার এমন সম্পত্তির সাথে তা সম্পর্কযুক্ত, যা বিনষ্ট করা হয়েছে (যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে) তাহলে আসল মালিকের দাবী করার কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন ?

৩০১। তিনি উত্তর দিলেন : না। কিন্তু আসল মালিক যদি তা ব্যক্তি-গতভাবে প্রত্যক্ষ করে তাহলে সে ইচ্ছা করলে উক্ত সম্পদ খরচ করার পূর্বেই অর্থের বিনিময়ে লাভ করার দাবী জানাতে পারে।

৩০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি সে প্রত্যক্ষ করে যে মহিলা ভৃত্যের নতুন মালিক তাকে অপর একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, তাহলে আসল মালিক কি মহিলা ভৃত্যের মূল্য প্রদান করে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে ?

www.pathagar.com

৩০৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৬৭]

৩০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলা ভৃত্যকে কি তার স্বামীর কাছ থেকে পৃথক করা হবে?

৩০৫। তিনি উত্তর দিলেন: না। সে এবং তার স্বামী বিবাহিত অবস্থায় থাকবে এবং আসল মালিকের এমন কি "উকর" (বৈবাহিক দান) এর দাবীও থাকবে না।

৩০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত মহিলা ভৃত্য যদি একটি সন্তান প্রসব করে তাহলে সেই মহিলা ভৃত্যকে এবং তার সন্তানকে ফিরিয়ে আনার অধিকার কি আসল মালিকের থাকে?

৩০৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

৩০৯। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ সন্তানটি সেই মহিলা ভৃত্যের গর্ভ থেকে প্রসব করেছে এবং শিশুটি একজন ব্যক্তি হিসেবে বিদ্যমান।

৩১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: নতুন মালিক যদি উক্ত সন্তানকে মুক্ত করে দেয় বা তাকে বিক্রি করে অর্জিত অর্থ খরচ করে ফেলে বা তাকে ভৃত্য হিসেবে রেখে তার অর্জিত অর্থ খরচ করে ফেলে, (সেক্ষেত্রে কি করা উচিত)?

৩১১। তিনি উত্তর দিলেন: নতুন মালিক যে অর্থ প্রদান করেছিল সেই অর্থ প্রদান করে আসল মালিক ইচ্ছা করলে সেই মহিলা ভৃত্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে বা ইচ্ছা করলে তার মালিকানা প্রত্যাহার করতে পারে।

৩১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলা ভৃত্যের মালিক যদি তাকে বিয়ে করে এবং তার 'উকর' গ্রহণ করে বা তার হাত যদি কেটে ফেলা হয় এবং তার মালিক যদি সেই ভৃত্যের শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত দেয়া অর্থে অর্থাৎ আর্স[৬৮] (কতিপয় আঘাতের জন্য শাস্তি) গ্রহণ করে তাহলে নতুন মালিক কর্তৃক গৃহীত 'উকর' বা 'আর্স' থেকে আসল মালিক কি কোন কিছু পাওয়ার অধিকারী হবে?

৩১৩। তিনি উত্তর দিলেন: না।

www.pathagar.com

৩১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

৩১৫। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ আসল মালিক যদি উকর বা আর্স পাওয়ার অধিকারী হয়, তাহলে সেই ত্রুটিপূর্ণ অংগের মহিলা ভৃত্যকে ফিরে পাওয়ারও সে অধিকারী হবে—যার সমান অর্থ মোট মূল্য থেকে বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু তা অবৈধ এবং কোন কিছু বাদ দেওয়া উচিত নয়।

৩১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দ্বিতীয় মালিক সেই মহিলা ভৃত্যকে যদি শত্রুর কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই মহিলা যদি অন্ধ হয়ে যায় বা অন্য কোন ভাবে তার অঙ্গহানি হয়, যাতে তার মূল্য অর্ধেক কমে আসে তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আসল মালিককে কি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে হবে বা তার মালিকানা প্রত্যাহার করতে হবে ?

৩১৭। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।[৬১]

৩১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দ্বিতীয় মালিক যদি তাকে মুক্ত করে দেয় তাহলে সেই মহিলা বৈধভাবে মুক্ত বলে কি আপনি মনে করেন ?

৩১৯। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৩২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেই মহিলার একজন মালিক থাকা সত্ত্বেও আপনি তার দাসত্বমোচন কিভাবে অনুমোদন করেন ?

৩২১। তিনি উত্তর দিলেন : মহিলা ভৃত্যটির মালিক দ্বিতীয় জন ছাড়া কেউ নয়। আসল মালিক অর্থের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে আনার অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : উক্ত মহিলা ভৃত্যের সব কিছু জানা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মালিক কি তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করতে পারে ?

৩২৩। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৩২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন মহিলা ভৃত্যের মালিক একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক য়াতিম হয় এবং মহিলা ভৃত্যটি যদি শত্রু কর্তৃক বন্দী হয়ে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রিত হয়, তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক য়াতিমের অভিভাবক কি অর্থের বিনিময়ে সেই মহিলা ভৃত্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

www.pathagar.com

৩২৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অভিভাবক কি নিজের জন্য তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে?

৩২৭। তিনি উত্তর দিলেন: না। অপ্রাপ্তবয়স্ক য়াতিমের পক্ষে ছাড়া সে তাকে তার নিজের জন্য ফিরিয়ে আনতে পারে না।

৩২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন পিতা যদি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের জন্য একজন মহিলা ভৃত্য ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে কি আপনি এই মত পোষণ করেন?

৩২৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন মহিলা ভৃত্য এক হাজার দিরহামে বন্ধক থাকে—যা তার মূল্যের সমান—এবং সে যদি শত্রু কর্তৃক বন্দী হয়ে অপর একজন লোকের নিকট এক হাজার দিরহামে বিক্রিত হয় তাহলে সেই মূল্য পরিশোধ করে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আসল মালিকের অগ্রাধিকার থাকবে বলে আপনি কি মনে করেন?

৩৩১। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি তার প্রথম মালিকের মালিকানায় থাকে তাহলে সেই মহিলা ভৃত্য কি তার পূর্বেকার অবস্থা তথা এক হাজার দিরহামে বন্ধক অবস্থায় থাকবে?

৩৩৩। তিনি উত্তর দিলেন: না। আপনি কি মনে করেন প্রথম মালিক তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে পুনরায় ক্রয় করেছেন? তার অবস্থা এই রকম যে, যেন সে একটা অন্যায় করেছে এবং যে ব্যক্তি তাকে বন্ধক হিসেবে রেখেছিল সেই এই অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেছে এবং আসল মালিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে (তার দেনার জন্য) বন্ধক রেখেছে। যাহোক, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধক হিসেবে রেখেছিল আসল মালিক সে অর্থ দিয়ে উক্ত মহিলা ভৃত্যকে পুনরায় ক্রয় করে তাকে উদ্ধার করেছে—তাকে সেই অর্থ প্রদান করতে পারে যদি তা তার দেনার পরিমাণের চেয়ে কম হয়, এক্ষেত্রে উক্ত মহিলা বন্ধকীর কাছে বন্ধক থাকবে তবে সে ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতে পারে বা তার মালিকানা প্রত্যাহার করতে পারে।

www.pathagar.com

৩৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন লোক একজন ভৃত্যকে (পুরুষ বা মহিলা) গচ্ছিত, ভাড়া বা ধার হিসেবে পায় এবং সেই ভৃত্য (পুরুষ বা মহিলা) যদি শত্রু কর্তৃক বন্দী হয়ে নিরাপদ স্থানে নীত হয় এবং তখন অন্য একজন লোক ক্রীত হয় তাহলে গচ্ছিত, ভাড়া বা ধার হিসেবে পাওয়া ভৃত্যের অধিকারী ব্যক্তি কি সেই ভৃত্যকে পুনরায় ক্রয় করার অধিকারী হবে বলে আপনি মনে করেন?

৩৩৫। তিনি উত্তর দিলেন: তার এ ধরনের কোন অধিকার নেই।

একক যোদ্ধা কর্তৃক মহিলা ভৃত্য বন্দী ও মুসলিম শিবির থেকে যুদ্ধরত এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ প্রসঙ্গে[৭০]

৩৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইমাম যদি তাঁর সঙ্গীদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট ভাগের (অস্ত্র শস্ত্র) ওয়াদা দিয়ে বলেন, 'শত্রুদের কাছ থেকে যে যা' লাভ করবে, সে সেই জিনিসের মালিক হবে" এবং (অধিকৃত মালের) সব কিছুই তাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখে; এবং কোন মুসলমান যদি একজন মহিলা ভৃত্যকে বন্দী করে তাহলে সেই যোদ্ধা উক্ত মহিলা ভৃত্যের সাথে এক ঋতুকাল সময় অপেক্ষা করে কি তার সাথে যুদ্ধরত এলাকায় যৌন সংযোগ স্থাপন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩৩৭। তিনি উত্তর দিলেন: (না) তার এ ধরনের কিছু করার অধিকার নেই।[৭১]

৩৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সেই মহিলা ভৃত্য যদি কোন কিতাবী মহিলা হয়?

৩৩৯। তিনি উত্তর দিলেন: সে একজন কিতাবী মহিলা হলেও।

৩৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাকে নিরাপদ স্থানে এবং দার-উল-ইসলাম-এ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই বিধান কি বলবৎ থাকবে?

৩৪১। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তাকে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে বিক্রি করার অধিকারও কি তার থাকবে না?

৩৪৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। (বিক্রি করার অধিকার থাকবে না।)

৩৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি একদল সৈন্য কোন দুর্গ বা শিবির থেকে বেরিয়ে শত্রুদের মাল দখল এবং কিছু লোককে বন্দী করে

www.pathagar.com

তাহলে ঐ যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকী অংশ একদল যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৩৪৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৩৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই দল যদি একজন সৈন্য সমবায়ে গঠিত হয় তাহলেও কি এই বিধান কার্যকরী হবে ?

৩৪৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৭২]

৩৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উক্ত দল যদি শিবির থেকে ইমামের অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে যায় ?

৩৪৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলেও অর্জিত যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে নিতে হবে।[৭৩]

৩৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই ধরনের বিধান হবে কেন ?

৩৫১। তিনি উত্তর দিলেনঃ দুর্গ এবং শিবিরের সেনাবাহিনী তাদের জন্য যেহেতু সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত সেহেতু তারা যা লাভ করবে তাতে দুর্গের লোকদেরও অংশ থাকবে।

৩৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যোদ্ধারা যদি আল-মাসিয়া[৭৪] বা মালাতিয়ার[৭৫] মত বড় শহর থেকে যাত্রা করে এবং ইমাম যদি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং সেই বাহিনী যদি শত্রুদের মাল হস্তগত করে তাহলে তারা যে শহর থেকে যাত্রা করেছিল সেই শহরের অধিবাসীদের কি এই মালের অংশ থাকবে ?

৩৫৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৩৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

৩৫৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই শহরগুলো আল-শাম (সিরিয়া)-এর মত বড় শহর।

৩৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি এক বা দুইজন মানুষ কোন শহর বা নগর থেকে যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল দখল করে তাহলে সেই মালের মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত করা উচিত হবে কি ?

www.pathagar.com

৩৫৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদের অর্জিত মাল থেকে রাষ্ট্রের জন্য এক-পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট করে রাখা ঠিক হবে না। কারণ এই দু'জনের অবস্থা ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির সমান যারা যা লুন্ঠন করে তা তাদেরই অধিকারে রেখে দেয়। এই মাল তাদেরই প্রাপ্য।[৭৭]

৩৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইমাম যদি সেনাবাহিনীর যাত্রার পূর্বে কোন একজন গুপ্তচরকে আগে পাঠান এবং সে যুদ্ধলব্ধ মাল অধিকার করে তাহলে সেই মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য এবং বাকী অংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত বলে আপনি কি মনে করেন ?

৩৫৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৭৮]

৩৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দু'জন ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির ঘটনা এবং পরবর্তী ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩৬১। তিনি উত্তর দিলেনঃ পরবর্তী ঘটনায় সেনাবাহিনীর একজন সৈন্য ইমাম কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল এবং তার সাহায্যকারী ছিল সেনাবাহিনী। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনায় দু'জন লোক সেনাবাহিনী থেকে যায়নি, তারা ইমামের অনুমতি ছাড়া শহর থেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গিয়েছিল।

৩৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দু'জন ভাগ্যান্বেষী যদি একজন মহিলা ভৃত্যকে লাভ করে এবং তাদের মধ্যে একজন যদি অপর জনের অংশ কিনে নেয় তাহলে যুদ্ধরত এলাকায় থাকার সময়েও সেই ব্যক্তির কি উক্ত মহিলা ভৃত্যের সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করার অধিকার থাকবে ?

৩৬৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৩৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ? যেহেতু সে এক-পঞ্চমাংশের আওতাভুক্ত নয় এবং সে ব্যক্তি যেহেতু তার মালিক ?

৩৬৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ যেহেতু সে তাকে তখনও নিরাপদ স্থানে এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যায়নি।

৩৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তার অঙ্গীকারের আওতায় যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে, একজন খৃস্টান মহিলা ভৃত্য ক্রয় করে এবং উক্ত মহিলা ভৃত্য যে গর্ভবতী নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক ঋতুকাল সময় অপেক্ষা করে তাহলে সেই মহিলা ভৃত্যের সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করার অধিকার কি তার থাকবে ?

www.pathagar.com

৩৬৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি সে ইচ্ছা করে।[৮০]

৩৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরবর্তী ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩৬৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ দুটো ঘটনা এক রকম নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের অধিকারী (দার-উল-হরব-এ) এবং সে কেনা-বেচা করতে পারে। কিন্তু অপর ঘটনায় উক্ত ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের অধিকারী নয়। কোন মুসলিম বাহিনী যদি যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে উক্ত মহিলা ভৃত্যের অধিকারী দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় তাহলে তারা কি সেনাবাহিনী কর্তৃক অর্জিত মাল এবং উক্ত মহিলা ভৃত্যের বন্টনের ব্যাপারে শরীক হতে পারবে বলে আপনি মনে করেন; অপরপক্ষে সেনাবাহিনী যদি মুসলমান (ব্যবসায়ী)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, যে মহিলা ভৃত্যকে ক্রয় করেছে, সেক্ষেত্রে সে যা ক্রয় করেছে তার উপরে তাদের কোন অংশ থাকবে না এবং তার অধিকারে যা কিছু থাকবে তার বিপক্ষে তাদের কিছু করণীয় নেই। যা হোক, যুদ্ধরত এলাকায় কোন মুসলমানকে আমি তার স্ত্রী বা তার মহিলা ভৃত্যের সাথে যৌন সংযোগ সমর্থন করি না, কেননা সেখানে তার সন্তান-সন্ততি জন্মের সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩৭০।। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে নিয়মিতভাবে অংশ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তির যদি একজন বৃদ্ধ পিতা বা সন্তান থাকে, যাদের সাহায্য করা প্রয়োজন, তাহলে সেই ব্যক্তির পিতা মাতা এক-পঞ্চমাংশ থেকে আংশিকভাবে পাওয়ার অধিকারী হলে আপনি কি মনে করেন ?

৩৭১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৩৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বাকী যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টনের মত এক-পঞ্চমাংশ কি বন্টন করা উচিত ?

৩৭৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। সাদকা গ্রহণকারীদের মধ্যেই শুধু এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করা উচিত—যারা যুদ্ধলব্ধ মাল গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে নয়।[৮১]

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা (দারউল-ইসলাম) এবং যুদ্ধরত এলাকার (দার-উল-হরব) মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক[১]

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ও যুদ্ধরত এলাকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য[২]

৩৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মহিলা ভৃত্যকে যদি তার প্রভু অন্য কারো সাথে বিয়ে দেয় এবং তারপর সে শত্রু কর্তৃক বন্দী হয় এবং তৎপর কোন মুসলমান যদি তাকে ক্রয় করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে আসে এবং সেই মহিলা ভৃত্য যদি তার ধর্ম পরিবর্তন না করে তাহলে কি আপনি মনে করেন যে সেই মহিলা ভৃত্য ও তার স্বামী তখনও বিবাহিত বলে বিবেচিত হবে ?

৩৭৫। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৩]

৩৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তার বৈবাহিক সম্পর্ক নাকচ করার জন্য শত্রু কর্তৃক তার বন্দী হওয়া, প্রভু কর্তৃক বিক্রিত হওয়ার চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হবে কিনা ?

৩৭৭। (তিনি উত্তর দিলেন) : (না), কারণ তার প্রভু তাকে অন্য কারো নিকট বিক্রি করলেও তার বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ থাকবে।

৩৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন মুসলমান ব্যবসায়ী যুদ্ধরত এলাকায় অবস্থান করে এবং অবিশ্বাসীরা যদি মুসলমানদের অর্জিত যুদ্ধলব্ধ মাল, যার মধ্যে ভৃত্য ও অন্যান্য জিনিস আছে, দখল করে নেয় এবং সেই মুসলমান ব্যবসায়ী যদি একথা জানে যে এই সব মাল মুসলমানদের কাছ

www.pathagar.com

থেকে দখল করে নেওয়া হয়েছে, তবু কি তার পক্ষে সে সমস্ত মাল কেনা এবং মহিলা ভৃত্যের সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করা, পশুর উপরে আরোহণ করা, বা খাদ্য খাওয়া কি উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৩৭৯। তিনি উত্তর দিলেন ? হ্যাঁ। কিন্তু উক্ত মহিলা ভৃত্যকে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আনার পূর্বে তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করা আমি সমর্থন করি না।[৪]

৩৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ? কেন, বিশ্বাসীরা যা করেছে তা অবৈধ বলে ?

৩৮১। তিনি উত্তর দিলেন ? কারণ অবিশ্বাসীরা ভৃত্যদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল এবং এভাবে তারা তাদের বৈধ মালিক হয়েছিল। ভৃত্যের মালিক থাকা অবস্থায় অবিশ্বাসীরা যদি মুসলমান হয় বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে যদি 'যিম্মী' হয় তাহলে তারা কি উক্ত ভৃত্যের বৈধ মালিক বলে গণ্য হবে বলে আপনি মনে করেন না ?

৩৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসীরা যদি একজন মুক্ত ব্যক্তি, একজন "উম-ওয়ালাদ",[৫] "মুদাব্বার",[৬] বা "মুকাতাব"[৭] ব্যক্তিকে বন্দী করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং তৎপর তার অধিকারে থাকা অবস্থায় তারা মুসলমান হয় বা শান্তি-চুক্তির মাধ্যমে ' যিম্মী" হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তার বৈধ সামাজিক অবস্থা কি হবে ?

৩৮৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে—মুক্ত মানুষ থাকবে, মুদাব্বার তার নিজস্ব অবস্থায় বর্তমান থাকবে। উম-ওয়ালাদ উম-ওয়ালাদই থাকবে এবং মুকাতাদ থাকবে তার নিজস্ব মর্যাদায় আসীন।[৮]

৩৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মালিক যদি মুসলমান হয় বা ভৃত্যকে যদি বিক্রি করে দেয় তা'হলে কি এই বিধান কার্যকরী হবে ?

৩৮৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৯]

৩৮৬ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা প্রত্যেকেই কি ক্ষতিপূরণ ছাড়া তাদের নিজেদের লোকের কাছে ফিরে যেতে পারবে ?

৩৮৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[১০]

www.pathagar.com

৩৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন লোক (একজন মুসলমান ব্যবসায়ী) যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী কর্তৃক বন্দীকৃত একজন মুকাতাবকে বা কোন মুক্ত মানুষকে, যে তাকে ক্রয় করার অনুরোধ করেছিল, যদি ক্রয় করে এবং তৎপর উক্ত লোকসহ ব্যবসায়ী লোকটি যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে তাহলে যে মুক্ত মানুষ উক্ত ব্যবসায়ীকে তাকে ক্রয় করার কথা বলেছিল সে কি আগের মতই মুক্ত থাকবে এবং মুকাতাব ব্যক্তি কি আগের অবস্থায়ই থাকবে? ফলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি যে অর্থ প্রদান করেছিল তা তার লোকসান হবে?

৩৮৯। তিনি উত্তর দিলেন: না। ব্যবসায়ী যে অর্থ প্রদান করেছে তা তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মুকাতাব ও মুক্ত মানুষকে দিতে হবে, যেহেতু তারা তাদেরকে ক্রয় করার অনুরোধ জানিয়েছিল; অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পূর্বতন সামাজিক মর্যাদায় সমাসীন থাকবে।[১১]

৩৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত ব্যবসায়ী যদি তাদের সম্মতি ছাড়াই তাদেরকে ক্রয় করে থাকে?

৩৯১। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাদের ওপর তার কোন দাবী

৩৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মুসলমানদের কোন ভৃত্য যদি যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী কর্তৃক ধৃত হয় এবং তাদের শাসনকর্তা যদি উক্ত এলাকার কোন লোকের নিকট তাকে বিক্রি করে এবং ক্রেতা যদি তাকে মুক্ত করে দেয় তাহলে এই দাসত্বমোচন কি বৈধ বলে আপনি মনে করেন?

৩৯৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৩৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

৩৯৫। তিনি উত্তর দিলেন: আপনি কি মনে করেন না যে শাসনকর্তা কর্তৃক উক্ত ভৃত্য মুসলমানের কাছে বিক্রিত হলেও এবং সেই মুসলমান যদি তাকে মুক্ত করে দেয় তা'হলে তার দাসত্বমোচন কি বৈধ হবে না এবং যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমান হয় তা'হলে তাদের অধিকারে যে সব ভৃত্য ছিল তারাও তাদের বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।[১২]

৩৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন ভৃত্য যুদ্ধরত এলাকার অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্রীত হয়, যে মুসলমান হয়ে তার ভৃত্য, পরিবারবর্গ

www.pathagar.com

ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, এক্ষেত্রে কি উক্ত ভৃত্য তার সম্পদ বলে বিবেচিত হবে ?

৩৯৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৩৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত ভৃত্যের পূর্বতন মালিক কি অর্থের বিনিময়ে তাকে পুনরায় ফেরত পেতে পারে ?

৩৯৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৪০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৪০১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ উক্ত ভৃত্যের সামাজিক মর্যাদা এমন হবে যেন সে অবিশ্বাসীদের অধীন ছিল যারা মুসলমান হয়েছে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার সময়ে তাদের অধিকারে যা ছিল তা তারা অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকারী (বা মুসলমান কর্তৃক তাদের এলাকা বিক্রিত হবে)।[১৩]

৪০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ভৃত্যের মালিক যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় "নিরাপত্তামূলক আচরণ"-এর আওতায় প্রবেশ করে এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করে যদি সে তার ভৃত্য বিক্রি করতে চায় তা'হলে উক্ত ভৃত্যের পূর্বতম মালিক অর্থের বিনিময়ে অগ্রাধিকার পাবে ?

৪০৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৪০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৪০৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আপনি কি মনে করেন না যে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যিম্মী হয় তাহলে শান্তিচুক্তি করার সময়ে তাদের অধিকারে যা ছিল তা তারা রেখে দিতে পারে।

৪০৬। (আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যিম্মী এবং মুস্তামিনদের ক্ষেত্রেও কি একই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা যাবে ?)[১৪]

৪০৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তারা এবং যাদেরকে "আমন" বা নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ের অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে তারা সমান আচরণ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু আমি মনে করি যিম্মীদের কাছে যে সমস্ত মুসলমান দাস-দাসী আছে তা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য তাদের বাধ্য করা উচিত।[১৫]

www.pathagar.com

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রার্থনার অধিকারী যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গে

৪০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি মুসলমান যোদ্ধারা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে গিয়ে যুদ্ধলব্ধ মাল নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয় এবং তাদের মধ্যে একজন যদি তার অংশ হিসেবে এমন একজন শিশু পুরুষ বা মহিলা ভৃত্য পায় এবং সে যদি ইসলাম বুঝার[১৬] মত বয়স হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে সেই শিশু ভৃত্য কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রার্থনার (মুসলমানের জানাযা) অধিকারী হবে ?

৪০৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যদি শিশুটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তার অবিশ্বাসী পিতামাতার বা তাদের দু'জনের যে কোন একজনের সাথে প্রবেশ করে এবং তার ধর্ম না বদলায় তাহলে সে (ইসলামী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা জানাযা) প্রার্থনার অধিকারী হবে না। যদি তার পিতামাতা বা দু'জনের যে কোন একজন মুসলমান অধ্যুযিত এলাকায় আসার পর মুসলমান হয় তাহলে উক্ত শিশুটি (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) প্রার্থনার অধিকারী হবে। যদি (অবিশ্বাসী) পিতা এবং পুত্র বিভিন্ন দিক থেকে একসাথে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে তাহলে সেই শিশু মারা গেলে ইসলামী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা জানাযা নামাযের অধিকারী হবে না। পিতা যদি পুত্রের পূর্বে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে তাহলে শিশুটি মারা গেলে জানাযা নামাযের অধিকারী হবে না কারণ সে তার অবিশ্বাসী পিতার সাথে প্রবেশ করেছে বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু পুত্র যদি পিতার পূর্বে প্রবেশ করে তা'হলে সে জানাযা নামাযের অধিকারী হবে। এই জন্য শিশুটি কেমনভাবে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করেছে তা বিবেচ্য বিষয় বলে আমি মনে করি-অন্য কিছু নয়। শিশুটির পিতামাতা যদি যুদ্ধরত এলাকায় থাকে এবং ইসলাম সম্পর্কে বুঝার পূর্বেই শিশুটি যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় মারা যায় তাহলে সে জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে।[১৭]

৪১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শিশুটির পিতামাতা যদি বন্দী হয় এবং তারা যদি কোন মুসলমানের অর্জিত সম্পদের অংশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় শিশুটি যদি মারা যায়, সেক্ষেত্রে শিশুটি কি জানাযা পাওয়ার অধিকারী হবে ?

www.pathagar.com

৪১১। তিনি উত্তর দিলেনঃ (না) সে জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী হবে না।

৪১২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ শিশুটির মৃত্যুর পূর্বেই যদি তার পিতা অবিশ্বাসী হিসেবে মারা যায় তাহলে সেই শিশুটি কি জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী হবে?

৪১৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৪১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৪১৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ শিশুটি তার পিতার ধর্মই অনুসরণ করেছে—যদি সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা না করে বা ইসলাম গ্রহণ না করে।[১৮]

৪১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ শিশুটির পিতামাতা যুদ্ধরত এলাকায় থাকার সময় শিশুটি যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করার পর এবং মুসলমান হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে কি সে ইসলামী বিধান অনুযায়ী জানাযা পাওয়ার অধিকারী হবে?

৪১৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৪১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৪১৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ শিশুটি মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল এবং তাকে দার-উল-ইসলামে আনা হয়েছিল; এইভাবে সে মুসলমানের মর্যাদা লাভ করেছিল। এইজন্য সে জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী।

৪২০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বন্দী যদি মহিলা ভৃত্য হয় এবং যৌন সংযোগ করার মত যদি বয়োপ্রাপ্ত হয় তা'হলে তার প্রভু কি তার সাথে যৌন সংযোগ করার অধিকারী হবে?

৪২১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৪২২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তা কি করে হয়? সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে বা মুসলমান না হয় তাহলে সে মুসলমানের জন্যেই বা বৈধ হবে কেন বা ইসলামের বিধান মতে জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী হবে কেন?

৪২৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ সে মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। আপনি কি মনে করেন না যে মুসলমানরা তাকে যিম্মীর কাছে বেচে দিক এটা আমি অসমর্থন করি।

www.pathagar.com

৪২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি মহিলা ভৃত্য বা পুরুষ ভৃত্য বয়স্ক হয় এবং তাদের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তা'হলে তাদের কেউ কি জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী হবে ?

৪২৫। তিনি উত্তর দিলেন : না।

৪২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মহিলা ভৃত্য কি তার প্রভুর জন্য বৈধ হবে না ?

৪২৭। তিনি উত্তর দিলেন : সে যদি কিতাবী মহিলা না হয় তাহলে বৈধ হবে না।

৪২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি মনে করেন যে অবিশ্বাসী পুরুষ ও নারী যুদ্ধবন্দীরা মুসলমান হওয়ার আহবান জানানো সত্ত্বেও তা অস্বীকার করলে তাদের কি যিম্মীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া অনুচিত ?

৪২৯। তিনি উত্তর দিলেন : আমি তা অসমর্থন করি না। মুসলমান হওয়ার জন্য তাদের আহবান জানানো না হলেও। তবে এ ধরনের বিক্রি না করাই আমার কাছে উত্তম বলে মনে হয়।

৪৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের কাছে তাদের বিক্রি করে দেওয়াও কি আপত্তিকর ?

৪৩১। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৪৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

৪৩৩। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ তারা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং যিম্মীর মর্যাদা লাভ করেছে। যুদ্ধরত এলাকায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া আমি সমর্থন করি না। কারণ তথায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের শক্তি বৃদ্ধি করবে।[১৯]

যুদ্ধরত এলাকায় মহিলা ভৃত্য ও সম্পদ অন্বেষায় মুসলিম ব্যবসায়ী সম্পর্কে[২০]

৪৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি মুসলমানের কোন মহিলা ভৃত্য শত্রু কর্তৃক বন্দী হয় এবং তার প্রভু ব্যবসায়ী হিসেবে অথবা আমন-এর (নিরাপত্তামূলক আশ্রয়) আওতায় যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে তাহলে কি

www.pathagar.com

আপনি মনে করেন উক্ত মহিলা ভৃত্যকে অধিকার করা ব্যবসায়ীর পক্ষে বৈধ হবে ?

৪৩৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তার এ ধরনের কাজ করা আমি সমর্থন করি না।[২১]

৪৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করা কি আপনি সমর্থন করেন না ?

৪৩৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তার সাথে এ কাজ করা আমি সমর্থন করি না।

৪৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৪৩৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ (শত্রুরা) তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছে।

৪৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্ত্রী লোকটি যদি একজন মুক্ত, উম ওয়ালাদ, মোদাব্বারা বা তার নিজের মুক্ত অথবা মুকতাবা স্ত্রী হয় (তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে) ?

৪৪১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এ ধরনের যে কেউ হলে তাদের কাছ থেকে তার পক্ষে ভৃত্যের অপহরণ করা বা চুরি করা সমর্থনযোগ্য। উম ওয়ালাদ, মুদাব্বারা বা তার মুক্ত স্ত্রীর সাথে তার যৌন সংযোগের অধিকারও রয়েছে। আপনি কি মনে করেন না যে তাদের কাছে মহিলা ভৃত্য থাকা অবস্থায় তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেই মহিলা ভৃত্য তাদের বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং উক্ত ভৃত্যের আসল মালিক তাকে ফিরে পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ; অপর পক্ষে বন্দী যদি মোদাব্বারা মুক্ত মহিলা, উম ওয়ালাদ বা মুকাতা বা হয় তাহলে তাকে তার লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কোন মুকাতাবা যদি তার স্ত্রী না হয় তাহলে তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করার অধিকার উক্ত ব্যবসায়ীর নেই। আপনি কি মনে করেন না যে মুসলমানেরা যদি তাকে পুনরুদ্ধার করে এবং আসল মালিক যদি তাকে অপর একজন লোকের কাছে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে দেখতে পায় তাহলে তাকে তার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করে পুনরুদ্ধার করতে পারে বা তার মালিকানা ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু মালিক যদি তাকে মুদাব্বারা, উম ওয়ালাদ বা মুকাতাবা হিসেবে দেখতে পায় (অন্যের অংশের মধ্যে) তাহলে অর্থ প্রদান ছাড়াই সে তাকে ফিরে পেতে পারে। মোদাব্বারা, মুকাতা, মুক্ত

www.pathagar.com

বা স্বাধীন মহিলা বা উম ওয়ালাদ-এর সাথে তার যৌন সংযোগের অধিকার থাকবে বলে আপনি মনে করেন? একমাত্র মহিলা ভৃত্যের ক্ষেত্রেই বিক্রি বা অধিকারের মালিকানা আরোপিত হবে।[২৩]

৪৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন লোক এবং তার মহিলা ভৃত্য যদি যুদ্ধবন্দী হয় তাহলে লোকটির পক্ষে মহিলা ভৃত্যকে চুরি করে আনা কি আইনসংগত হবে?

৪৪৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৪৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তা কি করে হয়? যদি একই লোক যুদ্ধরত এলাকায় নিরাপদ আচরণের আওতায় প্রবেশ করে তাহলে উক্ত মহিলা ভৃত্যের সাথে যৌন সংযোগ তো বৈধ বলে বিবেচিত হয় না।

৪৪৫। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ লোকটি যদি আমন বা নিরাপত্তামূলক আচরণের আওতায় প্রবেশ করে তাহলে সে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছে তা ভঙ্গ করা তার উচিত হবে না বা সে তাদের সঙ্গে যদি কোন চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে তা ভঙ্গ করার অধিকারও তার নেই। সে তাদের প্রতি তার সব দায়িত্ব পূরণ করার এবং তার প্রতি তাদের দায়িত্বও তারা পূরণ করবে। কিন্তু সে যদি তাদের হাতে বন্দী হয় এবং আমন-এর অধিকারী না হয় তাহলে সে বৈধভাবে তাদেরকে হত্যা করতে বা তাদের সম্পত্তি চুরি করতে পারে।[২৫]

যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী মুসলমান হলে এবং সেই এলাকা মুসলমানের অধিকারে এলে উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি, পরিবার, পুত্র-কন্যা ও তার নিজের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কীয়

৪৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী যদি মুসলমান হয় এবং সেই এলাকা যদি পরে মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে মুসলমানরা তাকে কি পরিমাণ সম্পত্তি বা সন্তান-সন্ততি বৈধভাবে রাখার অনুমতি দেবে?

৪৪৭। তিনি উত্তর দিলেন: সে তার অস্থাবর সম্পত্তি, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস এবং তার ধর্ম অনুসরণকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক সব শিশুর দাবীদার থাকবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদেরকে দাস করা যাবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের দাস হিসেবে বিবেচনা করা যাবে এবং তারা অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।[২৬]

www.pathagar.com

৪৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার জমা-জমি এবং বাড়ী-ঘর সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

৪৪৯। তিনি উত্তর দিলেন: অমুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদের মতই তা মুসলমানদের কাছে বিবেচিত হবে।

৪৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অস্থাবর সম্পত্তির মত জমা-জমি বিবেচনা করা হবে না কেন?

৪৫১। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ যুদ্ধরত এলাকা থেকে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অস্থাবর সম্পত্তি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সম্পত্তির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

৪৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত লোকটির অবিশ্বাসী গর্ভবতী স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা কি হবে?

৪৫৩। তিনি উত্তর দিলেন: সে (স্ত্রী) ও তার গর্ভবতী সন্তান মুসলমানদের কাছে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মতই বিবেচিত হবে।[২৭]

৪৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: গর্ভবতী সন্তান কি তার মায়ের মতই সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হবে?

৪৫৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৪৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার পিতা তো একজন বিশ্বাসী, সুতরাং তা হবে কেন?

৪৫৭। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তার মা একজন অবিশ্বাসী এবং অমুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদের মতই সে বিবেচিত হয়। সেই জন্য তার সন্তান (যে এখনও জন্ম গ্রহণ করে নি—মায়ের গর্ভে রয়েছে) তার মায়ের সামাজিক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।[২৮]

৪৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন লোক 'আমন'-এর আওতায় যুদ্ধরত এলাকা থেকে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে মুসলমান হয় এবং সে যে এলাকা থেকে এসেছে তা যদি মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে তার পরিবার, অস্থাবর সম্পত্তি ও তার ওপর আশ্রিতদের সামাজিক অবস্থা কি হবে?

www.pathagar.com

৪৫৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ সব কিছুই শত্রুদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।[২৯]

৪৬০। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ কেন?

৪৬১। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ লোকটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এসে মুসলমান হয়েছে।

৪৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ নিরাপদ আচরণ বা 'আমন'-এর আওতায় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করার পূর্বেই লোকটি যদি মুসলমান হয় তাহলে লোকটি যুদ্ধরত এলাকার যে স্থান থেকে এসেছে তা মুসলিম শাসনাধীনের আওতায় এলে তার পরিবার, আশ্রিত ব্যক্তি ও অস্থাবর সম্পত্তির অবস্থা কি হবে?

৪৬৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ একমাত্র শিশু সন্তান ছাড়া সব কিছুই অমুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে। শিশু সন্তানদেরকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাদেরকে বন্দী করা যাবে না।[৩০]

৪৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ লোকটি যদি যুদ্ধরত এলাকার অপর কোন ব্যক্তির কাছে তার অস্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ গচ্ছিত রাখে, তাহলে সেই সম্পত্তির অবস্থা কি হবে?

৪৬৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুসলমানদের কাছে তা অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।

৪৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রবেশকারী কোন যিম্মীর কাছে বা কোন মুসলমানের কাছে সে যদি তার সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে তাহলে সেই সম্পত্তির অবস্থা কি হবে?

৪৬৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলে তা তার মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে।

৪৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই দুই ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিধান (যিম্মী ও মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) একজন 'হারবি'র[৩১] (পূর্বে উল্লেখিত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান থেকে পৃথক হবে কেন?

www.pathagar.com

৪৬৯। তিনি উত্তর দিলেন : সম্পত্তি যদি অপর কোন মুসলমান বা এক-জন যিম্মীর কাছে গচ্ছিত রাখা হয় তাহলে তা যুদ্ধরত এলাকায় তার মালিকের অধিকারে রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তা যদি যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসীর কাছে গচ্ছিত রাখা হয় তাহলে তা ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির মতই বিবেচিত হবে যে যুদ্ধরত এলাকায় সম্পত্তি নিরাপদ স্থানে (দার-উল-ইসলাম) নিয়ে যায়নি।

৪৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মুসলমান বা যিম্মী যদি 'আমন'-এর আওতায় যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয় এবং এর ফলে অস্থাবর সম্পত্তি, ভৃত্য, ভূমি এবং ঘর-বাড়ী অর্জন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার সব স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে তার কাছে যেসব সম্পত্তি আছে তা সহ ভৃত্য ও অস্থাবর সম্পত্তির অবস্থা কি হবে ?

৪৭১। তিনি উত্তর দিলেন : সে তার সম্পত্তি, ভৃত্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি রেখে দিতে পারবে। কিন্তু তার বাড়ী-ঘর ও জমি-জমা মুসলমানদের কাছে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে। তাছাড়া কোন 'হারবি'-র কাছে সে যদি কোন সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে তাহলে সেই সম্পত্তিও মুসলমানদের কাছে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মতই বিবেচিত হবে এবং সেই সম্পত্তির মালিক সে নয় বলে বিবেচিত হবে।[৩২]

৪৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : বয়স্ক ভৃত্য যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং যুদ্ধে তারা বন্দী হলে তারা কি অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে ?

৪৭৩। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৪৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মুসলমান যদি যুদ্ধরত এলাকায় 'আমন'-এর আওতায় প্রবেশ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা ভৃত্য ক্রয় করে মুক্ত করে দেয় এবং তথায় তাদের অবিশ্বাসী হিসেবে রেখে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকা যদি মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে তাহলে তারা কি অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে ?

www.pathagar.com

৪৭৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৪৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঘটনা এই নয় কি যে কোন মুসলমান তাদেরকে মুক্ত করার অর্থ তাদেকে নিরাপদ স্থানে (দার-উল-ইসলাম) নিয়ে আসা ?

৪৭৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৪৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৪৭৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যুদ্ধরত এলাকায় কোন মুসলমান কর্তৃক কোন ক্রীতদাসের দাসত্বমোচন অর্থহীন।[৩৩]

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

শান্তি চুক্তি সম্পকীয়[১]

কিতাবীদের সাথে চুক্তি[২]

৪৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একদল লোক (কিতাবী) যদি শান্তি স্থাপনের পরে (মুসলমানদের সাথে) 'যিম্মী'[৩] হয় তাহলে আপনি কি মনে করেন ঐ লোকগুলির ওপর তাদের কর দেওয়ার সাধ্য অনুযায়ী বা তাদের জমির ওপর ভূমিকর[৪] ধার্য করা উচিত ?

৪৮১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৫]

৪৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যিম্মীদের ওপর ভূমিকর ধার্য করার ব্যাপারে কোন দৃষ্টান্ত কি আপনি জানেন ?

৪৮৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। আমরা জানি যে খলীফা ওমর বিন আল-খাত্তাব এক জারিব[৬] আবাদযোগ্য ভূমির ওপর এক দিরহাম[৭] (রৌপ্য) এবং এক কাফিজ[৮] (শস্য) কর ধার্য করেন। এক জারিব আঙুর ক্ষেতের ওপর দশ দিরহাম এবং পচনযোগ্য ফল গাছ লাগানো ভূমির ওপর পাঁচ দিরহাম কর আরোপ করেন। এইভাবে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর বারো, চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ দিরহাম কর আরোপ করেন বলে জানা যায়।[৯]

৪৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অর্থাৎ যার কোন সম্পত্তি নেই অথচ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন গরীব মানুষকে বারো দিরহাম, যার কিছু সম্পত্তি আছে তাকে চব্বিশ দিরহাম এবং ধনী লোককে আটচল্লিশ দিরহাম দেওয়া উচিত ?

৪৮৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[১০]

৪৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মহিলা ও শিশুদের কাছ থেকে কোন কিছু সংগ্রহ করা কি আমাদের উচিত হবে ?

www.pathagar.com

৪৮৭। তিনি উত্তর দিলেন : না।[১১]

৪৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অন্ধ, বৃদ্ধ, পাগল, খোঁড়া, সহায়হীন এবং গরীব—যাদের কোন সম্পত্তি নেই এবং যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের কাছ থেকে কোন কিছু সংগ্রহ করা কি উচিত ?

৪৮৯। তিনি উত্তর দিলেন : তাদের কেউই ব্যক্তির ওপর ধার্য কর[১২] প্রদানে[১৩] বাধ্য নয়।

৪৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই নীতি ক্রীতদাস, মুকাতাব, মুদাব্বার এবং উম-ওয়ালাদ-এর ওপরও কি প্রয়োগযোগ্য হবে ?

৪৯১। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। তাদের কেউই ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদানে বাধ্য নয় বা তাদের প্রভুরাও কোন কিছু প্রদানে বাধ্য নয়।[১৪]

৪৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যিম্মীদের সম্পত্তি যথা : ভেড়ার পাল, গৃহপালিত পশু, উট, ঘোড়া এবং প্রাণহীন তথা জড় পদার্থ জাতীয় সম্পত্তি কি ভূমিকরের আওতাভুক্ত হবে ?

৪৯৩। তিনি উত্তর দিলেন : না।[১৫]

৪৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : শিশু, মহিলা বা মুকাতাব যিম্মীদের সম্পত্তি কি ভূমিকরের আওতাভুক্ত হবে ?

৪৯৫। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। একজন বয়স্ক সুস্থ পুরুষ যিম্মী যেভাবে ভূমিকর প্রদান করে তাদেরকেও ঠিক সেইভাবে ভূমিকর দিতে হবে।

৪৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : বছর শেষে বা ব্যক্তির ওপর ধার্য কর সংগ্রহের আগেই যদি কোন যিম্মী মুসলমান হয়, তাহলে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে কর আদায় করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৪৯৭। তিনি উত্তর দিলেন : না।[১৬]

৪৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

৪৯৯। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ এই কর দেনা নয় এবং তা দিতে সে বাধ্য নয়। কোন ব্যক্তি মুসলমান হলে পূর্বে তার ওপর ধার্যকৃত ব্যক্তির ওপর কর বাতিলযোগ্য এবং কোন কিছু তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

৫০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যিম্মী অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় সম্পত্তি রেখে মারা যায় তাহলে সেই সম্পত্তির ওপর ভূমিকর আদায় করা কি আপনি সমর্থন করেন ?

৫০১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৫০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৫০৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ ব্যক্তির ওপর ধার্য কর দেনা নয় এবং তা দিতেও সে বাধ্য নয়।[১৭]

৫০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যিম্মী দেনা থাকে তাহলে অপরিশোধিত ভূমিকর তার পাওনাদাররা কি আনুপাতিক হারে বহন করবে ?

৫০৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[১৮]

৫০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ব্যক্তির ওপর ধার্য কর বাতিল হয়ে যাবে এবং তা কি আর পাওনা থাকবে না ?

৫০৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[১৯]

৫০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যিম্মী বছরের পর বছর ব্যক্তির ওপর ধার্য কর পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই সব বছরের কর দিতে সে কি বাধ্য থাকবে ?

৫০৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। কেবলমাত্র চলতি বছরের করই সংগ্রহ করা যাবে। কারণ ব্যক্তির উপর ধার্য কর দেনা নয় এবং তা প্রদান করতে সে বাধ্য নয়।

এটাই আবু হানীফার মত। কিন্তু আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) মনে করেন যে, অপরিশোধিত বছরগুলিতে ধার্যকৃত কর প্রদানে সে বাধ্য থাকবে। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন বৈধ কারণে কর প্রদানে ব্যর্থ হলে তা তাকে দিতে হবে না।[২০]

৫১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন কৃষিযোগ্য ভূমিতে বছরে দুইবার বা তিনবার গম বা অন্য কোন ফসল উৎপন্ন করা যায় তাহলে উক্ত জমির মালিক কি প্রত্যেকবার আবাদ করা ফসলের ওপর ভূমিকর দিতে বাধ্য থাকবে ?

৫১১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ (না) জমির মালিক মাত্র একবার এক জারিব ভূমির জন্য এক দিরহাম ও এক কাফিজ ভূমিকর দিতে বাধ্য থাকবে।[২১]

www.pathagar.com

৫১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন ভূমিতে বিভিন্ন গাছ রোপণ করা হয় তাহলে সেই জমির খাজনা কি তার উৎপাদন ক্ষমতার ওপর নির্ধারণ করা হবে?

৫১৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[২২]

৫১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন লোক বছরের শুরুতে গম বা অন্য কোন ফসল চাষ করে তাহলে সে কি সব শস্যের ওপর খাজনা দিতে বাধ্য থাকবে?

৫১৫। তিনি উত্তর দিলেন: না। তাকে এক জারিব ভূমির জন্য এক দিরহাম ও এক কাফিজ ভূমিকর দিতে হবে।

৫১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি বন্যা বা উদ্ভিদের রোগে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই জমির ভূমিকর দিতে জমির মালিক কি বাধ্য থাকবে?

৫১৭। তিনি উত্তর দিলেন: না। ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে তাকে তা দিতে হবে না।[২৩]

৫১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ভূমির মালিক যদি অবহেলা করে ঠিকমত ভূমি কর্ষণ না করে, তাহলে?

৫১৯। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাকে সেই ভূমির ওপর খাজনা দিতে হবে।[২৪]

৫২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই দুটো ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কেন?

৫২১। তিনি উত্তর দিলেন: যদি সে ভূমি চাষ করে এবং ফসল যদি উদ্ভিদ রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে ভূমিকর না দেওয়ার একটা বৈধ কারণ হতে পারে। কিন্তু সে যদি জমি ফেলে রাখে এবং তা কর্ষণ করতে বা চাষ করতে ব্যর্থ হয় তাহলেও তাকে এই ভূমির ওপর খাজনা দিতে হবে। কারণ এইজন্য সে নিজেই দায়ী। এইজন্য দুটো অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৫২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন যিম্মী যদি খাজনাযোগ্য জমির মালিক হয় তাহলে মুসলমান হওয়ার পরও তাকে আগের মত খাজনা দেওয়া উচিত বলে আপনি কি মনে করেন?

www.pathagar.com

৫২৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২৫]

৫২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মুসলমান যদি একজন অবিশ্বাসীর কাছ থেকে জমি ক্রয় করে তাহলে সেই জমির খাজনা প্রদানে সে কি বাধ্য থাকবে ?

৫২৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২৬]

৫২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মুসলমান তার জমির জন্য খাজনা দেবে এটা কি আপত্তিকর কিছু নয় ?

৫২৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত আছে যে আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ এবং সুরায়াহ (বিন আল-হারিস) এবং অন্যান্যরা সোয়াদ (দক্ষিণ ইরাক)-এর ভূমি লাভ করেন। সেই জমির খাজনার কথা রাষ্ট্রের দলিলে তালিকাভুক্ত রয়েছে। আল-হাসান-বিন-আলী বিন আবু তালিব-এর ঘটনাও আমাদের জানা আছে।[২৭]

৫২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ ধরনের কাজ কি মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক নয় ?

৫২৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। অসম্মানজনক হলো ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান।[২৮]

৫৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মুসলমান কোন যিম্মীর কাছ থেকে যদি করযোগ্য জমি ক্রয় করে, তাহলে তা কি আপনার মতে আপত্তিকর হবে ?

৫৩১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। তা সমর্থনযোগ্য।

৫৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি একদল লোক (কিতাবী) যিম্মী হওয়ার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পরে তাদের একজন বা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে আপনি কি ভূমিকর বাতিল করে দিয়ে সেই ভূমি 'উশর' কর প্রদানযোগ্য ভূমি বলে বিবেচনা করবেন ?[২৯]

৫৩৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। কারণ উক্ত জমি ভূমি কর প্রদানযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর তার মালিক মুসলমান হয়েছে।

৫৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যিম্মী একখন্ড 'উশর' কর প্রদানযোগ্য ভূমি ক্রয় করে,[৩০] তাহলে তা ভূমিকরযোগ্য ভূমিতে পরিণত হবে ?

www.pathagar.com

৫৩৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৩১]

৫৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন, তা তো আগে ভূমিকরযোগ্য ভূমি ছিল না।

৫৩৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ বাসযোগ্য ভূমি ফলের বাগানে রূপান্তরিত হলে যে অবস্থা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই হবে এবং তা ভূমি করযোগ্য ভূমির অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও উক্ত ভূমির জন্য আগে কোন ভূমিকর দিতে হত না।

এটা আবু হানীফার মত। আবু ইউসুফ মনে করেন 'উশর' করকে দ্বিগুণ করা এবং তা ভূমিকর হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-এর মতে আগের মতই 'উশর' কর রেখে দেওয়া উচিত এবং উক্ত জমিকে যাকাতের ভূমির[৩২] পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত করা উচিত। কারণ 'উশর' কর ভূমির ওপর আরোপিত হয়েছে—মানুষের ওপর নয়। আপনি কি মনে করেন না যে শিশু এবং মুকাতাব ব্যক্তির ভূমি 'উশর' করের আওতাভুক্ত এবং বানু তগলিব গোত্রের ওপর সুফা (**Jus retractum**) নীতি কি প্রযোজ্য হবে না ?[৩৩]

৫৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বানু তগলিব গোত্রের কোন খৃস্টান যদি কিছু খারাজ জমি ক্রয় করে তাহলে সেই জমি খারাজ কর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আপনি কি মনে করেন ?

৫৩৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৩৪]

৫৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি সে কিছু উশর জমি খরিদ করে তাহলে তা কি খারাজ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে ?

৫৪১। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। কিন্তু 'উশর' দ্বিগুণ করা হবে যেমন তাদের (বানু তগলিব) সম্পত্তির ওপর ধার্য কর দ্বিগুণ করা হয়েছিল।[৩৫]

৫৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বানু তগলিব গোত্রের কোন খৃস্টান মহিলা যদি 'উশর' বা 'খারাজ' জমি ক্রয় করে তাহলে কি হবে ?

৫৪৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ 'খারাজ' ভূমির জন্য তাকে খারাজ কর দিতে হবে। কিন্তু সে যদি 'উশর' ভূমি ক্রয় করে তাহলে তার জন্যে তাকে দ্বিগুণ উশর কর দিতে হবে। এক্ষেত্রে একজন পুরুষকে যা করতে হয় তাকেও তাই করতে হবে।

www.pathagar.com

৫৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন পিতা বা অভিভাবক একজন বালকের জন্য কিছু জমি ক্রয় করলে সেই বালকের ওপর কি এই নীতি প্রয়োগযোগ্য হবে ?

৫৪৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৩৬]

মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) মনে করেন 'উশর' জমি স্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় থাকে এবং এর মালিকানা বদল হলে বা অন্য কেউ তা ক্রয় করলে তার কোন পরিবর্তন হয় না। 'খারাজ' ভূমিও স্থায়ীভাবে খারাজ ভূমি থাকে। কোন ক্রেতা উশর ভূমি ক্রয় করলে তার কোন পরিবর্তন তখনই হয়, যখন সেই জমির মালিক একজন মুকাতাব, অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান বা পাগল হয় এবং তা একজন যিম্মী বা একজন তগলিব কর্তৃক ক্রীত হয়। আপনি কি মনে করেন পবিত্র মক্কার কোন জমি যদি একজন যিম্মী বা খৃস্টান তগলিব কর্তৃক ক্রীত হয় তাহলে তা যাকাত এবং উশর ভূমির অবস্থায় পরিবর্তন হবে ? তা হতে পারে না; আগের মতই তা উশর ভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩৭]

৫৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি বানু তগলিব গোত্রের কোন মুক্ত দাস (উক্ত গোত্র কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত) কিছু খারাজ বা উশর ভূমি ক্রয় করে তাহলে তাকে কি ধরনের কর প্রদান করতে হবে ?

৫৪৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ উশর বা খারাজ ভূমি যা-ই হোক না কেন, উক্ত মুক্ত দাসকে খারাজ কর দিতে হবে। মুসলমান কর্তৃক মুক্ত কোন খৃস্টানের চেয়ে বানু তগলিব গোত্রের খৃস্টান কর্তৃক মুক্ত দাসের অবস্থা কোন অবস্থাতেই উন্নত হতে পারে না। মুসলমান কর্তৃক মুক্ত খৃস্টান যদি উশর বা খারাজ ভূমি ক্রয় করে তাহলে অবশ্যই তাকে খারাজ কর দিতে হবে। আবু হানীফার মতে উশর জমির ওপর তাকে যাকাত দিতে হবে না। তবে খারাজ কর দিতে হবে। তবে আবু ইউসুফের মতে তাকে দ্বিগুণ উশর কর দিতে হবে।[৩৮]

৫৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি বানু তগলিব গোত্রের কোন যিম্মী উশর ভূমি ক্রয় করে এবং কোন মুসলমান তার কাছ থেকে জমি কেনার অগ্রাধিকার লাভ করে তাহলে সেই মুসলমানকে কি 'খারাজ' বা 'উশর' কর দিতে হবে ?

www.pathagar.com

৫৪৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ উক্ত মুসলমানকে 'উশর' কর দিতে হবে কারণ সে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত জমি ক্রয় করেছে।

৫৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন যিম্মী কোন মুসলমানের কাছ থেকে কোন ত্রুটিযুক্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে জমি ক্রয় করে এবং পরে তা তাকে ফেরত দেয় তাহলে সেই মুসলমানকে কি সেই আগের মতই খারাজ কর না দিয়ে উশর করই দিতে হবে ?

৫৫১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৫৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী মুসলমান হয় এবং তাদের এলাকা দার-উল-ইসলাম-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাদের উপর কি খারাজ কর আরোপ করা যাবে ?

৫৫৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। এর পরিবর্তে তাদের জমির ওপর আমি 'উশর' কর আরোপের পক্ষপাতী।[৩৯]

৫৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন মুসলমান যদি তাদের জমির কিছু অংশ ক্রয় করে, তাহলে ?

৫৫৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলে তা আগের মতই উশর কর-এর আওতাভুক্ত হবে।

৫৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তগলিব গোত্রের কেউ তা ক্রয় করলে কি হবে ?

৫৫৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলে তাকে দ্বিগুণ 'উশর' কর দিতে হবে।

৫৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তগলিব গোত্রের কোন লোক তার জমির মালিক থাকা অবস্থায় যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ?

৫৫৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলে তা দ্বিগুণ 'উশর' করের পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ বানু তগলিব গোত্রের কোন খৃস্টান যখন তা ক্রয় করে তখন সেই উশর ভূমির অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে দ্বিগুণ উশর কর-এর ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে তা খারাজ ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আপনি কি সম্মত হবেন না যে কোন অপ্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকেও

www.pathagar.com

একই ধরনের কর গ্রহণ করা উচিত। সদৃশ কোন সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আবু হানীফা এই মত পোষণ করেন।[৪০]

৫৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন লোক যদি ভাড়া করে কিছু খারাজ ভূমি লাভ করে তাতে চাষাবাদ করে বা যৌথভাবে চাষ করার ব্যবস্থাধীনে তা চাষ করে তাহলে কাকে ভূমি-কর দিতে হবে?

৫৬১। তিনি উত্তর দিলেন: জমির মালিককে, যে কৃষকের কাছে জমি ভাড়া দিয়েছে।[৪১]

৫৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মালিক যদি ভাড়া ছাড়াই তার জমি কোন কৃষককে চাষ করতে দেয়, সেক্ষেত্রেও কি এই নীতি প্রয়োগ-যোগ্য হবে?

৫৬৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৫৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: খারাজ জমি যদি কোন দাস বা মুকাতাব ব্যক্তির হয় তাহলে তার ওপর খারাজ কর আরোপ করা কি আমাদের উচিত হবে?

৫৬৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৪২]

৫৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন অবিশ্বাসী যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং নিরাপদ আচরণের আওতায় ব্যবসা করে, তাহলে কি তাকে ব্যক্তির ওপর ধার্য কর দিতে হবে?

৫৬৭। তিনি উত্তর দিলেন: না।[৪৩]

৫৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

৫৬৯। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তাকে ব্যবসা করার জন্য নিরাপদ আচরণের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যিম্মী হওয়ার জন্য নয়।

৫৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: নিরাপদ আচরণের আওতায় সে আমাদের কাছে ব্যবসা করার জন্য আসার পর যদি একজন যিম্মী মহিলাকে বিয়ে করে এবং তাকে তালাক দিয়ে সে যদি যুদ্ধরত এলাকায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তা অস্বীকার করা কি উচিত হবে?

৫৭১। তিনি উত্তর দিলেন: না।[৪৪]

৫৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি তার অবস্থানকে দীর্ঘ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তাহলে?

www.pathagar.com

৫৭৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ সে যদি তা করে তাহলে তার ওপর আমি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর (আল-খারাজ) আরোপ করব।[৪৫]

৫৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি তার অবস্থানকে দীর্ঘ না করে কিছু জমি ক্রয় করে চাষবাস করে তাহলে সেই ভূমি থেকে আমাদের কি খারাজ কর সংগ্রহ করা উচিত হবে ?

৫৭৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। তার কাছ থেকে ভূমিকর এবং ব্যক্তির ওপর ধার্য কর সংগ্রহ করা যাবে—যদি সে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থান করে, ভূমি চাষ করে এবং উক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।[৪৬]

৫৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মহিলা যুদ্ধরত এলাকা থেকে আমাদের কাছে নিরাপদ আচরণের আওতায় ব্যবসা করার জন্য এসে বিয়ে করে এবং পরে সে যদি যুদ্ধরত এলাকায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যদি তার স্বামী তার প্রত্যাগমন অস্বীকার করে এবং তাকে রাখতে আগ্রহী হয় তাহলে ?

৫৭৭।। তিনি উত্তর দিলেনঃ যদি সে বিয়ে করে তবে তার চলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে যিম্মী অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন মহিলার অবস্থা পুরুষের সমান নয়। আপনি কি মনে করেন না যে উক্ত মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহত্যাগ করতে পারবে না এবং একইভাবে উক্ত স্বামী যদি গৃহত্যাগ করতে চায় তাহলে তার স্ত্রীর সংগে আলোচনা করতে হবে না বা অনুমতি নিতে হবে না ?

আবু ইউসুফ মনে করেন যে, কোন যিম্মী উশর ভূমি ক্রয় করলে সেই জমির ওপর ধার্য উশর কর দ্বিগুণ হয়।[৪৭]

অবিশ্বাসী শাসকের সাথে শান্তি চুক্তি

৫৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের একজন শাসক যদি বিস্তৃত ভূখন্ডের মালিক হয় এবং সেই ভূমির ওপর যদি তার এলাকার এমন কতিপয় মানুষ বাস করে, যারা তার দাস এবং যাদেরকে সে নিজের ইচ্ছামত বিক্রি করতে বা তাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারে, তাহলে তারা কি তার দাস হিসেবে গণ্য হবে ?

www.pathagar.com

৫৭৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৪৮]

৫৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এইসব ক্রীতদাস যদি শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং পরে মুসলমানেরা তাদের পুনরায় অধিকার করে এবং তাদের কাছ থেকে প্রথম মালিক যদি মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মালিকানা লাভ করে তাহলে তাদেরকে কি প্রথম মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে ?

৫৮১। তিনি উত্তর দিলেন। হ্যাঁ।[৪৯]

৫৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ শাসনকর্তা যদি দেখতে পায় যে মুসলমানদের মধ্যে দাসদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তাহলেও কি সে তাদের মূল্য দিয়ে তাদের ফেরত পেতে পারে ?

৫৮৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৫০]

৫৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সেই শাসনকর্তা যদি মুসলমান হয় বা সে এবং তার লোকজন যদি যিম্মী হয়, তবে সেক্ষেত্রেও তার লোকজন কি দাস হিসেবে থাকবে ?

৫৮৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৫১]

৫৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি মুসলমান না হয় বা শান্তি-চুক্তির সুবিধাও যদি তাকে না দেওয়া হয় অথবা সে যদি যিম্মীও না হয়ে মুসলমানদের কাছে শান্তিচুক্তির শর্ত সাপেক্ষে প্রস্তাব দেয় যে, সে একজন আশ্রিত ব্যক্তি এবং মুসলমানদের খারাজ প্রদান করে সে তার এলাকার লোকদের ওপর তার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে; যেমন শিরশ্ছেদ বা ক্রুশ বিদ্ধ করে প্রাণবধ ইত্যাদি—ইসলামী অঞ্চলভুক্ত এলাকায় যা করা উচিত নয়। তাহলে এই ধরনের চুক্তি কি সম্পাদন করা যাবে ?

৫৮৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই ধরনের শর্তে তার সাথে কোন শান্তি সম্পাদন করা মুসলমানদের পক্ষে ঠিক নয়।[৫২]

৫৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই ধরনের শর্তে মুসলমানরা যদি তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং সে যদি তাদের আশ্রিত ব্যক্তি হয়, সেক্ষেত্রে আপনার মত কি ?

৫৮৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ চুক্তিপত্রে যে সব শর্ত অবৈধ এবং ভ্রান্ত সেগুলো বাতিল করে যথার্থ শর্তগুলো মেনে চলা মুসলমানদের উচিত।

www.pathagar.com

শাসনকর্তা যদি তা মেনে নেয় তাহলে উত্তম, আর যদি তা না মানে তাহলে সে এবং তার অনুসারীগণকে নিরাপদ স্থানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।[৫৩]

৫৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর এবং তাদের আশ্রিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার পর শাসনকর্তা যদি মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলি অবহিত করতে থাকে বা তাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয় এবং তাদের লোকদের আশ্রয় দেয়, তাহলে তা কি চুক্তিভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে?

৫৯১। তিনি উত্তর দিলেন: না। কিন্তু মুসলমানদের উচিত হবে তাকে শাস্তি দেওয়া এবং কারাগারে আবদ্ধ করা।[৫৪]

৫৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি সে অথবা তার এলাকার কেউ আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে তাহলে এই কাজ কি চুক্তিভঙ্গের শামিল বলে গণ্য হবে?

৫৯৩। তিনি উত্তর দিলেন: না। তবে মুসলমানদের উচিত হবে কে এ কাজ করেছে তা তদন্ত করা, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে শিরশ্ছেদ করে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণ পাওয়া না গেলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

৫৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিন্তু তারা যদি নির্দিষ্টভাবে না জানে মুসলমানদের হত্যাকারী কে অথচ নিহত অবস্থায় শাসনকর্তার অধীনে যে কোন একটা গ্রামে তাকে পাওয়া গেলে কি করা হবে?

৫৯৫। তিনি উত্তর দিলেন: শাসনকর্তাকে 'দিয়া'র (শোনিত পণ) জন্য দায়ী করতে হবে। সে নিজে তাকে হত্যা করেনি বা হত্যাকারীকেও সে চেনে না, এই মর্মে তাকে আল্লাহ্‌র নামে পঞ্চাশবার শপথ করার পর তাকে 'দিয়া' প্রদান করতে হবে।

৫৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার সাথেও গ্রামবাসীকে শপথ নিতে হবে না কেন?

৫৯৭। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তারা তার দাস এবং দাসদের শপথ নেওয়ার বা 'দিয়া' প্রদান করতে হয় না।

www.pathagar.com

৫৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা যদি স্বাধীন হয় ?

৫৯৯। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাদের শপথ নিতে হবে এবং 'দিয়া' প্রদান করতে হবে।

৬০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাহলে তাদের অবস্থাও কি শাসন-কর্তার মত বলে গণ্য হবে ?

৬০১। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্ উত্তম জানেন।[৫৫]

যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি

৬০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় অধিবাসী যদি জিযিয়া কর প্রদান ছাড়াই নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য শান্তি চুক্তির জন্য মুসলমানদের আহবান জানায়, তাহলে তাদের অনুরোধ রক্ষা করা মুসলমান-দের কি উচিত হবে ?

৬০৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তবে শর্ত থাকবে এই যে, ইমামকে পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিশ্চিত হতে হবে যে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদেরকে আয়ত্বেও আনা কষ্টকর। এই অবস্থায় মুসলমানদের উচিত তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন করা।[৫৬]

৬০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: শান্তিচুক্তি করার পর তা যদি পুনঃ বিবেচনার প্রয়োজন হয় এবং মুসলমানদেরকে কর না দেওয়ার ফলে সৃষ্ট অসুবিধার ক্ষেত্রে ইমাম কি তাদের নোটিশ দিতে, শান্তি চুক্তি বাতিল করতে বা তাদের আক্রমণ করতে পারেন ?

৬০৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৫৭]

৬০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মুসলমানরা শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ কোন শহরে অবস্থান করার সময় শত্রুকে একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে শত্রুরা মুসলমানদের কয়েক বছরের জন্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার আহবান জানালে এবং মুসলমানরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয় এবং শান্তিচুক্তি

www.pathagar.com

উত্তম বলে তাদের কাছে মনে হয় তাহলে মুসলমানদের কি উচিত হবে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং অবিশ্বাসীকে কর প্রদান করা ?

৬০৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তা সমর্থনযোগ্য।

৬০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় অধিবাসী যদি নির্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করে কয়েক বছরের জন্য মুসলমানদের শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায় এই শর্তে যে, মুসলমানরা তাদের এলাকায় প্রবেশ করা থেকে বা তাদের এলাকায় শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে, তাহলে মুসলমানদের কি এই শর্তে শান্তিচুক্তি সমর্থনযোগ্য বলে আপনি কি মনে করেন ?

৬০৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। এ কাজ মুসলমানদের জন্য উত্তম না হলে তা করা যাবে না।[৫৯]

৬১০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এ কাজ যদি মুসলমানদের জন্য উত্তম বলে বিবেচিত হয়, তাহলে ?

৬১১। [তিনি উত্তর দিলেনঃ তা সমর্থন যোগ্য।][৬০]

৬১২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মুসলমানদের জন্য তা করা যদি উত্তম বলে বিবেচিত হয় এবং প্রতি বছর এক'শ জন ভৃত্যকে সরবরাহ করার শর্তে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা উচিত বলে কি আপনি মনে করেন ?

৬১৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের থেকে বা তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে এক'শ জন ভৃত্য সরবরাহ করার শর্তে চুক্তি করা হলে তা সুবিধাজনক হবে না এবং তাদেরকে বা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে হত্যা না করা মুসলমানদের ওপর বাধ্যতামূলক, কারণ তারা তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি কি মনে করেন না যে যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী তার পুত্র বা পিতাকে মুসলমানদের কাছে বিক্রি করলে সেই বিক্রয় বৈধ হবে না। শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রেও এই লোকগুলি এবং তাদের সন্তান-সন্ততি বিক্রীত লোক এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মত সামাজিক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।[৬১]

www.pathagar.com

৬১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমানদেরকে একশ জন পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিকে প্রথম বছরেই (চুক্তি বলবৎ হওয়ার শুরুতে) সরবরাহ করার শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হলে এবং এর পরিবর্তে তারা যদি এক বছরের শান্তিচুক্তির অনুরোধ জানায় এবং সেই পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করার প্রস্তাব দেয় এবং (বলে) "আমরা প্রতি বছর আমাদের একজন ভৃত্যকে সরবরাহ করার শর্তে এই শান্তিচুক্তি আরো তিন বছর চালু রাখব" (সেক্ষেত্রে কি করা উচিত ?)

৬১৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তা সমর্থনযোগ্য।[৬২]

৬১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কোন মুসলমান যদি তাদের কাছ থেকে একজন মহিলা ভৃত্য বা কিছু জিনিস-পত্র চুরি করে, সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে সেই মহিলা ভৃত্য ও জিনিসপত্র ক্রয় করা অপর একজন মুসলমানের পক্ষে কি উচিত হবে ?

৬১৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৬১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার অপর কতিপয় অধিবাসী যদি তাদের আক্রমণ করে, বন্দী করে এবং দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তাহলে আপনি কি মনে করেন তাদের কাছ থেকে সেই সব দাসদের ক্রয় করা মুসলমানদের পক্ষে উচিত হবে ?

৬১৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। কারণ তারা মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয় নি। তারা অধিকৃত হয়েছে যুদ্ধরত এলাকার অপর অধিবাসী কর্তৃক।

৬২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদেরকে কোন কিছু সরবরাহ করতে মুসলমান ব্যবসায়ীদের কি বাধ্য করা যাবে ?

৬২১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। একমাত্র 'কুরা' (**ungulate animals**), অস্ত্র, লোহা এবং এরকম জিনিস ছাড়া আর কোন কিছু সরবরাহ না করার ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।

৬২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'কুরা' সরবরাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা উচিত কেন ?

www.pathagar.com

৬২৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ সংশ্লিষ্ট যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যিম্মী নয়—তাদের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে মাত্র।

৬২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ নিরাপদ আশ্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়াই একমাত্র মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে তারা যদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ?

৬২৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভের অধিকার ভোগ করবেন।

৬২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তারা যে শান্তিচুক্তির অধীনে কর প্রদান করে তা থেকে কি এক-পঞ্চমাংশ ভাগ গ্রহণ করা উচিত ?

৬২৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। এটা কর (খারাজ) এবং খারাজের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ভাগ প্রযোজ্য নয়।[৬৪]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

'আমন' বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কীয়[১]

মুসলমান কর্তৃক যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান

৬২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুসলমান ব্যবসায়ী বা কোন মুসলমান বন্দী যুদ্ধরত এলাকায় কোন শত্রুকে যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে এ ধরনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি বৈধ বলে আপনি মনে করেন ?

৬২৯। তিনি উত্তর দিলেন: না।

৬৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

৬৩১। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তারা যুদ্ধরত এলাকায় অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করছে।[২]

৬৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একইভাবে যুদ্ধরত এলাকার কোন লোক যদি মুসলমান হয় এবং কোন শত্রুকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে তাও কি বাতিল বলে গণ্য হবে ?

৬৩৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৬৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সুরক্ষিত শহরের কোন অধিবাসীরা যদি মুসলমান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয় এবং সেই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কোন একজন মুসলমান যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে তার দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি আপনি বৈধ বলে মনে করেন ?

৬৩৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৩]

৬৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত শহরের অধিবাসীদের কি বলা উচিত হবে ?

www.pathagar.com

৬৩৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ প্রথমে তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো উচিত; তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা মুসলমানদের মত সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবে। যদি তারা তা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিযিয়া কর প্রদানের আহ্বান জানানো উচিত। এতে যদি তারা সম্মত হয় তবে তা গ্রহণ করতে হবে এবং জিযিয়া কর প্রদানে যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে এবং তখন যুদ্ধ শুরু হবে।[৪]

৬৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ একজন মুসলমান মহিলা যদি তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেক্ষেত্রেও কি একই নীতি প্রযোজ্য হবে ?

৬৩৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৫]

৬৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন পুরুষ বা মহিলা কর্তৃক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কোন ঘটনা আপনার কি জানা আছে ?

৬৪১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র নবীর কন্যা জয়নব তাঁর স্বামী আবু আল আস বিন আল-রাবীকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র নবী কার্যকর করেছিলেন। আরও বর্ণিত আছে যে আল্লাহ্‌র নবী বলেন, "দল বহির্ভূত লোকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উচিত একে অপরকে সাহায্য করা—এবং সমাজের সবচেয়ে নিম্নতম ব্যক্তিও (অর্থাৎ ভৃত্য) অন্যের সাথে দলভুক্ত হবে, ইত্যাদি- - - - - - - - - -।"[৬]

৬৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কাউকে কোন ভৃত্য কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে তা কি একজন মুক্ত পুরুষ বা মহিলা কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির মত বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৬৪৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ উক্ত ভৃত্য যদি তার মালিকের সাথে যুদ্ধরত থাকে তাহলে তার দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি তার প্রভুর সাথে যুদ্ধরত না থাকে তাহলে তাকে যোদ্ধা হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং ভৃত্য হিসেবেই সে তার মালিককে সেবা করেছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তার দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ নয়।[৭]

www.pathagar.com

যা হোক, মুহাম্মদ বিন আল-হাসান উভয় ক্ষেত্রেই ভৃত্যের দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন।[৮]

৬৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যিম্মীরা যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে তাদের দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি বৈধ বলে আপনি মনে করেন ?

৬৪৫। তিনি উত্তর দিলেন: না। তাদের দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ নয়।[৯]

৬৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ভৃত্য কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কোন ঘটনা আপনার জানা আছে ?

৬৪৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। বর্ণিত আছে যে একজন ভৃত্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির পত্রসহ একটা তীর একদল লোকের প্রতি নিক্ষেপ করে। সেই লোকগুলোকে পরে অবরুদ্ধ করা হয় এবং খলীফা ওমর বিন আল-খাত্তাব ভৃত্যের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করেন।

যুদ্ধরত এলাকার মুস্তামিন-এর ইসলাম শাসিত এলাকায় প্রবেশ সম্পর্কীয়[১১]

৬৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন মুস্তামিন যদি ব্যবসা করার জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিসহ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে একজন মুসলমান ভৃত্যকে ক্রয় করে এবং পরে মুসলমান ভৃত্যসহ যুদ্ধরত এলাকায় ফিরে যায়, তাহলে সেই ভৃত্যের সামাজিক অবস্থা কি হবে ?

৬৪৯। তিনি উত্তর দিলেন: যুদ্ধরত এলাকায় তার প্রভু প্রবেশ করার সাথে সাথেই ভৃত্যটি মুক্ত হয়ে যাবে।

৬৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

৬৫১। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ উক্ত মুসলমান ভৃত্যকে ক্রয় করা হয়েছে ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায়। আপনি কি মনে করেন না যে উক্ত ভৃত্যটি যদি তার প্রভুকে হত্যা করে প্রভুর সব মাল-পত্র নিয়ে ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসে তাহলে তার নিয়ে আসা সমস্ত সম্পত্তি

www.pathagar.com

বা ভৃত্য তার নিজস্ব বলে গণ্য হবে, সে মুক্ত মানুষ বলে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা যাবে না ?[১৩]

৬৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ প্রভুকে হত্যা করা কি এই ভৃত্যের জন্য বৈধ ?

৬৫৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৬৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি মনে করেন না যে এই বিক্রয় চুক্তি (যার ভিত্তিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিটি মুসলমান ভৃত্যের মালিক হয়েছিল) তাদের মধ্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির অবস্থার সৃষ্টি করেছিল ?

৬৫৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। এটা আবু হানীফার মত। যা হোক আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই মত প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা তাকে বন্দী না করলে বা তার প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায় ফেরত পাঠানো না হলে উক্ত ভৃত্য যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যাবে না। উপরোক্ত যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে ভৃত্যটি মুক্ত হতে পারে।[১৪]

৬৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত ভৃত্য যদি তার প্রভুর সাথে যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করার পর মুসলমান হয় এবং উক্ত ভৃত্যকে যদি তার প্রভুর কাছ থেকে কোন মুসলমান ক্রয় করে নেয় বা মুসলমানরা যুদ্ধরত এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তাকে বন্দী করে তাহলে কি আপনি মনে করেন যে উক্ত ভৃত্যটি ভৃত্যই থেকে যাবে এবং সে যুদ্ধলব্ধ অমুসলিমদের সম্পত্তি হিসেবে ভাগ-বাটোয়ারার পর্যায়ভুক্ত হবে ?

৬৫৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আমি এই মত সমর্থন করি যে আপনি যা বলেছেন তা যদি উক্ত ভৃত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে সে মুক্ত হবে এবং তার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।[১৫]

৬৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার কোন ভৃত্য তার প্রভুর তত্ত্বাবধানে থাকার সময় যদি মুসলমান হয় এবং পরে যদি সে মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

৬৫৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে মুক্ত হবে এবং যুদ্ধরত অমুসলিমদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না।[১৬]

www.pathagar.com

৬৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমানরা উক্ত ভৃত্যকে বন্দী করার পূর্বেই যদি ভৃত্যের প্রভু মুসলমান হয়ে যায় তাহলে উক্ত ভৃত্যের সামাজিক অবস্থা কি হবে ?

৬৬১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে উক্ত প্রভুর ভৃত্যই থেকে যাবে এবং মুক্ত বলে গণ্য হবে না।[১৭]

৬৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৬৬৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ উক্ত ভৃত্য দার-উল-ইসলামে আসেনি বা তার প্রভু মুসলমান হওয়ার পূর্বে সে মুসলমানদের হাতে আসেনি।

যা হোক, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান মত প্রকাশ করেন যে যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমান হয় এবং তারপর উক্ত প্রভু যদি তার ভৃত্যকে কোন মুসলমানের নিকট বিক্রি করে তাহলে সে ভৃত্যই থেকে যাবে এবং মুক্ত বলে গণ্য হবে না। কিন্তু উক্ত ভৃত্যকে যদি বিক্রয় করা না হয় এবং সে যদি মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে সে মুক্ত বলে গণ্য হবে।

যদি কোন লোক দারউল-হরব থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়াই দার উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং দার-উল-ইসলামের কোন লোক কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে সে এক-পঞ্চমাংশ নীতি মুতাবিক উক্ত ব্যক্তির ভৃত্যে পরিণত হবে। কিন্তু বন্দী হওয়ার পূর্বেই সে যদি মুসলমান হয় তাহলে সে মুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে কিছুই করা হবে না। এটা আবু ইসউফ এবং মুহাম্মদ বিন-আল-হাসানের মত। অপরপক্ষে আবু হানীফার মত হলো, দার-উল-হরব থেকে আগত উক্ত ভৃত্য যদি কোন মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে সে যুদ্ধলব্ধ অমুসলিমদের সম্পত্তি হিসেবে মুসলমানদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে এবং সে যদি মুসলমানও হয় এবং তৎপর বন্দী হয় তাহলেও সে মুসলমানদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে—কোন একক ব্যক্তির সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না।

আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন-আল-হাসানের মত হলো, উক্ত ভৃত্য যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে মক্কায় প্রবেশ করে তাহলে তাকে ক্লেশ দেওয়া যাবে না বা তাকে বন্দীও করা যাবে না বা তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা অথবা

www.pathagar.com

বিক্রয় করা যাবে না। সে যদি মক্কা ত্যাগ করে এবং পরে কোন লোক কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির ভৃত্যে পরিণত হবে। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি তাকে মক্কায় বন্দী করে মক্কার বাইরে নিয়ে যায় তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির ভৃত্যে পরিণত হবে। কিন্তু এটা মুসলমানদের জন্য অবৈধ। আবু হানীফার সিদ্ধান্ত হলো, উক্ত ভৃত্যের সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। তাকে খাদ্য, পানীয় বা আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কিন্তু সে যদি মক্কা ত্যাগ করে এবং পরে ধৃত হয় তাহলে সে যুদ্ধলব্ধ অমুসলিমদের সম্পত্তি হিসেবে মুসলমানদের সম্পত্তিতে পরিণত হবে।[১৮]

৬৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন লোক যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং তার সাথে আগত ভৃত্য বা ক্রয় করা কোন ভৃত্য মুসলমান হয় তাহলে তার ভৃত্যসহ দার-উল-হরব-এ সে ফিরে যেতে পারবে বলে আপনি কি মনে করেন ?

৬৬৫। তিনি উত্তর দিলেন: না।[১৯]

৬৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই লোক এবং দু'জন মুসলিম ভৃত্য সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে ?

৬৬৭। তিনি উত্তর দিলেন: ভৃত্য দু'জনকে বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা হবে এবং তাকে ভৃত্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।[২০]

৬৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন হারবী (শত্রু) দার-উল-ইসলামের উক্ত দু'জন ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় মুসলমান হয় তাহলে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

৬৬৯। তিনি উত্তর দিলেন: তাদের সামাজিক অবস্থা ভৃত্যের মতই বর্তমান থাকবে।[২১]

৬৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত হারবী মুসলমান না হয়ে যদি একজন যিম্মী হয় তাহলে কি করা হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৬৭১। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাকে উক্ত দু'জন মুসলমান ভৃত্যকে বিক্রি করার জন্য বাধ্য করা হবে এবং তাকে ভৃত্যসহ দার-উল-হরবে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।[২২]

www.pathagar.com

৬৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি একজন ভৃত্য মুসলমান না হয়ে তার প্রভুর সাথে দার-উল-ইসলামের উদ্দেশ্যে দার-উল-হরব ত্যাগ করে এবং দার-উল-ইসলামে আনার পর তার প্রভু তাকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে এবং পরে তার প্রভু এই দাসত্বমোচনকে অস্বীকার করে এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত ভৃত্য যদি তার প্রভুর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে উক্ত ভৃত্য মুক্ত বলে গণ্য হবে বলে আপনি মনে করেন?

৬৭৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[২৩]

৬৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: প্রভু যদি তার ভৃত্যকে দার-উল-হরবে থাকার সময় মুক্ত করে দেয় এবং পরে এই দাসত্বমোচনকে অস্বীকার করে তাহলে উক্ত ভৃত্য কি বৈধভাবে মুক্ত বলে গণ্য হবে?

৬৭৫। তিনি উত্তর দিলেন: না।

৬৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

৬৭৭। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ দার-উল-হরবে (উক্ত প্রভুর) দাসত্ব-মোচন গুরুত্বহীন।[২৪]

৬৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: প্রভু যদি তার ভৃত্যকে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করার পর মুক্ত ঘোষণা করে এবং পরে তা অস্বীকার করে তাহলে তার দাসত্বমোচনের অঙ্গীকার বৈধ এবং উক্ত ভৃত্য মুক্ত বলে গণ্য হবে এবং দার-উল-হরবে সে যদি তার ভৃত্যকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে এবং পরে এই দাসত্বমোচনকে অস্বীকার করে এবং তার দাসত্বমোচনের অঙ্গীকার বৈধ বলে গণ্য হবে না—এটাই আপনার মত?

৬৭৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৬৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: দার-উল-হরবে তার দাসত্বমোচনের অঙ্গীকার বৈধ হবে না কেন?

৬৮১। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ দার-উল-হরবে তার দাসত্ব-মোচনের অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই। আপনি কি মনে করেন না যে দার-উল-হরবের কোন লোক যদি অপর কোন লোককে বন্দী করে বল প্রয়োগে ধরে রাখে তাহলে সে তাকে বিক্রি করতে পারে এবং জোরপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে মুসলমানদের কাছে নিয়ে আসার পর মুসলমানরা তাকে ক্রয় করতে পারে—যদিও সে ছিল তার গ্রেফতারকারীর মত একজন মুক্ত ব্যক্তি।[২৫]

www.pathagar.com

৬৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দার-উল-হরবের লোকজনদের মধ্য থেকে কোন হারবী যদি মহিলা ভৃত্য নিয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে—যাদের মধ্যে কেউ কেউ দার-উল-হরবে 'মুদাব্বারা' এবং অন্যান্যরা 'উম-ওয়ালাদ' ছিল এবং পরে তারা যদি তাদের সামাজিক অবস্থা 'মুদাব্বারা' এবং 'উম-ওয়ালাদ' অস্বীকার করে তাহলে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৬৮৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে তার 'মুদাব্বারা' ভৃত্যকে বিক্রয় করতে পারে কিন্তু 'উম-ওয়ালাদ' ভৃত্যকে বিক্রয় করতে পারবে না।

৬৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'মুদাব্বারা' এবং 'উম-ওয়ালাদ' এর সামাজিক অবস্থার মধ্যে এই পার্থক্য কেন ?

৬৮৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ একজন 'উম-ওয়ালাদ'-এর সামাজিক অবস্থা তার সন্তানদের মতই এবং তার সন্তানকে বিক্রি করার অধিকার হারবীর নেই বা কোন লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তার সন্তানকে মুসলমানরাও বিক্রি করতে পারবে না। সন্তান তার পিতার মতই সামাজিক অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু 'মুদাব্বারা'র ক্ষেত্রে সে একজন মহিলা ভৃত্য হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং দার-উল-হরবে তার প্রভুর 'মুদাব্বারা' সম্পর্কীয় বন্দোবস্ত বৈধ বলে গণ্য হবে না। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তাকে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।[২৬]

দার-উল-হরবে প্রত্যাগত বা দার-উল-ইসলামে মৃত্যুবরণকারী মুস্তামিন-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কীয়

৬৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন মুস্তামিন দার-উল-ইসলামে মুসলমানদের নিকট টাকা ধার দেওয়ার পর বা অন্য কারো নিকট ভৃত্য, সম্পত্তি এবং সেই জাতীয় কিছু গচ্ছিত রাখার পর দার-উল-হরবে ফিরে আসে তাহলে এই সম্পত্তি সম্পর্কে আপনি কি মন্তব্য করেন ? এবং ধরুন সে দার-উল-হরবে এবং দার-উল-ইসলামে কতিপয় ভৃত্যকে 'মুদাব্বারা'-এর মর্যাদা দিয়েছে এবং ধরুন যে হারবীকে (দার-উল-হরবে প্রত্যাগত মুস্তামিন) হত্যা করা হয়েছে এবং যে এলাকায় সে ফিরে গেছে তা মুসলমানরা দখল করে

www.pathagar.com

নিয়েছে। দার-উল-ইসলামে রক্ষিত তার সকল সম্পত্তি তথা ভৃত্য, মালামাল, দেনা এবং যা কিছু সে জমা করেছে তা বিলি করার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৬৮৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে টাকা ধার সে দিয়েছিল তার দাবী ছেড়ে দিতে হবে–দেনাদারকে এ টাকা আর শোধ দিতে হবে না। দার-উল-ইসলামের যে সমস্ত ভৃত্যের সাথে সে 'মুদাব্বার' সম্পর্ক স্থাপন করেছিল সেই সমস্ত ভৃত্য ছাড়া যুদ্ধলব্ধ অবিশ্বাসীদের মাল হিসেবে তা মুসলমান সম্প্রদায়ের মালামালে পরিণত হবে। 'মুদাব্বার'-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন ভৃত্যরা মুক্ত হয়ে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কারণ এমন এক স্থানে সে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে যেখানে তার এবং তাদের ওপর মুসলিম আইন কার্যকরী হয়।[২৭]

৬৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দেনাদারের দেনা যুদ্ধলব্ধ অবিশ্বাসীদের মাল হিসেবে ঘোষণা করার পরিবর্তে আপনি তা বাতিল করে দিলেন কেন ?

৬৮৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই ঋণকে যুদ্ধলব্ধ অবিশ্বাসীদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ তা আর ঋণগ্রহীতার কাছে গচ্ছিত নেই— তা খরচ হয়ে গেছে।

৬৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ গচ্ছিত সম্পত্তির মালিককে যদি হত্যা না করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে তার ভৃত্য, গচ্ছিত অর্থ, ঋণ, সম্পত্তি এবং 'মুদাব্বারা'র অবস্থা কি হবে ?

৬৯১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মুসলমানেরা যদি যুদ্ধরত এলাকার অধিকার গ্রহণ করে তাহলে একই নীতি কার্যকরী হবে—তা মালিককে হত্যা করাই হোক বা যুদ্ধবন্দী হিসেবে নেওয়া হোক না কেন।

৬৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন হারবী নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তথায় কতিপয় মুসলমান এবং কতিপয় যিম্মী ভৃত্য ক্রয় করে দার-উল-ইসলামে তা রেখে দার-উল-হরবে প্রত্যাগমন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে যদি মুসলমান কর্তৃক যুদ্ধবন্দী হয় তাহলে ভৃত্যগুলো কি যুদ্ধলব্ধ অবিশ্বাসীদের মাল বলে গণ্য হবে ?

৬৯৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২৮]

www.pathagar.com

৬৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি দার-উল-ইসলামের 'উম-ওয়ালাদ'দের রেখে যায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে?

৬৯৫। তিনি উত্তর দিলেন: তারা সবাই মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।[২৯]

৬৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মুস্তামিন যদি দার-উল-ইসলামে তার সম্পত্তি রেখে সেখানেই মারা যায় এবং তার উত্তরাধিকারিগণ দার-উল-হরবে অবস্থান করে তাহলে তার সম্পত্তির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত?

৬৯৭। তিনি উত্তর দিলেন: তার উত্তরাধিকারিগণ না আসা পর্যন্ত তার সম্পত্তি যিম্মায় রাখা হবে।[৩০]

৬৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উত্তরাধিকারীরা যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তারা যে উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকার এবং তার সম্পত্তির দাবীদার তা প্রমাণের ব্যাপারে তাদের কথাই কি বিশ্বাস করা হবে, না এইজন্য তাদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে?

৬৯৯। তিনি উত্তর দিলেন: তাদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার কথা বলা উচিত।

৭০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি যিম্মীরা দেয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ কি গ্রহণযোগ্য হবে?

৭০১। তিনি উত্তর দিলেন: সদৃশ ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমি বলব সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু আইনগত[৩১] দিক থেকে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত এবং তার সম্পত্তি উত্তরাধিকার দাবীকারীর কাছে সমর্পণ করা উচিত। তবে শর্ত থাকে যে তাদেরকে এই মর্মে সত্যায়ন করতে হবে, তারা উক্ত ব্যক্তির অপর কোন উত্তরাধিকারী চেনে না।

৭০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন জামিনদার রাখার প্রয়োজন আছে কি?

৭০৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৭০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উত্তরাধিকারীরা যে এলাকায় বাস করে সেই এলাকার শাসনকর্তার কাছ থেকে এই মর্মে যদি একটি পত্র নিয়ে

www.pathagar.com

আসে যে তারা উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাহলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

৭০৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তা গ্রহণ করব না।[৩২]

৭০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত পত্রে যদি লেখা থাকে যে সাক্ষীরা শাসনকর্তার নিকট এই মর্মে সাক্ষী দিয়েছেন যে তারা উক্ত ব্যক্তিরই উত্তরাধিকারী, তাহলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

৭০৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাও আমি গ্রহণ করব না।

৭০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কতিপয় মুসলমান যদি শত্রু শাসনকর্তার সামনে দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে এবং মুসলমান আদালতে যদি সীল মোহরে সাক্ষীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

৭০৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাহলেও তা আমি গ্রহণ করব না।

৭১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে দার-উল-ইসলামে আগত ব্যক্তিরা তারই উত্তরাধিকারী এবং তাদের কাছে যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় তাহলে কি আপনি মনে করেন যে তারা মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায় করার অধিকারী হবে ?

৭১১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৩৩]

দার উল-হরবে একজন মুস্তামিন বৈধভাবে কি নিয়ে যেতে পারে

৭১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন মুস্তামিন দার-উল-হরবে ফিরে যেতে চায় তাহলে দার-উল-ইসলামের মুসলমান বা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে ক্রীত 'কুরা'[৩৪] অস্ত্র বা ভৃত্য দার-উল-হরবে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে কি অনুমতি দেওয়া উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৭১৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ (না)। এক মাত্র দারউল-হরব থেকে আসার সময় সে যে 'কুরা' বা অস্ত্র সাথে এনেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৭১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ ছাড়া তার পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে যাওয়ার জন্য কি তাকে অনুমতি দেওয়া যাবে ?

www.pathagar.com

৭১৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৩৫]

৭১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাকে কি লোহা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে ?

৭১৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৭১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

৭১৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ অস্ত্র লোহা থেকেই তৈরী হয়।

৭২০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি সেই মুস্তামিন তার সাথে আনীত তরবারী দার-উল-ইসলামে বিক্রি করে দিয়ে তার পরিবর্তে ধনুক ও বর্শা ক্রয় করে, তাহলে কি তার তরবারীর পরিবর্তে এই ধনুক ও বর্শা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে ?

৭২১। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। কোন কিছুর পরিবর্তেই কোন অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া যাবে না। সে যে অস্ত্র এনেছিল ঠিক তাই তাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত হবে বলে কি আপনি মনে করেন না ?[৩৭]

৭২২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মুস্তামিন যদি তার তরবারী অন্য একটা ধারাল তরবারীর সাথে বদল করে তাহলে সেই তরবারী কি তার সাথে রাখা উচিত, না তাকে এই তরবারী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত হবে ?

৭২৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। সে যদি এর পরিবর্তে আরেকটা দেয় তাহলে তা করা উচিত।

৭২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ 'কুরা' এবং অস্ত্র ছাড়া সে যদি তার সাথে আর কিছু নিয়ে যেতে চায় তাহলে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে কি অনুমতি দেওয়া যাবে ?

৭২৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, সে সব জিনিস—'কুরা' অস্ত্র, লোহা বা এ ধরনের অন্য কোন জিনিস ছাড়া অন্য যে কোন জিনিস সে নিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া দার-উল-ইসলামে ক্রয় করা কোন ভৃত্য এবং এ ধরনের কোন জিনিস সে নিয়ে যেতে পারবে না।[৩৮]

৭২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দার-উল-ইসলামে কোন হারবী যদি মারা যায় তাহলে কি আপনি মনে করেন উপরোল্লিখিত জিনিসগুলোর ব্যাপারে হারবীর মত তার উত্তরাধিকারীরও সমান অধিকার থাকবে ?

www.pathagar.com

৭২৭। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৩৯]

৭২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজে কোন মুসলমান যদি দার-উল-হরবে যেতে চায় তাহলে তার ক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে অর্থাৎ তাকেও কি 'কুরা' এবং অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ?

৭২৯। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৪০]

৭৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী যদি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে তার ভৃত্যকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রেরণ করেন এবং উক্ত ভৃত্য যদি তার প্রভুর পক্ষে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত ভৃত্য যদি মুসলমান হয় তাহলে তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৭৩১। তিনি উত্তর দিলেন : তাকে বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ তার প্রভুর নিকট ফেরত পাঠানো উচিত।[৪১] কিন্তু আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।[৪২]

দার-উল-ইসলামে গ্রেফতারকৃত দার-উল-হরবের লোক

৭৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধরত এলাকার কোন লোক যদি দার-উল-ইসলামে গ্রেফতার হয় এবং সে যদি দাবী করে যে সে একজন দূত এবং সে যে একজন দূত তা প্রমাণ করার জন্য তার শাসনকর্তার পত্র দেখায় তাহলে তার সম্পর্কে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৭৩৩। তিনি উত্তর দিলেন : যদি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পত্র তার শাসনকর্তার তাহলে সেই দূত সংবাদ প্রেরণে এবং ফিরে যাওয়া না পর্যন্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির অধিকারী হবে। যদি প্রমাণিত হয় যে উক্ত পত্র তার শাসনকর্তার নয় তাহলে সেই দূত এবং তার কাছে যে সব জিনিস পত্র আছে তার সব কিছুই যুদ্ধলব্ধ শত্রুর সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে।[৪৩]

৭৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দার-উল-ইসলামে গ্রেফতারকৃত দার-উল-হরবের কোন লোক যদি দাবী করে যে সে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির

১২—

www.pathagar.com

আওতায় প্রবেশ করেছে তাহলে তাকে বিশ্বাস করা কি উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৭৩৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। সে এবং তার কাছের সব জিনিসই যুদ্ধলব্ধ শত্রুর সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে।[৪৪]

৭৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার লোক যদি দার-উল-ইসলামে বসবাসরত যিম্মী এবং মুসলমান আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্য আসে এবং তাদের এই আগমন বার্তা পূর্বেই অবগত করিয়ে গ্রামে গিয়ে বলে যে তারা সবাই যিম্মী তাহলে গ্রামে বসবাসকারী লোকদের কেউ কি অভিযুক্ত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৭৩৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। যুদ্ধরত এলাকার কোন লোককে যদি চিহ্নিত করা যায় তাহলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি (হুদুদ) প্রয়োগ সম্পর্কীয়

৭৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় অধিবাসী যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাদের কেউ যদি অপরের কাছে দেনা থাকে তাহলে কি আপনি মনে করেন দার-উল-হরবে চুক্তি করা দেনার জন্য তাদের যে কোন একজনকে দায়ী করা যাবে ?

৭৩৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।[৪৫]

৭৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

৭৪১। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করেছে। দার-উল-হরবে চুক্তি করা কোন কিছুই আমাদের বিবেচ্য নয়।

৭৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দার-উল-ইসলামে কোন ব্যক্তির কাছে বা কোন মুসলমানের কাছে সে যদি ঋণী থাকে বা কোন মুসলমান যদি তাদের কাছে ঋণী থাকে তাহলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

www.pathagar.com

৭৪৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ সব কিছুর জন্য আমি তাদেরকে দায়ী করার পক্ষপাতী এবং তাদের কাছে যারা ঋণী তাদেরকেও আমি দায়ী করার পক্ষপাতী।[৪৬]

৭৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তারা যদি মুসলমান এবং যিম্মীদের কাছে ঋণী হয় তবু কি তাদের দায়ী করা যাবে?

৭৪৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৪৭]

৭৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার কোন মুসলমান যদি তাদের কাছে ঋণী থাকে বা তারা যদি কোন মুসলমানের কাছে ঋণী হয় অথবা সে যদি তাদের সম্পত্তি তসরুফ করে তাহলে এ সব ব্যাপারে আমাদের কি চিন্তা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৭৪৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ এসব ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করার বা রায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি।[৪৮]

৭৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দার-উল-হরবে কাউকে হত্যা করা হলে বা আহত করা হলেও কি একই নীতি অনুসরণ করা উচিত?

৭৪৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। সব কিছুই বাতিল বলে গণ্য করা উচিত।

৭৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৭৫১। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ তারা এমন এলাকায় এসব অপরাধ করেছে যেখানে তাদের ওপর মুসলিম আইন প্রয়োগযোগ্য নয়।[৪৯]

৭৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন মুওমিন যদি দার-উল-ইসলামে চুরি করে বা অবৈধ যৌন সংযোগ স্থাপন করে তাহলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি তার ওপর প্রয়োগ করা উচিত হবে বলে কি আপনি মনে করেন?

৭৫৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৭৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৭৫৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ তারা (দার-উল-হরবের লোক) আমাদের সাথে কোন শান্তিচুক্তি করে নি বা তারা যিম্মীও হয় নি। সুতরাং তাদের ওপর মুসলিম আইন কার্যকরী হবে না। যা হোক, তারা কোন কিছু

www.pathagar.com

চুরি করলে তাদেরকে দায়ী করা যাবে কিন্তু তাদেরকে অঙ্গহানি করার (চুরির জন্য হাত কাটা) শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না বলে আমি মনে করি।[৫০]

৭৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাদের কেউ যদি কোন মুসলমান বা যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে তা কি কোন মুসলমান কাযী বিচার করতে পারবেন ?

৭৫৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৫১]

৭৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: পরবর্তী এই শাস্তি ও কুরআনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মধ্যে পার্থক্য কি ?

৭৫৯। তিনি উত্তর দিলেন: কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট বিধান আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীদের অধিকার জড়িত। সুতরাং তা তাদের পক্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৭৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন মুসলমান কোন মুস্তামিনের হাত কেটে ফেলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে তাহলে এ ধরনের ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

৭৬১। তিনি উত্তর দিলেন: আমি মনে করি (**Lex talionis**)[৫২] প্রতিশোধমূলক শাস্তির আওতায় তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না।

৭৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন যিম্মীর বিরুদ্ধে হত্যা বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন মুসলমানকে দায়ী করে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হলে যিম্মীর মত অধিকার একজন মুস্তামিন-এরও থাকবে না কেন বলে আপনি মনে করেন ?

৭৬৩। তিনি উত্তর দিলেন: একজন যিম্মী ও একজন মুস্তামিন-এর অধিকার সমান নয়—মুস্তামিন হলো শত্রু ব্যক্তি। আপনি কি মনে করেন তার ওপর মুসলমান আইন এবং কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত ? সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাক্রমে কোন যিম্মী বা মুসলমান তার হাত কেটে দিলে বা হত্যা করলে তাদেরকে (**Lex talionis**)-এর আওতায় শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে হত্যার ক্ষেত্রে কোন স্বাধীন মুসলমান যে পরিমাণ

"দিয়া' বা রক্তপণ প্রদান করে তাকেও ঠিক সেই পরিমাণ 'দিয়া'র জন্য দায়ী করা যাবে।[৫৩]

৭৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুসলমান যদি কোন হারবীর সাথে সুদ, মদ বা মৃত পশু আদান-প্রদানের চুক্তি করে তাহলে তা বাতিলযোগ্য বলে কি আপনি মনে করেন?

৭৬৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, যদি তা দার-উল-ইসলামে সংঘটিত হয়। তবে আবু হানীফা ও মুহাম্মদ বিন-আল-হাসান-এর মত হলো এই আদান-প্রদান যদি দার-উল-হরবে সংঘটিত হয় তাহলেও তা বাতিলযোগ্য হবে না।[৫৪]

৭৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন? আপনি বলেছেন যে কোন মুসলমান যদি দার-উল-হরবে প্রবেশ করে তাহলে তার জন্য মৃত পশু বিক্রয় করা অনুমোদনযোগ্য এবং একটা মৃত পশুর পরিবর্তে দুই দিরহাম গ্রহণ করাও অনুমোদনযোগ্য।

৭৬৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তাদের এলাকায় (দার-উল-হরবে) তা করা অন্যায় নয়। কিন্তু দার-উল-ইসলামে তা করা যথার্থ নয় কারণ দার-উল-ইসলামে তারা মুসলিম আইনের আওতাধীন এবং মুসলমানদের মধ্যে যা করা বৈধ তাছাড়া অন্য কিছু করা বৈধ নয়। অপর পক্ষে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় মুসলমানরা যদি দার-উল-হরবে যায় তাহলে সেই এলাকার আইন মুতাবিক এবং তাদের ইচ্ছা মুতাবিক সম্পত্তি অর্জন করা বৈধ, কারণ সেখানে তাদের ওপর মুসলিম আইন প্রয়োগযোগ্য নয়। এটা আবু হানীফা ও মুহাম্মদ বিন-আল-হাসানের মত। তবে দার-উল-হরবে কোন মুসলমান সুদ, মদ এবং মৃত পশুর আদান-প্রদান করুক তা আবু ইউসুফ সমর্থন করেন না এবং এইজন্য তিনি তা বাতিল করে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[৫৫]

যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের ওপর আরোপিত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ কর

৭৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন মুস্তামিন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে কর সংগ্রহকারীর কাছে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর প্রদান করে এবং

www.pathagar.com

তৎপর দার-উল-হরবে প্রত্যাগমন করে তথায় কিছুদিন অবস্থান করে এবং তৎপর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় পুনরায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে কি আপনি মনে করেন তার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর সংগ্রহ করা সংগ্রহকারীর পক্ষে উচিত হবে ?

৭৬৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৫৬]

৭৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৭৭১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সে যখন দার-উল-হরবে ফিরে যায় তখন তার ওপর মুসলিম আইন আর কার্যকর থাকে না। সুতরাং সে যদি পুনরায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তাকে পুনরায় জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর হিসেবে প্রদান করতে হয়। কারণ তার ওপর প্রয়োগযোগ্য মুসলিম আইন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তার পূর্বে দেওয়া কর গণনার যোগ্য হবে না।

৭৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যে কয়বার মুস্তামিন আমাদের কাছে আসবে, প্রত্যেক বারই কি তার কাছ থেকে এই কর আদায় করা উচিত হবে ?

৭৭৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৭৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার এলাকার কর্তৃপক্ষ যদি মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক-পঞ্চমাংশ কর আদায় করে ?

৭৭৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে ক্ষেত্রে আমিও তাদের কাছ থেকে এক-পঞ্চমাংশ কর আদায় করব।

৭৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুস্তামিন-এর এলাকার কর্তৃপক্ষ মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কি পরিমাণ কর আদায় করে তা কি শুল্ক সংগ্রহ-কারীর পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং তাদের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কি একই পরিমাণ কর আদায় করা উচিত ?

৭৭৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তাদের এলাকার কর্তৃপক্ষ মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যে পরিমাণ কর আদায় করে, দার-উল-ইসলাম-এ প্রবেশকারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও ঠিক সেই পরিমাণ কর আদায় করা উচিত। তারা যদি ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশেরও বেশী আদায় করে তাহলে আমাদেরও বেশী আদায় করা উচিত। তারা যদি কম আদায়

www.pathagar.com

করে আমাদেরও কম আদায় করা উচিত। মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তারা যে পরিমাণ কর আদায় করবে আমাদেরও ঠিক সেই পরিমাণ কর আদায় করা উচিত হবে।[৫৭]

৭৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অবিশ্বাসীদের কোন সন্তান বা মুকাতাব বা ভৃত্য বা মহিলা মুসলমান যদি কর সংগ্রহকারীর সম্মুখে আসে এবং যদি জানা যায় যে তারা মুসলমান মহিলা, মুকাতাব এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কর আদায় করে তাহলে কি তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা আমাদের উচিত হবে ?

৭৭৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৭৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমি যাদের কথা উল্লেখ করলাম তাদের কাছ থেকে তারা যদি কর আদায় না করে তাহলে ?

৭৮১। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা উচিত হবে না। কিন্তু তারা যদি তা করে তাহলে আমাদেরও উচিত হবে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা।[৫৮]

৭৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন হারবী যদি দুই দিরহামের কম মূল্যের মাল-পত্র নিয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তার কাছ থেকে কোন কিছু সংগ্রহ করা আমাদের উচিত হবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

৭৮৩। তিনি উত্তর দিলেন: না।[৫৯]

৭৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: দার-উল-হরবের কর্তৃপক্ষ দু'শ দিরহামের কম মূল্যের জিনিস পত্রের জন্য মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কর আদায় করলে আমাদের কি তাদের কাছ থেকে কোন কর আদায় করা উচিত হবে ?

৭৮৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। দু'শ দিরহামের কম মূল্যের জিনিস পত্রের ক্ষেত্রে তারা যদি কর সংগ্রহ করে তাহলে একইভাবে আমাদেরও কর সংগ্রহ করা উচিত।

৭৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাদের কেউ যদি দার-উল-ইসলামে উট, গবাদিপশু, ভেড়া বা কাপড় সহ প্রবেশ করে দাবী করে যে এগুলো

www.pathagar.com

সে ব্যবসা করার জন্য নিয়ে আসেনি--দেনা পরিশোধ করার জন্যই নিয়ে এসেছে তাহলে কি করা উচিত হবে ?

৭৮৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে যা বলে তা শোনার প্রয়োজন নেই। সে যা বহন করে এনেছে তার ওপর কর আরোপ করে তা সংগ্রহ করতে হবে।

৭৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার সাথে যদি কোন ভৃত্য থাকে তাহলে সে সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন ?

৭৮৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের ওপরও কর আদায় করতে হবে।

৭৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি বলে যে তাদের একজন তার পিতা বা মাতা বা তার একজন সন্তানের দাসী মাতা তাহলে তাদের ওপর কি কর আদায় করা উচিত হবে ?

৭৯১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৭৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দার-উল-ইসলামে আগমনকারী ব্যক্তির দেশের কর্তৃপক্ষ মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কি হারে কর আদায় করে তা যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে আপনার কি হারে কর আদায় করা উচিত হবে ?

৭৯৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তারা কি হারে কর আদায় করে তা জানা না থাকলে সে ক্ষেত্রে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর আদায় করা উচিত হবে।

৭৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ ব্যাপারে কোন ঘটনা কি আপনার জানা আছে ?

৭৯৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। বর্ণিত আছে যে, খলীফা ওমর বিন আল-খাত্তাব একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যুদ্ধরত এলাকায় মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কি পরিমাণ কর আদায় করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে তারা জমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ কর আদায় করে। তারপর থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে দার-উল-হরব থেকে আগত ব্যবসায়ীকেও ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে।[৬০]

৭৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'কুরা' বা অস্ত্র দার-উল-হরবে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় বলে আপনি যে মত পোষণ করেন সে সম্পর্কে কোন ঘটনা কি আপনার জানা আছে ?

www.pathagar.com

৭৯৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন যে, ইব্রাহীম আল নাখাঈ থেকে হাম্মাদ বিন সুলায়মান এবং তার থেকে আবু হানীফা বলেন যে "কুরা, অস্ত্র, ভৃত্য ছাড়া আর সব কিছুই দার-উল-হরবের অধিবাসীদের কাছে নিয়ে যাওয়া বৈধ হবে।" কিন্তু ইব্রাহীম বলেন যে, দার-উল-হরবে কোন কিছুই নিয়ে যাওয়া উত্তম নয়।[৬১]

দার-উল ইসলামে প্রবেশকারী মুস্তামিন-এর উম-ওয়ালাদ মুদাব্বার স্ত্রী এবং স্বাধীন মানুষ

৭৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন হারবী নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় তার উম-ওয়ালাদকে সাথে নিয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং পরে যদি সেই উম-ওয়ালাদ মহিলা মুসলমান হয়, তাহলে তার সামাজিক অবস্থা কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৭৯৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ তার কাজ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তার প্রভুকে তার মূল্য ফেরত দেওয়ার পর সে মুক্ত বলে গণ্য হবে।[৬২]

৮০০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি মালিক তার ভৃত্যদের মধ্য থেকে একজনকে দার-উল-ইসলামে মুদাব্বার হিসেবে প্রেরণ করে এবং উক্ত ভৃত্য যদি পরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার অবস্থা কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৮০১। তিনি উত্তর দিলেনঃ সে এবং উম-ওয়ালাদ সমান মর্যাদা পাবে, মুদাব্বার-এর উচিত হবে কাজ করে তার মূল্য ফেরত দেওয়া এবং তারপর সে মুক্ত বলে পরিগণিত হবে।

৮০২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মালিক যদি দার-উল-হরবে একজন ভৃত্যকে মুদাব্বার-এ পরিণত করে এবং তৎপর উক্ত ভৃত্যকে নিয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং তার পর উক্ত ভৃত্য যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার অবস্থা কি হবে বলে অপানি মনে করেন ?

৮০৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ এক্ষেত্রে তাকে বিক্রি করতে মালিক বাধ্য থাকবে। যা হোক, পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

কারণ মালিক কর্তৃক কোন ভৃত্যকে মুদাব্বার করা বাতিলযোগ্য। দার-উল-হরবে যদি তা করা হয়ে থাকে তবে তা বিবেচনার যোগ্য হবে না।[৬৩]

৮০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মালিক মুস্তামিন যদি তার ভৃত্যদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বা পরে ওপরে বর্ণিত যে কোন অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কাউকে বিক্রি করার ব্যাপারে মালিককে কি বাধ্য করা যাবে বা স্বাধীন হওয়ার জন্য ভৃত্যদের কি রোজগার করতে হবে—এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন ?

৮০৫। তিনি উত্তর দিলেন : না। মালিক মুসলমান হলেও তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক পূর্বের মত বলবৎ থাকবে।

৮০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : বিচারক যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে মালিকের উম-ওয়ালাদ এবং মুদাব্বারকে অর্থ উপার্জন করে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং তারা যদি এইজন্য কিছু অংশ প্রদান করে বা কিছুই প্রদান না করে এক্ষেত্রে মালিক মুসলমান হলে কি হবে ?

৮০৭। তিনি উত্তর দিলেন : ভৃত্যদের উচিত হবে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত অর্থ প্রদান করতে থাকা। বিচারক রায় দেওয়ার পর তাদেরকে সাধারণ ভৃত্য হিসেবে গণ্য করা মালিকের উচিত হবে না। কিন্তু কোন ভৃত্য যদি আয় করতে এবং মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে পূর্বের মত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

৮০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মুকাতাব মুসলমান হলে এবং মালিক মুসলমান না হলে মুকাতাব—এর অবস্থা কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৮০৯। তিনি উত্তর দিলেন : মুকাতাব মুকাতাব-ই থেকে যাবে, সে যদি তার মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পুনরায় দাস-এ পরিণত হবে এবং তার মালিক তাকে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে।

৮১০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : উম-ওয়ালাদ, মুদাব্বার বা মুকাতাব বা যিম্মী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হারবীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থার মতই কি সবকিছু থাকবে ?

৮১১। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৬৪]

www.pathagar.com

৮১২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দার-উল-হরবে কোন ভৃত্য যদি মুসলমান হয় এবং মালিককে দার-উল-হরবে রেখে সে যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে সে কি স্বাধীন হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৮১৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ভৃত্যের পূর্বেই যদি মালিক দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে মুসলমান হয় এবং উক্ত ভৃত্য যদি তাকে অনুসরণ করে, তাহলে কি হবে ?

৮১৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে ভৃত্যই থেকে যাবে এবং স্বাধীন হবে না।

৮১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত ভৃত্য দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করার পর মালিক যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ভৃত্যসহ দার-উল-ইসলামে এসে মুসলমান হয়, তাহলে উক্ত ভৃত্যের অবস্থা কি হবে ?

৮১৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ উক্ত ভৃত্য তার মালিকের সম্পত্তি হিসেবেই পরিগণিত হবে।

৮১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মালিক দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও যদি মুসলমান না হয় তাহলে উক্ত ভৃত্যের অবস্থা কি হবে ?

৮১৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ উক্ত ভৃত্যকে বিক্রি করার জন্য মালিককে বাধ্য করতে হবে।

৮২০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার উম-ওয়ালাদ যদি মুসলমান হয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে সেই মহিলা কি একজন মুক্ত মহিলার মত অবস্থা প্রাপ্ত হবে ?

৮২১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮২২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে সে কি বিয়ে করার অধিকার পাবে ?

৮২৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যদি সে গর্ভবতী থাকে তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করার অধিকার পাবে না।[৬৫]

৮২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাকে কি 'ইদ্দত' পালন করতে হবে ?

৮২৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[৬৬]

www.pathagar.com

৮২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি মালিক কর্তৃক গর্ভবতী হয় এবং পরে বিয়ে করে তাহলে কি হবে ?

৮২৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই ঘোষণা করেন যে, উম-ওয়ালাদকে 'ইদ্দত' পালন করতে হবে অর্থাৎ সে যে গর্ভবতী নয় তা প্রমাণের জন্য তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৮২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইদ্দত' সময়ের পূর্বেই সে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে ?

৮২৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমরা সে বিবাহকে বাতিল বলে গণ্য করব।[৬৭]

যুদ্ধরত এলাকার কোন মহিলা মুসলমান হলে এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তার প্রবেশ সম্পর্কীয়

৮৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার কোন মহিলা যদি মুসলমান হয় এবং তথায় তার স্বামীকে রেখে সে যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে কি তৎক্ষণাৎ তার বিয়ে করার অধিকার থাকবে ?

৮৩১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৬৮]

৮৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার কি 'ইদ্দত' পালন করার প্রয়োজন নেই ?

৮৩৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আপনি কি মনে করেন না যে তার স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তাহলে তার তালাক কার্যকরী হবে না ?[৬৯]

যা হোক, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই মত পোষণ করেন যে তার এবং উম-ওয়ালাদ-এর 'ইদ্দত' পালন করা উচিত; প্রত্যেককেই তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 'ইদ্দত' পালনের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সে যদি গর্ভবতী থাকে তাহলে

www.pathagar.com

একই আইন বলবৎ হবে। গর্ভবতী সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এই বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হবে না।[৭০]

৮৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি গর্ভবতী থাকে এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে ?

৮৩৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই বিবাহ অবৈধ হবে এবং গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সেই বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে।[৭১]

৮৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার স্বামী যদি মুসলমান হয় এবং তার স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বা পরে সে যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে কি হবে ?

৮৩৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ উপরোক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তার আর কোন দাবী থাকবে না। কারণ তার স্ত্রী দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করার পরই তাদের মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

৮৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্ত্রীর পূর্বেই যদি স্বামী মুসলমান হয় এবং দার-উল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তাদের মধ্যকার বিবাহ-বন্ধন কি অব্যাহত থাকবে ?

৮৩৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। তার 'ইদ্দত' পালন করারও প্রয়োজন নেই।[৭২]

৮৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত মহিলা ছাড়া অপর চারজন মহিলার সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার কি তার স্বামীর আছে ?

৮৪১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে কি উক্ত মহিলার বোনকে বিয়ে করতে পারে ?

৮৪৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই রকম কেন হয় ?

৮৪৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ স্বামী মুসলমান হয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করলে তাদের মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ দার-উল-হরবে মুসলমান আইন প্রয়োগযোগ্য নয়। আপনি কি মনে করেন

www.pathagar.com

না যে তার স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তাহলে তা কার্যকরী হবে না এবং সে যদি 'ইলা'[৭৩] বা 'জিহার'[৭৪] ঘোষণা করে তা স্ত্রীর ওপর বলবৎ হবে না।

৮৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্ত্রী মুসলমান হলে এবং দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করলে তার স্বামীর 'ইলা' এবং 'জিহার' ঘোষণা কার্যকরী হবে না মনে করেন কেন ?

৮৪৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ স্ত্রী যখন দার-উল-হরবে তার স্বামীকে রেখে চলে আসে তখন তাদের মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

৮৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন হারবী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে দার-উল-ইসলামে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় প্রবেশ করে মুস্তামিন হিসেবে অবস্থান করে এবং তাদের কেউ যদি প্রথম মুসলমান হয় এবং পরে যদি অপরজন মুসলমান হয় তাহলে তাদের বিবাহ কি বৈধ থাকবে বলে আপনি মনে করেন ?

৮৪৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের বিবাহ বৈধ থাকবে।

৮৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা যদি দার-উল-হরবে থাকে এবং তাদের একজন মুসলমান হওয়ার একদিন বা একমাস পর যদি অন্যজন মুসলমান হয়, তাহলে ?

৮৫১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের বিবাহ বৈধ থাকবে।

৮৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি স্ত্রী মুসলমান হয় তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার জন্য কতদিন সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন ?

৮৫৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ স্ত্রী মুসলমান হওয়ার পর তিনবার ঋতুস্রাব-এর সময় অতিবাহিত হওয়ার সময়ের মধ্যে তার স্বামী যদি মুসলমান না হয় তাহলে তাদের মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন বলবৎ থাকবে না।[৭৫]

৮৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্বামী যদি আগে মুসলমান হয় এবং তিনবার ঋতুস্রাব অতিক্রান্ত হওয়ার সময়ের মধ্যে স্ত্রী যদি মুসলমান না হয়, তাহলে কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

www.pathagar.com

৮৫৫। তিনি উত্তর দিলেন: তার স্ত্রী যদি কিতাবী না হয় তাহলে একই নীতি বলবৎ হবে। অন্যথায় তার স্বামী তাকে ফেলে রেখে দার-উল-হরব ত্যাগ না করলে তাদের বিবাহকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে।

৮৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ কার্য আইনত সিদ্ধ করুক বা না করুক—সেই ক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে?

৮৫৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৮৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তিন তালাক ঘোষণা করে (বা তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়) এবং তারপর সে যদি মুসলমান হয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে সেই মহিলা কি 'ইদ্দত' পালন করতে বাধ্য থাকবে?

৮৫৯। তিনি উত্তর দিলেন: না।

৮৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

৮৬১। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলা দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করলে, স্বামীহীন কোন মহিলার দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করার পর যে অবস্থা হবে তার থেকে তার অবস্থা বেশী অসুবিধাজনক হবে এবং প্রথম ক্ষেত্রে মহিলার জন্য 'ইদ্দত' পালন করা বাধ্যতামূলক নয়। উপরোক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন 'ইদ্দত' পালন করা কারো জন্যই বাধ্যতামূলক নয়। কারণ দার-উল-হরবে মুসলিম আইন প্রয়োগযোগ্য নয়।[৭৮]

যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কীয়

৮৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে যদি কোন দম্পতি মুসলমান হয়, কিন্তু সাক্ষী ছাড়াই যদি তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহলে তাদের কি বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে বলে আপনি মনে করেন?

৮৬৩। তিনি উত্তর দিলেন: না, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বলবৎ থাকবে।

www.pathagar.com

৮৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই ধরনের বিবাহ বৈধ না হওয়া সত্ত্বেও তা বলবৎ থাকবে কেন ?

৮৬৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ এই ধরনের বিবাহ তাদের মধ্যে বৈধ। এই বিবাহ বা এই ধরনের বিবাহ যদি আমি অবৈধ ঘোষণা করি তাহলে সাক্ষীর উপস্থিতিতে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তাও বৈধ নয় বলে ঘোষণা করতে হয়। কারণ কোন মুসলমানের পক্ষে কিতাবী মহিলা ছাড়া অবিশ্বাসী মহিলাকে বিবাহ করা অবৈধ। আমি যদি মুসলমানদের জন্য এই সমস্ত বিবাহ বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করি তাহলে সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হলেও তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই ধরনের বিবাহ মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়ঃ তবুও আমরা তা গ্রহণ করেছি এই জন্য যে, এইবিবাহ তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।[৭৭]

৮৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মহিলা তার স্বামীর মৃত্যু বা বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইদ্দত পালনের সময় যদি কোন হারবী তাকে বিবাহ করে এবং পরে উভয়ে যদি মুসলমান হয় তাহলে উক্ত মহিলা কি তার স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিবাহ কি বৈধ বলে গণ্য হবে ?

৮৬৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত ব্যক্তি যদি তিনবার ঘোষণার পর তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং পরে যদি আবার তাকে বিয়ে করে উভয়ে মুসলমান হয় তাহলে তাদের এই বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না বলে কি আপনি মনে করেন ?

৮৬৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৮৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৮৭১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইত্যবসরে উক্ত মহিলাকে অপর কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া এবং উক্ত পুরুষ কর্তৃক তাকে তালাক দেওয়া না পর্যন্ত সেই মহিলা তার জন্য বৈধ বলে গণ্য হবে না।[৭৮]

৮৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই ঘটনা এবং পূর্বের ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৮৭৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ প্রথম ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা তার জন্য অবৈধ হবে না, যদি সেই মহিলা মুসলমান হয় এবং মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে

www.pathagar.com

আবদ্ধ হয় এবং পরে ইদ্দত পালন করতে থাকে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা অপর কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলে এবং পরে তালাক প্রাপ্ত না হলে সে উক্ত ব্যক্তির জন্য সব সময়ের জন্য অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর যৌন মিলন দ্বারা সেই বিবাহ সম্পন্ন হলে তার স্ত্রী যদি মারা যায় এবং সে যদি তার মাতা বা কন্যাকে (আগের পক্ষের) বিবাহ করে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বলবৎ থাকবে না। কারণ এদের দুজনের যে কেউ (আগের স্ত্রীর কন্যা বা মাতা) তার জন্য সব সময় অবৈধ বলে গণ্য হবে।

৮৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধরত এলাকার কোন অধিবাসী যদি একসাথে পাঁচজন বা তারও বেশী মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে যদি তারা সকলে মুসলমান হয় তাহলে কি হবে বলে আপনি মনে করেন?

৮৭৫। তিনি উত্তর দিলেন: একই চুক্তির অধীন যদি সে পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তাদের সবার সাথেই তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু একের অধিক বিবাহ চুক্তির আওতায় যদি তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহলে প্রথম চারজন মহিলার সাথে তার বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হবে। এদের মধ্যে পঞ্চম মহিলার সাথে তার বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত মহিলার সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[৭৯]

৮৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি একই বিবাহ চুক্তির আওতায় দুই বোন অথবা দু'জন পৃথক মহিলাকে বিয়ে করে সেক্ষেত্রেও কি একই নীতি বলবৎ হবে?

৮৭৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৮৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপনার মত হলো, কোন লোক যদি একই বিবাহ চুক্তির আওতায় কোন মহিলা এবং তার কন্যাকে বিবাহ করে তাহলে এই বৈবাহিক সম্পর্ক বলবৎ থাকবে না। কিন্তু সে যদি তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বিবাহ করে তাহলে প্রথমবার বিবাহ করা স্ত্রী বৈধ বলে গণ্য হবে এবং পরে বিবাহ করা স্ত্রীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে?

৮৭৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৮০]

www.pathagar.com

৮৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি উভয় ক্ষেত্রে যৌন মিলন দ্বারা বিবাহের কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে ?

৮৮১। তিনি উত্তর দিলেন: তাহলে তাদের সাথে উক্ত ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

৮৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি এক অথবা দুইটি বিবাহ চুক্তির আওতায় কোন মহিলা এবং সেই মহিলার বোনের কন্যাকে বিবাহ করে এবং যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হলে বা না হলে কি হবে ?

৮৮৩। তিনি উত্তর দিলেন: দুই বোনকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে যে নীতি কার্যকরী হবে বলে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই নীতি কার্যকরী হবে।[৮১]

৮৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মহিলার সাথে যদি তার অবৈধ যৌন মিলন হয় বা তাকে চুম্বন দেয় বা তাকে কামাসক্ত হয়ে স্পর্শ করে বা উলঙ্গ[৮২] অবস্থায় দেখে এবং তারপর তার মাতা বা কন্যাকে বিবাহ করে এবং পরে যদি তারা সবাই মুসলমান হয় তাহলে কি হবে ?

৮৮৫। তিনি উত্তর দিলেন: তাদের উভয়ের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ তার জন্য তাদের কেউই বৈধ নয়।

৮৮৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: দার-উল-হরবের কোন লোক যদি তাদের মধ্যকার এমন একজন মহিলাকে বিবাহ করে, যার জন্য কনের পণ হিসেবে তাকে মৃত, শূকর বা মদ ব্যয় করতে হয়েছে এবং যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ পূর্ণ হওয়ার পর তারা মুসলমান হয়ে যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তাদের বৈবাহিক অবস্থা এবং কনের মূল্যই বা কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৮৮৭। তিনি উত্তর দিলেন: এই বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হবে এবং কনের পণ হিসেবে উক্ত ব্যক্তিকে আর কিছুই দিতে হবে না, কনেকে সে যা কিছু দিয়েছে তা বৈধ বলে গণ্য হবে।

৮৮৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

৮৮৯। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তারা দার-উল-হরবে কোন একটা ব্যাপারে চুক্তি করেছে এবং উক্ত ব্যক্তি তাকে তা প্রদান করেছে। সুতরাং উক্ত মহিলার আর কোন দাবী থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

৮৯০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ করেন পণ নির্দিষ্ট না করে উক্ত ব্যক্তি যদি তাকে তাদের ধর্মের রীতি অনুযায়ী বিবাহ করে এবং এই বিবাহ যদি যৌন মিলন দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পরে মুসলমান হয়ে তারা যদি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে কি হবে ?

৮৯১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে আর কোন কনের পণ দিতে হবে না।

৮৯২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের কনের পণ দেওয়ার ভিত্তিতে তাকে বিবাহ করে এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে উক্ত মহিলা কি কনের পণ দাবী করতে পারবে ?

৮৯৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হঁ্যা।

৮৯৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার কোন মহিলা যদি স্বামী থাকা সত্ত্বেও অপর কোন লোককে বিয়ে করে এবং সে ও তার দ্বিতীয় স্বামী দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে মুসলমান হয় তাহলে তাদের বিবাহ কি বৈধ বলে আপনি মনে করেন ?

৮৯৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

৮৯৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৮৯৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ উক্ত মহিলার একজন স্বামী থাকা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে। কোন মহিলার একজন স্বামী থাকা সত্ত্বেও অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাকে বিবাহ করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।

৮৯৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার আগাম অঙ্গীকার করে, যা দার-উল-ইসলামে কার্যকরী হবে, ভবিষ্যতের জন্য সেই বিবাহ কি বৈধ বলে গণ্য হবে ?

৮৯৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হঁ্যা।

৯০০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার কোন ব্যক্তি যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং যিম্মী হয়, অপরপক্ষে তার স্ত্রী যদি দার-উল-হরবে থাকে তাহলে তার স্ত্রীর অবস্থা কি হবে ?

www.pathagar.com

৯০১। তিনি উত্তর দিলেন: উক্ত লোকটি যিম্মী হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

৯০২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মহিলা যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল ইসলামে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করে এবং যিম্মী হয় এবং তার স্বামী যদি দার-উল-হরবে থাকে, তাহলেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে?

৯০৩। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই মত পোষণ করেন যে যুদ্ধরত এলাকার কোন মহিলা যদি মুসলমান হয় এবং স্বামীকে যুদ্ধরত এলাকায় রেখে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং সে যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তিনবার ঋতুস্রাব কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং 'ইদ্দত' পালন না করা পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারবে না। এই সময়ের পূর্বে যদি সে বিয়ে করে তাহলে সেই বিবাহ ত্রুটিযুক্ত বিবাহ বলে গণ্য হবে। যুদ্ধ-বন্দীর মত এই মহিলাকে গণ্য করা যাবে না। কোন হারবী যদি চারজন মহিলাকে বিবাহ করে এবং যুদ্ধবন্দী হয় তাহলে তার স্ত্রীগণের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না; তার বন্দী হওয়ার পূর্বেই যদি দুজন স্ত্রী মারা যায় তাহলে বাকী দু'জন স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে বলে আবু হানীফা মত প্রকাশ করেন।[৮৩]

ব্যবসার জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় মুসলমানদের দার-উল-হরবে প্রবেশ সংক্রান্ত

৯০৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুসলমান যুদ্ধরত এলাকায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় প্রবেশ করে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে যদি একজন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে, সে সম্পর্কে আপনার মত কি?

৯০৫। তিনি উত্তর দিলেন: তার এ কাজ আমি সমর্থন করি না।

৯০৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিন্তু সত্যিই যদি সে বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ কি বৈধ বলে গণ্য হবে?

www.pathagar.com

৯০৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৮৪]

৯০৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাহলে আপনি তা সমর্থন করেন না কেন?

৯০৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ উক্ত এলাকায় তার বসবাস আমি সমর্থন করি না।[৮৫]

৯১০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কিতাবী লোকদের দ্বারা যবেহ করা পশুর গোশ্‌ত খাওয়া আপনি কি সমর্থন করেন?

৯১১। তিনি উত্তর দিলেনঃ কিতাবী লোকেরা যদি তা করে তাহলে সেই পশুর গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে। কিতাবী লোকদের দ্বারা যবেহ্ করা পশু বৈধ বলে মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা দিয়েছেন।[৮৬] বর্ণিত আছে যে, খলীফা আলী বিন আবু তালিবকে একবার যুদ্ধরত এলাকার কিতাবী মহিলাদের বিবাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা সমর্থন করেন নি; কিন্তু যখন তাকে তাদের যবেহ করা পশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি সেই যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন।[৮৭]

৯১২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাহলে আপনার মত এই যে, যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি কিতাবী না হয় তাহলে সেই এলাকার অধিবাসীদের দ্বারা যবেহ্‌ করা গোশ্‌ত খাওয়া এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ করা মুসলমাদদের পক্ষে বৈধ নয়।

৯১৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, মুসলমানদের জন্য তা বৈধ নয়।[৮৮]

৯১৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মুসলমান তাদের ধর্মের লোকদের মধ্য থেকে একজন মহিলা ভৃত্যাকে ক্রয় করে, তাহলে উক্ত মহিলা ভৃত্যের সাথে তার যৌন মিলন কি বৈধ হবে?

৯১৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৯১৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি তিনি তাকে দার-উল-ইসলামে নিয়ে যান এবং এই মেয়েটি বিবাহযোগ্য হলেও যদি বয়স কম হয় এবং সে যদি তার ধর্ম সম্পর্কে কিছু না জানে এবং সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সে যদি কোন ঘোষণা না দেয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি কি তার সাথে যৌন মিলন করতে পারবে?

www.pathagar.com

৯১৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, যদি সে তা ইচ্ছা করে।

৯১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি সেই মহিলা মারা যায় তাহলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তথা জানাযা নামায পড়া তার পক্ষে কি উচিত হবে ?

৯১৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৯২০। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উক্ত মহিলা কোন পশু যবেহ করলে যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া কি বৈধ হবে ?

৯২১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

৯২২। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মুসলমান যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে এবং সে যদি উক্ত ব্যক্তির সন্তান লাভ করে এবং উক্ত মহিলা গর্ভবতী থাকা অবস্থায় যদি মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে উক্ত মহিলা, তার সন্তান এবং গর্ভের সন্তানের সামাজিক অবস্থা কি হবে ?

৯২৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ তার (মহিলার) সন্তানরা মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু উক্ত মহিলা এবং তার গর্ভের শিশু যুদ্ধলব্ধ শত্রুর সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। কারণ গর্ভের শিশু তার মায়ের মত সামাজিক অবস্থার অধিকারী হবে।

৯২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মুসলমান তার খৃস্টান স্ত্রীকে দার-উল-হরবে রেখে নিজে দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে কি হবে ?

৯২৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ যে মুহূর্তে তিনি দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

৯২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার তালাক, ইলা বা জিহার ঘোষণা কি উক্ত মহিলার ওপর কার্যকরী হবে ?

৯২৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৯২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উক্ত মহিলা যদি দার-উল-ইসলামে ব্যবসার জন্য আসে তাহলে তার প্রাক্তন বৈধ স্বামী পূর্বে বিবাহ করার ভিত্তিতে উক্ত মহিলার সাথে যৌন মিলন করতে পারবেন ?

৯২৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

www.pathagar.com

৯৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : লোকটি দার-উল-হরবে যে মহিলাকে বিবাহ করে সে যদি কিতাবী মহিলা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়- উক্ত মহিলা তার ধর্মে যদি বর্তমান থাকে (অর্থাৎ যদি সে ধর্মান্তরিত না হয়) এবং তার স্বামী যদি পরে দার-উল-ইসলামে চলে আসে, তাহলে তাদের বিবাহ কি বৈধ থাকবে ?

৯৩১। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৯৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তারা যদি দার-উল-হরবে বসবাস করে এবং সে এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে যিম্মী হয়, তাহলে কি এই নীতি কার্যকরী হবে ?

৯৩৩। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৮৯]

যুদ্ধরত এলাকায় মুসলমান কর্তৃক দাস ক্রয় সম্পর্কীয়

৯৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মুসলমান যদি যুদ্ধরত এলাকায় দাস, ঘর বা জমি ক্রয় করে এবং তাদের অধিকার বুঝে নেয় তাহলে তাদের সামাজিক অবস্থা কি হবে ?

৯৩৫। তিনি উত্তর দিলেন : জমি এবং ঘর মুসলমানদের কাছে যুদ্ধলব্ধ শত্রুর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি এবং দাস তার অধিকারে থাকবে।[৯০]

৯৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তাকে যদি কেউ কিছু দান করে বা সে যদি কিছু ক্রয় করে তাহলে কি একই নীতি বলবৎ হবে ?

৯৩৭। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৯৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দাস ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঘর ও জমির মধ্যে পার্থক্য কেন ?

৯৩৯। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ অস্থাবর সম্পত্তি এবং দাস দার-উল-ইসলামে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ঘর এবং জমি সে নিয়ে আসতে পারে না।

৯৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মুসলমান দার-উল-হরবে প্রবেশ করে তার সম্পত্তি যদি উক্ত এলাকার কোন একজন লোক বা একজন যিম্মীর

www.pathagar.com

কাছে গচ্ছিত রাখে এবং সেই সম্পত্তি যদি মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে সেই সম্পত্তির মালিককে তা ফেরত দেওয়া মুসলমানদের কি উচিত হবে ?

৯৪১। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৯৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : উক্ত সম্পত্তি যদি তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায় তাহলে উক্ত সম্পত্তির মূল্য প্রদান ছাড়াই তিনি তা ফেরত নেওয়ার অধিকারী বলে কি আপনি মনে করেন ?

৯৪৩। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

৯৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

৯৪৫। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ এই সম্পত্তি একজন মুসলমানের এবং অবিশ্বাসীরা তা হস্তগত করলেও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে নি।

৯৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অবিশ্বাসীদের এলাকায় থাকার সময় তারা যদি সেই মুসলমানকে হত্যা করে তার সম্পত্তি হস্তগত করে এবং এরপর যদি মুসলমানরা তাদের গ্রেফতার করে এবং সম্পত্তি হস্তগত করে এবং ভাগাভাগি হওয়ার পূর্বেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি সেই সম্পত্তি দেখতে পায় তাহলে কি হবে ?

৯৪৭। তিনি উত্তর দিলেন : এই সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকারীদের দাবী অগ্রগণ্য হবে।

৯৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : উক্ত সম্পত্তি যদি ইতিমধ্যেই ভাগাভাগি হয়ে থাকে, তাহলে ?

৯৪৯। তিনি উত্তর দিলেন : যদি সেই সম্পত্তি সোনা বা রূপা হয় তাহলে উত্তরাধিকারীদের দাবী গ্রাহ্য করা হবে না; এছাড়া তাদের দাবী অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে এবং যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে মূল্য প্রদান করে তারা উক্ত সম্পত্তি ফেরত নিতে পারে।

৯৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তি ফেরত নেওয়ার জন্য মূল্য দিতে হবে কেন, পূর্বের ক্ষেত্রে তো তাদের সম্পত্তির মূল্য প্রদানের বিধান নেই ?

৯৫১। তিনি উত্তর দিলেন : শেষের অবস্থায় দেখা যায় অবিশ্বাসীরা উক্ত সম্পত্তির মালিককে হত্যা করে সেই সম্পত্তি নিরাপদ রেখেছে; কিন্তু পূর্বের ক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি নিরাপদ রাখা হয় নি।

www.pathagar.com

৯৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসীরা উক্ত মুসলমানকে হত্যা করার পর যদি মুসলমান হয় বা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করে যদি যিম্মী হয় তাহলে তারা কি মুসলমানদের রক্ত ও সম্পত্তির জন্য দায়ী থাকবে বলে আপনি মনে করেন ?

৯৫৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[১১]

৯৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৯৫৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তারা তা দার-উল-হরবে হস্তগত করেছে।

৯৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে উক্ত এলাকার একজন লোককে হত্যা করে বা কিছু সম্পত্তি বা কতিপয় ভৃত্য হস্তগত করে এবং তা দার-উল-ইসলামে নিয়ে যায় এবং তৎপর যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমান বা যিম্মী হয় তাহলে উক্ত মুসলমান যে সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছে তা কি তাদের ফেরত দেওয়া যাবে বা অবিশ্বাসীকে হত্যার জন্য তার সম্পত্তির জন্য বা শোণিত পণের জন্য তাকে কি দায়ী করা যাবে ?

৯৫৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।[১২]

৯৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

৯৫৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ এসব কাজ উক্ত মুসলমান ব্যক্তি দার-উল-হরবেই সম্পাদন করেছে, যেখানে মুসলিম আইন কার্যকর হবে না।

৯৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উক্ত মুসলমান ব্যক্তির এ ধরনের কার্যকলাপ সমর্থনযোগ্য নয় বলে আপনি মনে করেন ?

৯৬১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। ধর্মের দিক থেকে তাদের সাথে এ ধরনের চাতুর্যপূর্ণ কার্যকলাপ আমি সমর্থন করি না।

৯৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে তাদের সঙ্গে চাতুর্যপূর্ণ আচরণ করে সম্পত্তি এবং ভৃত্য হস্তগত করে তা দার-উল-ইসলামে নিয়ে যায় এবং অপর কোন মুসলমান যদি তার কাছ থেকে কতিপয় ভৃত্য ক্রয় করে, তাহলে তা সমর্থনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন ?

৯৬৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। এ সব কিছুই সমর্থনযোগ্য।[১৩]

www.pathagar.com

৯৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেউ যদি অকপট হয় যে উক্ত ব্যক্তি শত্রুর সাথে চাতুর্যপূর্ণ আচরণ করে সম্পত্তি অর্জন করেছে তাহলে উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে তার কোন কিছু ক্রয় করা কি সমর্থনযোগ্য নয় বলে আপনি মনে করেন?

৯৬৫। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তার জন্য তা সমর্থনযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু অন্য কেউ যদি তা ক্রয় করে তা সমর্থনযোগ্য। তবে কোন মহিলা ভৃত্যকে ক্রয় করার পর তার সাথে যৌন মিলন করা আমি সমর্থন করি না।

৯৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-হরবে প্রবেশ করে এবং তথায় অবস্থান করার সময় উক্ত এলাকার অধিবাসীরা যদি অপর কোন যুদ্ধরত এলাকার শত্রুদের বন্দী করে তাহলে উক্ত বন্দীদের কাউকে ক্রয় করা তার জন্য বৈধ বলে কি আপনি মনে করেন?

৯৬৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৯৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একইভাবে সে যে এলাকায় অবস্থান করছে সেই এলাকার কতিপয় লোক যদি তাদের শত্রু কর্তৃক বন্দী হয় তাহলে তাদের কাউকে ক্রয় করা তার পক্ষে সমর্থনযোগ্য বলে কি আপনি মনে করেন?

৯৬৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৯৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম:[২৪] মুসলমানরা যদি যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এবং তারা যদি অপর কোন যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাদের কেউ যদি বন্দী হয় তাহলে উক্ত বন্দীদের কাউকে মুসলমান কর্তৃক ক্রয় করা কি সমর্থনযোগ্য?

৯৭১। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

৯৭২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বন্দীকারীরা যদি একদল মুসলমান হয় এবং চালাকি করে যদি তারা সেই সব লোককে আক্রমণ করে, যাদের সাথে অপর একজন মুসলমান শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে, এক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক কোন বন্দীকে ক্রয় করা কি সমর্থনযোগ্য?

www.pathagar.com

৯৭৩। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদেরকে ক্রয় করা মুসলমানদের পক্ষে উচিত নয় এবং যদি তা করে তাহলে আমি তাদের ফেরত দানের নির্দেশ দেব। কোন একক মুসলমান নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-হরবে প্রবেশ করে চাতুর্যপূর্ণ আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ঘটনার পার্থক্য বিদ্যমান।

৯৭৪। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৯৭৫। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ মুসলমানদের সঙ্গে যারা শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত এবং তাদেরকে চালাকি করে আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এক হাদীস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "পদমর্যাদায় নিম্নতম ব্যক্তি যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তাহলে সে অপরকেও সংযুক্ত করতে পারে।"[১৫] দার-উল-হরবের অধিবাসীরা যদি অপর কোন যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের বন্দীরা এমন লোকের কাছে থাকবে, যাদের সাথে মুসলমানদের কোন শান্তিচুক্তি হয় নি। যাদের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং শত্রুরা যদি তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় তাহলে সেই বন্দীকে ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর কিছু হবে না।[১৬]

দার-উল-হরবে মুস্তামিন হিসেবে মুসলমান

৯৭৬। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কতিপয় মুসলমান নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-হরবে অবস্থান করে এবং সেই এলাকা যদি অপর কোন যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের পক্ষ সমর্থন করে মুসলমানদের কি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা উচিত?

৯৭৭। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

৯৭৮। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

৯৭৯। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ সেখানে অবিশ্বাসীদের আইনই কার্যকরী হয়, মুসলমানরা মুসলিম আইন বলবৎ করতে পারে না।

www.pathagar.com

৯৮০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শত্রুদের আক্রমণে মুসলমানরা যদি নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে আত্মরক্ষার্থে কি তাদের যুদ্ধ করা উচিত ?

৯৮১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নেই।

৯৮২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা—যাদের মধ্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় মুসলমানরা অবস্থান করছে—যদি দার-উল-ইসলাম আক্রমণ করে সম্পত্তি এবং স্বাধীন মুসলমানকে বন্দী করে দার-উল-হরবে নিয়ে যায় এবং উক্ত এলাকায় অবস্থানরত মুসলমানদের সামনে দিয়ে যদি গমন করে, তাহলে উক্ত এলাকায় অবস্থানরত মুসলমানদের কি উচিত হবে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ঘোষণা দেওয়া এবং মুসলমান শিশু ও নারীকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা ?

৯৮২। (ক) তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তারা যদি যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, তাহলে যুদ্ধ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্হা নেই।

৯৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি একদল খারেজী কোন মুসলমান শহর জয় করে তথায় তাদের মতামত অনুযায়ী শাসনকার্য চালু করে এবং পরে তারা যদি অপর কোন অবিশ্বাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং খারেজীদের কতিপয় শিশু ও মহিলাকে বন্দী করে দার-উল-হরবে নিয়ে যায় তাহলে দার-উল-হরবে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় অবস্থানরত মুসলমানদের কি উচিত হবে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং খারেজী মহিলা ও শিশুকে মুক্ত করতে যুদ্ধ ঘোষণা করা ?

৯৮৩। (ক) তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

৯৮৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি খারেজীদের অধীন শহরে একদল অ-খারেজী মুসলমান থাকে এবং যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি খারেজী-দের আক্রমণ করে, সেক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে এবং মুসলমানদের দেশ রক্ষার্থে মুসলমানদের কি খারেজীদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত হবে ?

৯৮৪। (ক) তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। এছাড়া তাদের অন্য কোন পথ নেই।[১৭]

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয়

সাধারণ আইন[১]

৯৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (ইরতাদা)[২] তাহলে তার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

৯৮৬। তিনি উত্তর দিলেন : তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হবে ; তাকে হয় তা গ্রহণ করতে হবে অথবা সে যদি সময় প্রার্থনা না করে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। যদি সময় চায় তাহলে তাকে সর্বোচ্চ তিন দিন সময় দেওয়া যাবে।[৩]

৯৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এ সম্পর্কীয় কোন ঘটনা কি আপনার জানা আছে ?

৯৮৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। এই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস আছে এবং আলী বিন আবূ তালিব, আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসূদ এবং মু'আদ বিন জবল্-এর বর্ণনা থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহর সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল।[৪]

৯৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি পুনরায় মুসলমান হতে অস্বীকার করে এবং ইমাম যদি তার ফাঁসির হুকুম দেন তাহলে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক তার সম্পত্তি কি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত হবে ?[৫]

৯৯০। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৬]

৯৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এ সম্পর্কীয় কোন ঘটনা কি আপনার জানা আছে ?

www.pathagar.com

৯৯২। তিনি উত্তর দিলেনঃ আলী বিন আবু তালিব থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক তার সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। খলীফা আলী এবং আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসুদ-এর কাছ থেকেও আমরা একই রকম ঘটনার বর্ণনা পাই।[৭]

৯৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন লোক মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থান করার সময় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং তখনও তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়নি, এমতাবস্থায় কি তার সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যাবে ?

৯৯৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।[৮]

৯৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় এবং বিষয়টি ইমামের গোচরীভূত করা হয় তাহলে কি তার সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যাবে ?

৯৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৯]

৯৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার পলায়ন কি তার মৃত্যুর সমতুল্য বলে আপনি মনে করেন ?

৯৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[১০]

৯৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি দেনাগ্রস্ত থাকে এবং মুদাব্বারা এবং উম-ওয়ালাদদের রেখে দার-উল-হরবে চলে যায় এবং বিষয়টা যদি ইমামের গোচরীভূত করা হয়, তাহলে কি হবে ?

১০০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ উম-ওয়ালাদ-এর মুদাব্বারাগণকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং মূল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তাদের মূল্য বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়ে দেনা পরিশোধ করতে হবে।[১১] দেনা পরিশোধ করার জন্য যদি ঐ সম্পত্তি যথেষ্ট না হয় তাহলে মুদাব্বারাগণকে অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং তাদের মূল্যের সমান দুই-তৃতীয়াংশ দেনা শোধ করতে হবে।[১২]

১০০১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি দেনা থাকে এবং সেই দেনা যদি কোন নির্দিষ্ট শর্তে প্রদান করার বিধান থাকে তাহলে সেই দেনা কি একই সাথে শোধ করতে হবে ?

www.pathagar.com

১০০২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[১৩]

১০০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বে এবং মুসলমান থাকা অবস্থায় সেই ব্যক্তি যদি কোন উইল করে যায় তাহলে তা কি কার্যকরী করা উচিত হবে?

১০০৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। আমি তা বলবৎ করব না।[১৪]

১০০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উইল-এর এই সিদ্ধান্ত এবং তদবির (দাসত্ব মোচন)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

১০০৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ কোন ব্যক্তি যেমন তার উইল রদ করতে পারে তেমনি ধর্মান্তকরণও আমার কাছে বাতিলের সমান। আপনি কি মনে করেন না যে কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলে সে তার সম্পত্তির মালিক আর থাকে না এবং দাসমুক্তির ঘোষণা আর রদ করতে পারে না?[১৫]

১০০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির স্ত্রী কি তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ করবে?

১০০৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ সে ব্যক্তিকে যদি ফাঁসি দেওয়া হয় বা সে যদি দার-উল-হরবে চলে যায় এবং তার স্ত্রী যদি তখন 'ইদ্দত' পালনের অবস্থায় থাকে তাহলে সে স্বামীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু 'ইদ্দত' সময়ের পর যদি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে সে স্বামীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসেবে পাবে না।[১৬]

১০০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বিবাহ যদি যৌন মিলন দ্বারা পরিপূর্ণ না হয় তাহলে তার কি উত্তরাধিকারের অধিকার এবং সে কি 'ইদ্দত' পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে না?

১০১০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, তা-ই যথার্থ।[১৭]

১০১১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ 'ইদ্দতের' সময়ে এবং 'ইদ্দত' পালন পরবর্তী সময়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

১০১২। তিনি উত্তর দিলেনঃ যে মহিলার 'ইদ্দত' পালনের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই মহিলা বৈধভাবে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। আপনি কি মনে করেন না এই ধরনের মহিলা ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে? তাহলে সে অপর একজন স্বামীর স্ত্রী হয়ে পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তির

www.pathagar.com

অধিকারী কিভাবে হতে পারে? কিন্তু সে যদি 'ইদ্দত' পালনের সময়ের মধ্যে থাকে তাহলে সে তার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং 'ইদ্দত' পালনের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে অপর কাউকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না।[১৮]

১০১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যুদ্ধরত এলাকায় যাওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে যদি ফিরে আসে এবং তার অনুপস্থিতির সময়ে গভর্নর যদি তার উম-ওয়ালাদ এবং মুদাব্বারাদের মুক্ত করে দেয়, তার দেনা পরিশোধ করে দেয় এবং তার সম্পত্তি যদি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কি তার সম্পত্তি পুনরায় ফিরে পাওয়ার অধিকারী হবে বলে আপনি মনে করেন?

১০১৪। তিনি উত্তর দিলেন: উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ছাড়া তাকে আর কিছুই ফেরত দেওয়া যাবে না; কোন সম্পত্তি যদি তার উত্তরাধিকারের কাছে অক্ষত অবস্থায় থাকে তাহলে সে তা পুনরায় লাভ করতে পারবে।[১৯]

১০১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইমাম যদি উম-ওয়ালাদ বা মুদাব্বারাদের মুক্ত না করে বা তার দেনা পরিশোধ না করে তাহলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির দার-উল-ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং তার অনুতপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কি করা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

১০১৬। তিনি উত্তর দিলেন: উম-ওয়ালাদ-এর মুদাব্বারাগণ তাদের অবস্থাতেই থাকবে। সম্পত্তি এবং ভৃত্যগণকে তার কাছে ফেরত দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারেই তাকে দেনা পরিশোধ করতে হবে।[২০]

১০১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি বেচাকেনার আদান-প্রদান করে, কাউকে কোন উপহার প্রদান করে, একজন দাসকে মুক্ত করে দেয়, কোন ভৃত্যকে মুক্ত করে দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, কোন মহিলা ভৃত্যকে মুকাতাবা করার জন্য চুক্তি করে এবং পরে তার সাথে যৌন মিলন করে (যার ফলে উক্ত মহিলা গর্ভবতী হয় এবং সেই সন্তানকে সে তার নিজের সন্তান বলে দাবী করে), কোন ভৃত্যকে মুকাতাবা করার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় বা কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয় এবং এরপর সে যদি

www.pathagar.com

পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার এসব কাজ কি বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১০১৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২১]

১০১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে যদি ফাঁসি দেওয়া হয় বা সে যদি যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় এবং তার সম্পত্তি যদি বন্টন করা হয় তাহলে তার কেনা-বেচা, দাসত্বমোচন, দান এবং তার তদ্‌বির এবং মুকাতাবার ব্যবস্থাবলী (যা ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বের সময়ে করা হয়েছে) কি বৈধ হবে ?

১০২০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সন্তানের ওপর তার দাবী ব্যতীত আর কোন কাজই বৈধ বলে গণ্য হবে না।[২২]

১০২১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উত্তরাধিকারীদের সাথে শিশুটির উত্তরাধিকারীর অধিকার থাকবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

১০২২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[২৩]

১০২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি একজন ভৃত্যকে মুক্ত করে দেয় এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তির একমাত্র পুত্রও যদি উক্ত ভৃত্যকে মুক্ত করে দেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে যদি ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পুত্র কর্তৃক দাসত্ব-মোচন কি বৈধ বলে বিবেচিত হবে ?

১০২৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কোনটাই বৈধ বলে গণ্য হবে না।

১০২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১০২৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ উক্ত পুত্র ভৃত্যের মালিক ছিল না এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তির দাসত্বমোচনও বৈধ নয়। আপনি কি মনে করেন না যে পিতার দার-উল-হরবে যাওয়ার বা ফাঁসি হওয়ার পূর্বেই যদি পুত্র মারা যায় তাহলে উক্ত ভৃত্য অপর কারও অধীন হয়ে যাবে ? ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় তাহলে উক্ত ভৃত্য আর পুত্রের বলে গণ্য হবে না। ভৃত্যটি কোন সময়েই পুত্রের অধীন ছিল না বলে কি আপনি মনে করেন না ?[২৪]

www.pathagar.com

১০২৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পুত্র যদি মারা যায় এবং পরে যদি ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য পিতাকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে কি হবে বলে আপনি মনে করেন ? পিতা এবং পুত্র যদি ভৃত্যের মুক্তি দেয়—পিতা যে ভৃত্যের মুক্তি প্রদান করেছে, পুত্র সেই ভৃত্য ছাড়া অপর একজন ভৃত্যকে যদি মুক্তি দেয়—তাহলে পিতার সম্পত্তির মালিক কে হবে ?[২৫]

১০২৮। তিনি উত্তর দিলেন : পিতা কর্তৃক মুক্ত ভৃত্যই সম্পত্তির অধিকারী হবে ও পুত্র কর্তৃক মুক্ত ভৃত্য কোন কিছুরই অধিকারী হবে না।

১০২৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন লোক যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সম্পত্তি অর্জন করে তাহলে তার উত্তরাধিকারীরা কি সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে ?

১০৩০। তিনি উত্তর দিলেন : না। এই সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ শত্রুর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং তা সরকারী ধনাগারে জমা হবে।

১০৩১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

১০৩২। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ এই সম্পত্তি তিনি এমন সময়ে অর্জন করেন যখন তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত এবং যুদ্ধরত এলাকার কোন একজন লোকের মত যার রক্তের নির্গমনশীলতা অবাধ ও বৈধ ছিল। যাহোক, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন্ আল-হাসান এই মত সমর্থন করেন যে, ধর্মান্তরিত অবস্থায় সেই ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা তার উত্তরাধিকারীরা লাভ করবে। তারা আরো মত প্রকাশ করেন যে ধর্মান্তরিত হওয়ার সময়ে দাসত্ব-মোচন করা হলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে এবং দার-উল-ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যে সম্পত্তি অর্জন করবে তা যুদ্ধরত শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না। যাহোক, মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই মত সমর্থন করেন যে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি কর্তৃক দাসত্বমোচন বা কোন রকমের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ অসুস্থ অবস্থায় সম্পাদিত কাজের তুল্য বলে গণ্য করা উচিত।[২৬]

১০৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ধর্মান্তরিত ব্যক্তির যবেহ করা জন্তুর গোশ্ত খাওয়া কি বৈধ ?

১০৩৪। তিনি উত্তর দিলেন : না।[২৭]

www.pathagar.com

১০৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সে যদি ধর্মান্তরিত হয়ে খৃস্টান হয়, তবুও ?

১০৩৬। তিনি উত্তর দিলেন : ধর্মান্তরিত হয়ে খৃস্টান হলেও তা করা যাবে না। কারণ সে একজন য়াহূদী বা খৃস্টানের মত সামাজিক অধিকার ভোগ করে না। আপনি কি মনে করেন যে সে যে ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই ধর্মেই তাকে থাকতে দেওয়া উচিত ? তাকে হয় মুসলমান হতে হবে অথবা তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।[২৮]

১০৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে যদি কোন মুসলমান, কোন যিম্মী বা কোন ধর্মান্তরিত মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহের চুক্তি কি ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে ?

১০৩৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[২৯]

১০৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই স্ত্রীর গর্ভে যদি কোন সন্তান থাকে তাহলে তার পিতৃত্বের দাবী কি আপনি স্বীকার করবেন ?

১০৪০। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[৩০]

ধর্মান্তরিত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কীয়

১০৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপকার (টর্ট) করে তাহলে সেই ক্ষতির দায়িত্ব কি 'আকিলা'[৩১] তথা অপকার সাধনকারী ব্যক্তির গোত্রের সদস্যবর্গকে বহন করতে হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১০৪২। তিনি উত্তর দিলেন : না।[৩২]

১০৪৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

১০৪৪। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ তার রক্ত যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের রক্ত ঝরানোর মতই বৈধ।[৩৩]

১০৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই ধরনের অপকারের বৈশিষ্ট্য কি রকম হবে ?

১০৪৬। তিনি উত্তর দিলেন : অপরাধী ব্যক্তিকে তার নিজের সম্পত্তি থেকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

www.pathagar.com

১০৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার দ্বারা অর্থ তসরুফ বা ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রেও কি এই নীতি বলবৎ হবে ?

১০৪৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১০৪৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করার পূর্বেই আপনি কি ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নেবেন ?

১০৫০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৩৪]

১০৫১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ধর্মান্তরিত হওয়ার পর অর্জিত সম্পত্তি ছাড়া তার যদি আর কোন সম্পত্তি না থাকে তাহলে সেই সম্পত্তি থেকেই কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে ?

১০৫২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১০৫৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন লোক যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং অপর কোন লোক যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কেটে দেয় বা চোখ নষ্ট করে দেয় বা তার বিরুদ্ধে অন্য যে কোন অপকার সাধন করে, তাহলে সেই ব্যক্তি কি এইজন্য দায়ী বলে বিবেচিত হবে ?

১০৫৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১০৫৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১০৫৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তার রক্ত ঝরানো যেহেতু বৈধ সেই জন্য তার বিরুদ্ধে কেউ কোন অপকার করলে তা শাস্তিযোগ্য হবে না—তা হাত বা পা কাটা, কোন অপকার বা আহত করা হউক না কেন ?[৩৫]

১০৫৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্বের ক্ষতের জন্য যদি মারা যায়, তাহলেও কি এই নীতি কার্যকরী হবে ?

১০৫৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কোন ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত অপকারমূলক কাজ করলে তার জন্য সে দায়ী হবে না।

১০৫৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মুসলমান ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি অপর কারো হাত কেটে দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি যদি ইসলাম ত্যাগ করে দার-উল-হরবে চলে যায় এবং এই ক্ষতের জন্য তথায় মৃত্যুবরণ

www.pathagar.com

করে বা দার-উল হরবে যাওয়ার পূর্বেই মারা যায় বা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই মারা যায় তাহলে কি হবে ?

১০৬০। তিনি উত্তর দিলেনঃ অপরাধীকে এই সব ক্ষেত্রে হাতের 'দিয়া' বা শোণিত পণ দিতে হবে। অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তা যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে তার গোত্রের সদস্যবর্গকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিশেষ একটি মাত্র ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুসলমান থাকা অবস্থায় তার যদি হাত কাটা হয় এবং পরে যদি সে ইসলাম ত্যাগ করে এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের ক্ষতের জন্য মারা যায় তাহলে সম্পূর্ণ 'দিয়া' বা রক্তপণের জন্য অপরাধী দায়ী থাকবে—এই অপরাধ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যা-ই হউক না কেন। তবে শর্ত থাকবে যে অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে তাকেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই অপরাধ যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার গোত্রের সদস্যবর্গকে। এটাই আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ-এর মত। জাফর এবং মুহাম্মদ বিন আল-হাসান এই মত সমর্থন করেন যে একমাত্র হাত কাটার বদলে ক্ষতিপূরণ ছাড়া এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে দায়ী করা যাবে না। কারণ ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত ঝরানো যেহেতু বৈধ সেহেতু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক তার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা হয়েছে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[৩৬]

১০৬১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যে ব্যক্তি হাত কেটেছে সে যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং যার হাত কাটা হয়েছে সে যদি একজন মুসলমান হয় এবং এই অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃত হয় এবং যে ব্যক্তি হাত কেটেছে তাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং আহত ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতের জন্য মারা যায় বা আরোগ্য লাভ করে তাহলে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১০৬২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হাত কাটা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে আহত ব্যক্তিকে কিছুই প্রদান করা হবে না; যদি তা অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অপরাধী ব্যক্তির গোত্রের সদস্যবর্গকে। আহত

www.pathagar.com

ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে যে ব্যক্তি হাত কেটেছে তার গোত্রের সদস্যবর্গকে জীবনের 'দিয়া' তথা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১০৬৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অপরাধী ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলে তার গোত্রের সদস্যবর্গকে 'দিয়া' প্রদান করতে হবে কেন ?

১০৬৪। তিনি উত্তর দিলেন : মুসলমান থাকা অবস্থায় যেহেতু সে এই অপরাধ করেছিল সেহেতু তার গোত্রের সদস্যবর্গকে 'দিয়া' প্রদান করতে হবে।

১০৬৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পূর্বে কথিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মান্তরিত অবস্থায় সে যদি অপরাধ করে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যদি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১০৬৬। তিনি উত্তর দিলেন : ইচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে যার হাত কাটা হয়েছে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না ; অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে তার নিজের সম্পত্তি থেকে হাতের জন্য ক্ষতিপূরণ বা 'দিয়া' প্রদান করতে হবে। যার হাত কাটা হয়েছে সে যদি মারা যায় তাহলে অপরাধীকে তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকে নরহত্যার জন্য 'দিয়া' বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১০৬৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ধর্মান্তরিত হওয়ার পর অর্জিত সম্পত্তি ছাড়া অপরাধীর যদি কোন সম্পত্তি না থাকে তাহলে সেই সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সে কি দায়ী থাকবে ?

১০৬৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই।[৩৭]

ধর্মান্তরিত মহিলা সম্পর্কীয়[৩৮]

১০৬৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে ?

১০৭০। তিনি উত্তর দিলেন : আবু হানীফা এই মত পোষণ করেন যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে না তবে ইসলাম ধর্ম পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাকে বন্দী করে রাখতে হবে।[৩৯]

www.pathagar.com

১০৭১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলাদেরকে কি মোটেই ফাঁসি দেওয়া হবে না?

১০৭২। তিনি উত্তর দিলেন: না।[৪০]

১০৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

১০৭৪। তিনি উত্তর দিলেন: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে কোন মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে হত্যা না করে বন্দী করা উচিত।[৪১] আল্লাহ্‌র নবী থেকে আরো বর্ণিত আছে যে তিনি যুদ্ধের সময় অবিশ্বাসী মেয়েদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সেইজন্য আমরা এই ধরনের শাস্তি বাতিল করেছি।[৪২]

১০৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার সম্পত্তির ব্যাপারে কি করতে হবে?

১০৭৬। তিনি উত্তর দিলেন: তার সম্পত্তি তারই থাকবে।

১০৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যায় বা যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় তাহলে তার সম্পত্তি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে?

১০৭৮। তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তার সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।[৪৩]

১০৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে যে সম্পত্তি অর্জন করেছে সেই সম্পত্তির ক্ষেত্রেও কি একই নীতি বলবৎ হবে?

১০৮০। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১০৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বামী কি তার সম্পত্তির অধিকারী হবে?

১০৮২। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১০৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

১০৮৪। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথেই তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।

১০৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বামী যদি ধর্মান্তরিত হয় তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি লাভের অধিকার আপনি অনুমোদন করেছেন অথচ

www.pathagar.com

স্বামীকে স্ত্রীর সম্পত্তি লাভের অধিকার আপনি অনুমোদন করছেন না কেন ?

১০৮৬। তিনি উত্তর দিলেন : আপনি কি জানেন না যে কোন লোক অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেও স্ত্রীর ইদ্দতের সময়ে স্বামী যদি মারা যায় তাহলেও সে স্বামীর সম্পত্তি লাভের অধিকারী; কিন্তু স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে স্বামী তার সম্পত্তির অধিকারী হবে না। ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সাথে অসুস্থ ব্যক্তির স্ত্রী তালাকের বিষয়টি সমতুল্য বলে গণ্য করা যেতে পারে।[৪৪]

১০৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন স্ত্রী যদি অসুস্থ অবস্থায় ধর্মান্তরিত হয় এবং ইদ্দত পালনের সময় মারা যায় তাহলে তার স্বামী কি তার সম্পত্তির অধিকারী হবে ?

১০৮৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, যদি সে ইদ্দত পালনের সময় মারা যায়।

১০৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অসুস্থ অবস্থায় এবং সুস্থ অবস্থায় ধর্মান্তরিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

১০৯০। তিনি উত্তর দিলেন : অসুস্থ অবস্থায় সে যদি ধর্মান্তরিত হয় তাহলে সে, আমার মতে, যে মহিলা উত্তরাধিকারীর অধিকার ত্যাগ করে তার মত। সুতরাং তার মৃত্যুর পূর্বেই যদি তার ইদ্দত পালনের সময় অতিক্রান্ত হয় তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকারী হবে না।

১০৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : স্ত্রী যদি যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় তাহলে তার (স্ত্রীর) ইদ্দত পালনের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই স্বামী কি চারজন মহিলাকে বিয়ে করার অধিকারী হবে ?

১০৯২। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১০৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

১০৯৪। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ তার (স্ত্রীর) ধর্মান্তরিত এবং যুদ্ধরত এলাকায় পলায়ন তার মৃত্যুর সমতুল্য বলে গণ্য করতে হবে।

১০৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কি উক্ত স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে পারবে ?

www.pathagar.com

১০৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১০৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকা থেকে মুসলমানরা যদি তাকে বন্দী করে তাহলে তাকে কি ফাঁসি দেওয়া উচিত হবে ?

১০৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। তাকে বন্দী করতে হবে এবং যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে গণ্য করে তা বন্টন করতে হবে এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হবে।

১০৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার এই বন্দীত্ব কি তার পূর্বতন স্বামীর পরবর্তী বিবাহিত স্ত্রীর ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে ?

১১০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১১০১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি বন্দী না হয় এবং মুসলমান হয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে আসে, তাহলে তার পূর্বতন স্বামীর পরবর্তী বিবাহের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে ?

১১০২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১১০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উক্ত মহিলা যদি ইচ্ছা করে তাহলে তৎক্ষণাৎ সে কি বিবাহ করতে পারবে ?

১১০৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইদ্দতের ব্যাপারে তার কোন বাধা থাকবে না ?

১১০৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১১০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে এবং যুদ্ধরত এলাকায় সন্তান প্রসব করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে এবং তার সন্তান যদি মুসলমান কর্তৃক ধৃত হয়, তাহলে তারা কি অমুসলিমদের কাছ থেকে সংগৃহীত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে ?

১১০৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ পশ্চাতে কোন মুদাব্বার ভৃত্যকে রেখে কোন ধর্মান্তরিত মহিলা যদি যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং বিষয়টি যদি ইমামের গোচরীভূত করা হয়, তাহলে তাকে (ভৃত্য) তাঁর (ইমাম) মুক্ত করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

www.pathagar.com

১১১০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১১১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ উক্ত মহিলা যদি ঋণগ্রস্ত হয় এবং সেই ঋণ যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকে, তাহলে তার সম্পত্তি থেকে কি তৎক্ষণাৎ সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে?

১১১২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় যদি উক্ত মহিলা বেচা-কেনা করার চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে সেই বেচা-কেনা বৈধ বলে কি ইমাম রায় দেবেন?

১১১৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাঁর দাসত্বমোচন, তার দান এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি কি বৈধ বলে বিবেচিত হবে?

১১১৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই সব ব্যাপারে তার মর্যাদা কি একজন পুরুষ মানুষের মত বলে বিবেচিত হবে?

১১১৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই সব ব্যাপারে তাকে একজন পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত করা যাবে না। কারণ, একজন পুরুষকে স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করার বিধান আছে, অথচ একজন মহিলাকে এই অপরাধের জন্য বন্দী করার বিধান আছে।

১১১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কি মনে করেন যে, কোন মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং তৎপর তাকে কোন ইমামের সম্মুখে আনা হলে সে যদি ঘোষণা করে যে, 'আমি ইসলাম ধর্ম আদৌ ত্যাগ করি নাই এবং আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল,' তাহলে তার এই ঘোষণা কি অনুতপ্ত হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে?

১১২০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১২১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন পুরুষ ব্যক্তি যদি এই ধরনের কথা বলে তাহলে তার ক্ষেত্রেও কি তা প্রযোজ্য হবে?

১১২২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

www.pathagar.com

১১২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করার পর সে যদি কোন মুসলমান, স্বধর্মত্যাগী অবিশ্বাসী, যিম্মী বা অন্য কাউকে বিয়ে করে, তাহলে তার এই বিয়ে কি বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১১২৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১১২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন পুরুষ লোক যদি এই ধরনের কাজ করে তাহলে তা বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১১২৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১১২৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন স্বধর্মত্যাগী পুরুষ বা মহিলা কর্তৃক যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া কি বৈধ ?

১১২৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১১২৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্বধর্মত্যাগী যদি য়াহুদী বা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তবুও না ?

১১৩০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তারা য়াহুদী বা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও (তাদের যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়)। কোন লোক স্বধর্ম ত্যাগ করে থাকবে, এটা আমি অনুমোদন করি না। কারণ তাকে হয় ইসলামে ফিরে আসতে হবে অথবা তাকে হত্যা করতে হবে। যিম্মীরা যেভাবে প্রতি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান করে, তার কাছ থেকে সেই ধরনের কর গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু কোন মহিলা পুনরায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে।

যাহোক আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) মনে করেন যে, কোন স্বধর্মত্যাগী মহিলা ইসলামে ফিরে না এলে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু আবু হানীফা মনে করেন যে, এই ধরনের মহিলাকে খুব বৃদ্ধ লোকের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা উচিত।[৪৫]

পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য[৪৬] এবং মুকাতাব-এর স্বধর্ম ত্যাগ

১১৩১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন ভৃত্য যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তাহলে তার কাজের জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ?

www.pathagar.com

১১৩২। তিনি উত্তর দিলেন: তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে হবে—তাকে হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে আর না হয় তাকে হত্যা করতে হবে। মুদাব্বার ও মুকাতাব ভৃত্য এবং যে ভৃত্য আংশিক স্বাধীন ও যাকে উপার্জন করে বাকী অর্থ পরিশোধ করতে হয়—তাদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগযোগ্য।

১১৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারা কি স্বাধীন মুসলমানের মত মর্যাদার অধিকারী হবে?

১১৩৪। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১১৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বধর্মত্যাগকারী মহিলা ভৃত্য, উম্-ওয়ালাদ, মুদাব্বারা, মুকাতাবা বা আংশিক স্বাধীন মহিলা ভৃত্য, যাকে আয় করে বাকী অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে?

১১৩৬। তিনি উত্তর দিলেন: তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে। যদি সে তা গ্রহণ করে তবে তা হবে মঙ্গলজনক। যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে ইসলামে ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। তাদের কাউকে হত্যা করা হবে না।

১১৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলা ভৃত্যটির আয় যদি তার পরিবারের জন্য অত্যাবশ্যক হয়, তাহলেও কি তাকে বন্দী করা হবে?

১১৩৮। তিনি উত্তর দিলেন: না। অবস্থা যদি এই রকম হয় তাহলে তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায় তাহলে তার ওপর ইসলাম গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করার জন্যে তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।

১১৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বধর্ম ত্যাগ করার পর পুরুষ বা মহিলা ভৃত্য, উম্-ওয়ালাদ বা মুদাব্বার কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তি কার বলে বিবেচিত হবে?

১১৪০। তিনি উত্তর দিলেন: এই সম্পত্তি তার মালিকের বলে বিবেচিত হবে।

১১৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বধর্ম ত্যাগ করার জন্য কোন ভৃত্য বা মুদাব্বারকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে তাদের সম্পত্তি তাদের মালিকের বলে কি বিবেচিত হবে?

www.pathagar.com

১১৪২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৪৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্ম ত্যাগ করার পর কোন মুকাতাব যদি সম্পত্তি অর্জন করে এবং স্বধর্ম ত্যাগের জন্য যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে মুকাতাবের অর্জিত সম্পত্তি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

১১৪৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ দাসত্বমোচন চুক্তির সমান অর্জিত অর্থ তার মালিকের হবে এবং বাকী অর্জিত অর্থ, যদি থাকে, তার উত্তরাধিকারীরা পাবে।

১১৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করার মত অর্থ যদি সে উপার্জন না করে, তাহলে ?

১১৪৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহলে অর্জিত অর্থের সব কিছুই তার মালিকের প্রাপ্য হবে।

১১৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্ম ত্যাগ করার পর সে যদি কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করে বা তার বিরুদ্ধে যদি টর্ট আইন ভঙ্গ করা হয়, তাহলে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

১১৪৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ সে যদি টর্ট আইন ভঙ্গ করে তাহলে স্বধর্ম ত্যাগ করার পূর্বে তার প্রতি যে আচরণ করা হত, তা-ই করা হবে। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করার সময় তার বিরুদ্ধে যদি কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করা হয় তাহলে অপরাধী কোন কিছুর জন্যেই দায়ী হবে না।

১১৪৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্ম ত্যাগ করার পর কোন ভৃত্যকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তার মালিক তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার পূর্বেই সে যদি কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করে, তাহলে তার মালিক কি কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে ?

১১৫০। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১১৫১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্ম ত্যাগ কালে ভৃত্যের বিরুদ্ধে কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করা হলে আপনি দায়-দায়িত্ব বাতিল হবে বলে গণ্য করলেন কেন ?

১১৫২। তিনি উত্তর দিলেনঃ আপনি কি মনে করেন না যে, কোন স্বাধীন মুসলমান যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং তার বিরুদ্ধে যদি কোন টর্ট

www.pathagar.com

আইন ভঙ্গ করা হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তি কোন কিছুর জন্যেই দায়ী হবে না ?

১১৫৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একইভাবে, কোন স্বধর্মত্যাগকারী মুকাতাব এবং মুদাব্বার-এর বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করা হলে অপরাধী কি কোন কিছুর জন্যেই দায়ী হবে না ?

১১৫৪। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১১৫৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুকাতাব যদি স্বধর্ম ত্যাগ করার পর কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করে এবং পরে যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে মুকাতাবের সম্পত্তি থেকে কি তার ক্ষতিপূরণ করা যাবে ?

১১৫৬। তিনি উত্তর দিলেন: অপরাধের ক্ষতিপূরণ এবং মুকাতাবের মূল্য তুলনা করা হবে এবং এই দুইটির মধ্যে কমটার জন্য মুকাতাব দায়ী থাকবে।

১১৫৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মহিলা ভৃত্য যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করে, তাহলে ?

১১৫৮। তিনি উত্তর দিলেন: তার মালিককে হয় তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে অর্পণ করতে হবে অথবা তাকে উক্ত মহিলা ভৃত্যের মুক্তিপণ দিতে হবে।

১১৫৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্বধর্ম ত্যাগ করার পর মহিলা ভৃত্যটির বিরুদ্ধে যদি কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করা হয় তাহলে দোষী ব্যক্তি কি কোন কিছুর জন্যে দায়ী বলে বিবেচিত হবে ?

১১৬০। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১১৬১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলাদের হত্যা করা আপনি যদি অনুমোদন না করেন তাহলে তা হবে না কেন ?

১১৬২। তিনি উত্তর দিলেন: অনেক আইনবিদ অবশ্য মনে করেন যে, স্বধর্ম ত্যাগকারী মহিলাকে হত্যা করা উচিত। আমি মনে করি যে, তাদের বিরুদ্ধে টর্ট আইন ভঙ্গকারী কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে না।

১১৬৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন স্বাধীন মহিলা যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং কোন লোক যদি তাকে হত্যা করে বা তার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

যদি কোন টর্ট আইন ভঙ্গ করে, তাহলে সেও কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে না ?

১১৬৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। সে কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে না।

স্বধর্মত্যাগী পুরুষ ও মহিলা ভৃত্যের বিক্রয় সংক্রান্ত[৪৭]

১১৬৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন মহিলা ভৃত্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগ এবং তার মালিক যদি এই কথা (তার স্বধর্ম ত্যাগের কথা) গোপনে রেখে তাকে অন্য লোকের নিকট বিক্রি করে, তাহলে এই বিক্রয় কি ত্রুটিযুক্ত হবে এবং মহিলা ভৃত্যটি কি তার মালিকের নিকট ফিরে যেতে পারবে বলে আপনি মনে করেন ?

১১৬৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৬৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে মহিলা ভৃত্যের স্বধর্মত্যাগের কথা জানায়—যে জন্য সে দায়ী নয়—তাহলে কি এই বিক্রি বৈধ বলে বিবেচিত হবে ?

১১৬৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৬৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি সে পুরুষ ভৃত্য হয় তাহলে ক্রেতার সম্মুখে তাকে কি ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো এবং তৎপর তার ইসলাম গ্রহণের সুযোগ বা হত্যার বিধান সমর্থন করবেন ?

১১৭০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৭১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে দার-উল-হরব-এ গমন করে এবং তৎপর তথায় মুসলমান কর্তৃক ধৃত হয় এবং সে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ভৃত্যটি কি স্বধর্মত্যাগের পূর্বের মত তার মালিকের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে ?

১১৭২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ শত্রুর দেশে অবস্থান করার সময় সে যদি কিছু সম্পত্তি অর্জন করে এবং মুসলমান কর্তৃক সম্পত্তিসহ ধৃত হয়ে

www.pathagar.com

সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সম্পত্তি কি তার মালিকের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে ?

১১৭৪। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১১৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি সে ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায় এবং এইজন্য যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার সম্পত্তি কি মালিকের বলে বিবেচিত হবে ?

১১৭৬। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১১৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : স্বধর্মত্যাগী কোন মুকাতাব যদি দার-উল-হরব-এ যায় এবং তৎপর মুসলমান কর্তৃক ধৃত হওয়ার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং এইজন্য যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার সম্পত্তি কি একইভাবে তার মালিককে প্রদান করতে হবে ?

১১৭৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১১৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে কি তার অধিকারভুক্ত সম্পত্তির মালিক হতে পারবে ?

১১৮০। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১১৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যে ভৃত্য তার মুল্যের অর্ধেক থেকে মুক্ত এবং বাকী অর্থ উপার্জন করে দফাওয়ারীভাবে পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তার ক্ষেত্রেও কি একই বিধান কার্যকরী হবে ?

১১৮২। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১১৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যে সব মহিলা ভৃত্য, মুকাতাবা, উম-ওয়ালাদ বা মুদাব্বারা স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং তৎপর তথায় মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয়, তাদের সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন ?

১১৮৪। তিনি উত্তর দিলেন : ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখতে হবে, তাকে হত্যা করা উচিত নয়। পূর্বের মত সে তার মালিকের সম্পত্তি বলেই বিবেচিত হবে।

১১৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যুদ্ধরত এলাকায় থাকার সময় তার (সে ভৃত্য, মুদাব্বারা বা উম-ওয়ালাদ হোক না কেন) মালিক যদি ইসলাম শাসিত এলাকায় মারা যায় এবং সে যদি মুসলমান কর্তৃক বন্দী হওয়ার পরও

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে কি বিধান প্রয়োগ করা উচিত হবে ?

১১৮৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে সংগৃহীত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।

মুক্ত মানুষ ও তার ভৃত্যের স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয়[৪৮]

১১৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি একজন লোক ও তাঁর ভৃত্য স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় এবং সেখানে যদি মালিক মারা যায় এবং ভৃত্য মুসলমান কর্তৃক ধৃত হয়, তাহলে ভৃত্যটি কি অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে সংগৃহীত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১১৮৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১১৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ভৃত্যটি যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে কি হত্যা করা উচিত হবে ?

১১৯০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১১৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই পরিস্থিতিতে সে বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে কেন ?

১১৯২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তার মালিক যেহেতু তাকে সঙ্গে করে যুদ্ধরত এলাকায় গিয়েছিল। মালিক কর্তৃক যা কিছু যুদ্ধরত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হোক না কেন তা যদি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তবে তা বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে।

১১৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মালিক যদি দার-উল-হরব থেকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে আসে এবং তৎপর ইসলাম শাসিত এলাকা থেকে সে যদি কিছু সম্পত্তি নিয়ে গিয়ে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিছু সম্পত্তি বন্টন করে দিয়ে যুদ্ধরত এলাকায় ফিরে যায় এবং তৎপর তথায় অবিশ্বাসী হওয়ার জন্য যদি তাকে হত্যা করা হয় এবং তার সাথে আনীত

১৫—

www.pathagar.com

সম্পত্তি যদি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাহলে সেই সম্পত্তি কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচনা করতে হবে ?

১১৯৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। কারণ সে যে সম্পত্তি এনেছিল তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বন্টন হওয়ার পূর্বে যদি তারা তা পায় তবে তারা তা ফেরত পাওয়ার অধিকারী। বন্টন হওয়ার পর যদি তারা এই সম্পত্তি পায় তবে এর মূল্য পরিশোধ করে তারা এই সম্পত্তি ফেরত পেতে পারে।

১১৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কোন ভৃত্য যদি তার মালিকের কিছু সম্পত্তি নিয়ে যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং তৎপর সে যদি নিহত হয় এবং তার সম্পত্তি যদি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাহলে সেই সম্পত্তি কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত হবে ?

১১৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। এই সম্পত্তি তার মালিককে ফেরত দিতে হবে।

১১৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইসলাম ত্যাগকারী কোন ভৃত্যকে তার মালিক যদি ক্রেতার কাছে তার স্বধর্ম ত্যাগের কথা গোপন রেখে বিক্রয় করে তাহলে এই বিক্রয় কি ত্রুটিযুক্ত হবে এবং ভৃত্যটি কি [illegible] র কাছে ফেরত যেতে পারবে ?[৪১]

১১৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১১৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ [illegible] যায় তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো সত্ত্বেও [illegible] করে এবং তাকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে বিক্রেতাকে [illegible] ফেরত দিতে হবে ?

১২০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ [illegible] ব তাকে মূল্যও ফেরত দিতে হবে।

তবে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ([illegible] ভৃত্যটির দুই অবস্থার মূল্য—অর্থাৎ যখন সে মুক্ত [illegible] বৈধ ছিল—বিবেচনা করতে হবে এবং ক্রেতা [illegible] রিমাণ অর্থ ফিরে পাওয়ার অধিকারী হবে।

www.pathagar.com

স্বধর্মত্যাগীর বন্দী সম্পর্কীয়[৫০]

১২০১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: স্ত্রী ও ছেলে মেয়েসহ একদল মুসলমান যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং যুদ্ধরত এলাকায় তাদের একটা শহর দখল করে এবং শহরে যদি আর কোন মুসলমান না থাকে এবং শহরটি পুনরায় দখল না হওয়া পর্যন্ত স্বধর্মত্যাগীরা যদি যুদ্ধ করতে থাকে এবং মুসলমানরা যদি স্বধর্মত্যাগীদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বন্দী করে এবং তাদের অনেককে হত্যা করে, তাহলে সব বন্দীই কি অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১২০২। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তারা রাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ হিসেবেও বিবেচিত হবে।

১২০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মেয়েদের কি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উচিত হবে ?

১২০৪। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১২০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মেয়েরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস[illegible] জানায় তবে তাদের কি হত্যা করা হবে ?

১২০৬। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১২০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মেয়ে যদি ইসলা[illegible] অসম্মতি জানায় এবং সে যদি একজন মুসলমানের ভাগে পড়ে [illegible] সে যদি ক্রীত হয়, তাহলে তার সাথে উক্ত ব্যক্তির যৌন সম্প[illegible] বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১২০৮। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১২০৯ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত মেয়ে যদি [illegible] হয় তবুও না ?

১২১০। তিনি উত্তর দিলেন: তবুও না। আপনি [illegible] তাকে (মেয়েকে) ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উচিত ?

১২১১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: উক্ত মেয়েটি [illegible] তবে তার মালিক কি তার সাথে যৌন মিলন[illegible]

www.pathagar.com

১২১২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১২১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ (মেয়েটি) যদি দার-উল-ইসলামে ঋণী থাকে ?

১২১৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ সেই ঋণ বাতিল হয়ে যাবে। বন্দী করার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে।

১২১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কতিপয় মুসলমান যদি একজন স্বধর্মত্যাগীকে বন্দী করে এবং সেই বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে ভৃত্যে পরিণত হবে বলে আপনি কি মনে করেন ?

১২১৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। তাকে হত্যা করা উচিত।

১২১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১২১৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে। যে মুসলমান স্বধর্ম ত্যাগ করেছে তাকে দার-উল-ইসলামে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তাকে হয় পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে আর না হয় তাকে হত্যা করতে হবে।

১২১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে ?

১২২০। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। সে একজন স্বাধীন মানুষে পরিণত হবে।

১২২১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১২২২। তিনি উত্তর দিলেনঃ কোন (মুসলমান) আরববাসীই অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে না। কেউ পুনরায় ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানালে তাকে হত্যা করা উচিত। কিন্তু কেউ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্বাধীন মানুষে পরিণত হবে এবং কোন কিছুর জন্যেই সে দায়ী হবে না।

১২২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্মত্যাগীদের মেয়েলোক ও শিশুরা যদি যুদ্ধরত এলাকায় থাকে, তবে তাদের কি বন্দী করা যাবে ?

১২২৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

www.pathagar.com

১২২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কতিপয় মুসলমান নিরাপদে থাকা ছাড়া একটা মুসলিম শহরের পুরুষ ও মহিলা যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং পরে যদি শহরটি মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় তাহলে মহিলা ও শিশু সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১২২৬। তিনি উত্তর দিলেন: তারা সবাই স্বাধীন মানুষ বলে বিবেচিত হবে, তবে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে।

১২২৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

১২২৮। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তাদের সাথে রয়েছে একদল মুসলমান।

১২২৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাদের সাথে যদি কোন মুসলমান না থাকে এবং মহিলারা যদি স্বধর্ম ত্যাগ না করে তাহলে শিশুরা দাস-এ পরিণত হবে?

১২৩০। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১২৩১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

১২৩২। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ মায়ের ধর্মানুসারে তারাও মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হবে।

১২৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি তারা এবং তাদের মহিলারা স্বধর্ম ত্যাগ করে ও শহরটি দখল করে এবং তৎপর মুসলমানরা যদি তা পুনরায় দখল করে তাহলে মহিলা ও শিশুরা কি দাস-এ পরিণত হবে বলে আপনি মনে করেন?

১২৩৪। তিনি উত্তর দিলেন: না, তারা দাস-এ পরিণত হবে না।

১২৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: মহিলাদের কি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে?

১২৩৬। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১২৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: পুরুষ লোকদের কি ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হবে—যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে? আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের কি হত্যা করতে হবে?

www.pathagar.com

১২৩৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১২৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ একজন লোক ও তার স্ত্রী যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে একটা ছোট শিশুসহ যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করে এবং তথায় মুসলমান কর্তৃক লোকটি যদি নিহত এবং স্ত্রী ও শিশুটি যদি বন্দী হয়, তাহলে তারা বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

১২৪০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। মহিলা ও শিশুটি বিনাযুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।

১২৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কোন লোক স্বধর্ম ত্যাগ করে তার ছোট শিশুকে নিয়ে দার-উল-হরবে যায় এবং তার স্ত্রী যদি মুসলমান অবস্থায় দার-উল-ইসলামে অবস্থান করে এবং পরে লোকটি যদি মুসলমান কর্তৃক নিহত ও শিশুটি বন্দী হয়, তাহলে শিশুটি কি অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে?

১২৪২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না, তাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিতে হবে।

১২৪৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার পিতা তাকে যুদ্ধরত এলাকায় নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা করা হবে কেন?

১২৪৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ তার মা মুসলমান এবং শিশু তার মায়ের ধর্মই অনুসরণ করে।

১২৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ পিতা স্বধর্ম ত্যাগ করার পূর্বেই মাতা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে শিশুটি কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে?

১২৪৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না, শিশুটি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে না। কারণ পিতা স্বধর্ম ত্যাগ করার পূর্বেই মাতা মুসলমান হিসেবে মারা যায় (আর শিশু তার মায়ের ধর্মই অনুসরণ করে)।

১২৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মাতা যদি খৃস্টান, কিতাবী বা যিম্মী হয়, তবু কি এই নীতি বলবত হবে?

www.pathagar.com

১২৪৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। কারণ এই অবস্থা এবং পূর্বে উল্লিখিত অবস্থা একই রকম।

১২৪৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ স্বধর্ম ত্যাগকারী কোন লোক ও তার স্ত্রী যদি যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং সেখানে যদি তাদের সন্তান হয় ও তৎপর তারা মারা যায় এবং সন্তানরা যদি অবিশ্বাসী হিসেবে বড় হয় ও অন্যান্য সন্তানের জন্ম দেয় এবং একই সন্তানরা যদি মুসলমান কর্তৃক বন্দী হয়, তাহলে তারা কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে?

১২৫০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১২৫১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাদের কি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না?

১২৫২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১২৫৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তারা স্বধর্ম ত্যাগকারীর উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তা করা যাবে না কেন?

১২৫৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ স্বধর্ম ত্যাগকারী বা তার সন্তানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে, কিন্তু তাদের প্রপৌত্রদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

১২৫৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

১২৫৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ কতিপয় যুদ্ধবন্দীর দাদা বা দাদী যদি মুসলমান হয় তবে তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? তা যদি করা হয় তাহলে কখনও কোন ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী হলে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে, যেহেতু সব মানুষই আদম ও হাওয়ার (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উত্তরাধিকারী।

মুসলমানদের সাথে যিম্মীদের চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কীয়[৫২]

১২৫৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ একদল যিম্মী যদি মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করে ও তাদের শহর দখল করে এবং তাদের শাসন বলবত করে এবং সেই শহরে যদি কতিপয় মুসলমান

www.pathagar.com

নিরাপদে থাকে এবং তৎপর মুসলমানদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে যিম্মীরা কি যুদ্ধবন্দী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১২৫৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১২৫৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১২৬০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ উক্ত এলাকা দার-উল-হরব-এর অংশে পরিণত হয় নি। আপনি কি মনে করেন না যে, মুসলমানরা তথায় নিরাপদে বসবাস করত এবং সেই এলাকা আগের মত (চুক্তিভঙ্গের আগে) দার-উল-ইসলাম হিসেবেই অব্যাহত থাকবে ?

১২৬১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শহরে বসবাসরত মুসলমানদের যদি যিম্মীরা হত্যা করে এবং তাদের সন্তানদের যদি তারা যুদ্ধবন্দী করে এবং দীর্ঘকাল ধরে শহরটি যদি তারা তাদের শাসনে রাখে এবং অবিশ্বাসী-দের আইন এমনভাবে কার্যকরী করে যাতে কোন মুসলমানই এবং যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা সেখানে নিরাপদে বসবাস করতে না পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে যদি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যদি তাদের সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে তাহলে তাদের মহিলা ও শিশুদের কি যুদ্ধবন্দী করা যাবে ?

১২৬২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১২৬৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যিম্মীরা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, তাদের মর্যাদা দার-উল-হরব-এ যাওয়া স্বধর্মত্যাগীদের মত হবে ?

১২৬৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১২৬৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদের মেয়ে ও শিশুকে কি যুদ্ধবন্দী করা যাবে ?

১২৬৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১২৬৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদের পুরুষ মানুষকে কি যুদ্ধবন্দী করা যাবে ?

১২৬৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। কারণ তাদের সাথে পুরুষ স্বধর্মত্যাগীদের থেকে আলাদাভাবে আচরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২৬৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তারা যদি শান্তি কামনা করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করার পর পুনরায় যিম্মী হয় এবং তাদের কেউ যদি দৈহিকভাবে আঘাত করে ও চুক্তি ভঙ্গ করার পূর্বে অপরের সম্পত্তি লুঠ করে, তাহলে পূর্বের সব কাজের জন্য কি তাদের দায়ী করা যাবে ?

১২৭০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১২৭১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যেখানে লেক্স টেলিওনিস তথা প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব, সেক্ষেত্রে কি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত হবে ?

১২৭২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১২৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কি মনে করেন যে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তারা যে সম্পত্তি ধ্বংস করেছে বা রক্তপাত ঘটিয়েছে তার জন্য তারা কি দায়ী থাকবে ?

১২৭৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১২৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থা পৃথক কেন ?

১২৭৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ দার-উল-ইসলাম-এ থাকা অবস্থায় যখন তারা চুক্তি পালন করছিল এবং মুসলমানদের সাথে শান্তিতে ছিল, তখন তারা যে টর্ট আইন ভঙ্গ করে তার জন্য তারা দায়ী থাকবে এবং চুক্তির অবস্থিতি তাদের কাছে বাতিলযোগ্য হবে না; কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা যে অপরাধ করেছে তার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না, কারণ যুদ্ধাবস্থা শান্তির অবস্থা থেকে ভিন্নতর।

১২৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা যদি কোন শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করে অথচ মুসলমানরা যদি তাদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে তাদেরকে বিনা যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত তথা দাস হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে দার-উল-ইসলামে তাদের সংঘটিত অপরাধের জন্য কি তাদের দায়ী করা যাবে ?

১২৭৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। তাদের যুদ্ধবন্দী হওয়ার কারণে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : স্বধর্মত্যাগীদের মত তাদের সাথেও কি একই রকম আচরণ করতে হবে ?

১২৮০। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১২৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন যিম্মী মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে যদি তার ছোট শিশু নিয়ে দার-উল-হরব-এ যায় এবং তথায় সে যদি নিহত হয় ও তার শিশুরা যদি যুদ্ধবন্দী হয়, তাহলে তাদের যিম্মী মাতা দার-উল-ইসলামে থাকলেও তারা কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১২৮২। তিনি উত্তর দিলেন : তাদের মাতা দার-উল-ইসলামে থাকায় বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত তাদের বিবেচনা করা হবে না। বরং তাদেরকে তাদের মাতার কাছে ফেরত পাঠানো হবে এবং তাদের মর্যাদা তাদের মায়ের মতই হবে।

১২৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মুসলমানদের সাথে পিতা তার চুক্তি ভঙ্গ করার পূর্বে মাতা যদি দার-উল-ইসলাম-এ মারা যায়, তাহলেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১২৮৪। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১২৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পিতা মাতা উভয়ে যদি মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে দার-উল-ইসলাম-এ একটা ছোট শিশু রেখে অন্য কোন ইসলাম শাসিত অঞ্চলে যায়, তাহলে সেই শিশুটি কি অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে ?

১২৮৬। তিনি উত্তর দিলেন : না। সে আগের মতই তার মর্যাদার অধিকারী হবে।

১২৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পিতা মাতা যদি তাদের সাথে অন্য একটা শিশুকে দার-উল-হরব-এ নিয়ে যায় এবং তৎপর শিশুটি যদি যুদ্ধ-বন্দী হয়, তাহলে শিশুটি কি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে ?

১২৮৮। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১২৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

www.pathagar.com

১২৯০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তারা তাকে সাথে করে দার-উল-হরবে নিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য সে ঐ এলাকার অধিবাসীদের মত মর্যাদার অধিকারী হবে।

১২৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যিম্মীরা যদি পুনরায় মুসলমানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে চুক্তি করার পূর্বে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে তারা মুসলমানদের যে সম্পত্তি ধ্বংস করেছে বা রক্তপাত ঘটিয়েছে, তার জন্য তারা কি দায়ী থাকবে ?

১২৯২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১২৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি কোন যিম্মী দার-উল-ইসলাম-এ তার যিম্মী স্ত্রীকে রেখে মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি করে, তাহলে তার বিবাহ কি বৈধ হিসেবে বলবত থাকবে ?

১২৯৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ দার-উল-ইসলামে রেখে আসা স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বন্ধন আর বৈধ থাকবে না। কিন্তু তার সাথে যদি তার স্ত্রীও মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং পুনরায় শান্তি স্থাপন করে দার-উল-ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সেই স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন অক্ষুন্ন থাকবে।

১২৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার অবস্থা অন্যের অবস্থার চেয়ে পৃথক কেন ?

১২৯৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সে যখন যুদ্ধরত এলাকায় যায় তখন সেখানে তার ওপর মুসলিম আইন কার্যকরী ছিল না। সেই জন্য তার স্ত্রীর (যে দার-উল-ইসলামে ছিল) সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১২৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্বধর্মত্যাগকারীর ক্ষেত্রেও কি এই নীতি কার্যকরী হবে ?

১২৯৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১২৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্বধর্মত্যাগকারীর স্ত্রীও যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে তার স্বামীর সাথে যুদ্ধরত এলাকায় যায় এবং পরে তারা যদি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের বিবাহ কি বৈধ থাকবে ?

www.pathagar.com

১৩০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৩০১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি তার স্বধর্মত্যাগী স্ত্রীকে দার-উল-ইসলামে রেখে দার-উল-হরবে যায় এবং পুনরায় দার-উল-ইসলামে ফিরে আসার পর তারা উভয়ে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিবাহ কি বৈধ থাকবে ?

১৩০২। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, দার-উল-ইসলামে স্ত্রীকে রেখে সে যখন দার-উল-হরব-এ গিয়েছিল, তখনই তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

স্বীয় এলাকায় স্বধর্মত্যাগীদের কর্তৃত্ব সম্পর্কীয়[৫৩]

১৩০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী একদল মুসলমান স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে যদি তারা যে এলাকায় বাস করে সেই এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে এবং তাদের সাথে সেখানে যদি কোন মুসলমান বা যিম্মী না থাকে এবং এলাকাটি যদি অবিশ্বাসীদের এলাকা এবং যুদ্ধরত এলাকার অংশে পরিণত হয়,[৫৪] এবং তারা যদি মুসলমান ও যিম্মীদের সম্পত্তি দখল করে এবং যুদ্ধরত এলাকা থেকে যুদ্ধবন্দী লাভ করে এবং এইসব জিনিসের অধিকারী থাকা অবস্থায় তারা যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বধর্ম ত্যাগ করার পর তারা যে সম্পত্তি অর্জন করেছে, তারা তা রেখে দেওয়ার অধিকারী বলে আপনি মনে করেন ?

১৩০৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৩০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাদের অধিকারে যদি মুসলমান বা যিম্মীদের মধ্য থেকে বন্দী করা লোক থাকে অথবা তারা যদি উম্ম-ওয়ালাদ, মুদাব্বার বা মুকাতাব বন্দী করে থাকে, তাহলে কি হবে ?

১৩০৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদের সকলকে তাদের লোকদের কাছে ফেরত দিতে হবে।

১৩০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকার যুদ্ধরত জাতি-গুলির শিশু, সম্পত্তি, ভৃত্য এবং যুদ্ধলব্ধ মাল যদি মুসলমানরা দখল করে তা

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় এবং বিবদমান জাতিগুলি যদি পরে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে অর্জিত সম্পত্তি বা ভৃত্য কি তাদের ফেরত দিতে হবে ?

১৩০৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১৩০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৩১০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ মুসলমানরা তখন যা অর্জন করেছিল তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া ছিল বৈধ।

১৩১১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ স্বধর্মত্যাগীরা যদি তাদের যিম্মী হিসেবে আচরণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানায় এবং তারা যদি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান করতে স্বীকৃত হয় তাহলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১৩১২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের এ কাজ করতে দেওয়া উচিত হবে না।

১৩১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদের সাথে এক বছরের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার জন্য মুসলমানদের কি অনুমতি দেওয়া উচিত হবে—এতে স্বধর্মত্যাগীরা তাদের অবস্থা যাঁচাই করতে পারবে ?

১৩১৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এ কাজ করা যদি মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হয় বা তারা যদি তাদের (স্বধর্মত্যাগীদের) আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তাদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে কোন ক্ষতি নেই। তবে মুসলমানরা যদি তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয় এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের চেয়ে যুদ্ধই যদি সুবিধাজনক হয় তাহলে তাদের সাথে কোন চুক্তি না করে তাদের বন্দী করা উত্তম।

১৩১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুসলমানরা যদি তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে তাদের কাছ থেকে কি খারাজ সংগ্রহ করা উচিত হবে ?

১৩১৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তা সমর্থন করি না। তবে তারা যদি এ কাজ করে তবে তা বৈধ বলে গণ্য করব। কিন্তু আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন!

www.pathagar.com

আরব বহুত্ববাদীদের সম্পর্কে'[৫৫]

১০১৭। (আবদুল্লাহ্) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা), মিকসাম থেকে আ -হাকাম (বিন উতায়বা), আল-হাকাম থেকে আল-হাসান বিন-উমার এবং আল-হাসান থেকে মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নবী আরব বহুত্ববাদীদের ইসলাম গ্রহণ বা হত্যা ছাড়া আর বিকল্প দেন নি। আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ, (বিন-আল-হাসান) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

১০১৮। ি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আরব বহুত্ববাদীরা যদি ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায়, তাহলে তাদের মুসলমানদের সাথে চুক্তি করার ও যিম্মী হওয়ার সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১০১ ি ন উত্তর দিলেন ঃ তাদের কখনই একাজ করার অনুমতি দেওয়া উ তাদের প্রতি বরং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো উচিত ি মুসলমান হয় এবং এটাই তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, অন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা উচিত। কারণ এটাই নীতি বলে এবং তাদের প্রতি অপর অবিশ্বাসীদের মত আচরণ কর

জিজ্ঞাসা করলাম ঃ) মুসলমানরা যদি তাদের আক্রমণ কর ও শিশুদের বন্দী করে এবং পুরুষদের যুদ্ধবন্দী কর র্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে ?

ত্তর দিলেন ঃ মেয়েরা ও শিশুরা অমুসলিমদের কাছ থে সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মা নেওয়া যাবে—এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা যা র ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হবে মুক্ত (তাদের বি)। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তা

করলাম ঃ আরববাসীদের মধ্যে যারা কিতাবী, তা ওয়া উচিত ?

ান ঃ অন্য অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্র একই নীতি গ্রহণ করা হবে।[৫৭]

www.pathagar.com

যুদ্ধরত এলাকায় স্বধর্মত্যাগী একদল মুসলমান সম্পর্কীয়[৫৮]

১৩২৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একদল মুসলমান যদি যুদ্ধরত এলাকায় আক্রমণ চালায় এবং তাদের কিছু লোক যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে পৃথকভাবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মুসলমান ও তারা যদি উভয়েই যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করে এবং পরে যদি স্বধর্মত্যাগীরা দার-উল-হরব ত্যাগ করার পূর্বেই অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে যুদ্ধলব্ধ মালে তারা কি মুসলমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩২৫। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৩২৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারা যা অর্জন করেছে, তা তারা রেখে দেওয়ার অধিকারী হবে ?

১৩২৭। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৩২৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিন্তু পরে (পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার পর) তারা যদি শত্রুর মুকাবিলা করে এবং মুসলমানদের সাথে এক যোগে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা কি যুদ্ধলব্ধ মালের ভাগ-বন্টনে অংশ নিতে পারবে ?

১৩২৯। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

হত্যাযোগ্য স্বধর্মত্যাগী সম্পর্কীয়[৫৯]

১৩৩০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একদল মুসলমান যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহবান না জানিয়ে অপর একদল মুসলমান যদি তাদের আক্রমণ করে, তাহলে আক্রমণকারীরা কি কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৩১। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৩৩২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ? কারণ সুন্নাহ মুতাবিক তাদের আক্রমণ করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো উচিত।

www.pathagar.com

১৩৩৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তৎসত্ত্বেও তারা কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে না।

১৩৩৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন একজন লোক যদি ইসলাম ত্যাগ করে এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর পূর্বে অন্য কেউ যদি তাকে হত্যা করে, সে ক্ষেত্রেও কি একই নীতি বলবত হবে ?

১৩৩৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩৩৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মহিলার ক্ষেত্রে কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৩৩৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩৩৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন পুরুষ বা মহিলা ভৃত্যের ক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৩৩৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩৪০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৩৪১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে সব পুরুষ স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, তারা মুক্ত বা ভৃত্য হোক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

১৩৪২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে কি করা যাবে, তাদের হত্যা তো আপনি অনুমোদন করেন না।

১৩৪৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ অনেক আইনবিদ মত পোষণ করেন যে, তারা যদি ইসলাম ত্যাগ করে তবে তাদেরকেও হত্যা করা যাবে।

১৩৪৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন শিশু যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বেই যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে, তবে তাকেও হত্যা করা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৪৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১৩৪৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে যদি অবিশ্বাসী থাকে, তবে তার ক্ষেত্রেও কি এই নীতি বলবত হবে ?

১৩৪৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হত্যার পরিবর্তে আমি তাকে বন্দী করার আদেশ দেব। কারণ বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও ইসলাম গ্রহণ করে নি।

www.pathagar.com

১৩৪৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন শিশু যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বে যদি বুঝতে সক্ষম হয় এবং তৎপর ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে সে কি তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে বা সে মারা গেলে কি জানাযা পাওয়ার অধিকারী হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৪৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির বলে আমি ইতিবাচক উত্তর দেব। তবে এক্ষেত্রে আমি সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি ত্যাগ করার পক্ষপাতী, কারণ যুক্তি প্রদর্শন করা বড়ই খারাপ। আমি তার যবাই করা পশুর গোশ্‌ত খাব না, তার জানাযা নামায পড়ব না বা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াও সমর্থন করব না।

১৩৫০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পারসিক পুরোহিত মণ্ডলীর কোন সন্তান যদি বড় হয় এবং বুঝতে সক্ষম হয় অথচ যৌবনে পদার্পণ করে নাই, এমন অবস্থায় সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আপনি কি তার যবাই করা পশুর গোশ্‌ত খাবেন বা তার জানাযা নামায পড়বেন ?

১৩৫১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩৫২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে কি তার পারসিক পুরোহিত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে বা তার পিতা বা মাতা কি তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে ?

১৩৫৩। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না (কেউ কারও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না)। এটাই আবু হানীফা, মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-এর মত ও আবু ইউসুফের আগের মত। তবে আবু ইউসুফ পরে মত পোষণ করেন যে, শিশুটি যদি বুঝতে সক্ষম হয় তাহলে সে তার ইসলামকে (প্রকৃত) ইসলাম বলে গণ্য করবে এবং এই ধরনের বয়ঃসন্ধিকালের যুবকের অবিশ্বাসকে (প্রকৃত) অবিশ্বাস বলে গণ্য করবে না।

১৩৫৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন লোক যদি ইসলাম ত্যাগ করে অনুতপ্ত হয় এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে অনুতপ্ত হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং এই কাজ বারবার করে, তাহলে তার অনুতাপ কি গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন ?

১৬—

www.pathagar.com

১৩৫৫। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৩৫৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এমনকি সে যদি এ কাজ বারবার করে, তবুও ?

১৩৫৭। তিনি উত্তর দিলেন ঃ (হ্যাঁ), এমন কি বারবার করা হলেও। কিন্তু আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন!

মাতাল ব্যক্তির স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয়[৬০]

১৩৫৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন লোক মাতাল না হওয়া পর্যন্ত এবং যুক্ত ক্ষমতা লোপ না পাওয়া পর্যন্ত যদি অধিক মাত্রায় মদ পান করে এবং এই অবস্থায় সে যদি ইসলাম ত্যাগ করে এবং পরে মাতাল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর সে যদি ইসলামের রীতি-নীতি পালন করে, তাহলে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৫৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির বলে আমি ইতিবাচক উত্তর দেব। তবে আমার উচিত হবে যুক্তি ত্যাগ করে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতের অগ্রাধিকার দেওয়া, (যার বলে) আমি মনে করি যে, বুদ্ধি লোপ পাওয়া মাতাল ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে পাগল মানুষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে; এতে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

১৩৬০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসীদের শাসনকর্তা যদি কোন মুসলমানকে ইসলাম ত্যাগ করতে বল প্রয়োগ করে এবং লোকটি যদি ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুক্ত হওয়ার পর সে যখন তার স্ত্রীর কাছে যায়, তখন বলপূর্বক স্বধর্ম ত্যাগ করাতে বাধ্য করার জন্য তার স্ত্রী কি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ?

১৩৬১। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির বলে আমি ইতিবাচক মত পোষণ করব, কেননা লোকটার অন্তরের অনুভূতি কি ছিল তা আমরা জানি না। তবে এক্ষেত্রে আমি যুক্তি ত্যাগ করার পক্ষপাতী এবং তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়া সমর্থন করি না।

www.pathagar.com

১৩৬২। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন লোক ইসলাম ত্যাগ করে এবং যখন তাকে অনুতপ্ত হওয়ার কথা বলা হয় তখন সে যদি বলে যে, সে স্বধর্ম ত্যাগ করে নি, সেক্ষেত্রে কি হবে ?

১৩৬৩। তিনি উত্তর দিলেন : তার ঘোষণা অনুতাপ বলে গণ্য করা যাবে এবং তার পক্ষ থেকে আমি তা গ্রহণ করব।

১৩৬৪। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করার পর যদি সম্পত্তি উপার্জন করে এবং তার উত্তরাধিকারীরা যদি দাবী করে যে, সে মৃত্যুর পূর্বে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে তারাই তার সম্পত্তির দাবীদার, তাহলে এক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে ?

১৩৬৫। তিনি উত্তর দিলেন : মৃত্যুর পূর্বে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এই মর্মে তার উত্তরাধিকারীরা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করতে না পারে, তাহলে তার সম্পত্তি বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে।

১৩৬৬। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন যিম্মী যদি মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দার-উল-ইসলামে ছেলেমেয়ে ও সম্পত্তি রেখে দার-উল-হরব-এ চলে যায়, তাহলে তার সম্পত্তি কি করা হবে ? এই সম্পত্তি কি বাজেয়াফত্ করা হবে, না তার সন্তানদের জন্য রেখে দেওয়া হবে ?

১৩৬৭। তিনি উত্তর দিলেন : কোন মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করার পর যুদ্ধরত এলাকায় তার সম্পত্তির যে অবস্থা হবে, এই লোকটির সম্পত্তির অবস্থাও তদ্রূপ হবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ (উত্তরাধিকার বন্টন বিষয়ক)[৬১] মুতাবিক তা তার সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।

১৩৬৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তার যদি দেনা থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তা পরিশোধ করার কথা থাকে, তাহলে তা পরিশোধ করা কি তার উত্তরাধিকারীদের দাবীর চেয়ে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে ?

১৩৬৯। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১৩৭০। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তার যদি মুদাব্বারা ও উম-ওয়ালাদ থাকে তাহলে তাদের কি মুক্ত করা উচিত হবে ?

www.pathagar.com

১৩৭১। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

তবে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) এই মত পোষণ করেন যে, স্বধর্ম ত্যাগ করার পর স্বধর্মত্যাগী যা কিছু অর্জন করেছে তা তার পূর্বে অর্জিত সম্পত্তির সমপর্যায়ভুক্ত এবং তা বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে না। একইভাবে, তার সব ক্রয়-বিক্রয়, দাসত্ব মুক্তি ও দান বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[৬২]

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মতভেদ বা বিবাদ ও রাজপথে ডাকাতি সম্পর্কীয়

খারেযী (দলত্যাগী) ও বগী (বিদ্রোহী)[১]

১৩৭২। (আবু সুলায়মান আল জুঝানি) বলেন: কাছির বিন উমের আল-হাদরামি[২] থেকে সালামা বিন কুহায়েল এবং সালামা থেকে আল-আজলা বিন-আবদুল্লাহ্ এবং আল-আজলার কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন আল-হাসান শুনে আমাদের বলেন:

কিন্দা দরওয়াজা দিয়ে কুফার মসজিদে প্রবেশ করার পর আমি পাঁচজন লোককে দেখতে পাই। তারা খলীফা আলী বিন আবু তালিবকে অভিশাপ করছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল অবগুণ্ঠনরত।[৩] তিনি বলেন: "আমি আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করেছি যে, আমি তাকে হত্যা করব।" তারপর থেকে আমি লোকটির কাছাকাছি রইলাম এবং তার সাথীরা চলে গেলে আমি তাকে নিয়ে আলীর কাছে গিয়ে বললাম: "আমি এই লোকটিকে বলতে শুনেছি যে, সে আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করেছে যে, সে আপনাকে হত্যা করবে।" আলী বললেন, "তাকে আমার কাছাকাছি নিয়ে এস" এবং আরও বললেন, "তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি কে?" লোকটি উত্তর দিল, 'আমার নাম সাওয়ার আল-মানকারি।" আলী বললেন, "তাকে যেতে দাও।" তৎপর আমি বললাম, "সে আপনাকে হত্যা করবে বলে আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করা সত্ত্বেও আমি তাকে যেতে দেব?" আলী উত্তর দিলেন, "লোকটি এখনও আমাকে হত্যা না করলেও আমি কি তাকে হত্যা করব?" (আমি বললাম:) "সে আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে।" আলী বললেন, "আপনিও তাকে অভিশাপ দিন অথবা ছেড়ে দিন।"

বর্ণিত আছে যে, একদা শুক্রবারে খলীফা আলী বিন আবু তালিব যখন খোত্বা দিচ্ছিলেন, তখন মসজিদের এক কোণা থেকে কতিপয় খারেযী

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন ঃ "একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিচার করার অধিকার নেই।" আলী বললেন, "একটা সত্য কথার অর্থ করা হয়েছে বিকৃতভাবে"[৪] এবং তিনি আরও বললেন, "আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার জন্য আমাদের মসজিদে আসতে আমরা আপনাদের বাধা দেব না; যতদিন আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন, ততদিন পর্যন্ত আমরা বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির ওপর আপনাদের অংশকে অস্বীকার করব না; আপনারা আক্রমণ না করলে আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করব না।"[৫] তৎপর তিনি শুক্রবারের খোত্‌বা শুরু করলেন।

আরও বর্ণিত আছে যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে খলীফা আলী বিন আবু তালিব বলেন ঃ "(আমাদের দল থেকে) যারা পালিয়ে যাবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে না, কোন (মুসলমান) যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা যাবে না, যুদ্ধে আহত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, মহিলা ও শিশুকে দাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং মুসলমানদের কোন সম্পত্তি বাজেয়াফত করা যাবে না।"[৬]

১৩৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি দুটো দল থাকে, যাদের মধ্যে একটা হল বিদ্রোহী (বগীদের দল) এবং অপরটি অনুগত (ন্যায়বিচারের দল)[৭] এবং প্রথম দল (বিদ্রোহী) যদি দ্বিতীয় দল (অনুগত) কর্তৃক পরাজিত হয়, তাহলে (অন্য দলের) পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করা, তাদের বন্দীদের হত্যা করা এবং আহতদের হত্যা করার অধিকার কি অনুগত দলের থাকবে না ?

১৩৭৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ বিদ্রোহীদের কেউ যদি বেঁচে না থাকে এবং পলায়নের জন্য কোন দলের অস্তিত্ব না থাকলেও কখনই তা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে দুই দলের মধ্যে কোন একটা দলের যদি অস্তিত্ব থাকে—যে দল থেকে লোক পলায়ন করতে পারে—তাহলে তাদের বন্দীকে হত্যা করা যাবে, তাদের পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে এবং তাদের আহতদেরও পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে এবং তাদের আহতদেরও হত্যা করা যাবে[৮]

www.pathagar.com

১৩৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অনুগত সৈন্যদল যদি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্র, কুরা ও অন্যান্য সামগ্রী দখল করে, তাহলে সেগুলি দিয়ে কি করা উচিত হবে ?

১৩৭৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ বিদ্রোহীদের মধ্যে যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে এই সব যুদ্ধাস্ত্র ও কুরা ব্যবহার করা অনুগত দলের জন্য অন্যায় হবে না। তবে যুদ্ধ সমাপ্তির পর সব কিছুই তার আসল মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। এমনকি যুদ্ধাস্ত্র ও কুরা ছাড়া অন্যান্য অর্জিত সামগ্রী যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তাদের বৈধ মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া উচিত কারণ খলীফা আলী বিন আবু তালিব থেকে বর্ণিত আছে যে, নাহরাওয়ান-এর সমতলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে দখল করা সব জিনিসই তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন, যেন কেউ তার জিনিস সনাক্ত করে তা ফেরত নিতে পারে। সর্বশেষ লোকটি তার লোহার থালাটি সনাক্ত করে তা ফেরত নিয়ে যায়।[৯]

১৩৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক দল বিদ্রোহী যদি কোন দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তথায় অবস্থান করে যদি সেই দেশের অধিবাসীদের শাসন করে, যিম্মীদের কাছ থেকে কর (সদকা) যেমন, উট, গরু, ভেড়াসহ ব্যক্তির ওপর ধার্য কর আদায় করে এবং পরে দেশটি যদি অনুগত বাহিনী কর্তৃক বিজিত হয়, তাহলে অনুগত বাহিনী কি পুনরায় যিম্মীদের কাছ থেকে ব্যক্তির ওপর ধার্য কর এবং বিদ্রোহীরা যা আদায় করেছে তা হিসাবে না এনে উট, গরু ও ভেড়ার জন্য বাকী কর আদায় করতে পারবে ?

১৩৭৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ বিদ্রোহীরা যে সময়ে শাসন করেছিল, সেই সময়ের জন্য তাদের কাছ থেকে কিছুই আদায় করা উচিত হবে না। কারণ কর প্রদানকারীরা বিদ্রোহীদের নিরাপত্তায় ছিল না বা বৈধ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তও তাদের ওপর প্রয়োগযোগ্য নয়। তবে তারা ভবিষ্যতের সব বাকী কর প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে।[১০]

১৩৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিদ্রোহীদের সাথে কোন মহিলা যদি অংশ গ্রহণ করে এবং সে যদি যুদ্ধবন্দী হয় এবং বিদ্রোহী বাহিনী

www.pathagar.com

তখনও যদি যুদ্ধ অব্যাহত রাখে তাহলে সেই মহিলাকে হত্যা করা যাবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৮০। তিনি উত্তর দিলেন: তাকে হত্যা করা উচিত হবে না—তাকে বন্দী করা যাবে।[১১]

১৩৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন স্বাধীন মানুষ এবং ভৃত্য যদি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার সময় বন্দী হয় এবং বিদ্রোহী বাহিনী তখনও যদি অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৮২। তিনি উত্তর দিলেন: এই দুই ধরনের লোকের যে কেউ ধরা পড়লে তাকে হত্যা করা যাবে।

১৩৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যোদ্ধা মালিকের অধীনের কোন অযোদ্ধা ভৃত্য এবং একজন যোদ্ধা মহিলা যদি বন্দী হয়, তাহলে তাদের কি হত্যা করা যাবে ?

১৩৮৪। তিনি উত্তর দিলেন: না। তবে তাদের বন্দী করা যাবে।

১৩৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কত দিন যাবত এই ধরনের একজন মহিলা ও একজন ভৃত্যকে বন্দী করে রাখা যাবে ?

১৩৮৬। তিনি উত্তর দিলেন: বিদ্রোহীদের মধ্যে আর কেউ যুদ্ধ করার জন্য অবশিষ্ট না থাকা পর্যন্ত।[১২]

১৩৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত[১৩] মুসলিম বাহিনী যে সব কুরা ও যুদ্ধাস্ত্র লাভ করেছে তা যদি তাদের প্রয়োজন না থাকে তাহলে সেসব জিনিস কি করা হবে ?

১৩৮৮। তিনি উত্তর দিলেন: কুরা বিক্রি করে তার অর্থ রেখে দেওয়া যাবে, তবে যুদ্ধশেষে যুদ্ধাস্ত্র তাদের মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে।[১৪]

১৩৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহীরা যদি তাদের অবস্থা নিরূপণ না করা পর্যন্ত বৈধ কর্তৃপক্ষের (অনুগতদের) সাথে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন বা এক মাসের জন্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে চায়, তাহলে তা করা কি বৈধ হবে ?

www.pathagar.com

১৩৯০। তিনি উত্তর দিলেনঃ অনুগত বাহিনীর জন্য যদি তা সুবিধাজনক হয়, তবে তা করা বৈধ হবে।[১৫]

১৩৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সম্পত্তি প্রদান করার আহবান জানায় (শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য), তাহলে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা কি বৈধ হবে বলে আপনি করেন ?

১৩৯২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৩৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১৩৯৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ বিদ্রোহীরা হল মুসলমান, তাই তাদের সম্পত্তি থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত হবে না, কারণ কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খারাজ গ্রহণের শামিল।[১৬]

১৩৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা যদি অনুতপ্ত হয়ে অনুগত বাহিনীর সাথে যোগ দেয়, তাহলে যুদ্ধের সময় তারা যে সম্পত্তি ও জীবন ধ্বংস করেছে তার জন্য তাদের দায়ী করা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৩৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। তবে কোন কিছু নির্দিষ্ট বস্তু থাকলে তা তার মালিককে ফেরত দেওয়া উচিত।[১৭]

১৩৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনী যে সব সম্পত্তি দখল করে ভোগ করেছে এবং তারা যে রক্তপাত ঘটিয়েছে তার প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না—এর জন্য তারা কি দায়ী হবে না ?

১৩৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ (এর জন্য দায়ী হবে না)।

১৩৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা অনুগত বাহিনীর সদস্যদের আহত করলে এবং তাদের সম্পত্তি তসরুপ করলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১৪০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ এ সবও পরিত্যাগ করতে হবে। তবে ভোগ করা হয় নি এমন সম্পত্তি তার মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে।

১৪০১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা যদি একদল যিম্মীর সাহায্য কামনা করে এবং তারা যদি বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধ করে, তাহলে

www.pathagar.com

যিম্মীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা কি তাদের সাথে মুসলমানদের সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের সামিল হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৪০২। তিনি উত্তর দিলেন : না।

১৪০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

১৪০৪। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ তারা ছিল একদল মুসলমানের সাথে।[১৮]

১৪০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যিম্মী কর্তৃক অনুগত বাহিনীর হত্যা বা আহত করা বা সম্পত্তি ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও কি তাদের প্রতি বিদ্রোহীদের মত আচরণ করতে হবে ?

১৪০৬। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১৪০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : বিদ্রোহীরা যে সব কাজ করেছে, তার জন্য তারা দায়ী হবে না কেন ?

১৪০৮। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ অনুগত মুসলমানদের বিধান তাদের ওপর (তাদের এলাকায়) প্রযোজ্য নয় এবং যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের মত তারাও মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে।[১৯]

১৪০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : বিদ্রোহীরা যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে অনুগত বাহিনী তাদের ওপর যে আঘাত করেছে তার জন্য তারা দায়ী হবে না কেন ?

১৪১০। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনুগত বাহিনীর জন্য বৈধ ছিল। এজন্য তারা দায়ী হবে না।

১৪১১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অনুগত বাহিনী বিদ্রোহীদের দেখা পেলে তাদের কি সত্য পথে[২০] আসার আহবান জানাবে ?

১৪১২। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[২১]

১৪১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই ধরনের আহবান ছাড়া অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে কি তারা দায়ী হবে ?

১৪১৪। তিনি উত্তর দিলেন : না।

১৪১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ?

www.pathagar.com

১৪১৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ বিদ্রোহীরা জানে কি ধরনের আহ্বান হতে পারে। তবে এই ধরনের আহ্বান প্রশংসনীয়—এতে তারা (সত্যের পথে) ফিরে আসতে পারে।[২২]

১৪১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, তাদের অবস্থানস্থল পানি দিয়ে প্লাবিত করে দেয়, ম্যানগোনেল্স দিয়ে আক্রমণ করে এবং আগুন দিয়ে তাদের পুড়িয়ে দেয়, তাহলে এই সব কাজ কি আপনার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হবে?

১৪১৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই ধরনের কোন কাজ আপত্তিকর নয়।

১৪১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ রাতে আকস্মিক আক্রমণ কি আপনার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হবে?

১৪২০। তিনি উত্তর দিলেনঃ এতেও কোন ক্ষতি নেই।[২৩]

১৪২১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের অবস্থা অনুধাবন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদের সাথে এক মাসের এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং উভয় দলই তাদের যুদ্ধবন্দী ফেরত দিতে সম্মত হয়, কারণ কেউ যদি অন্য দলকে আক্রমণ করে তাহলে বন্দীদের হত্যা অন্য দলের নিকট বৈধ হবে এবং বিদ্রোহীরা যদি প্রথমে আক্রমণ করে তাদের হাতে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে তাহলে অনুগত বাহিনীর হাতে যে সব যুদ্ধবন্দী আছে তাদের কি হত্যা করা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪২২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৪২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাদের নিয়ে তারা কি করবে?

১৪২৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ সব বিদ্রোহী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত, তারা সত্যপথে ফিরে না আসা পর্যন্ত বা অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্দী করে রাখতে হবে।[২৪]

১৪২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যদি এই ধরনের কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং অবিশ্বাসীরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কাছে মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে, সে ক্ষেত্রেও কি এই নীতি বলবৎ হবে? মুসলমানদের কাছে যে সব অবিশ্বাসী যুদ্ধবন্দী আছে, তাদের হত্যা করা তাদের উচিত হবে?

www.pathagar.com

১৪২৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। তারা মুসলমান বা যিম্মী না হওয়া পর্যন্ত তাদের স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখতে হবে এবং তারপর তাদের মুক্ত করে দিতে হবে।

১৪২৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনীর কোন লোক যদি কোন একজন বিদ্রোহীর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে নিরাপত্তা গ্রহণকারী নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত এই ধরনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি বৈধ বলে আপনি মনে করেন ?

১৪২৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[২৫]

১৪২৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ[২৬] নিরাপত্তা প্রদানকারী যদি বলে— কোন ক্ষতি নেই, তাহলে সেই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি বৈধ হবে ?

১৪৩০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৩১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি ফারসী বা নাবাতিন ভাষায় বলে 'তোমার প্রতি কোন ক্ষতি করা হবে না,' তাহলেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৪৩২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনীর কোন মহিলা যদি কোন একজন বিদ্রোহীকে এই কথা বলে, তাহলে সেক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৪৩৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন ভৃত্য যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তা কি একইভাবে কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে ?

১৪৩৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। সে যদি তার মালিকের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে তা আগের মত হবে না। যদি সে যুদ্ধ করে তাহলে তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এটা আবু হানীফার মত।[২৭]

১৪৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন যিম্মী যদি অনুগত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে এবং একজন বিদ্রোহীকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে কি হবে ?

www.pathagar.com

১৪৩৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ যে ভৃত্য যুদ্ধ করে না এবং যে যিম্মী যুদ্ধ করে তারা একই রকমের এবং তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু ভৃত্য যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সে যদি মুসলমান হয় তাহলে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহীদের প্রতি তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১৪৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি যা বলেছেন সেই অনুযায়ী যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে কোন অবিশ্বাসীকে একজন পুরুষ বা মহিলা মুসলমানের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি বৈধ হবে?

১৪৪০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কুরা এবং যুদ্ধাস্ত্র অধিকার করে এবং এইগুলি যদি তাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে এক-পঞ্চমাংশ বাদ দিয়ে ঘোড়-সওয়ারকে দুই ভাগ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক ভাগ হিসেবে ইমাম যদি ভাগ করে দেন, তাহলে তা বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪৪২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে অর্জিত এই সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ মাল বলে গণ্য করা যাবে না; তবে ইমাম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এর মধ্য থেকে দিতে পারেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সব সম্পত্তি আসল মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে।[২৮]

১৪৪৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে যদি মেয়েরা যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের হত্যা করা কি অনুগত বাহিনীর জন্য বৈধ হবে?

১৪৪৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। এক্ষেত্রে[২৯] তাদের জন্য হত্যা করা বৈধ হবে।[৩০]

১৪৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনীর কোন বন্দী যদি বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে বা অনুগত দলের ব্যবসায়ীরা বিদ্রোহী শিবিরে যায় এবং দুজন ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন যদি অপরজনকে হত্যা করে বা তার হাত কেটে ফেলে এবং তৎপর অনুগত বাহিনী যদি সেই এলাকা পুনঃ দখল করে, তাহলে দুইজন ব্যবসায়ী একের বিরুদ্ধে অন্যজন যে অপরাধ করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়া কি উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

www.pathagar.com

১৪৪৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৪৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দুইজন বন্দী যদি এই ধরনের অপরাধ করে, তাহলে সেক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে?

১৪৪৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৪৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

১৪৫০। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ তারা এমন এক স্থানে অপরাধ করেছে, যেখানে মুসলিম আইন বাধ্যতামূলক নয়। এজন্য আমরা তাদের শাস্তি পাওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছি।[৩১]

১৪৫১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীদের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্রোহীদের একজন লোকের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে বিদ্রোহী দলের একজন বিচারক যদি অনুগত দলের একজন বিচারকের নিকট একখানি পত্র লেখেন এবং এই পত্র প্রেরণ করার জন্য যদি একজন অনুগত দলের লোককে আস্থায় আনা হয়, তাহলে সেই পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং সাক্ষ্যকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা অনুগত দলের বিচারকের উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪৫২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না। কারণ বিদ্রোহী দলের বিচারকের এই পত্রের বৈধতা যদি অনুগত দলের বিচারক গ্রহণ করেন, তাহলে বিদ্রোহীরা অনুগত দলের কাছ থেকে সব সম্পত্তিই নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।[৩২]

১৪৫৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা যদি কোন একটা শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সেই শহরের একজন অধিবাসীকে বিচারক নিয়োগ করে, যিনি বিদ্রোহী নন এবং তিনি যদি সেই শহরের একজন অধিবাসীর বা এমনকি একজন বিদ্রোহীর সম্পত্তির অধিকার সেই শহরের লোকের সাক্ষ্য মুতাবিক স্বীকার করে একখানি পত্র লেখেন এবং লোকটির প্রতিনিধি যদি বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সাক্ষীরা যদি প্রমাণ করে যে লোকটি উক্ত ব্যক্তিরই প্রতিনিধি, তাহলে অনুগত দলের বিচারকের কি সেই পত্র বৈধ বলে মেনে নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৪৫৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ বিচারক যদি বিদ্রোহী না হন এবং তার সম্মুখে যারা সাক্ষী দিয়েছে, তাদের যদি পত্র গ্রহণকারী বিচারক চেনে,

www.pathagar.com

তাহলে এই পত্র গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু অনুগত বাহিনীর বিচারক যদি সাক্ষীদের না চেনে, তাহলে সেই পত্র গ্রহণ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।[৩৩]

১৪৫৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহীদের শাসনাধীনে উক্ত শহরের একজন লোক যদি অন্য কোন ব্যক্তির হাত কেটে ফেলে বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যা করে এবং বিষয়টি বিচারকের নযরে আনা হলে, অনুগত বাহিনীর বিচারক হিসেবে তিনি কি এই বিষয়ের ওপর রায় দেওয়ার অধিকারী হবেন?

১৪৫৬। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৪৫৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনীর বিচারক হিসেবে তিনি কি 'হুদুদ' শাস্তি দেওয়ার অধিকারী হবেন?

১৪৫৮। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। কারণ এটা ছাড়া তার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়।

১৪৫৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি তা কিসাস (প্রতিশোধ) বা 'আর্স' (ক্ষতি) হয়, তাহলে এসব কি তার পালন করতে হবে?

১৪৬০। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৪৬১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনীর বিচারকের মত সেই শহরে বিচারক কি 'হুদুদ' আরোপ করতে পারবেন?

১৪৬২। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[৩৪]

১৪৬৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে বা তারা যুদ্ধ শুরু করার আগে বিদ্রোহীরা যদি সম্পত্তি দখল করে বা কোন অপরাধমূলক কাজ করে এবং পরে যদি ইমাম তাদের সাথে এই মর্মে শান্তি স্থাপন করেন যে, তিনি পূর্বের সব অপরাধমূলক কাজের শাস্তি থেকে তাদের অব্যাহতি দেবেন, তাহলে তা কি বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪৬৪। তিনি উত্তর দিলেন: না। এই ধরনের শর্ত মুতাবিক তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা ইমামের উচিত হবে না। বরং এসব কাজের জন্য তাদের দায়ী থাকতে হবে।

www.pathagar.com

১৪৬৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : (তাহলে আপনি মনে করেন যে) যে কোন ধরনের কিসাস্ (প্রতিশোধ) হোক না কেন, তারা এজন্য দায়ী থাকবে, যে কোন ধরনের ইচ্ছাকৃত হত্যা হোক না কেন, আকিলা কর্তৃক শোণিত পণ দিতে হবে; যে কোন ধরনের আধা-ইচ্ছাকৃত টর্ট ভঙ্গ করা হোক না কেন, যাতে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করতে হবে, যে কোন ভাবেই হোক না কেন যে ক্ষেত্রে জীবন নাশ হয়, সেক্ষেত্রে অপরাধীর আকিলাকে সর্বোচ্চ 'দিয়া' প্রদান করতে হবে এবং যে কোন ধরনের সম্পত্তিই ধ্বংস করা হোক না কেন তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ?

১৪৬৬। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১৪৬৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তা হবে কেন ?

১৪৬৮। তিনি উত্তর দিলেন : কারণ অনুগত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা এই ধরনের কাজ সম্পাদন করেছে এবং মুসলিম আইন সেই মুহূর্তে তাদের ওপর প্রয়োগযোগ্য যেমন তা সব মুসলমানের ওপর প্রয়োগযোগ্য।[৩৫]

১৪৬৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অনুগত বাহিনীর কেউ যদি বিদ্রোহীদের শিবিরে নিহত হয়, তাহলে সে কি শহীদ হওয়ার যোগ্য বলে আপনি মনে করেন ?

১৪৭০। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

১৪৭১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে,[৩৬] তাহলে বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্য থেকে যারা নিহত হয়েছে তারা কি জানাযা নামায পাওয়ার অধিকারী হবে ?

১৪৭২। তিনি উত্তর দিলেন : না।

১৪৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন ? তারা কি মুসলমান নয় ?

১৪৭৪। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। তারা মুসলমান হলেও আমি তাদের জন্য তা (জানাযা নামায) ত্যাগ করব।

১৪৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তাদের মৃতদেহ কি আপনি কবর দেওয়ার আদেশ দেবেন ?

১৪৭৬। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[৩৭]

www.pathagar.com

১৪৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মৃতদের মাথা ইমামের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া কি আপনি অসমর্থন করবেন ?

১৪৭৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। আমি তা সমর্থন করি না। কারণ তা অঙ্গহানির শামিল। খলীফা আলী বিন আবু তালিবের কাছ থেকে কোন কিছুই আমরা জানতে পারিনি যে, তিনি তাঁর পরিচালিত যে কোন যুদ্ধে এই ধরনের কাজ করেছেন বা বর্শা ছোড়ার স্থানে কোন মাথা বহন করারও আদেশ দিয়েছেন।[৩৮]

১৪৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অনুগত বাহিনীর কেউ যদি যুদ্ধে যোগদানকারী তার পিতা বা ভাইকে হত্যা করে[৩৯] তাহলে সে কি তার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবীদার হতে পারবে ?

১৪৮০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৪৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৪৮২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ এই ধরনের হত্যা যথার্থ।

১৪৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বর্গীদলের কোন যোদ্ধা যদি তার পিতা বা দাদাকে হত্যা করে তাহলে সে কি তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে ?

১৪৮৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। কারণ সে তার নিজের আইন মুতাবিকই তাকে হত্যা করেছে। এটা আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (বিন-আল-হাসান)-এর মত। কিন্তু আবু ইউসুফ মনে করেন যে, সে উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।[৪০]

১৪৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অনুগত বাহিনীর কোন সদস্য বিদ্রোহী বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধরত তার পিতা বা ভাইকে হত্যা করবে—এটা কি আপনি অসমর্থন করেন ?

১৪৮৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তবে তার পরিবর্তে অপর কেউ এ কাজ করলে তা প্রশংসনীয় হবে।

১৪৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ পিতা যদি অবিশ্বাসী হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সেক্ষেত্রেও কি এই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৭—

www.pathagar.com

১৪৮৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি তার অবিশ্বাসী ভাই, পিতৃকুল বা মাতৃকুলের চাচাকে হত্যা করে, তাহলে তা কি আপনি অসমর্থন করবেন?

১৪৯০। তিনি উত্তর দিলেনঃ এতে কোন ক্ষতি নেই।[৪১]

১৪৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অবিশ্বাসী যোদ্ধা হিসেবে কোন পিতা যদি তার পুত্রকে হত্যা করতে চায়, তাহলে আত্মরক্ষার্থে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পুত্রের জন্য কি বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪৯২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ পিতা যদি সরাসরি পুত্রকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ না করে, তাহলে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের পদক্ষেপ গ্রহণ কি আপনি অসমর্থন করবেন?

১৪৯৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৪৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অনুগত বাহিনীর কেউ যদি বিদ্রোহীদের মত হয়ে পড়ে এবং এজন্য কোন মুসলমান যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তি কি 'দিয়া'র জন্য দায়ী হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৪৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

১৪৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন কাউকে হত্যা করা তার জন্য বৈধ।

১৪৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় কোন বিদ্রোহী যদি মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে এবং তথায় সে যদি অনুগত বাহিনীর কোন সদস্য কর্তৃক নিহত হয়, তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তি কি 'দিয়া'-র জন্য দায়ী হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৫০০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।[৪২]

১৫০১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন?

১৫০২। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ সে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করেছিল।

www.pathagar.com

১৫০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসীদের কোন যোদ্ধা যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় দার-উল-ইসলামে প্রবেশ করে এবং তথায় কোন মুসলিম কর্তৃক সে যদি নিহত হয়, তাহলেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৫০৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৫০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অনুগত বাহিনী যদি বিদ্রোহী বাহিনীর সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে যদি যুদ্ধ শুরু হয় এবং অনুগত বাহিনীর কোন সদস্য যদি বিদ্রোহী বাহিনীর কোন সদস্যকে আক্রমণ করে এবং এতে যদি বিদ্রোহী বাহিনীর সদস্য বলে যে সে অনুতপ্ত এবং সে তার অস্ত্র ত্যাগ করছে, তাহলে তাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা কি প্রথম ব্যক্তির উচিত হবে ?

১৫০৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৫০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ লোকটি যদি বলে, "আমার অবস্থা আমি পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন; হতে পারে আমি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি" এবং এই বলে যদি সে তার অস্ত্র ত্যাগ করে, তাহলেও কি একই নীতি কার্যকরী হবে ?

১৫০৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৪৩]

১৫০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে বলে, "আমি আপনার ধর্ম অনুসরণ করি" কিন্তু তার অস্ত্র ত্যাগ না করে, তাহলে ?

১৫১০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে যা বলেছে তা যথার্থ এবং সে একই ধর্মের অনুসারী। সুতরাং একথা বলার জন্য তাকে দূরে রাখার প্রয়োজন নেই।

১৫১১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিদ্রোহীদের কেউ যদি পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা কি অনুগত বাহিনীর উচিত হবে ?

১৫১২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। যদি একদল বিদ্রোহীর কাছে গিয়ে সে আশ্রয় নেয় (তাহলে হত্যা করা যাবে)।[৪৪]

১৫১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একদল বিদ্রোহী যদি একটা শহর দখল করে সেই শহরের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করে এবং পরে যদি অপর

www.pathagar.com

একদল বিদ্রোহী কর্তৃক তারা আক্রান্ত হয় এবং পরাজিত হয় এবং বিজয়ী বিদ্রোহী দল যদি সেই শহরের মুসলিম মহিলা ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী করতে চায়, তাহলে সেই শহরের মুসলিম অধিবাসীদের কি উচিত হবে মহিলা ও শিশুদের রক্ষার্থে যুদ্ধ করা ?

১৫১৪। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। এ ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।[৪৫]

১৫১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহী সৈন্যরা যদি যুদ্ধরত এলাকার অবিশ্বাসীদের সাথে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং পরে যদি বিদ্রোহীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের বন্দী করে ও তাদের লোককে হত্যা করে, তাহলে যুদ্ধবন্দীদের কাউকে ক্রয় করা কি অনুগত বাহিনীর পক্ষে বৈধ হবে ?

১৫১৬। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৫১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন? কারণ বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি এবং তাদের দেওয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ঠিক নয় অর্থাৎ তা অনুগত বাহিনীর ওপর বাধ্যতামূলক নয়।

১৫১৮। তিনি উত্তর দিলেন: বস্তুত তারা যাদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে, তারা মুসলমান। আল্লাহ্‌র নবীর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন "পদমর্যাদায় কম হলেও মুসলমানদের পক্ষে অন্য কেউ বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার করতে পারে।"[৪৬]

১৫১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহীরা যদি কতিপয় অনুগত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের এলাকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং অবিশ্বাসীরা অন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে অনুগত বাহিনীর কি তাদের সাথে যোগ দেওয়া উচিত হবে ?

১৫২০। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৫২১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

১৫২২। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ সেখানে মুসলমানদের ওপর অবিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব বর্তমান।

১৫২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অবিশ্বাসীদের এলাকায় যে অনুগত বাহিনী প্রবেশ করেছে এবং যেখানে অবিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব রয়েছে সেখানে

www.pathagar.com

মুসলমানদের পক্ষে কি বৈধ হবে মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের সাহায্য কামনা করা ?

১৫২৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের কখনই তা করা উচিত নয়।

১৫২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৫২৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ সেখানে রয়েছে অবিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব। আপনি কি মনে করেন না যে, অনুগত বাহিনী অবিশ্বাসীদের এলাকায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় প্রবেশ করেছে ? অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের যুদ্ধে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ আমি সমর্থন করি না। মুসলমানদের (অর্থাৎ বিদ্রোহী) বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের যুদ্ধে তাদের যোগদান, আরও খারাপ।[৪৭]

১৫২৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একদল অবিশ্বাসী যদি অপর একটা এলাকায় যুদ্ধ শুরু করে, যেখানে মুসলমান উদ্বাস্তুরা বাস করছে এবং তারা যদি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে যুদ্ধবন্দী করে এবং এমতাবস্থায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত মুসলমানরা যদি তাদের জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, তাহলে আত্মরক্ষার্থে তাদের যুদ্ধ করা কি উচিত হবে ?

১৫২৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। এমন পরিস্থিতিতে তাদের যুদ্ধ করাতে কোন ক্ষতি নেই।

১৫২৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একইভাবে, আক্রমণকারী যদি মুসলিম বিদ্রোহী হয় এবং তারা যদি অবিশ্বাসীদের পরাজিত করে তাদের কিছু লোককে যুদ্ধবন্দী করে এবং পরে তারা যদি সেখানে মুস্তামিন হিসাবে বসবাসরত অনুগত বাহিনীর মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়, তাহলে অনুগত বাহিনীর আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করা কি বৈধ হবে ?

১৫৩০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। এই অবস্থায় যুদ্ধ করা অন্যায় নয়।

১৫৩১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অবিশ্বাসীরা যদি মুসলিম বিদ্রোহীদের পরাজিত করে তাদের মহিলা ও শিশু এবং যিম্মীদের যুদ্ধবন্দী করে এবং তারপর তারা যদি মুস্তামিন (মুসলমান)-এর নিকট দিয়ে যুদ্ধবন্দী সহ অতিক্রম করে, তাহলে মুসলমানদের যুদ্ধ করার মত যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও কি তাদের আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থাকা উচিত ?

www.pathagar.com

১৫৩২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না, তারা বিরত থাকতে পারে না। অপরপক্ষে, তাদের হাত থেকে মহিলা ও শিশুদের উদ্ধার করার জন্য তাদের যুদ্ধ করা উচিত।

১৫৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তাদের এবং যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাতিল বলে তাদের কি ঘোষণা করতে হবে?

১৫৩৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। অন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ হবে না।

১৫৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ একদল অনুগত বাহিনী অধীন হয়ে আছে এমন একটা শহরের কর্তৃত্ব যদি বিদ্রোহীদের হাতে থাকে এবং সেই শহরটি যদি যুদ্ধরত এলাকার কোন অবিশ্বাসী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তারা যদি বিদ্রোহীদের পরাজিত করে তাদের মহিলা ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী করার চেষ্টা করে, তাহলে বিদ্রোহী বাহিনীর সেই মহিলা ও শিশুদের রক্ষার্থে অনুগত বাহিনীর যুদ্ধ করা কি উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৫৩৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। মুসলমান মহিলা ও শিশুদের রক্ষা করার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

১৫৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহী বাহিনী তাদের আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে অনুগত বাহিনী যদি ভীত হয় এবং অনুগত বাহিনী যদি কর্তৃত্বে থাকে, তাহলে তাদের যিম্মীদের সাহায্য কামনা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৫৩৮। তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ। এ কাজ করাতে কোন ক্ষতি নেই।

১৫৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ একের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমান বিদ্রোহীর সাহায্য কামনা করা তাদের জন্য কি যথার্থ হবে?

১৫৪০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। তবে বিদ্রোহীদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব থাকতে হবে এবং তাদের ওপর তাদের আইন বলবৎ থাকতে হবে। এই অবস্থায় তারা যদি তাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

১৫৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ দুই দল বিদ্রোহী যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকে এবং তৃতীয় একটি অনুগত বাহিনী যদি এই যুদ্ধে জড়িত না থাকে এবং কর্তৃত্ব যদি বিদ্রোহীদের হাতে থাকে তাহলে অনুগত বাহিনীর যে কোন একটি বিদ্রোহী পক্ষ অবলম্বন করা কি উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ? তাছাড়া, আরও সৈন্য যদি অনুগত মুসলমান বাহিনীর সাথে যোগ দেয় এবং তাদের পক্ষে যদি দুই দলকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে কি করা উচিত ?

১৫৪২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এই অবস্থায় তাদের যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

১৫৪৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার মত তাদের যদি শক্তি না থাকে, তাহলে অনুগত বাহিনীর কি নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত হবে ?

১৫৪৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৪৮]

রাজপথের ডাকাত, দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ও মোতওয়াল্লীর অবস্থা সম্পর্কীয়[৪৯]

১৫৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি এক বা দুইজন ব্যক্তি কোন শহরের মোতওয়াল্লী হিসেবে বিদ্রোহ করে, যুদ্ধ করে এবং লোক হত্যা করে এবং পরে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কামনা করে, তাহলে তারা যা করেছে তার জন্য তারা দায়ী থাকবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৫৪৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।[৫০]

১৫৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কেন ?

১৫৪৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ তারা যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হবে না, তারা বিবেচিত হবে রাজপথের ডাকাত হিসেবে।

১৫৪৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হত্যা, আহত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব সেক্ষেত্রে কি আপনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের আদেশ দেবেন; এবং আহত হওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কি আপনি ক্ষতিপূরণের আদেশ দেবেন ?

www.pathagar.com

১৫৫০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৫৫১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ দুইজন লোক যদি একদল লোককে আক্রমণ করে এবং অস্ত্র ঘুরিয়ে তাদের ভয় দেখায় এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা যদি তাদের প্রতিহত করে ও আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করে, তাহলে শেষোক্ত দল কি কোন কিছুর জন্য দায়ী থাকবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৫৫২। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৫৫৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১৫৫৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই ধরনের লোকের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষে বৈধ।

১৫৫৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তারা যদি লোক দুজনকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয় ?

১৫৫৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, এ ধরনের কাজ করাও তাদের জন্য বৈধ।

১৫৫৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ শহরের কোন লোক যদি অন্য লোককে লাঠি বা পাথর দেখায় তাহলে ভীত লোকটির কি উচিত হবে তাকে হত্যা করা ?

১৫৫৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ এই ঘটনা আগের ঘটনার মত নয়।

১৫৫৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১৫৬০। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ আগের দুজন লোক অস্ত্র দেখিয়েছিল, কিন্তু এই লোকটি কোন অস্ত্র দেখায়নি।

১৫৬১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু প্রদর্শনরত ব্যক্তির লাঠির আঘাতে ভীত লোকটি যদি নিহত হয় তাহলে তা হয়, 'আকিলা' এবং এর ক্ষতিপূরণ তাকে করতে হবে; কিন্তু সে যদি এ কাজ কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে করে তাহলে তার শাস্তি কি মৃত্যু হবে ?

১৫৬২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৫৬৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ভীত প্রদর্শনকারী লোক যদি কোন কিছু প্রদর্শন করার ভান করে কাউকে ভীতি করে এবং সত্য

www.pathagar.com

সত্যই তার হাতে যদি কিছু না থাকে, তাহলেও কি একই বিধান বলবৎ হবে ?

১৫৬৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ (নরহত্যা শাস্তিযোগ্য)। এটা আবু হানীফার মত।

যাহোক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন-আল-হাসান)-এর মত হল, ভীতি প্রদর্শনকারী লোক যদি লাঠি বা লোহার কোন অস্ত্র প্রদর্শন করে কাউকে ভয় দেখায় এবং ভীত লোকটি যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তির রক্তপাতের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না; ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার ভীতগ্রস্ত লোকটির আছে।[৫১]

১৫৬৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন ব্যক্তি যদি সম্পত্তি চুরি করার জন্য কারও বাড়ীতে রাতে আক্রমণ করে এবং গৃহস্বামীকে ভয় দেখানোর জন্য সে যদি লাঠি বা অস্ত্র প্রদর্শন করে এবং গৃহস্বামী যদি লোকটিকে হত্যা করে এবং তার কাজের সমর্থনে যদি সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করে, তাহলে গৃহস্বামীকে কি কোন কিছুর জন্য দায়ী করা যাবে ?

১৫৬৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ না।

১৫৬৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন ?

১৫৬৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ কারণ একজন অপরজনকে রাতে ভয় প্রদর্শন করেছে।

১৫৬৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন চোর যদি দিনে তাকে অস্ত্র বা অন্য কিছু দ্বারা ভয় দেখায় এবং গৃহস্বামী যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে ?

১৫৭০। তিনি উত্তর দিলেনঃ চোরটি যদি দিনে অস্ত্র প্রদর্শন করে ভয় দেখায় তাহলে গৃহস্বামী কোন কিছুর জন্য দায়ী হবে না। কিন্তু চোরটি যদি অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু প্রদর্শন করে তাকে ভীতগ্রস্ত করে এবং গৃহস্বামী যদি লাঠির আঘাতে তাকে নিহত করে তাহলে 'আকিলা'-কে (গৃহস্বামীর) 'দিয়া' প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫৭১। (আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ) ভীতগ্রস্ত লোকটি যদি অস্ত্র দিয়ে অন্য কোন লোককে হত্যা করে, তাহলে তাকে কি মৃত্যুদণ্ড (শাস্তি) দেওয়া যাবে ?

১৫৭২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৫৭৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আক্রমণকারী যদি আগে থেকেই ভৃত্য থাকে, তাহলেও কি একই নীতি বলবৎ হবে ?

১৫৭৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। (একই নীতি বলবৎ হবে)।

১৫৭৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাজপথে একদল লোক যদি পথিকের যাত্রা রোধ করে এবং অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যদি তাদের ভয় দেখায়, তাহলে আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদের যুদ্ধ করা কি বৈধ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৫৭৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৫৭৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ চোরদের মধ্যে একজন যদি নিহত হয়, তাহলে তার জন্য তারা কি দায়ী হবে ?

১৫৭৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না।

১৫৭৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শহরে কোন লোক যদি অপর কোন লোককে অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করে এবং আক্রমণকারী যদি নিহত হয় তাহলে হত্যাকারী অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাকে হত্যা করলে সে কি 'দিয়া' প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে, এবং সে যদি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীকে কি ফাঁসি দেওয়া যাবে ?

১৫৮০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৫৮১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আগের ঘটনা এবং এই ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

১৫৮২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ রাজপথে পথিকদের পথ রোধকারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরা হল দিনে শহরে এই কাজ সম্পাদনকারীদের মত। শেষোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা লোক ডাকা এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করতে পারে। কিন্তু রাজপথে চলা ব্যক্তিদের লোক এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য কামনা করতে তারা অক্ষম।

www.pathagar.com

১৫৮৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: লোকটি যদি গৃহে রাতে ভীতগ্রস্ত হয় এবং আক্রমণকারী যদি নিহত হয়, তাহলে আক্রমণকারীর রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না এবং তার বিষয়টি রাজপথে ডাকাতি করা লোকের মত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৫৮৪। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ (এটাই যথার্থ)।

১৫৮৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একদল লোক যারা মোতওয়াল্লী নয় এবং দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী বা এই ধরনের কিছু লোক যদি কোন এলাকা দখল করে সেই এলাকার কতিপয় মুসলমান অধিবাসীকে হত্যা করে, তাদের সম্পত্তি দখল করে তা ভোগ করে এবং পরে বৈধ কর্তৃপক্ষের বাহিনী যদি তাদের দখল করে তাহলে আপনি কি আপনার রায় সম্পত্তির মালিকদের পক্ষে এবং যাদের রক্ত তাদের বিরুদ্ধেই ঝরানো হয়েছিল তাদের পক্ষে দেবেন বলে মনে করেন ?

১৫৮৬। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৫৮৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

১৫৮৮। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তারা মোতওয়াল্লী হিসেবে বিবেচিত হবে না, তারা হল লুণ্ঠনকারী দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী।

১৫৮৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একদল বিদ্রোহী যদি একটি শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তথায় একজন বিচারক নিয়োগ করে এবং সেই বিচারক যদি বিবাহ, দাসত্ব মোচন, তালাক, অবৈধ জুলুম ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শাস্তি প্রয়োগ করেন এবং পরে সেই শহরে যদি রাজকীয় বাহিনী তাদের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে এবং যে সব লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাহিনীর নিয়োগ করা বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন সেই সব লোক যদি বৈধ কর্তৃপক্ষের নিয়োগকৃত বিচারকের কাছে সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং যে সব বিবাদীর পক্ষে বিদ্রোহী বাহিনীর বিচারক অনুকূল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন তারা যদি সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করে, তাহলে বৈধ কর্তৃপক্ষের বিচারক কি পূর্বের সিদ্ধান্ত যথার্থ হলে বহাল রাখবেন এবং ঠিক না হলে বাতিল

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা করবেন বা কয়েকজন জুরীর মতানুসারে তিনি তা কার্যকরী করবেন ?

১৫৯০। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, তিনি তাই করবেন।[৫২]

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে[৫৩]

১৫৯১। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ[৫৪] বিদ্রোহীরা যদি একটা শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর যুদ্ধরত এলাকায় আক্রমণ করে এবং সেই যুদ্ধরত এলাকায় অনুগত বাহিনী যদি যুদ্ধরত থাকে এবং দুই বাহিনী মিলিত হয়ে যদি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যুদ্ধলব্ধ মাল পায় তাহলে যুদ্ধলব্ধ মালে দুই পক্ষেরই কি অংশ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

১৫৯২। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৫৯৩। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তা কি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে ?

১৫৯৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

১৫৯৫। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এক-পঞ্চমাংশ ভাগ পাওয়ার অধিকারী কে হবে ?

১৫৯৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ বৈধ কর্তৃপক্ষই তা (এক-পঞ্চমাংশ ভাগের দাবীদারের মধ্যে) বণ্টন করে দেবেন।

১৫৯৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ বিদ্রোহীরা যদি তা অস্বীকার করে এবং এক-পঞ্চমাংশ ভাগের দাবী করে তারা যদি তাদের ইচ্ছামত লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করতে চায়, তাহলে কি হবে ?

১৫৯৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ তাদেরকে কখনই এক-পঞ্চমাংশ ভাগ দেওয়া উচিত নয়।

১৫৯৯। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ[৫৫] মুসলিম বাহিনীর নেতা হিসেবে কোন ইমাম যুদ্ধরত এলাকায় প্রবেশ করার পর তথায় যদি তিনি মারা যান এবং তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করার ব্যাপারে যদি সেনাবাহিনীর মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং এজন্য যদি তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা

www.pathagar.com

দেয় এবং পরে যদি তারা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করে যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে, তাহলে এই যুদ্ধলব্ধ মাল কি এক-পঞ্চমাংশে ভাগ করতে হবে এবং তারা কি চার-পঞ্চমাংশের ভাগীদার হতে পারবে ?

১৬০০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৬০১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একইভাবে দুই দলের মধ্যে একদল যদি যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে এবং অপর দল যদি তা লাভ করতে না পারে এবং পরে যদি তারা তাদের মতের বিভিন্নতা দূর করে এবং যুদ্ধরত এলাকায় থাকার সময়ই যদি সত্যের পথ অনুসরণ করে তাহলে সেই যুদ্ধলব্ধ মাল কি এক-পঞ্চমাংশে ভাগ করা যাবে এবং তা কি তাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে ?

১৬০২। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৬০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ একদল যোদ্ধা যদি ইমামের অনুমতি ছাড়াই কোন (মুসলমান) শহর ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে যায় এবং যদি যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে তাহলে সেই যুদ্ধলব্ধ মাল কি এক-পঞ্চমাংশে ভাগ করা এবং বাকী তাদের সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে ?

১৬০৪। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। কারণ এই ধরনের আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে শহর থেকে বহির্গত হয়ে এক বা দুইজন লোক কর্তৃক আক্রমণ করা থেকে ভিন্ন ধরনের।

১৬০৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উপরে উল্লেখিত বিদ্রোহী ও অনুগত বাহিনীর ঘটনায় অনুগত বাহিনী যদি যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে এবং পরে দুই দল যদি পরস্পর সমঝোতায় আসে তাহলে বিদ্রোহীরা কি যুদ্ধলব্ধ মালের অংশীদার হবে ?

১৬০৬। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ।

১৬০৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বিদ্রোহীরা যদি যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় অধিবাসীর সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে তাদের আক্রমণ করা কি অনুগত বাহিনীর পক্ষে উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৬০৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। তাদের তা করা উচিত হবে না। কারণ কয়েকজন মুসলমানই তাদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন যে, "পদমর্যাদায় কম হলেও মুসলমানদের পক্ষে অন্য কেউ বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার করতে পারে।" ৫৬

১৬০৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনীর একদল লোক যদি যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং সেই অধিবাসীরা যদি অপর একদল (মুসলমান) বিদ্রোহী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাদের মহিলা ও শিশু যদি তাদের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়, তাহলে যুদ্ধবন্দীদের কাউকে ক্রয় করা অনুগত বাহিনীর পক্ষে বৈধ বলে আপনি মনে করেন ?

১৬১০। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৬১১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন ?

১৬১২। তিনি উত্তর দিলেন: কারণ তারা তাদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং যেহেতু অনুগত বাহিনী তাদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে, সেহেতু বিদ্রোহী বাহিনীর উচিত নয় তাদের আক্রমণ করা।

১৬১৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একইভাবে, যুদ্ধরত এলাকায় কতিপয় অধিবাসীদের সাথে বিদ্রোহী বাহিনী যদি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং পরে যদি তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের লোককে বন্দী করে, তাহলেও কি অনুগত বাহিনীর লোকেরা তাদের (যুদ্ধবন্দীদের) কাউকে ক্রয় করতে পারবে না ?

১৬১৪। তিনি উত্তর দিলেন: না। কারণ একদল মুসলমানই তাদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে।

১৬১৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনী একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা সত্ত্বেও বিদ্রোহী বাহিনী যদি যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় লোককে আক্রমণ করে তাদের এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পরে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে যুদ্ধবন্দী থাকা অবস্থায় তারা যদি অনুতপ্ত হয়ে অনুগত বাহিনীর সাথে তাদের মতপার্থক্য দূর করে ফেলে, তাহলে যুদ্ধরত এলাকায় যুদ্ধবন্দীদের ফেরত পাঠানো কি অনুগত বাহিনীর উচিত হবে ?

১৬১৬। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

www.pathagar.com

১৬১৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদ্রোহী বাহিনী যদি যুদ্ধরত এলাকার কিছু লোকের সাহায্য কামনা করে এবং পরে যদি অনুগত বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে যুদ্ধরত এলাকার যে সব লোক সাহায্য করেছিল তাদের কি যুদ্ধবন্দী করা যাবে ?

১৬১৮। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৬১৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক তাদের সাহায্য কামনা তাদের প্রতি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বলে আপনি মনে করেন না ?

১৬২০। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৬২১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একইভাবে বিদ্রোহী বাহিনী যদি যুদ্ধরত এলাকার কতিপয় অধিবাসীর সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং শেষোক্ত দল যদি অনুগত বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং এই যুদ্ধে অনুগত বাহিনী যদি অবিশ্বাসীদের ওপর জয়ী হয়, তাহলে তাদের লোককে যুদ্ধবন্দী করা কি অনুগত বাহিনীর পক্ষে বৈধ হবে ?

১৬২২। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।

১৬২৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: অনুগত বাহিনীর কোন যোদ্ধা যদি বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে যোগ দেয় এবং অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তার সম্পত্তি কি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যাবে ?

১৬২৪। তিনি উত্তর দিলেন: না।

১৬২৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সে যদি যুদ্ধরত এলাকায় চলে যায় তাহলে তাকে একজন স্বধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা যাবে না কেন ?

১৬২৬। তিনি উত্তর দিলেন: আপনি কি মনে করেন না যে এই ধরনের লোকের স্ত্রী এখনও তার সাথে বৈধ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং সে যদি মারা যায় তাহলে তার স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে যেমন তার স্ত্রী মারা গেলে সে তার স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং তাকে একজন বিদ্রোহী বলা ছাড়া মুসলমান থাকা অবস্থায় তাকে কি করে স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা যাবে ?

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

কিতাব আল-সীয়ার-এর ক্রোড়পত্র[১]

১৬২৭। মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন যে, আবু ইউসুফ বলেছেন : যুদ্ধরত এলাকায় অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে মুসলমানরা যে যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে তা তারা তাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করবে, এই মাল কি যুদ্ধরত এলাকায় বণ্টন করতে হবে বা[২] মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে গিয়ে তা বন্টন করতে হবে, সে সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই। অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনীর লোককে বা এক ধরনের ঘোড়ার চেয়ে অন্য কোন ঘোড়ার প্রাধান্য দেওয়া হবে কিনা তা-ও জিজ্ঞাসা করলাম। এক-পঞ্চমাংশ ভাগই বা তিনি কিভাবে বণ্টন করবেন ? যুদ্ধলব্ধ মালে কি ভৃত্যদের কোন অংশ থাকবে ? মহিলারা কি যুদ্ধলব্ধ মালে কোন অংশ পাবে ? মুসলমান কর্তৃক দখল করা এলাকার অবস্থা কি হবে, তা কি (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে) গৃহের অন্যান্য সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে, না হবে না ?

১৬২৮। আবু হানীফা উত্তর দিলেন : মুসলমানরা যদি কোন যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে তাহলে তা কখনই যুদ্ধরত এলাকায় বণ্টন করা যাবে না। কারণ তখনও তারা তা নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যায়নি। এই মাল দার-উল-ইসলাম-এ নিয়ে যাওয়ার পরই কেবল তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যুদ্ধরত এলাকায় যদি তারা তা বণ্টন করে তবে তা অনুমোদনযোগ্য। তবে তা দার-উল-ইসলাম-এ নিয়ে যাওয়ার পরই বন্টন করা প্রশংসনীয়। আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-ও এই মত সমর্থন করেন। যাহোক, আবু ইউসুফের মতে, যুদ্ধলব্ধ মাল দার-উল-ইসলাম-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য ইমাম যদি কোন পরিবহনের ব্যবস্থা করতে না পারেন, তাহলে তিনি তা দার-উল-হরবে বণ্টন করতে পারেন।

www.pathagar.com

আবূ হানীফার মতে কোন ভৃত্য যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে না। তবে কোন ভৃত্য যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে সে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাবে না তবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে। মহিলা ও মুকাতাব-এর ক্ষেত্রেও তিনি এই মত পোষণ করেন। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ—(বিন আল-হাসান)-ও একই রকম মত সমর্থন করেন।

আবূ হানীফার মতে, যারা স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং যাদের নাম স্থায়ী বাহিনীর তালিকায় তালিকাভুক্ত আছে, তারা সমান অংশ পাবে। কিন্তু[৩] যে সব মুসলমান ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে শত্রু এলাকায় যায় এবং মুসলমান সেনাবাহিনীর সাথে তথায় যোগ দেয়, তারা যুদ্ধলব্ধ মালের কোন অংশ পাবে না।

আবূ হানীফার মতে ঘোড়া পাবে এক অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধা পাবে এক অংশ। কোন একজন মুসলমানের চেয়ে কোন পশুর প্রাধান্য তিনি সমর্থন করেন না। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-এর মতে হাদীস এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ঘোড়া পাবে দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধা পাবে এক অংশ।

আবূ হানীফার মতে কোন যোদ্ধা দুই বা ততোধিক ঘোড়ার মালিক হলে সে একটা ঘোড়ার অংশের চেয়ে বেশী অংশের অধিকারী হবে না। কারণ দুইটা ঘোড়ার জন্য যদি দুইটি অংশ দেওয়া হয় তাহলে তিনটা বা ততোধিক ঘোড়ার জন্যও অংশ দেওয়া উচিত। মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) এই মত সমর্থন করেন। তবে আবূ ইউসুফ দুটো ঘোড়ার জন্য দুটো পৃথক অংশ দেওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন, তবে দুই-এর অধিক ঘোড়ার জন্য নয়।

আবূ হানীফার মতে উৎকৃষ্ট বংশজাত, সংকর জাতীয় এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঘোড়া সমান অংশ পাওয়ার অধিকারী এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ঘোষণ 'তথা অন্য কোন চড়ার যোগ্য পশুর চেয়ে ঘোড়ার প্রাধান্য স্বীকৃত নয়'[৪] অনুযায়ী কোন ঘোড়ার মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নয়। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান)-ও এই মত সমর্থন করেন।

আবূ হানীফার মতে ইমাম যদি অবিশ্বাসীদের কোন এলাকা জয় করেন তাহলে মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক ও গ্রহণযোগ্য বলে

www.pathagar.com

বিবেচিত যে কোন পন্থা তিনি অবলম্বন করতে পারেন। তিনি যদি ভূমি ও সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের বলে নির্ধারিত করেন এবং এলাকা বিজেতা যোদ্ধাদের মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ ভাগ করে দিতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। এক-পঞ্চমাংশ যখন আবার তিন ভাগে ভাগ করা যাবে গরীবের জন্য এক ভাগ, এতিমদের জন্য এক ভাগ এবং আর এক ভাগ হল পথিকদের জন্য। কিন্তু আবু হানীফা বলেন, ইমাম যদি ভূমিকে স্থাবর সম্পত্তি করে তা তার লোকদের কাছে রেখে দেয়. যারা যিম্মী এবং সোয়াদ এলাকায় খলীফা উমর বিন আল-খাত্তাব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই মুতাবিক তিনি যদি তাদের জমির জন্য খাজনা, খারাজ দিতে বাধ্য করেন, তবে তা-ও তিনি করতে পারেন।

১৬২৯। আবু ইউসুফ বলেনঃ কোন অভিযানে অংশ গ্রহণ করার জন্য যাদেরকে আহবান করা হয় এবং যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে তৎপরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত লোকদের সাহায্য করে (অর্থাৎ Scutage প্রদান করে) এই দুই ধরনের লোক সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত কি তা জানতে চাই।

১৬৩০। (আবু হানীফা) উত্তর দিলেনঃ মুসলমানদের যদি যুদ্ধলব্ধ মাল বা বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির কমতি থাকে, তাহলে তারা যদি পরস্পরকে সাহায্য করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে মুসলমানদের কাছে যদি অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহলে আমি তাদের সাহায্য করা সমর্থন করব না।

১৬৩১। আমি বললামঃ কোন মুসলমান যদি চড়ার জন্য অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তি থেকে একটা পশু গ্রহণ করে বা পোশাক পরিধান করে, তা তিনি অসমর্থন করেন বা তা করতে নিষেধ করেন কিনা. এই মর্মে আমি হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৩২। তিনি উত্তর দিলেনঃ কোন মুসলমান যদি আহত হয় এবং তার জীবনের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে যদি ভীত হয় এবং তার যদি এসব জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহলে সে চড়ার জন্য একটা পশু নিতে পারে বা পোশাক পরিধান করতে পারে।

www.pathagar.com

১৬৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তি থেকে কেউ যদি অস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, সেই লোকটি সম্পর্কে আমি হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৩৪। (তিনি উত্তর দিলেন) ঃ তার জন্য এ কাজ করা সমর্থন-যোগ্য নয়।

১৬৩৫। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এসব জিনিসের তার যদি প্রয়োজন থাকে ?

১৬৩৬। (তিনি উত্তর দিলেন) ঃ সে যদি অন্য কোন অস্ত্র না পায় এবং তার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাতে ক্ষতি নেই।

১৬৩৭। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন শত্রু যদি কোন মুসলমানকে তীর দিয়ে আঘাত করে এবং সেই মুসলমান লোকটি যদি তাকে সেই তীর দিয়ে আঘাত করে বা শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে তাদের আঘাত করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন'?

১৬৩৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এতে কোন ক্ষতি হবে না।

১৬৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন লোক যদি তার পশুকে খোঁড়া করে দেয় এবং শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সে যদি ভীত হয় এবং শত্রুর একটা পশু পেয়ে সে যদি তাতে চড়ে তার নিজের লোকদের মাঝে ফিরে আসে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৬৪০। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে যদি ভীত হয় বা ক্ষুধার্ত হয় বা তার পশুর প্রয়োজন হয় বা বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে ভীত হয় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

১৬৪১। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মহিলা, শিশু ও যুদ্ধ করতে অসমর্থ স্থানীয়ভাবে অসুস্থ বৃদ্ধ লোকের হত্যা সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৪২। (তিনি উত্তর দিলেন ঃ তিনি বলেন) তিনি এই ধরনের হত্যা নিষেধ করেন এবং তা সমর্থন করেন না।

১৬০৩। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন মুসলমান যদি কোন যুদ্ধ-বন্দীকে পায় তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে বা তাকে ইমামের কাছে আনা উচিত হবে ?

www.pathagar.com

১৬৪৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ সে যা-ই করুক না কেন তা যথার্থ হবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) এই মত পোষণ করেন যে, মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক বা মঙ্গলজনক মনে করলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

১৬৪৫। আমি বললামঃ মুসলমান কর্তৃক নিহত কোন শত্রুর মৃতদেহ অবিশ্বাসীদের কাছে বিক্রি করা ঠিক হবে কিনা সে সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৪৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ দার-উল-হরব-এ অর্থাৎ মুসলমানদের সৈন্য শিবিরের বাইরে তা করা হলে কোন ক্ষতি নেই। আপনি কি মনে করেন না যে, শত্রুর কোন সম্পত্তি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ? সুতরাং মৃতদেহের পরিবর্তে যদি এই ধরনের সম্পত্তি নেওয়া হয় তবে তা বৈধ হবে। কিন্তু আবু ইউসুফ এই ধরনের কাজ করা সমর্থন করেন না এবং তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসী বা অন্য যে কোন লোকের নিকট হোক না কেন মৃতদেহ বিক্রি করা, সুদে ব্যবসা করা, মদ বা শূকর বিক্রি করা মুসলমানদের জন্য অবৈধ।

১৬৪৭। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ যুদ্ধরত এলাকায় কোন সেনাবাহিনী আক্রমণ করে যদি যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে এবং তা দার-উল-ইসলামে নিয়ে যাওয়া এবং তা বন্টন করার পূর্বে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এমন একটা মুসলমান সেনা দল যদি তাদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে কি হবে সে সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৪৮। তিনি উত্তর দিলেনঃ প্রথম দল যেহেতু তা তখনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়নি এবং তারা তখনও দার-উল-হরব-এ আছে, সেহেতু দ্বিতীয় দল যুদ্ধলব্ধ মালে অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে।

১৬৪৯। (আমি বললামঃ) যুদ্ধরত এলাকায় আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই যে, যুদ্ধলব্ধ মাল গ্রহণ করার পূর্বে এই কথা বলে তথা "যে যা দখল করবে সে তার জন্য এই রকম অংশ পাবে" বলে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ দেওয়ার অঙ্গীকার করার অধিকারী কি না?

www.pathagar.com

১৬৫০। (তিনি উত্তর দিলেনঃ এই ব্যাপারে আমি বলব হাঁ) কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল দখল করার পর কমাণ্ডারের উচিত নয় সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ দেওয়ার অঙ্গীকার করা।

১৬৫১। (আমি বললামঃ) যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় মুসলমানরা যদি অবিশ্বাসীদের সাহায্য কামনা করে তাতে কোন ক্ষতি আছে কি না এবং তারা যুদ্ধলব্ধ মালে কোন নিয়মিত অংশ পাবে কি না সে সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চাই।

১৬৫২। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুসলমানদের হাতে যদি নেতৃত্ব থাকে তবে তাদের সাহায্য কামনা করা ক্ষতিকর কিছু নয়। তবে অবিশ্বাসীদের হাতে যদি নেতৃত্ব থাকে এবং মুসলমানরা যদি তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীত না থাকে তাহলে অবিশ্বাসীদের সাথে তাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত নয়—আর যদি তারা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীত থাকে তাহলে আত্ম-রক্ষার্থে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যথার্থ হবে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে যোগ দেয় তাহলে তারা ক্ষতিপূরণ পাবে— কোন অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে না।

১৬৫৩। আমি বললামঃ যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাকে কি হত্যা করা হবে, মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হবে বা যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হবে?

১৬৫৪। তিনি উত্তর দিলেনঃ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, তাকে হয় হত্যা করতে হবে অথবা অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের জন্য কোন্‌টা সুবিধাজনক তা ইমাম নির্ধারণ করবেন এবং সেই মুতাবিক তিনি কাজ করবেন।

১৬৫৫। (আমি বললামঃ) আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ অবিশ্বাসী যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে কি মুসলমান যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা বৈধ?

১৬৫৬। তিনি উত্তর দিলেনঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে সম্পত্তি-সহ অবিশ্বাসী যুদ্ধবন্দীর জন্য মুক্তিপন গ্রহণ আমি সমর্থন করি না।

www.pathagar.com

১৬৫৭। আমি বললাম ঃ যে সব লোক উট, ঘোড়া ও ভেড়া যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং যারা তা চালনা করতে অক্ষম অথবা চালনা করতে বাধা দেয় মুসলমানদের এমন কোন পশু সম্পর্কে আমি আবু হানীফার মত কি তা জানতে চাই।

১৬৫৮। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি এই সব পশুকে খোঁড়া বা অঙ্গহানি করা সমর্থন করি না। তবে তাদের যবেহ এবং পুড়িয়ে ফেলাতে কোন ক্ষতি নেই। ফলে শত্রুরা এই সব পশুর কাছ থেকে কোন উপকার পাবে না।

১৬৫৯। আবু হানীফা বলেন ঃ অবিশ্বাসীরা যদি মুসলমানদের কাছ থেকে একজন ভৃত্য বা একটা চড়ার পশু বা কাপড় দখল করে এবং মুসলমানরা যদি তাদের যে কোন একটা জিনিস যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে পুনরায় দখল করে এবং বণ্টন করার পূর্বে উক্ত জিনিসের মালিক যদি তা দেখতে পায় তাহলে সে এর জন্য কোন মূল্য প্রদান ছাড়াই গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে তা বণ্টন হওয়ার পর সে যদি তা দেখতে পায় তাহলে সে তার মূল্য প্রদান করে তা গ্রহণ করতে পারবে যদি তা সোনা, রূপা বা অন্য কোন ওজনযোগ্য জিনিস না হয়। তৎপর আবু হানীফা আরো বললেন, যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে বণ্টন হওয়ার পর মালিক যদি তা দেখতে পায় তবে তার তা ফেরত নেওয়া উচিত নয়, কারণ সে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে ঠিক সেই পরিমাণ ওজন ও পরিমাণের জিনিস সে লাভ করবে।

১৬৬০। আবু হানীফা বললেন ঃ কোন ভৃত্য যদি শত্রু এলাকায় পালিয়ে যায় এবং তথায় যদি তাদের কেউ তাকে গ্রহণ করে এবং পরে মুসলমানরা যদি তাকে পুনঃদখল করে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন হওয়ার আগে বা পরে তার মালিক যদি তাকে দেখতে পায়, তাহলে কোন অর্থ প্রদান ছাড়াই সে তাকে ফেরত নিতে পারে। কারণ পালিয়ে যাওয়া ভৃত্য হল যুদ্ধবন্দী বা নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যাওয়া দখল করা সম্পত্তির মত।

১৬৬১। আবু হানীফা বললেন ঃ চড়ার কোন পশু যদি যুদ্ধরত এলাকায় পালিয়ে যায় এবং অবিশ্বাসীরা যদি তা দখল করে এবং পরে

www.pathagar.com

মুসলমানরা যদি পুনরায় তা দখল করে, তাহলে যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টিত হওয়ার পূর্বে মালিক তা দেখতে পেলে অর্থ প্রদান ছাড়াই সে তা ফেরত নিতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পর সে যদি তা দেখতে পায় তাহলে সে অর্থ প্রদান করে তা ফেরত নিতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, একজন পালিয়ে যাওয়া ভৃত্য ও একটি পালিয়ে যাওয়া চড়ার পশুকে ভিন্নভাবে দেখা হয়েছে।

যাহোক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) এই মত পোষণ করেন যে, অবিশ্বাসীরা যদি তাদের নিজস্ব এলাকায় তাদের দখল করে তাহলে দখল করা লোক পালিয়ে যাওয়া ভৃত্য, বহিষ্কৃত ব্যক্তি বা একজন যুদ্ধবন্দী হোক না কেন, তাদের সবার প্রতি একই আচরণ করতে হবে। যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে মালিক যদি তাকে দেখতে পায় তাহলে তাকে ফেরত নিতে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না। আর যদি যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পর মালিক তাকে দেখতে পায় তাহলে তার মূল্য প্রদান করে তাকে ফেরত নিতে হবে। আবু হানীফা এই মত পোষণ করেন যে, কোন অবিশ্বাসী যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির আওতায় উক্ত ভৃত্যকে নিয়ে দার-উল-ইসলামে যায় এবং তথায় তাকে বিক্রি করে দেয় তাহলে উক্ত ভৃত্যের উপর কোন মালিকের মালিকানার দাবী থাকবে না বলে ব্যবহারবিদগণের অভিমত। তবে আবু হানীফার মত হল, পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের ক্ষেত্রে তার মালিকের তাকে অর্থ প্রদান ছাড়াই ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে—তাকে সে যেখানেই দেখুক না কেন।

১৬৬২। আবু হানীফা বললেনঃ অবিশ্বাসীরা যদি কোন মুসলমান ভৃত্যকে দখল করে এবং একজন মুসলমান যদি তাদের কাছ থেকে তাকে ক্রয় করে, তাহলে তার মালিক ইচ্ছা করলে তার মূল্য প্রদান করে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে যদি তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং অবিশ্বাসীরা যদি তাকে পুনরায় দখল করে এবং অপর কোন ব্যক্তি যদি ভৃত্যকে ক্রয় করে তাহলে আবু হানীফার মত হল, তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রথম মালিকের কোন অধিকার থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় মালিক তাকে ক্রয় না করবে এবং দ্বিতীয়বার বিক্রয়ের অর্থ প্রদান না করে তাকে ফিরিয়ে না আনবে।

www.pathagar.com

তারপর এই দুইবার বিক্রয়ের অর্থ প্রদান করে প্রথম মালিক তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (বিন আল-হাসান) একই মত পোষণ করেন।

১৬৬৩। আবু ইউসুফ এবং মুহম্মদ (বিন আল-হাসান) বললেন ঃ কোন মহিলা ভৃত্য যদি ক্রেতার কাছে অন্ধ হয়ে যায় বা কোন ত্রুটির জন্য ভোগে এবং তার প্রথম মালিক যদি ত্রুটির সমান মূল্য বাদ দিয়ে তাকে ফেরত নিতে চায় তাহলে তার জন্য বৈধ হবে না। হয় তাকে তার সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করতে হবে অথবা তাকে ত্যাগ করতে হবে। আবু ইউসুফের জানা মতে এটাই আবু হানীফার মত। আপনি কি মনে করেন না যে, কোন লোক যদি একজন ভৃত্যকে অপর কারও নিকট বিক্রি করে এবং বিক্রেতার কাছে থাকার সময় ভৃত্যটি যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ক্রেতাকে কি বলা যাবে যে, হয় সে ভৃত্যের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করুক বা তাকে ত্যাগ করুক।

১৬৬৪। কোন লোক যদি একজন মহিলা ভৃত্যের হাত কেটে ফেলে এবং উক্ত মহিলা ভৃত্যের প্রভু যদি এর জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে এবং যার কাছ থেকে এই মহিলা ভৃত্যকে অবিশ্বাসীরা দখল করেছিল, সেই লোক তথা প্রথম মালিকের পক্ষে উক্ত মহিলা ভৃত্যের ত্রুটির সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে ফেরত নেওয়ার দাবী তার জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। সে যদি তাকে ফেরত নিতে চায় তাহলে তাকে পুরো দামই দিতে হবে অথবা তার দাবী ছেড়ে দিতে হবে। কোন মালিক যদি তার মহিলা ভৃত্যের চোখ নষ্ট করার কারণ হয় তাহলে সে তার মূল্য থেকে কোন কিছু বাদ দিতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এই ধরনের ঘটনা এবং ত্রুটির সমান অর্থ বাদ দিয়ে কেনা-বেচা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এমন কি তা 'সুফ'আ' বিক্রির মত হলেও তা বৈধ হবে। একইভাবে, কোন বাড়ীর কোন অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই বাড়ী ক্রয় করার সময় অগ্র ক্রয়াধিকারী ব্যক্তির নষ্ট হওয়া অংশের সমান মূল্য মোট বাড়ীর মূল্য থেকে বাদ দিতে পারবে।

১৬৬৫। আপনি কি মনে করেন না যে, শত্রুর কাছ থেকে ক্রয় করা কোন মহিলা ভৃত্যের সাথে মালিক যদি যৌন সংযোগ স্থাপন করে তাহলে উক্ত মহিলা ভৃত্যের মোট মূল্য থেকে কোন কিছুই বাদ যাবে না এবং প্রথম মালিক

www.pathagar.com

উক্ত মহিলা ভৃত্যের পুরো দাম দিয়েই কেবল তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে এবং তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন কি বৈধ হবে? উক্ত মহিলা ভৃত্য যদি একটা সন্তানের জন্ম দেয় এবং মালিক যদি উক্ত সন্তানকে মুক্ত করে দেয় এবং প্রথম মালিক যদি পুরো অর্থ প্রদান করে উক্ত মহিলা ভৃত্যকে ফেরত নেয় তাহলে তার মূল্য থেকে কোন কিছুই বাদ দিতে হবে না। শিশুটি যদি নিহত হয় এবং এর জন্য মালিককে যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তবুও প্রথম মালিককে হয় পুরো দাম দিয়ে উক্ত মহিলা ভৃত্যকে ফেরত নিতে হবে অথবা তাকে তার দাবী ছেড়ে দিতে হবে।

১৬৬৬। মাতা যদি একটা শিশুর জন্ম দেয় এবং মালিক যদি মাতাকে মুক্ত করে দেয় এবং প্রথম মালিক যদি শিশুকে ফেরত নিতে চায় তাহলে তাকে হয় মায়ের সমান মূল্য প্রদান করতে হবে অথবা তাকে ত্যাগ করতে হবে। এই ধরনের ক্রয় সাধারণ বিক্রয় বা 'সুফ'আ' বিক্রয়ের মত নয়। কারণ এই অবস্থায় তার আওতা বহির্ভূত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রথম মালিক সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে যে অবস্থায় জিনিসটি পাওয়া যাবে তা ক্রয় করার অগ্রাধিকার তার থাকবে। সে যদি জিনিসটি ফেরত নিতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করতে হবে।

১৬৬৭। মাতা ও শিশুর ক্ষতি করার জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ—এই দুই এর মধ্যে অর্থ যদি সমানুপাতিক হারে ভাগ করে দেওয়া যায় বা এই অর্থ যদি মাতা ও তার প্রতি ক্ষতি করার জন্য তা দুই ভাগে সমানুপাতিক হারে ভাগ করে দেওয়া যায় এবং উক্ত মাতার মালিক যদি তার চোখ অন্ধ করে দেয় তাহলে মাতার মূল্য মাতা এবং তার প্রতি যে ক্ষতি করা হয়েছে তার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে। একইভাবে, কেউ তার মূল্য ও তার বৈবাহিক দান-এর মূল্যের মধ্যে তা ভাগ করে দিতে পারে। যদি তার মালিক তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করে তাহলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে—তাকে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে উক্ত মহিলার সমগ্র সত্তার মালিক হিসাবে নয়। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার মূল্য থেকে তা সমানুপাতিক হারে বাদ দিতে হবে। এই ধরনের কোন ক্ষেত্রে মালিক তাকে মুক্ত করে দিলে তা বৈধ হবে না। আপনি কি মনে করেন না যে, 'সুফ'আ অধিকার বলে অগ্রাধিকার

www.pathagar.com

প্রাপ্ত ক্রেতা (সাফি) বিক্রেতার কাছ থেকে একটা বাড়ী ক্রয়ের অধিকারী এবং (হতাশাগ্রস্ত) ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থ বাতিল করার অধিকারী ? কিন্তু কোন মালিক যদি তার মহিলা দাসীকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার দাসত্ব মোচন বৈধ হবে। সে যদি তাকে বিক্রি করে তবে তার বিক্রি করাও বৈধ হবে। প্রথম মালিক যদি তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে দ্বিতীয় মালিক যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে চায় সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করেই তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু উক্ত মহিলা দাসীকে যদি অন্য কোন লোককে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করা হয় এবং প্রথম মালিক যদি তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে যে ব্যক্তিকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়েছে তাকে উক্ত মহিলা দাসীর নাম দিয়েই তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এই ধরনের হস্তান্তর সাধারণ বিক্রয় বা সুফ'আ বিক্রয়ের মত নয়। আপনি কি মনে করেন না যে, কোন লোক যদি তার মহিলা দাসীকে বিক্রি করে এবং এই বিক্রয় যদি কার্যকর হয় তাহলে সে ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাকে বিক্রি করা বা মুক্ত করে দেওয়া বা উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করা বৈধ হবে না এবং পরবর্তী মালিক তাকে বিক্রি করার বা উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করার অধিকারী হবে এবং সে যদি তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করে তাহলে তাও বৈধ হবে এবং উক্ত দাসী যদি একটা সন্তান প্রসব করে তাহলে সেই দাসী উক্ত ব্যক্তির নিকট উম্‌ওয়ালাদ হিসাবে পরিগণিত হবে ? কিন্তু বিক্রয়ের পর বিক্রেতা যদি তার সাথে যৌন সংযোগ স্থাপন করে তাহলে তা অবৈধ হবে এবং উক্ত দাসী যদি এইজন্য সন্তান প্রসব করে এবং ক্রেতা যদি তাকে ও তার সন্তানকে নিতে চয়ে তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির কাছে উম্‌ওয়ালাদ হিসেবে পরিগণিত হবে না। সুতরাং এই ধরনের হস্তান্তর বিক্রি, সুফ'আ বা উপঢৌকন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১৬৬৮। কোন লোক যদি তার মহিলা দাসীকে অন্য কাউকে উপহার হিসাবে প্রদান করে এবং সে যদি তার মূল্য বাড়িয়ে দেয় তাহলে যে ব্যক্তি তাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেছে তার আর তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। কোন লোক যদি তার মহিলা দাসীকে তার কোন নিকট আত্মীয়কে (যার সাথে বিবাহ অবৈধ) উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে

www.pathagar.com

এবং উক্ত আত্মীয় যদি উক্ত দাসীর উপর তার অধিকার লাভ করে তাহলে উপঢৌকন প্রদানকারী ব্যক্তি তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। মহিলা দাসীকে যদি অবিশ্বাসীরা দখল করে উক্ত ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয়ের কাছে বিক্রি করে তাহলে উক্ত নিকট আত্মীয়ের বা অন্য কারও কাছ থেকে তাকে তার সন্তান সহ ফিরিয়ে আনার অধিকার প্রথম মালিকের থাকবে—তার মূল্য বৃদ্ধি করা হোক বা না হোক। কিন্তু উপঢৌকন প্রদানকারী ব্যক্তি ও উপঢৌকন গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে থাকাকালে দাসীর সন্তান হলে সেই সন্তানকে ফেরত নেওয়ার অধিকারী হবে না।

১৬৬৯। কোন মুকাতাবাকে যদি কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেওয়া হয় এবং পরে মুসলমানদের কাছ থেকে অবিশ্বাসীরা তাকে যদি যুদ্ধবন্দী হিসেবে দখল করে এবং অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে অপর কোন লোক যদি তাকে ক্রয় করে তাহলে যার কাছে তাকে বন্ধক দেওয়া হয়েছিল সে যদি তার অর্থ প্রদান না করে এবং তার কাছে মালিক যদি তার ঋণ ও দাসীর দাম প্রদান না করে, তাহলে প্রথম মালিক তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এই ধরনের হস্তান্তর, বিক্রি, উপঢৌকন বা সুফ'আ' বলে বিবেচিত হবে না।

১৬৭০। কোন লোক যদি তার মহিলা দাসীকে বিক্রি করে এবং ক্রেতা তার অধিকার বুঝে পাওয়ার বা তার দাম প্রদান করার পূর্বেই যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি তাকে দখল করে এবং অন্য কোন লোক যদি তাদের কাছ থেকে তাকে ক্রয় করে নেয় তাহলে প্রথম বিক্রেতা শত্রুর কাছ থেকে উক্ত দাসীকে ক্রয় করা ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করে তাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত প্রথম ক্রেতার অধিকার আর (দাসীর) ওপর থাকবে না। দাসীর মূল্য প্রদান করে সে যদি তাকে ফিরে পায় তাহলে প্রথম ক্রেতা ক্রয় করা মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং আসল মালিক দাসীকে ফিরিয়ে আনতে যে অর্থ প্রদান করেছে তা প্রদান করে তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকারী হবে।

১৬৭১। ঋণী এবং টর্ট আইনের আওতায় দায়ী কোন ভৃত্য যদি অবিশ্বাসী কর্তৃক ধৃত হয় এবং তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা যদি তাদের পরে ক্রয় করে তাহলে তারা ঋণের জন্য দায়ী থাকবে, কিন্তু টর্ট আইনের

www.pathagar.com

অধীন দায়ী থাকবে না। মূল মালিক যদি তাকে তার দাম পরিশোধ করে ফিরিয়ে আনে তাহলে সে ঋণ ও টর্ট আইনের আওতায় দায়ী থাকবে। ভৃত্যটি যদি তার মূল মালিকের কাছে ফিরে যায় তাহলে সে ঋণ ও টর্ট আইনের আওতায় দায়ী থাকবে। সে যদি তার প্রথম মালিকের কাছে ফিরে না যায় তাহলে তার ওপর টর্ট আইনের প্রয়োগ বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু সে ঋণের জন্য দায়ী থাকবে। কারণ আপনি কি মনে করেন না যে কোন ঋণগ্রস্ত ভৃত্য যদি তার মালিক কর্তৃক বিক্রীত হয় তাহলে ঋণের বোঝা তার ওপর থাকবে, কিন্তু সে যদি তার প্রভুর কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায় তাহলে তার ওপর থেকে টর্ট আইনের প্রয়োগ তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু তাকে যদি মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তা হবে না। মূল বন্ধক প্রদানকারী ব্যক্তি বন্ধকী ভৃত্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রেতাকে অর্থ প্রদান করে বন্ধকী ভৃত্যকে ফিরিয়ে না আনলে এবং পরে মূল মালিক দেনা পরিশোধ করে তাকে যদি বন্দীদশা থেকে মুক্ত না করে তাহলে দেনার জন্য যে ভৃত্যকে বন্ধক রাখা হয়েছে তা অমান্য করা হবে বলে কি আপনি মনে করেন না ?

১৬৭২। যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের কাছ থেকে কোন সম্পত্তি বা পুরুষ অথবা মহিলা ভৃত্য দখল করে এবং এই সব জিনিসের অধিকারে থাকা অবস্থায় পরে যদি তারা মুসলমান হয় তাহলে এই দখল করা ভৃত্য তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হবে এবং ভৃত্যের পূর্বের মালিক তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। ভৃত্যটি যদি ঋণী থাকে তাহলে নতুন মালিক এই দেনার জন্য দায়ী থাকবে; ভৃত্যটি যদি টর্ট আইনের আওতায় পড়ে তাহলে নতুন মালিক তার জন্য দায়ী হবে না। দখল করা সম্পত্তি যদি বন্ধকী সম্পত্তি হয় তাহলে তা বন্ধকী সম্পত্তিতে পরিবর্তন করা যাবে না এবং যে দেনার জন্য এই সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হয়েছিল তা যদি বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের সমান হয় তাহলে সেই দেনা বাতিল করতে হবে।

১৬৭৩। যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা যদি কোন মুক্ত মানুষকে অধিকার করে এবং এই মুক্ত লোকটি তাদের অধিকারে থাকা অবস্থায় তারা

www.pathagar.com

যদি মুসলমান হয় তাহলে মুক্ত লোকটি মুক্তই থেকে যাবে এবং সে আর ভৃত্য থাকবে না। মুদাব্বার, উম-ওয়ালাদ এবং মুকাতাবদের মধ্যে যারা তাদের প্রাথমিক মর্যাদায় ফিরে যায় এবং বন্দীকারীর ভৃত্যে পরিণত হয় না, তাদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগযোগ্য হবে। যে সম্পত্তি বৈধভাবে বিক্রয়যোগ্য নয় এবং যা যুদ্ধরত এলাকার অধিবাসীরা অধিকার করেছে, সে ক্ষেত্রেও এই নীতি বলবৎ হবে—যদি তারা অধিকার করে থাকে তাহলে তার মালিক হওয়ার অধিকার সেই সব লোকগুলোর থাকবে না।

১৬৭৪। যদি কোন মুক্ত মানুষ অপর কোন লোককে অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে ক্রয় করার আহবান জানায় তাহলে সে একজন মুক্ত মানুষ হিসেবেই থাকবে এবং যে ব্যবসায়ী তাকে ক্রয় করেছে সে উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শত্রুকে প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেওয়ার অধিকারী হবে। একইভাবে যদি কোন মুকাতাবা, উম-ওয়ালাদ এবং মুদাব্বারা বন্দী হয় এবং তাদের অনুরোধে কেউ যদি তাদের শত্রুর কাছ থেকে ক্রয় করে তাহলে শত্রুকে প্রদত্ত অর্থ তাদের কাছ থেকে ফেরত নেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকবে—অবশ্য মুকাতাবা, উম-ওয়ালাদ বা মুদাব্বারা স্বাধীন হওয়ার পর।

১৬৭৫। যদি কোন মুক্ত মানুষ অপর কোন লোককে দার-উল-হরবে শত্রুর হাতে বন্দী অন্য একজন মুক্ত মানুষকে ক্রয় করার অনুরোধ জানায় এবং লোকটি যদি তাকে ক্রয় করে তাহলে ক্রীত ব্যক্তিকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না, তবে আদেশ দানকারী ব্যক্তির কাছ থেকে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে। এর জন্য শর্ত থাকবে যে, সেই ব্যক্তি উক্ত অর্থের জন্য নিশ্চয়তা দিয়েছে বা বলেছে 'আমার পক্ষে তাকে ক্রয় কর।' কিন্তু সে যদি বলে থাকে যে 'তোমার জন্যই তাকে ক্রয় কর এবং এটাকে দয়ার কাজ হিসেবে বিবেচনা কর' তাহলে সে উক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে না।

১৬৭৬। মুসলমানদের কাছ থেকে অধিকার করা কোন ভৃত্যকে যদি কোন লোক দার-উল-হরবে কোন অবিশ্বাসীর কাছ থেকে ক্রয় করে নতুন মালিক যদি তাকে বন্ধক রাখে এবং উক্ত ভৃত্যের মালিক (মুসলমান) পরে যদি সেখানে উপস্থিত হয় তাহলে যে অর্থের জন্য উক্ত ভৃত্যকে বন্ধক রাখা

হয়েছে তা পরিশোধ এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খন্ডন না করা পর্যন্ত সে উক্ত ভৃত্যকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার অধিকারী হবে না। পর মূল মুসলমান মালিক শত্রুকে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের বিনিময়ে তাকে পুনরায় লাভ করতে পারবে। মালিক যদি বন্ধক গ্রহণকারী ব্যক্তিকে তার দেনা ও মূল্য পরিশোধ করতে চায় এবং বন্ধক গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে দেনার দাবী ত্যাগ করে তাহলে সে তা করতে পারে; কিন্তু মূল মালিক দেনা পরিশোধ করে তাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ভৃত্যকে বন্দী থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে বাধ্য করতে পারবে না।

ক্রেতার কাছে থাকার সময় ভৃত্যকে যদি ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে তা সমর্থনযোগ্য হবে এবং মূল মালিক উক্ত ভৃত্যকে ফেরত আনতে পারবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য তার ভাড়ার বিষয়টি সে বাতিল করে দিতে পারবে (যদি সে তা ইচ্ছা করে)। ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটি বন্ধক থেকে পৃথক ধরনের। কারণ আপনি কি মনে করেন না যে, সংখ্যার ভিত্তিতে করা হলে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটি বিভাগযোগ্য বস্তু (দৃষ্টান্তস্বরূপ, দিনের হিসাবে)? বর্তমান ব্যাপারটি একই ধরনের (বিভাগযোগ্য)। কিন্তু আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্‌র রাজত্বে রাজার বিশেষ অধিকার এবং আল্লাহ্‌র প্রজাগণের মধ্য থেকে কাছের দাস হিসাবে গণ্য করতে হবে

১৬৭৭। মুহাম্মদ বিন-আল-হাসান বলেন ঃ

যুদ্ধরত এলাকার একদল অধিবাসী যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত অপর একদল অধিবাসীকে জয় করে এবং তাদের শাসনকর্তার পক্ষে তারা যদি তাদের গ্রেফতার করে এবং এই সব ভৃত্য তাদের অধিবাসীরা যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে শাসনকর্তার পক্ষে যে সব যোদ্ধা যুদ্ধ করেছিল তারা মুক্ত মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। যাদেরকে গ্রেফতার করে ভৃত্য করা হয়েছে তারা শাসনকর্তার ভৃত্য হিসাবে

www.pathagar.com

বিবেচিত হবে এবং যিম্মী বা মুসলমান হওয়ার পূর্বে বা পরে তিনি তাদেরকে বিক্রি করতে বা ইচ্ছামত কাউকে উপহার হিসাবে প্রদান করতে পারবেন। শাসনকর্তার সাথে যেসব যোদ্ধা যুদ্ধ করেছিল তারা মুক্ত মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তারা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হবে না।

১৬৭৮। শাসনকর্তা যদি তার সম্পত্তি তার কতিপয় সন্তানকে (অন্য কিছু সন্তানকে বাদ দিয়ে) উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রদান করে এবং যিম্মী বা মুসলমান হওয়ার পূর্বে যদি শাসনকর্তা এই কাজ করে এবং পরে সন্তানরা যদি মুসলমান হয় তাহলে শাসনকর্তা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভের যে ব্যবস্থা করেছেন তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যিম্মী বা মুসলমান হওয়ার পর শাসনকর্তা যদি এই ব্যবস্থা সম্পাদন করেন তাহলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না এবং বিজয় করার মাধ্যমে তিনি যেসব ভৃত্যের মালিক হয়েছেন তার সবই তাঁর সন্তানরা আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করবে (কুরআন)।* মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকার সময় যদি এই ব্যবস্থা সম্পাদন করা হয়ে থাকে এবং মুসলমানরা যদি তাদের কাছ থেকে বার্ষিক রাজস্ব লাভ করে এবং তাদের উপর যদি মুসলিম আইন বাধ্যতামূলক না হয় তাহলে তিনি যে ব্যবস্থাই সম্পাদন করুন না কেন, তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১৬৭৯। কোন শাসনকর্তা যদি তার মৃত্যুশয্যায় তার সন্তানদের মধ্যে ভূমি ভাগ করে দেয় এবং প্রত্যেককে যদি তাঁর রাজ্যের বিশেষ কোন একটা প্রদেশ ও এর সব পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য দিয়ে দেয় এবং এই ব্যবস্থা তিনি যদি মুসলমান বা যিম্মী হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার সময় করেন তাহলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় না থেকে তিনি যদি মুসলমান বা যিম্মী হওয়ার পর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাঁর সব পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য তাঁর উত্তরাধিকারিগণই লাভ করবেন।

১৬৮০। মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার সময় কোন শাসনকর্তা তাঁর সম্পত্তি যদি অন্য সন্তানদের বাদ দিয়ে মাত্র একজন সন্তানকে উইল করে দিয়ে যান এবং তার মৃত্যুর পর অন্য একটা সন্তান যদি তাঁর

www.pathagar.com

সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তার ভাইকে হত্যা করে বা তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে বা অন্য কোন রাষ্ট্রে নির্বাসন দিয়ে সব সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং পরে সব সন্তানই যদি মুসলমান বা যিম্মী হয় তাহলে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকারকারী সন্তান যা করেছে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং পুরুষ ও মহিলাসহ সব সম্পত্তি তার সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া সন্তান মুসলমান বা যিম্মী হওয়ার পর অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকারকারী সন্তান যদি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকার করে তাহলে তার কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তার সবকিছুই ফেরত দিতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকারকারী সন্তানকে বহিষ্কার করা হবে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময় অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকার-কারী সন্তান যদি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং পরে সে যদি মুসলমান বা যিম্মী হয় তাহলে তার কাজ বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১৬৮১। শাসনকর্তার কোন পুরুষ বা মহিলা ভৃত্যকে মুসলমানরা যদি দখল করে তাহলে শাসনকর্তার প্রথম সন্তান তাদেরকে ফিরিয়ে আনার অধিকারী হবে—যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করার পূর্বে সে তাদেরকে দেখতে পেলে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর সে যদি তাদের দেখতে পায় তাহলে ইচ্ছা করলে সে তাদের দাম পরিশোধ করে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

১৬৮২। মুসলমান ব্যবসায়ীরা যদি দ্বিতীয় সন্তান তথা অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকারকারী সন্তানের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে কতিপয় পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য ক্রয় করে তাহলে তাদের এই কাজ করা বৈধ হবে। কিন্তু তারা যদি তাদেরকে নিয়ে দার-উল-ইসলামে যায় তাহলে প্রথম সন্তান অর্থাৎ অন্যায়ভাবে সম্পত্তি অধিকার করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সন্তান ইচ্ছা করলে তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ফেরত আনতে পারবে বা তার দাবী ত্যাগ করতে পারবে। মুসলমান বা যিম্মী হিসাবে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখলকারী সন্তান যদি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি দখল করে এবং তার ভাই

www.pathagar.com

(অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখল করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত) যদি তখন মুসলমান বা যিম্মী হয়, তাহলে বিক্রীত কোন ভৃত্যকে ক্রয় করা মুসলমান ব্যবসায়ীর পক্ষে উচিত হবে না। এবং তারা যদি এ কাজ সম্পাদন করে তাদেরকে দার-উল-ইসলামে নিয়ে যায় তাহলে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে কোন অর্থই প্রদান করতে হবে না।

১৬৮৩। অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখলকারী ভাই যখন এ কাজ সম্পাদন করে তখন তার ক্ষতিগ্রস্ত ভাই যদি মুসলমান বা যিম্মী থাকে এবং পরে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখলকারী ভাই যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বা যিম্মীর মর্যাদা বাতিল ঘোষণা করে নিজের দেশ রক্ষার্থে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে তথায় অবিশ্বাসীদের আইন বলবৎ করে এবং পরে মুসলমানরা যদি উক্ত দেশ জয় করে বা কতিপয় মহিলা ভৃত্যকে যদি তারা বন্দী করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ভাই তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে—যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার পূর্বে সে তাদের ফিরিয়ে আনতে চাইলে তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পর সে যদি তাদের ফিরিয়ে আনতে চায় তাহলে তাদের মূল্য প্রদান করে সে তা করতে পারবে। তবে আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

কিতাব আল-খারাজ

(করারোপণ সম্পর্কীয় পুস্তক[১])

খারাজ ভূমি

১৬৮৪। মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন যে, আল-সোয়াদ-এর (দক্ষিণ ইরাকের) সব জমি, পর্বতময় জমি এবং তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস-এর পানি বিধৌত ভূমি হ'ল খারাজ ভূমি।[২] বস্তুত মুসলমানরা যে ভূমি দখল করে, তা-ই খারাজ ভূমি।[৩]

১৬৮৫। উঁচু-নীচু[৪] যে সব খারাজ ভূমিতে পানি যেতে পারে এবং যা চাষযোগ্য, তা চাষ করা হোক বা না হোক (উৎপাদিত শস্যের) এক কাফিজ[৫] খাজনা দিতে হবে, প্রতি বছর এক জারিব[৬] ভূমির জন্য এক দিরহাম রৌপ্য[৭] দিতে হবে—ভূমির মালিক এই ভূমিতে বছরে এক ফসল বা তার বেশী উৎপাদন করুক না কেন বা একই সাথে সে সব জমি চাষ করুক বা না করুক, তাকে এই হারে খাজনা দিতে হবে। এক জারিব জমির জন্য প্রতি বছর অবশ্যই এক কাফিজ ও এক দিরহাম খাজনা দিতে হবে। উল্লেখিত এক কাফিজ হেজাজে প্রচলিত মানের অনুরূপ এবং হাশিমী গোত্রে প্রচলিত মানের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৮ রিতল্[৮] (১২ আউন্সে এক রিতল্) যা নবীর সময় প্রচলিত সা'-এর (৫ রিতল্-এর সমান) সমান। আজকাল গম ও বার্লি'র ক্ষেত্রে যে মাপ ব্যবহার করা হয় তার সমান ও দুই মুষ্টি গম বা বার্লি যে জমিতে উৎপাদন করা হয়, তার প্রত্যেক জারিব ভূমির জন্য এই ধরনের খাজনা নির্ধারিত হবে।[৯]

১৬৮৬। যে সব ভূমিতে মনুষ্য ভোজী (Graminiferous) শস্য যেমন ধান, তিল, শাক-সবজি, সুগন্ধি যুক্ত ওষুধের গাছ-গাছড়া এবং

www.pathagar.com

এবং আঙুর ও Lucerne ছাড়া অন্য সব চাষযোগ্য শস্য উৎপাদন করা হয় এবং যে সব চাষযোগ্য খারাজ ভূমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার মালিক চাষ করে না, এই সব ক্ষেত্রে প্রতি এক জারিব জমির জন্য মালিককে এক কাফিজ গম ও এক দিরহাম খাজনা দিতে হয়। কিন্তু মালিক যদি উক্ত জমিতে শস্য বপন করে এবং শিলাবৃষ্টি, আগুন, বন্যা বা অন্য কিছুর জন্য যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে উক্ত বছরের জন্য জমির মালিককে কোন খাজনা প্রদান করতে হবে না। যদি অধিকাংশ ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতি জারিব জমিতে যদি দুই দিরহাম মূল্যের বা দুই কাফিজ গম বা তার বেশী গম নষ্ট না হয় তাহলে প্রতি জারিব ভূমির জন্য এক কাফিজ ও এক দিরহাম খাজনা সংগ্রহ করতে হবে। অবশিষ্ট শস্যের মূল্য যদি জারিব প্রতি দুই কাফিজ ও দুই দিরহামের কম হয়, তাহলে অবশিষ্ট শস্যের অর্ধেক সংগ্রহ করতে হবে।[১০]

১৬৮৭। খেজুর এবং অন্যান্য গাছের ওপর কোন খাজনা ধার্য করা হবে না। কিন্তু প্রতি জারিব আঙুর গাছের জন্য ১০ দিরহাম এবং প্রতি জারিব Lucerne গাছের জন্য ৫ দিরহাম খাজনা ধার্য করা যাবে। শস্য যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং এর থেকে মালিক যদি কোন সুফল না পায় তাহলে তার ওপর কোন খাজনা ধার্য করা যাবে না। বিনষ্ট হওয়ার পর অবশিষ্ট আঙুর গাছের মূল্য যদি জারিব প্রতি বিশ দিরহাম বা তার বেশী হয় তাহলে দশ দিরহাম খাজনা সংগ্রহ করা যাবে। এই মূল্য যদি বিশ দিরহামের কম হয়, তাহলে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক সংগ্রহ করা যাবে। Lucerne-এর মূল্য জারিব প্রতি দশ দিরহাম বা তার বেশী হলে জারিব প্রতি পাঁচ দিরহাম খাজনা ধার্য করা যাবে। এই মূল্য যদি কম হয়, তাহলে অর্ধেক ফসল খাজনা হিসাবে আদায় করা যাবে।[১১]

১৬৮৮। সে সব জমিতে খেজুর বা অন্যান্য গাছ এমন ঘনভাবে লাগানো হয় যেখানে অন্য কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয়—এই সব ক্ষেত্রে জমির (উর্বরা) শক্তি অনুযায়ী খাজনা ধার্য করা উচিত। প্রতি জারিব আঙুর বাগানের ওপর যেমন দশ দিরহাম খাজনা ধার্য করা হয়, সেইভাবেই এই সব জমির ওপর খাজনা ধার্য করা উচিত।[১২]

www.pathagar.com

১৬৮৯। (শায়বানী) বলেনঃ এক জারিব-এর পরিমাপ হল ৬০×৬০ হাত। সাত হাত প্রস্থ (কাসাবাত) হল সাত মাসাবিক-এর সমান আর এক হাত সাত মাসাবিক-এ বিভক্ত। সাধারণ 'হাত'-এর পরিমাপের চেয়ে এই হাতের পরিমাপ এক প্রস্থ হাত বড়। দশটি মুদ্রার সমন্বয়ে হয় এক দিরহাম—আজকাল সাধারণত সাত মিশকাল (রূপার) বলে পরিচিত। ক্রয়ের উদ্দেশ্যে আজকাল মানুষ যে দিরহাম ব্যবহার করে তার ভিত্তি হল সাত মিশকাল।[১৩]

১৬৯০। (শায়বানী) বলেনঃ কোন লোক যদি এক খন্ড খারাজ জমির মালিক হয় এবং সেই জমির কিছু অংশ যদি লবণাক্ত (সব্খা) হয়, অকৃষিযোগ্য হয় এবং পানি সরবরাহ না করা যায়, তাহলে জমির সেই অংশ খারাজ-এর আওতাভুক্ত হবে না। কিন্তু যদি পানি পাওয়া যায় এবং আবাদ-যোগ্য করে তথায় আবাদ করা হয়, তাহলে প্রতি জারিব ভূমির ওপর এক কাফিজ ও এক দিরহাম খারাজ আদায় করা যাবে।[১৪]

১৬৯১। (শায়বানী) বলেনঃ কোন লোক যদি একশ' জারিব জমিতে আঙুর গাছ লাগায়—৬০ জারিব ভূমিতে যা লাগান যেত—তাহলে গাছগুলি ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত প্রতি জারিব ভূমির ওপর বার্ষিক এক কাফিজ ও এক দিরহাম খারাজ আদায় করতে হবে, গাছগুলি ফলবতী হওয়ার পর পাকা ফল পাওয়ার সময় প্রতি জারিব ভূমির ওপর দশ দিরহাম খারাজ আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রতি জারিব ভূমিতে উৎপাদিত শস্যের মূল্য যদি বিশ দিরহামের কম হয়, তাহলে প্রতি জারিব ভূমির ওপর খারাজ ধার্য করতে হবে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক। প্রতি জারিব ভূমিতে উৎপাদিত শস্যের মূল্য যদি বিশ দিরহাম বা তার বেশী হয় তাহলে প্রতি জারিব ভূমির ওপর দশ দিরহাম খারাজ ধার্য করতে হবে—এর বেশী নয়। উৎপাদিত শস্যের মূল্য যদি এক কাফিজ ও এক দিরহামের কম বা বেশী হয়, তাহলে খারাজ ধার্য করতে হবে এক কাফিজ ও এক দিরহাম।

১৬৯২। (শায়বানী) বলেনঃ একইভাবে কোন লোক যদি খারাজ ভূমিতে Lucerne চাষ করে এবং তা যদি ফলবতী হয় এবং গাছগুলি যদি

www.pathagar.com

খুব পাতলা অবস্থায় থাকে এবং প্রতি জারিব গাছ থেকে উৎপাদিত শস্যের দাম যদি দশ দিরহামের কম হয়, তাহলে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক ভূমিতে উৎপাদিত শস্যের দাম যদি এক কাফিজ ও এক দিরহামের বেশী[১৫] হয়, তাহলে খারাজ ধার্য করতে হবে এক কাফিজ ও এক দিরহাম।

১৬৯৩। কোন লোক যদি তার খারাজ ভূমির ওপর তাল গাছ বা অন্য কোন গাছ এমন ঘন করে লাগায় যে তার মধ্যে অন্য কোন ফসল উৎপাদন করা না যায় এবং ফলগুলি যদি না পাকে তাহলে আঙুর বাগানের মত প্রতি জারিব ভূমির ওপর মাত্র দশ দিরহাম খারাজ ধার্য করতে হবে। কিন্তু উৎপন্ন শস্য যদি এমন কম হয় যে, প্রতিটি গাছে মাত্র একটা বা দুটা ছাড়া বা এই রকম ফল হয় এবং প্রতি জারিব ভূমিতে উৎপাদিত খেজুরের দাম যদি বিশ দিরহাম বা তার বেশী হয়, তাহলে প্রতি জারিব ভূমির ওপর খারাজ ধার্য করতে হবে দশ দিরহাম। প্রতি জারিব ভূমিতে উৎপাদিত খেজুরের দাম যদি বিশ দিরহামের কম হয় তাহলে উৎপাদিত শস্যের দামের অর্ধেকের ওপর খারাজ ধার্য করতে হবে—যদি না এই অর্ধেক মূল্য এক কাফিজ ও এক দিরহামের কম না হয়। যদি হয় তাহলে প্রতি জারিবের ওপর খারাজ ধার্য করতে হবে এক কাফিজ ও এক দিরহাম।[১৬]

১৬৯৪। খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ না করে যদি গম, বার্লি, ধান, অন্যান্য শস্য এবং সবজি, মিষ্টি তুলসি গাছ, জাফরান, উসফুর এবং এই ধরনের গাছ চাষ করা হয় তাহলে উৎপাদিত ফসলের ক্রয়মূল্য বেশী বা কম হোক না কেন, প্রতি জারিব ভূমির ওপর এক কাফিজ ও এক দিরহাম খারাজ ধার্য করতে হবে।[১৭]

১৬৯৫। কোন লোক যদি খারাজ ভূমিতে একটা ঝোপ বা বন-জংগল অংশ পায় যেখানে শুধু খেলাধুলা করা হয়, এরূপ ক্ষেত্রে খেলাধুলার ওপর কোন খারাজ ধার্য করা যাবে না। কিন্তু উক্ত জঙ্গলময় ভূমিতে যদি খাগড়া গাছ—কম বা বেশী হোক না কেন—ঝাউগাছ, রেঁদা গাছ, আলফা গাছ, দেবদারু গাছ বা এই ধরনের গাছ জন্মে, যা কেটে বিক্রয় করা যায় এবং প্রতি জারিবে উৎপাদিত ফসলের দাম যদি দুই দিরহাম এবং এক কাফিজ বা তার বেশী হয় তাহলে জারিব প্রতি এক কাফিজ ও এক দিরহাম খারাজ ধার্য করতে

www.pathagar.com

হবে। উৎপাদিত ফসলের মূল্য যদি কম হয়, তাহলে প্রতি জারিবে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের অর্ধেক খারাজ ধার্য করতে হবে।[১৮]

১৬৯৬। (শায়বানী) বলেনঃ খারাজ ভূমিতে যদি কম বা বেশী লবণ উৎপাদিত হয় বা এতে যদি দাহ্য খনিজ পদার্থ বা নাফ্‌থা পাওয়া যায় বা জঙ্গলে যদি মৌমাছি থাকে এবং মধু বা এই ধরনের কিছু পাওয়া যায় বা ভূমি চাষযোগ্য হলেও যদি পানি পাওয়া না যায়, তাহলে কোন খারাজ ধার্য করা যাবে না। কিন্তু ভূমি যদি চাষযোগ্য হয় ও পানি পাওয়া যায়, তাহলে জারিব প্রতি এক কাফিজ ও এক দিরহাম খারাজ ধার্য করতে হবে। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[১৯]

খারাজ ভূমির মালিক যদি মুসলমান হয় বা কাজ করতে অসমর্থ হয় বা খারাজ ভূমি ত্যাগ করে তাহলে খারাজ জমির অবস্থা সম্পর্কীয়[২০]

১৬৯৭। (শায়বানী) বলেনঃ একজন মুসলমান, যিম্মী, মুকাতাব বা একজন ভৃত্য, ঋণগ্রস্ত বা ঋণী নয় এমন কোন লোক সোয়াদে খারাজ ভূমির মালিক হলে তাকে অবশ্যই খারাজ ট্যাক্স দিতে হবে। খারাজ জমির মালিককে অন্যের মত একইভাবে আবাদযোগ্য জমির জন্য জারিব প্রতি এক কাফিজ ও এক দিরহাম প্রদান করতে হবে। প্রতি জারিব আঙুর বাগানের খারাজ ধার্য করতে হবে দশ দিরহাম, প্রতি জারিব Lucerne-এর ক্ষেত্রে পাঁচ দিরহাম—খেজুর গাছ এবং অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হবে না। খেজুর বা অন্যান্য গাছ যদি খুব ঘন করে লাগানো হয়, তাহলে আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি সেভাবেই খারাজ ধার্য করতে হবে।[২১]

১৬৯৮। (শায়বানী) বলেনঃ কোন যিম্মী যদি খারাজ ভূমির মালিক হয় এবং পরে সে যদি মুসলমান হয় তাহলে তার জমির অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না; ভূমির জন্য তাঁকে খারাজ প্রদান করতে হবে তবে সে ব্যক্তির ওপর ধার্য কর প্রদান থেকে রেহাই পাবে। কোন মুসলমান যদি তার খারাজ জমি একজন যিম্মীর নিকট ভাড়া দেয় বা উক্ত জমি চাষাবাদ করতে

www.pathagar.com

তার অংশীদার হয়, তাহলে জমির মালিককেই খারাজ প্রদান করতে হবে। একইভাবে, উক্ত জমি উন্নয়নের জন্য সে যদি কাউকে নিয়োগ করে তাহলে তাকে খারাজ প্রদান করতে হবে—অবশ্য আঙুর বাগান, শাক-সবজি বা ঘন গাছ বা ঘন তাল গাছের বাগান লাগানো হলে তাকে খারাজ প্রদান করতে হবে না। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি উক্ত জমিতে আঙ্গুর বাগান এবং Lucerne চাষ করে তাহলে তাকে প্রতি জারিব আঙুর বাগানের জন্য দশ দিরহাম এবং প্রতি জারিব Lucerne-এর জন্য পাঁচ দিরহাম খারাজ প্রদান করতে হবে। ভাড়াটিয়া যদি উক্ত জমিতে এমন ঘনভাবে খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ রোপণ করে যেখানে অন্য কোন কিছু জন্মানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াকেই খারাজ প্রদান করতে হবে। মালিক যদি জমি বিক্রয় করে, দান হিসাবে কাউকে প্রদান করে বা দান হিসাবে উক্ত জমি যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা কোন পথিককে প্রদান করে, তাহলে ক্রয়কারী (যথাক্রমে দান গ্রহণকারী ইত্যাদি) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক না কেন, খেজুর বাগান এবং অন্য গাছের জন্য তাকে খারাজ প্রদান করতে হবে। (শায়বানী) বলেন ঃ খারাজ সংগ্রহের পূর্বে সে যদি উক্ত জমি বিক্রি করে বা কাউকে দান করে দেয়, তাহলে ক্রেতা বা দান গ্রহণকারীর নিকট থেকে খারাজ সংগ্রহ করতে হবে। খেজুর বাগান বা অন্য কোন গাছ যদি ঘনভাবে লাগানো হয়, তাহলে আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি, সেইভাবেই খারাজ আদায় করতে হবে।[২২]

১৬৯৯। (শায়বানী) বলেন ঃ খারাজ জমির মালিক যদি উক্ত জমি চাষাবাদ করতে অসমর্থ হয় বা অবহেলা করে বা তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার কাছ থেকে উক্ত জমি ফিরিয়ে এনে চাষাবাদ করতে আগ্রহী লোককে তা প্রদান করার অধিকার ইমামের আছে। জমি নিয়ে খারাজ প্রদান করার মত কাউকে না পেলে ইমাম তা এমন কাউকে প্রদান করতে পারেন যে চাষাবাদ করে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা উৎপন্ন শস্যের কম প্রদান করবে–এই শস্য প্রদান নির্ভর করবে জমির উর্বরা শক্তি বা জমি গ্রহণকারীর সামর্থ্যের ওপর। জমির ওপর খেজুর বাগান বা অন্য কোন গাছ থাকলে একই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে–খারাজ ধার্য করা হবে উৎপন্ন শস্যের

www.pathagar.com

অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা উৎপন্ন শস্যের কম এবং তা নির্ভর করবে জমির উর্বরা শক্তি এবং জমিতে যে কাজ করবে তার সামর্থ্যের ওপর। সুতরাং যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই ইমাম উক্ত জমি প্রদান করতে পারবেন।[২৩]

১৭০০। তগলিব বা নাযরান গোত্রের কোন খৃস্টান কোন খারাজ জমি ক্রয় করলে তাকে একজন মুসলমানের মতই খারাজ প্রদান করতে হবে। খারাজ জমি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, য়াতিম, মহিলা বা কোন যিম্মীর সম্পত্তি হয়, তাহলে তাদেরকে একজন মুসলমানের মত অবশ্যই খারাজ প্রদান করতে হবে। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[২৪]

বয়স্ক পুরুষদের ওপর মাথাপিছু খারাজ ও যিজিয়া প্রদান সম্পর্কীয়[২৫]

১৭০১। (শায়বানী) বলেন ঃ আল-হিরা ও অন্যান্য শহরের বাসিন্দাসহ সোয়াদের সব বয়স্ক পুরুষ যিম্মীকে—তারা য়াহুদী, খৃস্টান, ম্যাজিয়ান বা মূর্তিপূজক হোক না কেন—অবশ্যই যিজিয়া প্রদান করতে হবে। বানু তগলিব ও নাযরানের খৃস্টানদের যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে না। শুধু মাত্র পুরুষদেরকেই বছরে একবার যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে।[২৬]

১৭০২। ধনীদের ৪৮ দিরহাম, মাঝারী আয়ের লোকদের ২৪ দিরহাম এবং কারিগর ও অভাবী মানুষকে প্রদান করতে হবে ১২ দিরহাম। এই কর আদায় করতে হবে বার্ষিক ভিত্তিতে। তারা যদি অন্য কোন উপায়ে (অর্থাৎ নগদ অর্থে) এই কর প্রদান করতে অসমর্থ হয়ে শস্যের মাধ্যমে প্রদান করতে চায়, তাহলে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে শর্ত হল, শস্যের মূল্য পাওনা অর্থের সমান হতে হবে। কিন্তু শূকর, মদ বা মৃত পশু যিজিয়া কর হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৭]

১৭০৩। যিজিয়া করের কোন অংশ যদি বাকী পড়ে তবে তা পরবর্তী বছরে আদায় করতে হবে। কিন্তু কোন লোক যদি মারা যায় এবং যিজিয়া করের কিছু অংশ যদি তার বাকী থাকে তাহলে তা তার সম্পত্তি থেকে বা তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। কারণ যিজিয়া

www.pathagar.com

কর দেনা হিসাবে বিবেচিত হয় না। তাদের কেউ যদি মুসলমান হয় এবং যিজিয়া করের কিছু অংশ সে যদি পূর্বে প্রদান না করে, তাহলে যিজিয়া করের যে অংশ প্রদান করা হয় নি তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং সে এজন্য আর দায়ী থাকবে না। সে যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তা প্রদান করার জন্যও সে দায়ী থাকবে না। একইভাবে কেউ যদি অন্ধ বা গরীব হয়ে পড়ে এবং যিজিয়া করের বাকী অংশ প্রদানে অক্ষম হয়, তাহলে তা ত্যাগ করতে হবে এবং এই কর প্রদান করতে সে বাধ্য থাকবে না।[২৮]

১৭০৪। যিম্মী মহিলা বা শিশুদের যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে না বা তাদের মধ্যে যারা অন্ধ, খোঁড়া, উন্মত্ত, দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ, বেশী বয়সের জন্য কাজ করতে অক্ষম বা যারা এমন গরীব যে কর প্রদান করতে অক্ষম তাদের কাউকে কর প্রদান করতে হবে না। ধর্মযাজক, মঠধারী সন্যাসী ও মঠের কর্তার যদি সম্পত্তি থাকে তবে তাদের কর প্রদান করতে হবে। কিন্তু যিম্মী, ভৃত্য, মুদাব্বারা, মুকাতাবাদের যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে না। বয়স্ক পুরুষদের ওপর যিজিয়া কর আদায়ের পূর্বে বছরের শুরুতে কোন যিম্মী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যদি যৌবনে পদার্পণ করে এবং সে যদি অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের সন্তান হয়, তাহলে তাকে সেই বছরের যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে। কিন্তু বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে যিজিয়া কর সংগ্রহের পর সে যদি বছরের শেষ দিকে যৌবনে পদার্পণ করে, তাহলে তাকে সেই বছরে যিজিয়া কর প্রদান করতে হবে না, পরবর্তী বছরে তাকে কর প্রদান করতে হবে।[২৯]

১৭০৫। একইভাবে, (মুক্ত) মানুষের নিকট থেকে যিজিয়া কর আদায়ের পূর্বে কোন কারিগর যিম্মী ভৃত্যকে বছরের প্রথমে যদি মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে তার ওপর যিজিয়া কর আদায় করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে যিজিয়া কর আদায়ের পর বছরের শেষে যদি তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে তার কাছ থেকে সেই বছরের জন্য যিজিয়া কর আদায় করতে হবে না, তবে পরবর্তী বছরে তা আদায় করতে হবে। কোন গরীব যিম্মী, যে কারিগর নয়—বছরের শুরু বা শেষের দিকে যদি কোন সম্পত্তি লাভ করে, তাহলে সেই বছরে তার কাছ থেকে

www.pathagar.com

যিজিয়া কর আদায় করতে হবে। যিজিয়া কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর যিজিয়া কর আদায়ের পূর্বে যুদ্ধরত এলাকার কিছু লোক যদি বছরের শুরুতে যিম্মী হয়, তাহলে তাদের কাছ থেকে পরবর্তী বছর বা আরও পরে যিজিয়া কর আদায় করতে হবে।[৩০]

১৭০৬। শায়বানী বলেনঃ অন্ধ, খোঁড়া, দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ এবং পাগল ব্যক্তিরা ধনী হলেও তাদের কাছ থেকে যিজিয়া আদায় করা যাবে না। কোন লোক যদি কয়েক বছর ধরে অসুস্থ থাকে এবং আরোগ্য লাভ না করে, তার ওপর যিজিয়া কর আদায় করা আমাদের উচিত হবে না। অন্যের ওপর যিজিয়া কর আদায়ের পূর্বে বছরের শুরুতে সে যদি আরোগ্য লাভ করে, তবু তার কাছ থেকে যিজিয়া কর আদায় করা যাবে না। সে যদি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করে, তবে পরবর্তী বছরে বা আরও পরে তার কাছ থেকে যিজিয়া কর আদায় করা যাবে। বনু তগলিব গোত্রের খৃস্টানদের ওপর যিজিয়া কর ধার্য করা যাবে না। কারণ তাদের সাথে মুসলমানদের এই শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যে, তাদের দেশে যে কর সংগ্রহ করা হয়েছে তা মুসলমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত করের দ্বিগুণ হবে। নযরানের খৃস্টানদের কাছ থেকেও যিজিয়া কর আদায় করা যাবে না। তারা লোক প্রতি (নগদ অর্থের বদলে) পোশাক প্রদান করতে বাধ্য রয়েছে এবং খলীফা ওমর তাদের ভূমি ও লোকদের ওপর এই ধরনের কর ধার্য করেন।[৩১]

পোশাক এবং আরোহণের জন্য অশ্বের ব্যাপারে যিম্মীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কীয়[৩২]

১৭০৭। (শায়বানী) বলেনঃ কোন যিম্মীকে মুসলমানের মত কাপড় পরার, ঘোড়ায় চড়ার রীতি অনুসরণ করার বা হাবভাবের অনুকরণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যিম্মীকে বরং কোমরের চারপাশে মোটা কাপড় পরার এবং মাঝখানে গিট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা উচিত। তাদের উচিত হবে বহু রং বিশিষ্ট টুপি ও জিনের নীচে দাড়িম্ব ফলের মত জিন ব্যবহার

www.pathagar.com

করা। তদুপরি তাদের স্যান্ডেলের চামড়ার পাতলা ফালি হতে হবে মসৃণ–মুসলমানদের স্যান্ডেল থেকে পৃথক ধরনের। মুসলমানদের মত শাল বা তাদের ঢিলা বহির্বাসের মত বহির্বাসও তাদের ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[৩৩]

১৭০৮। মুসলমানদের বসবাস বহির্ভূত শহরের লোক যিম্মী হওয়ার সময় সেই শহরে যে সব সিনাগগ বা গীর্জা ছিল তা মেরামত করার অনুমতি জিম্মীদের দেওয়া যাবে, কিন্তু নতুন করে কোন সিনাগগ বা গীর্জা তৈরী করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। মুসলমান অধ্যুষিত কোন শহরে যিম্মীদের বসবাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ, (হাদীসে উল্লেখ আছে) নবী তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন এবং খলীফা আলী সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি তাদেরকে কুফা থেকে বহিস্কৃত করেন। তাদের মধ্যে কারও যদি মুসলমান শহরে বাড়ী থাকে, তবে তা বিক্রি করার জন্য তাকে বাধ্য করতে হবে, এই ধরনের শহরে সে যদি কোন বাড়ী ক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বৈধ হবে, তবে তাকে তা বিক্রি করার জন্য বাধ্য করতে হবে। যাহোক, মুসলমান শহরের বাইরে তাদের বসবাস ক্ষতিকর কিছু নয় এবং দিনের বেলায় এর ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে এবং রাতে তারা তাদের গৃহে ফিরতে পারে।[৩৪]

১৭০৯। (শায়বানী) বলেনঃ কোন মুসলমান শহর বা মুসলমানদের অধীন অন্য কোন শহরে যিম্মীদের সিনাগগ, গীর্জা বা অগ্নি উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। মুসলমান অধ্যুষিত ছাড়া অন্য কোন শহরে তারা যদি কোন সিনাগগ, গীর্জা বা অগ্নি উপাসনার মন্দির অক্ষুণ্ন রাখে বা শান্তিচুক্তির অধীন যদি তাদের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তারা রাখতে পারে এবং যদি তা ধ্বংস করা হয় তবে তা পুনঃ নির্মাণ করার অধিকার তাদের দেওয়া যাবে। কিন্তু সেই স্থানে মুসলমানরা যদি তাদের নিজের জন্য কোন শহর গড়ে তোলে তাহলে মুসলমানরা তথাকার সিনাগগ ও গীর্জা ধ্বংস করে দিতে পারে, তবে সেই শহরের বাইরে যিম্মীদের সিনাগগ ও গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া উচিত। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[৩৫]

www.pathagar.com

নযরানের জনগণ ও বনু তগলিব গোত্রের লোকদের সাথে নবী ও তাঁর অনুসারিগণের চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কীয়[৩৬]

১৭১০। (নযরানের জনগণের সাথে মুহাম্মদের চুক্তি)

করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। এই চুক্তি নযরানের জনগণের প্রতি নবী মুহাম্মদ (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) কর্তৃক জারীকৃত এবং তাদের ওপর এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে—তাদের ফল, তাদের সোনা, রৌপ্য মুদ্রা ও ভৃত্যের ওপর। একমাত্র দুই হাজার পোশাক (হুলাল আল-আওয়াকি)-এর মধ্যে প্রতি বছর রজব মাসে এক হাজার এবং সফর মাসে এক হাজার—যার প্রত্যেকটির মূল্য এক আউন্স রৌপ্য—এ ছাড়া সব কিছুই তাদের ওপর রেখে দিতে হবে। নির্ধারিত খারাজের চেয়ে মূল্য যদি কম বা বেশী হয় তাহলে তার হিসাব রাখতে হবে। নযরানের লোকেরা যদি বর্মের আবরণ, ঘোড়া, উট এবং অন্যান্য জিনিস প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর মূল্য নির্ধারিত রাজস্বের সমপরিমাণ হতে হবে। আমার দূতের প্রতি তাদের অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বিশ দিন যাবত আতিথ্য প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের খাদ্য যোগান দিতে হবে। কিন্তু এসব তাদের কাছে এক মাসের বেশী সময় রাখা যাবে না। ইয়েমেনে যদি যুদ্ধ বা গোলমাল হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ত্রিশটা বর্মের আবরণী (ত্রিশটা ঘোড়া)[৩৭], ত্রিশটা আর্কস ও ত্রিশটা উট ধার দিতে হবে। আমার দূতকে ধার দেওয়া কোন জিনিস (বর্মের আবরণী বা ঘোড়া) আমার দূতের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ নযরানের জনগণকেই দিতে হবে। তারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদের (সঃ) নিরাপত্তা পাবে এবং তাদের জীবন, সম্পত্তি, ভূমি, ধর্ম, উপস্থিত বা অনুপস্থিতদের দালান-কোঠা ও তাদের গীর্জার নিরাপত্তা তারা পাবে। কোন যাজককে বা মঠধারী সন্ন্যাসীকে তার অধীন এলাকা বা আশ্রম থেকে বিতাড়িত করা হবে না বা কোন যাজককে তার যাজক জীবন ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হবে না। কম বেশী সব কিছু জিনিসই তাদের থাকবে। তাদের প্রতি কোন কঠোর বা নৃশংস অত্যাচার চালান হবে না বা ইসলাম-পূর্ব যুগের রক্তপাতের জন্যও তাদেরকে চাপ

www.pathagar.com

দেওয়া হবে না। তাদেরকে সামরিক কাজে ডাকা হবে না বা তাদেরকে যাজককে প্রদত্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ প্রদান করতে হবে না বা তাদের জমির ওপর আমাদের সৈন্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। যারা ন্যায়বিচার কামনা করবে, তারা তা পাবে-নযরানে কোন উৎপীড়ক বা উৎপীড়িত থাকবে না। যারা ভবিষ্যতে সুদ ব্যবসা চালাবে তারা আমার নিরাপত্তা পাবে না। একজনের অপরাধের জন্য অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। যা অনুমোদন করা হয়েছে এবং যা লেখা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা ও আল্লাহ্‌র নবীর নিশ্চয়তা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন এবং নযরানের জনগণ বিশ্বস্ত থাকে এবং তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করে এবং উৎপীড়নে সহায়তা না করে। সাক্ষী—আবু সুফিয়ান বিন হারব্, ঘাইলান বিন আমর, বনু নসর গোত্রের মালিক বিন আউফ, আল-আকর বিন হাবিস আল-হানজালি এবং আল-মুগীরা বিন সু'বা। আবু বকর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন।[৬৮]

১৭১১। (আবু বকর কর্তৃক এই চুক্তির নবায়ন ঃ)

(রসূলুল্লাহর মৃত্যুর (১০/৬৩২ খৃঃ) পর নযরানের জনগণ খলীফা আবু বকরের সাথে দেখা করেন এবং তিনি যে ধারাগুলি অনুমোদন করেন তা নিম্নরূপ ঃ)

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে 'এই চুক্তি আল্লাহর দাস ও নবী মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী আবু বকর নযরানের জনগণের প্রতি জারী করেন। তারা তাদের জীবন, ভূমি, ধর্মমত, সম্পত্তি, তাদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি, দালান, কোঠা, যারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত তাদের যাজক ও মঠধারী সন্ন্যাসী, গীর্জা এবং তাদের কম বেশী যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ্ ও তাঁর নবী মুহাম্মদের নিরাপদ আশ্রয় পাবে। মুহাম্মদ তাদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা পূর্ণ করতে এবং এই চুক্তিপত্রে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা পূরণার্থে তাদেরকে সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে নাম লেখানো বা তাদের ওপর যাজককে প্রদত্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ আরোপ করা হবে না বা কোন যাজক বা সন্ন্যাসীকে তাদের পদ থেকে সরানো হবে না। নযরানের জনগণ যতদিন বিশ্বস্ত থাকবে এবং তাদের যথার্থ দায়িত্ব অনুসারে কাজ করবে

www.pathagar.com

ততদিন পর্যন্ত এই চুক্তির ওপর আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও রসূলুল্লাহ্‌র নিরাপত্তা অব্যাহত থাকুক। সাক্ষী—আল মুসতাওয়ারিদ (বিন-আমর), আবু বকর কর্তৃক মুক্ত দাস আমর, রশিদ বিন হুজায়ফা এবং আল-মুগীরা (বিন সু'বা)।[৩৯]

১৭১২। (ওমর কর্তৃক চুক্তির নবায়ন)

(আরব থেকে দক্ষিণ ইরাকে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর নযরানের জনগণ খলীফা ওমরের সাথে দেখা করেন। খলীফা ওমর তাদেরকে লেখেন :)

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। নযরানের জনগণের জন্য এটা আল্লাহ্‌র দাস ও বিশ্বাসীদের নেতা ওমর[৪০] কর্তৃক লিখিত। যে কেউ দেশ ত্যাগ করুক না কেন সে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা লাভ করবে এবং কোন মুসলমান তার ক্ষতি করবে না; নবী মুহাম্মদ এবং খলীফা আবু বকর তাদের প্রতি যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা পূরণ করা হবে।

নযরান জনগণের যে কেউ ইরাকের আমীরের অঞ্চলে বা শ্যামের (সিরিয়া) আমীরের অধীনস্থ অঞ্চলে বসবাস করুক না কেন, তাদেরকে জমি চাষের অনুমতি দেওয়া হবে। সেখানে যা তারা নির্মাণ করবে তা তাদেরই এবং তাদের সন্তানদের থাকবে—যে ভূমি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেই ভূমির পরিবর্তে এটা আল্লাহ্‌র দয়া এবং কেউ তাদের বিরক্ত বা বাধা দেবে না।

তাদের মধ্যে কোন মুসলমান সরকারী কর্মকর্তা থাকলে সে তাদের প্রতি কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমর্থন দেবে কারণ তাদেরকে যিম্মীর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। নতুন আবাসস্থলে পেঁছাবার পর থেকে চব্বিশ মাস পর্যন্ত তাদেরকে যিজিয়া কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং বসতি স্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে এই কর প্রদান করতে হবে না। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না বা তাদের ওপর উৎপীড়ন করা যাবে না। সাক্ষী ও লেখক—উসমান (বিন আফফান) এবং মুয়াইকিব।[৪১]

১৭১৩। (শায়বানী) বলেন : নযরানের জনগণ-নযরানে (ইরাকে) তাদের লোক ও চাষাবাদ জমির জন্য তাদেরকে প্রতি বছর দুই হাজার পোশাক (আল-হুলাল-আল- নযরানিয়া) প্রদানে বাধ্য করা হবে, যার ন্যূনতম মূল্য

www.pathagar.com

হতে হবে পঞ্চাশ দিরহাম। পঞ্চাশ দিরহামের কম কোন পোশাক গ্রহণযোগ্য হবে না। এর মধ্যে এক হাজার পোশাক প্রদান করতে হবে সফর মাসে এবং বাকী এক হাজার পোশাক দিতে হবে রজব মাসে। যারা এখনও মুসলমান হয়নি তাদেরকে প্রতি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর হিসাবে ভাগাভাগি করে এই পোষাক প্রদান করতে হবে এবং নযরানে তাদের জমির জন্য এই খাজনা দিতে হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি তাদের জমি কোন মুসলমান যিম্মী বা তগলিবীর নিকট বিক্রি করে দেয় তাহলে দুই হাজার পোশাক প্রদান নির্ধারিত হবে তাদের জমির পরিমাণ এবং তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়নি তাদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে। জমির ওপর পোশাকের যে ট্যাক্স আদায় করা হবে তা নযরানের সব জমির ওপর ভাগ করে দিতে হবে এবং মানুষের ওপর অর্জিত কর সব মানুষের ওপর ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু কেউ মুসলমান হলে তাকে আর ব্যক্তির ওপর ধার্য কর দিতে হবে না এবং পোশাকের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর বাকী লোক ও জমির ওপর পুনরায় ধার্য করতে হবে।

১৭১৪। (শায়বানী) বলেনঃ নযরানের কোন লোক যদি নযরানে এক খণ্ড জমি খরিদ করে তাহলে জারিব প্রতি এক কাফিজ ও এক দিরহাম খিরাজ কর দিতে হবে; কিন্তু তাকে নযরানের জমির ওপর ধার্য দুই হাজার পোশাকের আনুপাতিক হারে পোশাক প্রদান করতে হবে না—ক্রেতা ক্রীতদাস, স্বাধীন, মুকাতাব, যিম্মী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা স্ত্রীলোক হোক না কেন।

১৭১৫। (শায়বানী) বলেনঃ নযরানের জনগণের নিকট কোন দূত আসুক না কেন বা তাদের ওপর কোন গভর্নর নিযুক্ত হোক না কেন, তারা আর তাদের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করতে বা তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। আল্লাহ্‌র নবীর সময়ে তিনি যখন ইয়েমেনের প্রতিবেশী নযরানে তাঁর দূত প্রেরণ করেছিলেন, সেই সময়ই কেবল এই বাধ্যতামূলক দায়িত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এখন (যখন তারা অন্যত্র বসবাস করে) তারা এই ধরনের দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। বরং তাদের প্রতি সদয় ও উত্তম ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ যে চুক্তি

www.pathagar.com

সম্পাদন করেন তা পালন করা উচিত। যারা সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তারা অন্যায় ও পাপ করে এবং অপরাধমূলক কাজ সম্পাদন করে।

১৭১৬। (শায়বানী) বলেন: নবী মুহাম্মদের মাধ্যমে আল্লাহ তা দর প্রতি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পূরণ করা উচিত। তাদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি বা ছেলেরা যিজিয়া করের আওতাভুক্ত হবে না—পোশাক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে হোক না কেন বা তাদের জমিতে বেসরকারী গৃহসংলগ্ন ভজনালয়, সন্ন্যাসীর মঠ বা গীর্জা নির্মাণ থেকেও তাদেরকে নিবৃত্ত করা যাবে না। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর খাজনা বসানো যাবে না বা যাজককে প্রদত্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশও তাদের ওপর ধার্য করা যাবে না। কেউ যদি তার জমি চাষ করতে অসমর্থ হয় এবং তা ত্যাগ করে, তাহলে ইমাম তার ইচ্ছামত কাউকে এই জমি প্রদান করতে পারেন—যে দুই ভাগের মধ্যে এক ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশী বা কম-এর ভিত্তিতে কাজ করতে রাযী হয়, তাকে তিনি জমি প্রদান করতে পারেন। দেখাশোনা করতে আগ্রহী বা তাদের সাধ্যমত উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে ইমাম খেজুর বা অন্যান্য গাছ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবে খাজনা দেওয়ার ভিত্তিতে বা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ প্রদানের ভিত্তিতে জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন।[৪২]

১৭১৭। (শায়বানী) বলেন: মুসলমানরা যে খাজনা প্রদান করে, বনু তগলিব গোত্রের লোকেরা তার চেয়ে দ্বিগুণ খাজনা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তারা যদি খারাজ জমির মালিক হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই খারাজ প্রদান করতে হবে। তাদের কেউ যদি তার জমি কোন মুসলমান বা যিম্মীর নিকট বিক্রি করে তাহলে বনু তগলিব গোত্রের লোকদের মত মুসলমান বা যিম্মীকে দ্বিগুণ খাজনা প্রদান করতে হবে।

১৭১৮। (শায়বানী) বলেন: মুক্ত ভৃত্যের মক্কেল যদি বনু তগলিব গোত্রের খৃস্টান হয় তাহলে যিম্মীদের ওপর আরোপিত যিজিয়ার মত তাদের ওপরও যিজিয়া আরোপ করা হবে। যিম্মীদের মত তাদের ওপরও খারাজ ধার্য করা হবে। এই মতই আমরা অনুসরণ করি।[৪৩]

www.pathagar.com

খারাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কীয়[৪৪]

১৭১৯। (শায়বানী) বলেনঃ কোন প্রদেশের গভর্নর খারাজ সংগ্রহের জন্য এমন একজন লোককে নিয়োগ করবেন যিনি অধিবাসীদের প্রতি সদয় ও ন্যায়সংগত ব্যবহার করবেন। ফসল তোলার পর এবং ফসলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি খারাজ সংগ্রহ করবেন—এতে প্রতি বছরের শেষে তারা খারাজ প্রদান করতে পারবেন। উঁচু বা নীচু জমি নির্বিশেষে প্রতি জারিব চাষযোগ্য জমির খারাজের হার হল পাঁচ দিরহাম। প্রতি জারিব আঙুর বাগানের জন্য দশ দিরহাম, প্রতি জারিব লিউকারনের জন্য পাঁচ দিরহাম খারাজ ধার্য করতে হবে। খারাজের কিছু অংশ প্রদান করতে যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের কোন ক্ষতি করা যাবে না, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা যাবে না বা তাদের ওপর নিপীড়ন করা যাবে না। তবে পুরো খারাজ প্রদান না করা পর্যন্ত সংগ্রহকারী তাদের শস্য আটকে রাখতে পারেন। বছরের শেষে কারও শস্য যদি উদ্ভিদ রোগে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে ট্যাক্স প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হবে। এই মতই আমরা অনুসরণ করি।[৪৫]

অকর্ষিত ও পতিত জমি হস্তান্তর প্রসঙ্গে[৪৬]

১৭২০। (শায়বানী) বলেনঃ অকর্ষিত বা পতিত জমির জন্য যেখানে পানি পাওয়া যায় না, এই সব জমি সোয়াদ, কুফা, পর্বতময় দেশ বা অন্য কোথাও হোক না কেন, ইমাম তা এমন ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন যে তা চাষ করতে, তার উন্নয়ন করতে এবং উক্ত জমি থেকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানে সম্মত হয়। ইমামের অনুমতি ছাড়া কোন লোক যদি এই ধরনের জমির উন্নতি করে বা কোন কিছু উৎপাদন করে তাহলে তা জমি চাষকারীর হবে এবং তাকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। একইভাবে, খারাজ ভূমিতে কেউ যদি ঝরনা পায় বা পানিশূন্য মরুভূমিতে কেউ যদি কূয়া খনন করে তাহলে সে সেই জমির উন্নয়নের হকদার হবে এবং এর জন্য তাকে উৎপন্ন শস্যের

www.pathagar.com

এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কেউ যদি মরুভূমিতে বা পতিত জমিতে কোন পানির প্রবাহ নিয়ে আসে তাহলে সে উক্ত পানির প্রবাহের এবং তার পার্শ্ববর্তী পাঁচ'শ বর্গফুট এলাকার মালিক হবে। উক্ত এলাকায় আর কেউ প্রবাহিত পানির কূপ খনন করতে পারবে না এবং মালিক তা কেবল নিজের জন্যই ব্যবহার করতে পারবে। কেউ যদি মূল পানি সেচের খাল ভাড়া করে বা অন্য একটা শাখা খাল খনন করে ইউফ্রেতিস, তাইগ্রীস বা অন্য কোন উৎস থেকে পতিত জমিতে পানি নিয়ে আসে তাহলে সে মূল বা শাখা খালের উভয় পার্শ্বের পাঁচ'শ বর্গফুট এলাকার মালিক হবে এবং সে ছাড়া আর কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে না।

১৭২১। (শায়বানী) বলেনঃ কোন লোক যদি একটা কূপ খনন করে এবং তা থেকে উটের সাহায্যে সে যদি পানি উত্তোলন করে এবং এই জমি (যেখানে কূপ খনন করা হয়েছে) যদি অরক্ষিত বা অনির্ণীত দেশের এলাকায়, মরুভূমিতে, বৃক্ষহীন প্রান্ত বা কোন মালিকবিহীন এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি কুয়া সংলগ্ন ষাট বর্গফুট এলাকার মালিক হবে এবং সে এই জমির উন্নয়ন, চাষাবাদ বা এতে যা খুশী করতে পারবে। সে যদি তার উট, গৃহপালিত পশু এবং ভেড়ার পানি খাওয়ানোর জন্য একটা কূপ খনন করে তাহলে সে কূপ সংলগ্ন চল্লিশ বর্গফুটের এলাকার মালিক হবে। এই জমি সে তার খুশীমত ব্যবহার করতে পারবে—এতে আর কারও অধিকার থাকবে না। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[৪৭]

উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমি এবং এই জমি কর্ষণকারীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কীয়[৪৮]

১৭২২। (শায়বানী) বলেনঃ পানি চালিত চাকা, বালতি বা উটের সাহায্যে উশর জমিতে (অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমি) পানি সেচ করা হলে সেই জমির জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। কিন্তু সেই জমি যদি প্রবাহিত পানি, নদী, ওয়াদিস্ (সাময়িক নদী) বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা হয় তাহলে

www.pathagar.com

তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশই প্রদান করতে হবে। উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমিতে গম, বার্লি, খেজুর, কাঁচা খেজুর, কিশমিশ, সব ধরনের শাক-সব্জি, মিষ্টি তুলসী গাছ এবং সব ধরনের গাছ—যে সব গাছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কম বেশী ফল ধরে—সে সব জমিতে স্রোতের সাহায্যে বা বৃষ্টির পানির সাহায্যে সেচ কার্য করা হোক না কেন, তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। পানির চাকা বা বালতির সাহায্যে পানি সেচ করা হলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। একইভাবে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত (শস্য) যেমন, ফলমূল, স্যাফ্লাওয়ার বীজ, বরবটি, বড় বরবটি, শন গাছ, তুলা, জাফরান, স্যাফ্লাওয়ার বা অন্য কোন কিছু, কম বা বেশী উৎপন্ন হলেও তার ওপর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে—সেই জমি প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা হোক না কেন। কিন্তু এসব জমিতে পানির চাকা বা বালতির সাহায্যে সেচ করা হলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। উৎপন্ন শস্য যদি সামান্য কিছু শাক-সব্জি বা মিষ্টি তুলসী গাছ হয় তাহলে তা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। খড়, খেজুর গাছ, জ্বালানী কাঠ বা ঘাস বা খেজুর পাতা, নল-খাগড়া, ঝাউ গাছ, গন্ধ ও স্বাদে পিঁয়াজের মত সবজি, পাথুরে দেবদারু গাছ, আলফা গাছ বা যে কোন ধরনের জ্বালানী কাঠের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না।[৪৯]

১৭২৩। (শায়বানী) বলেন: উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমি যদি ব্যবসা বা অংশীদারিত্ব কাজে ব্যবহৃত হয় বা তা যদি কোন ভাড়া করা এজেন্ট, য়াতিম, মুকাতাব, ভৃত্য বা মুদাব্বারার নিকট থাকে তাহলে তার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। কিন্তু মালিক কর্তৃক উক্ত জমি যদি ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে ভাড়াটিয়াকেই উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে।[৫০]

১৭২৪। (শায়বানী) বলেন: বানু তগলিব গোত্রের জমিতে যা কিছুই উৎপাদিত হোক না কেন তার খাজনা মুসলমান প্রদত্ত খাজনা থেকে দ্বিগুণ হবে। এইভাবে, প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা ভূমিতে

www.pathagar.com

উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য প্রদান করতে হবে বিশ দিরহাম অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ এবং বালতি বা পানির চাকা দ্বারা উত্তোলিত পানি দ্বারা সেচ করা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। বনু তগলিব গোত্রের সব শিশু, মহিলা, পুরুষ, মুকাতাবা, পাগল এবং ভৃত্যকে তাদের গোত্রের বয়স্ক মানুষের মত তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য জমির জন্য ট্যাক্স দিতে হবে—তারা ঋণগ্রস্ত থাকুক বা না থাকুক আমরা যা উল্লেখ করেছি তার সব ক্ষেত্রেই তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে।

১৭২৫। (শায়বানী) বলেনঃ তগলিব গোত্রের কোন লোকের এক খণ্ড উশর জমি কোন মুসলমান ক্রয় করলে তাকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু তগলিব গোত্রের কোন লোক যদি কোন মুসলমানের কাছ থেকে এক খণ্ড উশর জমি ক্রয় করে, তাহলে উক্ত ক্রয়কারীকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের দ্বিগুণ প্রদান করতে হবে। তগলিব গোত্রের কোন লোক যদি কোন খৃস্টানের কাছ থেকে এক খণ্ড খারাজ জমি ক্রয় করে বা কোন খৃস্টান যদি কোন তগলিব গোত্রের লোকের কাছ থেকে এক খণ্ড উশর জমি ক্রয় করে, তাহলে ঐ ক্রয়কারীকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের দ্বিগুণ প্রদান করতে হবে। একইভাবে, কোন মুসলমানের কাছ থেকে কোন খৃস্টান যদি একখণ্ড উশর জমি ক্রয় করে, তাহলে তাকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের দ্বিগুণ প্রদান করতে হবে। কোন মুসলমান যদি কোন খৃস্টান বা তগলিব গোত্রের কোন লোকের কাছ থেকে একখণ্ড উশর জমি ক্রয় করে এবং সেই জমি প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা হোক না কেন, তাকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু উক্ত জমি যদি বালতি বা পানির চাকা দ্বারা উত্তোলিত পানি দ্বারা সেচ করা হয় তাহলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে।

১৭২৬। (শায়বানী) বলেনঃ বনু তগলিব গোত্রের জমির অধিকারী খৃস্টান মক্কেলগণকে ট্যাক্স প্রদানের ব্যাপারে জিম্মি সম্প্রদায়ের খৃস্টানদের মত বিবেচনা করতে হবে। একইভাবে এসব খৃস্টান যদি মুসলমানদের মক্কেল হয় তাহলে জমির খাজনার ব্যাপারে তাদেরকে অন্যান্য জিম্মিদের

www.pathagar.com

মত বিবেচনা করতে হবে। তগলিব গোত্রের কোন লোক যদি মুসলমান হয় তাহলে সে কেবল তার জমির জন্য অন্যান্য মুসলমানদের মত উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করবে। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[৫১]

১৭২৭। (শায়বানী) বলেন: কোন মুসলমান যদি কোন উশর জমির মালিক হয়, তাহলে সেই জমির উপর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ধার্য করার পূর্বে তার জমিতে উৎপাদিত শস্য সম্পর্কে গোপন করা উচিত হবে না। খারাপ ফসল দিয়ে নয়, তাকে ভাল ফসল দিয়ে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ফসলের কিছু অংশ যদি নির্ধারণকারী উপেক্ষা করে বা জমির মালিক যদি গোপন করে এবং তা যদি প্রকাশ না পায় তাহলে মালিকের উচিত হবে তা দান করে দেওয়া—কারণ ব্যাপারটি কেবল তার এবং আল্লাহর মধ্যে। এই ধরনের শস্য তার ব্যবহার করা অনুমোদনযোগ্য নয় বলে তা দান করা উচিত। খারাজ ভূমির ক্ষেত্রেও একই নীতি কার্যকরী হবে। ট্যাক্স যদি উপেক্ষিত হয় বা সে যদি তা গোপন করে বা সে যদি গভর্নরের এলাকা থেকে পালিয়ে যায় এবং গভর্নর যদি তাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভূমির মালিকের উচিত হবে অপরিশোধিত ট্যাক্স দান করা—এই অর্থ নিজের জন্য ভোগ করা অনুমোদনযোগ্য নয়—তাকে তা অবশ্যই খারাজ ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করতে হবে।[৫২]

১৭২৮। (শায়বানী) বলেন: কোন লোক যদি একটি গ্রামের মালিক হয় এবং উক্ত ব্যক্তির খারাজ জমিতে যদি বাজার, গৃহ ও দালান থাকে, তাহলে দালান ভাড়া দেওয়া হোক বা না হোক উক্ত জমির জন্য কোন খারাজ ট্যাক্স দিতে হবে না। একইভাবে, যদি কোন লোক উশর জমির মালিক হয় এবং উক্ত জমিতে যদি একটা গ্রাম থাকে এবং উক্ত জমি বা গ্রাম ভাড়া দেওয়া হোক বা না হোক, জমি বা গ্রামের জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না।

১৭২৯। (শায়বানী) বলেন: একজন লোক শহরে যদি একটা বাড়ীর মালিক হয় এবং উক্ত বাড়ীর জমি যদি শহরের ব্যবহারের পরিকল্পনাধীন থাকে এবং মালিক যদি উক্ত বাড়ীর জমিতে ফলের বাগান তৈরী করে বা খেজুর গাছ লাগিয়ে খেজুর উৎপাদন করে তাহলে খেজুর বা অন্য গাছের

www.pathagar.com

ওপর খারাজ ট্যাক্স বা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। কিন্তু শহরের ব্যবহারের জন্য পূর্বে পরিকল্পনাধীন সব জমি যদি সে বাগানে রূপান্তরিত করে তাহলে তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। আমরা এই মতই অনুসরণ করি।[৫৩]

১৭৩০। (শায়বানী) বলেনঃ মাছ শিকার, মৃগ শিকার বা এই ধরনের উদ্দেশ্যে লোক যদি কোন উশর ভূমির মালিক হয় তাহলে তার জন্য কোন খারাজ বা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না--এমনকি তা খারাজ ভূমি হলেও। উক্ত জমিতে যদি লবণ, আলকাতরার মত কাল পদার্থ, পিচ, নাফতা বা মৌচাক থাকে তাহলে তার জন্য খারাজ বা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। এই মতই আমরা অনুসরণ করি।[৫৪]

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

দাউদ বিন রুসায়েদ১-এর মতানুসারে উশর (উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ) সম্পর্কীয় পুস্তক

১৭৩১। দাউদ বিন রুসায়েদ বলেনঃ আমি মুহাম্মদ বিন আল-হাসানকে বলতে শুনেছি যে, আবু হানীফা বলেনঃ

উশর ভূমি থেকে উৎপাদিত সব ধরনের সবুজ ফসল, তা কম বা বেশী জন্মাক না কেন এবং তা স্থায়ী ফল হোক বা না হোক এবং উক্ত জমি প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা হোক না কেন--তার জন্য উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। বালতি বা পানির চাকা দ্বারা উত্তোলিত পানি দ্বারা সেচ করা ভূমিতে যে ফসল জন্মায়, তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। কিন্তু জ্বালানি কাঠ, ঘাস এবং খড়ের মত উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। ইব্রাহিম আল-নাখায়ী বর্ণিত এক হাদীস বলে আবু হানীফা এই মত পোষণ করতেন এবং তিনি এ মত পোষণ করতেন যে, তিনি এই মাত্র যা বর্ণনা করেছেন তার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী মুজাহিদ (বিন-জুবায়ের) বলেন যে, তিনি এর জন্য কোন চাঁদা দিতেন না।

১৭৩২। এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহর নবী বলেনঃ "পাঁচটার কম উটের ওপর থেকে কোন ট্যাক্স গ্রহণ করা যাবে না বা পাঁচ আউন্সের কম ওজন বিশিষ্ট কোন জিনিসের ওপর থেকে কোন ট্যাক্স গ্রহণ করা যাবে না।" অপর একটা হাদীসও বেশ প্রসিদ্ধ। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী মুয়াদ বিন জাবালকে আল-জানাদ-এ (দক্ষিণ আরব) পাঠান এবং

www.pathagar.com

সবুজ উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর কোন ট্যাক্স সংগ্রহ না করার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। সবুজ উৎপন্ন দ্রব্য বা ফসল বলতে আমরা বুঝি এমন ধরনের ফল যা স্থায়ী নয়, যেমন শাক-সব্জি, লিউসারনে, তরমুজ, শশা, কুসি, পিয়াজ, রসুন এবং এই ধরনের ফসল এবং সব ধরনের ফুল যেমন চিরহরিৎ গুল্ম, গোলা, রং-এর জন্য ব্যবহৃত গাছ ইত্যাদির জন্য কোন ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না, যদি তা উশর ভূমিতে জন্মে। সব ধরনের বীজের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে যদি একমাত্র বীজের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন কাজে ব্যবহৃত না হয় যেমন, লিউসারনের বীজ শাক-সব্জি, তরমুজ ইত্যাদি—এর জন্য কোন ট্যাক্স বা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না—তা কম বেশী যা-ই উৎপন্ন হোক না কেন।

১৭:৩। উশর ভূমিতে যদি স্থায়ী ফলের গাছ উৎপাদিত হয় যেমন, গম, বার্লি ডুমুর ফল, কিশমিশ, ধান, জোয়ার, সিলব্ এবং আখরোট, বাদাম, পেস্তা, হেজেল গাছের ফল, হাব্বা-খাদরা ইত্যাদি, তাহলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের দাম পাঁচ ওয়াসাক্-এর কম হলে কোন কিছু প্রদান করতে হবে না। আল্লাহর নবীর সময় প্রচলিত এক ওয়াসক্ হল ষাট সা-এর সমান (এক সা' হল ৫ রিতল-এর (হেজাজ) ও ৮ রিতল (ইরাক)-এর সমান)। আবু ইউসুফের মতে আমাদের সময় প্রতি ওয়াসাক্ হল আট ইরাকী রিতলস্ এবং হেজাজের আইনবিদগণের মত ৫⅓ ইরাকী রিতলস্। এইভাবে, ওপরে উল্লেখিত পণ্যের মূল্যের প্রতি পাঁচ ওয়াসাক-এর জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে—যদি তা প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ করা না হয়। বালতি বা পানির চাকা দ্বারা পানি সেচ করা হলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। একইভাবে, ওজনযোগ্য কোন স্থায়ী ফলের ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না, যদি তার দাম পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হয়। প্রতি ওয়াসাক ষাট সা'-এর সমান তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে—তেলের ওপর ভিত্তি নয় (উৎপন্ন দ্রব্যে যে তেল থাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তার কথা বলা যায়)।

www.pathagar.com

একইভাবে অলিভের মূল্য যদি পাঁচ ওয়াসাক হয় তাহলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে, যদি মূল্য কম হয় তাহলে কিছু প্রদান করতে হবে না। উৎপন্ন দ্রব্য যদি দুই ওয়াসাক-এর খেজুর, দুই ওয়াসাক-এর গম ও দুই ওয়াসাক-এর কিশমিশ হয় তাহলে তা এক সাথে যোগ করা যাবে না—প্রত্যেক উৎপাদিত পণ্যের দাম যদি পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হয় তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। কারণ খেজুর, কিশমিশ বা গমের দাম এককভাবে পাঁচ ওয়াসাক নয়। একইভাবে, সব ধরনের শস্য যেমন মসুর, শিম বা বরবটি, বড় শিম বা বরবটি, ভারতীয় পিজ (**Pease**) ইত্যাদি একত্রিত করা যাবে না যদি তার দাম এককভাবে পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হয়। একই জাতের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যদি একটা কালো এবং অপরটি সাদা হয়, তাহলে এই দুটো জিনিস একত্রিত করা যাবে। উৎপন্ন দ্রব্য যদি পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের খেজুর বা কিশমিশ হয় তাহলে তার ওপর উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। টাটকা খেজুর, আঙুর বা কাচা খেজুর যদি বিক্রি করা হয় তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ নির্ধারণ করতে হবে শুকনা খেজুর বা শুকনা কিশমিশের ভিত্তিতে। পরিমাণ যদি পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের সমান হয় তাহলে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে—অন্যথায় কিছুই প্রদান করতে হবে না।

১৭৩৪। উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমির উৎপাদিত ফসল যদি জাফরান বা শুকনা পাতা জাতীয় কিছু হয় বা পরিমাপ না করে যা কিছু রিতল বা মণের সাহায্যে ওজন করা হয় তাহলে সর্বাধিক ওজনবিশিষ্ট একককে গ্রহণ করতে হবে। আর মধুর জন্য সবচেয়ে বড় একক হল ফারক্। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পাঁচ ওয়াসাক-এর কম পরিমাণের ওপর সাদ্কা প্রযোজ্য হবে না, তেমনি একইভাবে পাঁচ ফারক্-এর কম দামের মধুর জন্য কোন সাদ্কা দিতে হবে না। একইভাবে জাফরান ও শুকনা পাতার জন্য কোন সর্বাধিক ওজনবিশিষ্ট পরিমাপ হল মণ। জাফরান বা শুকনা পাতার ওজন যদি পাঁচ মণের কম হয়, তাহলে এর ওপর কোন ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে না—যদি তা পাঁচ মণ হয় তবে তার

www.pathagar.com

ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হবে। আবার তুতার ওজন যদি পাঁচ হিমল-এর কম হয় তাহলে কোন সাদ্‌কা দিতে হবে না। এক হিমল তিনশ' ফারক্‌-এর সমান।

১৭৩৫। স্যাফ্লাওয়ার ও শনগাছ যে বীজ উৎপাদন করে তা তার ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়। স্যাফ্লাওয়ার যদি পাঁচ ওয়াসাক বীজ উৎপাদন করে তাহলে প্রত্যেকটা বীজসহ উত্তম স্যাফ্লা-ওয়ারের ওপর উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ ধার্য করতে হবে। কিন্তু স্যাফ্লাওয়ার থেকে যদি বীজ আলাদা করা না যায়, তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশের অর্ধেক ধার্য করতে হবে। কিন্তু উৎপাদিত বীজ যদি পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হয় তাহলে কোন কিছু প্রদান করতে হবে না এবং স্যাফ্লাওয়ারের উপর কোন ট্যাক্স ধার্য করা হবে না। এইভাবে শণ গাছ যদি পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ বীজ উৎপাদন করে, তাহলে বীজ ও শন গাছের উপর উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ ধার্য করা যাবে। কিন্তু পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপাদিত হলে বীজ বা শন গাছের উপর কোন কিছুই ধার্য করা হবে না। পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের পাট বীজ উৎপাদিত হলে তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াসাক-এর কম মূল্যের পাট বীজ উৎপাদন করা হয় তাহলে তার জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না। পাট গাছের উপর কোন ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না কারণ তা কাঠের সমতুল্য এবং কাঠ ও অনুৎপাদী খেজুর গাছের উপর কোন ট্যাক্স ধার্য করা যাবে না। (কারণ) আপনি কি জানেন না যে, আমরা কেবল গমের উপর ট্যাক্স ধার্য করি, খড়ের (বা গম গাছের) উপর নয়? একইভাবে, এর থেকে কাঠ ও আলকাতরা উৎপাদনের আশা করা যায় বলে তার উপর এবং পীচের উপর কোন ট্যাক্স ধার্য করা যাবে না। বস্তুত কাঠ থেকে যা কিছুই উৎপাদিত হোক না কেন, তার জন্য কিছুই প্রদান করতে হবে না। পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের স্টোন পাইন উৎপাদিত হলে তার জন্য ট্যাক্স প্রদান করতে হবে—এর চেয়ে কম উৎপাদিত হলে তাই-ই প্রদান করতে হবে। স্টোন পাইন কাঠের জন্য কোন ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না। চাষযোগ্য গাছের উপর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

১৭৩৬। লবণ বা বিটুমিন, নাফতা বা এই ধরনের তরল কোন জিনিসের জন্য ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না। মানুষ ও পশু যা খায় এমন অধ্বংসযোগ্য গাছের ফলের উপর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। চিনি উৎপাদিত হয় না এমন আখের জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না। কিন্তু পাঁচ ফারক্ চিনির জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। এক ফারক্ হল ছত্রিশ ইরাকী রিতলস্-এর সমান। কিন্তু পাঁচ ফারক-এর কম মূল্যের কোন কিছুর উপর কোন কিছু প্রদান করতে হবে না।

১৭৩৭। যে কোন পরিমাণ শা-জিরা, জিরা, ধনিয়া এবং সর্ষপ-এর মূল্য কমপক্ষে পাঁচ ওয়াসাক হলে তার জন্য সাদ্কা দিতে হবে। কিন্তু নাখ্ওয়া (**Nakhwa**), সর্ষপ, সুগন্ধি লতা, সেভিন, সুনির (কালো বীজ) ইত্যাদির জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না কারণ তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য নাখওয়া সাধারণত খাদ্য হিসাবে এবং সুনির ধনিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হলেও এর জন্য কিছু প্রদান করতে হবে না। জলাভূমির উদ্ভিদ, সরল বর্গীয় বৃক্ষ, উস্নান (লবণাক্ত উদ্ভিদ) ইত্যাদির জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না, কারণ এসব বিষ জাতীয়। এসব জিনিস উপকারী হলেও তা শাক-সবজির পর্যায়ভুক্ত এবং সব কিছুই সবজির সমপর্যায়ভুক্ত। ডালিমের বীজ যদি শুকনা করে বিক্রি করা হয় তাহলে প্রতি পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু বীজ যদি স্থায়ী না হয় বা গুদামজাত করা না যায়, তাহলে তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না এবং এই বীজকে তখন খেজুরের সাথে তুলনা করতে হবে—এর মূল্য যদি পাঁচ ওয়াসাক হয় তবে তার জন্য ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। কুলের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পীচ, নাশপাতি, আপেল, নাবক্ (কমল কুল), খোবানি ও তুঁত ফলের বা পাতার জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না, কারণ এদের মধ্যে প্রায় সবই গুদামজাত করা যায় না বা শুকনা করা যায় না। কলা, আমলকী, ক্যারব, ফেনুগ্রীক্স, কেপার ও রং-এর জন্য ব্যবহৃত গাছের ওপরও এই নীতি প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

একজন লোক যদি দুই খণ্ড জমির মালিক হয় এবং এই দুই খণ্ড জমি যদি দুইটি পৃথক সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত খালের পার্শ্বে অবস্থিত থাকে এবং এই দুই খণ্ড জমিতে যদি ট্যাক্স প্রদানযোগ্য পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের ফসল উৎপাদিত হয় তাহলে তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। এই দুই খণ্ড জমি যদি বিভিন্ন এলাকায় দূরত্ব ব্যবধানে অবস্থিত থাকে বা যদি বেশ কয়েক খণ্ড জমি থাকে, তাহলে উৎপাদিত শস্য একত্রিত করতে হবে। একত্রিত একই শস্যের মূল্য যদি পাঁচ ওয়াসাক হয় তাহলে তার জন্য সাদ্কা দিতে হবে। মালিক একজন হলে, তার জমি বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হোক না কেন, তা বিচার্য হবে না।

যদি একখণ্ড জমি দুইজন মালিকের হয় এবং এই জমিতে যদি ট্যাক্স যোগ্য পাঁচ ওয়াসাক মূল্যের ফসল উৎপাদিত হয় তাহলে তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে না—তবে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ ওয়াসক মূল্যের ফসল উৎপাদিত হলে তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে।

১৭৩৮। পাহাড় পর্বতে সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লৌহ ও পারদ কম বেশী যা-ই উৎপাদিত হোক না কেন, এর মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। কিন্তু আরসেনিক, ভঙ্গুর রসাঞ্জন, বিজম (এক প্রকার ধাতু), সবুজ গন্ধক দ্রব্য ইত্যাদি খনিজ পদার্থের জন্য কোন উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। এ ছাড়া মূল্যবান পাথর যেমন, করামডাম, গোমেদ, মনি, নীল কান্তমনি যা পাহাড় থেকে উত্তোলিত হয়, তার জন্য উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে না। যারা এসব পায়, সেসব তাদেরই প্রাপ্য। বর্ণিত আছে যে, নবী বলেন, "পাথরের ওপর কোন ট্যাক্স দিতে হবে না" এবং আমরা এই সিদ্ধান্তই অনুসরণ করি।

১৭৩৯। একইভাবে, সাগর থেকে যেসব জিনিস উত্তোলন করা হয় যেমন, তিমি মাছের অন্ত্রজাত মোম জাতীয় দ্রব্য, মুক্তা, মাছ ইত্যাদি—এর জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হবে না। এসব জিনিস যারা পায়, তাদেরই তা প্রাপ্য।

দাউদ বিন-রুসায়েদ বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে দিনার আল-জুমাহি; পিতা দিনার আল-জুমাহি থেকে তৎপুত্র আমর বিন-দিনার এবং তাঁর থেকে সুফিয়ান বিন-উইয়ানা এবং তাঁর কাছ থেকে মুহাম্মদ

বিন-আল-হাসান আমাকে বলেন যে, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়— তিমি মাছের অন্ত্রজাত মোম জাতীয় দ্রব্যের ওপর এক-পঞ্চমাংশ সাদ্‌কা দিতে হবে কিনা। (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেনঃ "এটা এমন কিছু সাগর কর্তৃক যা নিক্ষেপিত হয়েছে"। আবু হানীফার মত আমরাও মনে করি যে, এর জন্য কিছু প্রদান করতে হবে না। অনেকদিন যাবত আবু ইউসুফ এই মত সমর্থন করতেন। কিন্তু পরে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সাগর থেকে আহরিত মুক্তা ও তিমি মাছের অন্ত্রজাত মোম-জাতীয় দ্রব্যের জন্য এক-পঞ্চমাংশ ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। মাছের জন্য কিছু প্রদান করতে হবে না, কারণ তা উদ্ভিদ নয়। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন যে, আল-দাওয়ারা (**Al-Dawara**) বা এর গোটার জন্য কোন কিছু প্রদান করতে হবে না কারণ তা ফুল ও সুগন্ধির পর্যায়ভুক্ত। আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত মতই আমরা অনুসরণ করি, যা পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি।

মুহাম্মদ বিন-আল-হাসানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিমি মাছের অন্ত্রজাত মোম জাতীয় দ্রব্যের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কিনা। তিমি উত্তর দেনঃ "হ্যাঁ"। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কেউ এর মালিক হোক বা না হোক, এর জন্য কি উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে ?" "হ্যাঁ", তিনি উত্তর দেন। সব প্রশংসাই আল্লাহর যিনি মহান ও সত্যের পথ প্রদর্শক। এখানেই উশর সম্পর্কীয় পুস্তকের সমাপ্তি। আল্লাহ্‌র নবী, নবীর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা

১। দেখুন–সি ডাব্লু জেন্‌কস—দি কমন ল অব ম্যানকাইন্ড (লন্ডন, ১৯৫৮), অধ্যায়—এক।

২। ফিলিপ সি, জেসাপ—এ মর্ডান ল অব নেশনস্ (নিউ ইয়র্ক—১৯৫৮), ট্রান্স ন্যাশনাল ল' (নিউ হ্যাভেন, ১৯৫৬); পি, ই, করবেট—দি ইনডিভিজুয়াল এ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সোসাইটি (প্রিন্সটন, ১৯৫৩)।

৩। স্যার আলফ্রেড জিমেরন—দি লীগ অব নেশনস্ এ্যান্ড দি রুল অব ল (লন্ডন, ১৯৩৬) অধ্যায়—নয়।

৪। কিউ, রাইট—দি স্ট্রেনদেনিং অব ইন্টারন্যাশনাল ল (লাইডেন, ১৯৫৯); পি, ই করবেট—ল এ্যান্ড সোসাইটি ইন দি রিলেশনস্ অব স্টেটস (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১)।

৫। দেখুন—আর্থার নাসবাম—এ কনসাইজ হিস্ট্রি অব দি ল অব নেশন্স (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭); টি, ডব্লু ওয়াকার—এ হিস্ট্রি অব দি ল অব নেশন্স (কেমব্রিজ, ১৮৯৯); রবার্ট ওয়ার্ড—এ্যান ইনকোয়ারী ইনটু দি ফাউন্ডেশন এ্যান্ড হিস্ট্রি অব ল অব নেশনস্ ইন ইউরোপ ফ্রম দি টাইম অব দি গ্রীকস্ এ্যান্ড রোমান্স (লন্ডন, ১৭৯৫)।

৬। এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন-এর প্রকৃতির জন্য দেখুন—কিউ রাইট—এশিয়ান এক্সপিরিয়েন্স এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল—ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কোয়ার্টারলি, ভল্যুম—১ (১৯৪৯), পৃ—৭১-৮৬।

৭। ব্যারন এস, এ, করফ্-এ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্ট্রি অব ইন্টারন্যাশনাল ল—আমেরিকান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল, ভল্যুম—১৮ (১৯২৪) পৃ—২৪৮।

www.pathagar.com

৮। জে. এইচ. উইগমোর—এ প্যানোরমা অব দি ওয়ার্লডস লিগাল সিস্টেমস্ (সেন্টপল—১৯২৮); জি আর ডিভার এ্যান্ড এন, সি, মাইলস্—দি বেবিলোনীয়ান ল'জ (অক্সফোর্ড, ১৯৫৬)

৯। এইচ. স্রে. এইচ. ওয়ালজ্ ড্যারু, এ, হোয়াইট হাউজ—দি বিবলিক্যাল ডক্‌ট্রিন অব জাসটিস এ্যান্ড ল (লন্ডন—১৯৫৫); ওয়াকার-এ হিস্ট্রি অব দি ল অব নেশন্স—ভল্যুম—১, পৃ ৩১—৩৬।

১০। কোলেম্যান ফিলিপসন—দি ইন্টারন্যাশনাল ল এ্যান্ড কাস্টম অব এ্যানসিয়েন্ট গ্রীস এ্যান্ড রোম (লন্ডন, ১৯১১)।

১১। পি. বন্দ্যোপাধ্যায়—ইন্টারন্যাশনাল ল এ্যান্ড কাস্টম ইন এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (ক্যালকাটা, ১৯২০); এস, ভি, বিশ্বনাথ—ইন্টারন্যাশনাল ল ইন এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (লন্ডন, ১৯২৫)।

১২। সিউঁ চোয়ান-পাও-লেস ড্রইট্রস্ ডেস জেন্স—এই লা চিনে এ্যানটিক (প্যারিস, ১৯২৬); সান নে সাউ-লা ডকট্রিন ডিউ ড্রইট ইন্টারন্যাশনাল চেঙ্গ কনফিউসিয়াস (প্যারিস, ১৯৪০)।

১৩। ব্যারন ডি-মন্টেস্কু—দি স্পিরিট অব দি ল'জ (থমাস হিউজেন্ট অনুদিত) (লন্ডন, ১৯০০) ভল্যুম—১, পৃ—৫।

১৪। মজিদ খাদ্দুরী—ওয়ার এ্যান্ড পীচ ইন দি ল অব ইসলাম (বাল্টিমোর, ১৯৫৫, ১৯৬১) পৃ—৪৬; জে, এমপাউইচ—দি অরিজিন এ্যান্ড হিস্ট্রি অব হিব্রু ল (চিকাগো, ১৯৩১)।

১৫। নিম্নে প্যারা ৭৭৪—৮১ দেখুন।

১৬। আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আল-তাবারী-কিতাব আল-ইখ্‌তিলাফ আল-ফুকাহা (কিতাবি আল-জিহাদ), জে, স্যাচট্ সম্পাদিত (লাইডেন, ১৯৩৩) পৃ ৬০—৬৪; নিম্নে ৪২—৪৫ প্যারা দেখুন।

১৭। নীচে অধ্যায় পাঁচ দেখুন।

১৮। নীচে অধ্যায় এক দেখুন।

১৯। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির ৩৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২০। শায়বানীজ ওয়ার্ক'স অন দি সীয়র দেখুন।

www.pathagar.com

২১। এসব সম্প্রদায়ের বৈধ মর্যাদা আলোচনার জন্য ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম' (মজিদ খাদ্দুরী)-এর ১৭ অধ্যায় দেখুন।

২২। এ. আবেল—দার-উল-হরব ও দার-উল-ইসলাম দেখুন; ইন-সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম।

২৩। ডি, বি. ম্যাকডোন্যাল্ড এ্যান্ড এ. আবেল—দার-উল-সুলেহ—ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম।

২৪। সামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সহল আল সারাকসীর কিতাব আল-মবসুত—এ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামের সম্পর্কের উদ্দেশ্য দেখুন।

২৫। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৬০—৬১ দেখুন।

২৬। এম. এল. ক্রেল সম্পাদিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, সহি, (প্যারিস, ১৮৬৪) ভল্যুম—২, পৃ—২৮০।

২৭। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আল শাফেয়ী—কিতাব আল-উম, ভল্যুম—১ পৃ—৫১; আহমদ মুহাম্মদ সাকির সম্পাদিত কিতাব আল-রিসালা (খাদ্দুরী অনুদিত—ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স-শাফেয়ী'জ রিসালা (বাল্টিমোর, ১৯৬১) পৃ ৮২—৮৬। সমষ্টিগত কর্তব্য হিসেবে জিহাদ-এর গুরুত্ব জানার জন্য আমার (মজিদ খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম পৃ ৬০—৬২ দেখুন।

২৮। মৌলিক কর্তব্যগুলো সম্পাদন করার জন্য পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু জিহাদে অংশ গ্রহণ করার মত কোন কিছু তার নিশ্চিতভাবে বেহেশত লাভে সহায়ক হবে না। সালাহ আল-দীন আল-মুনাজ্জদ সম্পাদিত সারাকসীর সারাহ কিতাব আল-সীয়র আল- কবির লি-মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল শায়বানী (কায়রো, ১৯৫৭) ভল্যুম—১, পৃ ২৪—২৫ দেখুন।

২৯। শয়তানকে পরাজিত করার ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা পাওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করে বিশ্বাসীরা জিহাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে; জিহবা অর্থাৎ কথা ও হাতের সাহায্যে তারা সত্যকে সমর্থন ও অসত্যকে সত্য পথে পরিচালিত করতে পারে; তলোয়ার নিয়ে সত্যিকার যুদ্ধে অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধ চলার সময় "ধন-সম্পদ ও জীবন" উৎসর্গ করতে পারে। আলী বিন আহমদ বিন হাজম-কিতাব আল ফসল্ ফি আল-মিলাল ওয়া আল নিহাল (কায়রো, ১৩৪৭/১৯২৮) ভল্যুম—৪, পৃ ১৩৫ দেখুন। আরও দেখুন আমার (মজিদ খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ৫৬—৫৭।

৩০। এরিস্টটল-পলিটিকা-আর্নেস্ট বার্কার অনূদিত (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬), অধ্যায়—৮।

৩১। কুরআন—৯ ঃ ৫।

৩২। সহীহ্ বুখারী, ভল্যুম—১ পৃ ১১১; আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদ্ আল রহমান বিন ফজল বিন বাহরাম আল-দারিমি, সুনান (দামেশ্ক, ১৩৪৯/১৯৩০) ভল্যুম -২, পৃ ২১৮।

৩৩। ইসলামের ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ পদ্ধতির বর্ণনা আছে, তা বর্ণনাকালে ইবনে খালদুন চার রকম পৃথক যুদ্ধ পদ্ধতির কথা বলেছেন—(১) গোত্রীয় যুদ্ধ—আরবে প্রচলিত ছিল; (২) উপজাতীয় বিবাদ ও আক্রমণ হল আদিম মানুষের বৈশিষ্ট্য; (৩) পবিত্র আইনে নির্ধারিত যুদ্ধ এবং (৪) বিদ্রোহী ও ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রথম দু ধরনের যুদ্ধ নিছক স্বার্থ ও বস্তুগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে তা অন্যায় বলে তিনি ঘৃণা পোষণ করেন। নৈতিক বা ধর্মীয় মান বজায় রাখার জন্য শেষোক্ত দু'ধরনের যুদ্ধ ন্যায়যুক্ত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। (আবদ্ আল-রহমান ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা—ডারু এম ডি স্লেন সম্পাদিত (প্যারিস, ১৮৫৮), ভল্যুম -২ পৃ ৬৫—৭৯; এফ, রোসেনথেল কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত (লন্ডন, ১৯৫৮), ভল্যুম—২, পৃ ৭৩—৮৮।

৩৪। জিহাদ সম্পর্কে শিয়া মতবাদের জন্য দেখুন—কাজী আল নু'মান বিন মুহাম্মদ—দা ইম আল ইসলাম—আসিফ এ. এ, ফৈজী সম্পাদিত (এ.এ.এ. ফৈজী) (কায়রো, ১৯৫১) ভল্যুম ১, পৃ ৩৯৯—৪৬৬; এ, কুয়েরী-রিকুয়েলি ডি লোইস কনসারন্যান্ট লেস মুসলমানস শিয়াইটস (প্যারিস, ১৮৮১), ভল্যুম ১, পৃ ৩৩১—৫৩। শিয়া ও খারেজী মতবাদের সার সংক্ষেপের জন্য দেখুন আমার (মজিদ খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ৬০—৬৯।

www.pathagar.com

৩৫। শায়বানীর পর সীয়ার-এর ধারণার পরিবর্তন অধ্যায় দেখুন।

৩৬। ৬ অধ্যায় দেখুন।

৩৭। ৫ অধ্যায় দেখুন।

৩৮। আমার (মজিদ খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ২৫৩—৫৪ দেখুন।

৩৯। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থা স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়—এই ধারণার জন্য দেখুন মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর মুসলিম কনডাক্ট অব স্টেট (তৃতীয় সংস্করণ, লাহোর, ১৯৫৩) পৃ—২৯২।

৪০। আবু আল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব আল মাওয়াদী—কিতাব আল আহকাম আল সুলতানিয়া—সম্পাদনা—এম. এনগার (বন, ১৯৫৩)। আল মাওয়াদীর মতবাদ আলোচনার জন্য দেখুন এইচ. এ. আর. গিবের 'আল মাওয়াদীস থিয়োরি অব খলিফা' ইসলামিক কালচার, ভল্যুম—১২ (১৯৩৭) পৃ ২৯১—৩০২।

৪১। দ্বিতীয় ফার্ডিন্যান্ডের ভাইপো, স্পেনের আলফোনসো—১০ এর ভাইপো এবং যুবরাজ ডন জুয়ান ম্যানুয়েল 'গরম যুদ্ধ' ও 'ঠান্ডা যুদ্ধ'—এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'গরম যুদ্ধ' শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এবং 'ঠান্ডা যুদ্ধ' শান্তি আনয়নে ব্যর্থ হয়। ডন জুয়ানের মতে শেষোক্ত মত তথা ঠান্ডা যুদ্ধ 'শান্তি আনতে ব্যর্থ হয়'। তাঁর সময় অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অবস্থা বলবৎ ছিল—এই সময়টাই ছিল মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতার সময়। আরও দেখুন লুইস গার্সিয়া এরিয়াস—এল কনসেপটো ডি, গিউরে লা ডিোমিনডে 'গিউরা ফিয়া' (জারাগোজা, ১৯৫৬) পৃ—৬৭।

৪২। এই দুজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পুস্তক রচনা করেন নি বলেই মনে হয়; তবে যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনের নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁদের মতামত তাবারীর কিতাব ইখতিলাফ গ্রন্থে খন্ডিতভাবে রক্ষিত আছে।

৪৩। পরবর্তী প্যারাগুলিতে হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জায়েদ বিন আলী (মৃত্যু ১২২/৭৩৪) তাঁর 'আল-মাজমু' পুস্তকে সীয়ার সম্পর্কে একটা অধ্যায় লিখেছেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এই পুস্তক সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে মুদ্রণ করা হয়। একথা যদি সত্য হয় তাহলে এই বিষয়ের ওপর লিখিত এই পুস্তকখানি সবচেয়ে প্রাচীন। জে. স্যাচট্ এর অরিজিনস অব মুহাম্মাডান জুরিসপ্রুডেন্স (অক্সফোর্ড, ১৯৫০) পৃ—২৬২ দেখুন।

৪৪। মালিক বিন আনাস-আল মুয়াত্তা—সম্পাদনা—এম. ফুয়াদ আবদ আল-বাকী (কায়রো, ১৩৭০/১৯৫১) ভল্যুম—২, পৃ ৪৪৩—৭১।

৪৫। তাবারী—কিতাব ইখতিলাফ।

৪৬। মালিকি আইনের ওপর লিখিত 'আল-মুদাওয়ানা' পুস্তকে সাহনুল (মৃত্যু ২৪০/৮৫৫) যুদ্ধের আইন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। কারণ উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলাম সরাসরি অমুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে। পুস্তকখানিতে এ বিষয়ে মালিকি ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি-গণের চেয়ে হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামতও কম প্রতিফলিত হয়নি।

৪৭। স্যাচট্-অরিজিন্স অব মুহাম্মাডান জুরিসপ্রুডেন্স, পৃ ৩৪—৩৫।

৪৮। আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-আনসারী-কিতাব আল-রাদ্ আলা সীয়ার আল-আওজায়ী, আবু আল ওয়াফা আল-আফগানী সম্পাদিত (কায়রো, ১৩৫৭/১৯৩৯)।

৪৯। শাফেয়ী-কিতাব সীয়র আল-আওজায়ী-কিতাব আল-উম (কায়রো ১৩২৫/১৯০৭) ভল্যুম ৭, পৃ ৩০৩—৩৬।

৫০। খাদ্দুরী—ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, অধ্যায়—৯।

৫১। তাবারী—কিতাব ইখতিলাফ।

৫২। অন্যান্য আইনগত বিষয়ে আওযায়ীর মতামত সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি কারণ তার কোন পুস্তক আমরা পাই নাই বা তাঁর জীবন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। 'মাহাসিন আল মাসাই ফি মানাকিব আল-ইমাম আবি আমর আল-আওজায়ী (কায়রো) শীর্ষক এক বেনামী পুস্তক (সাকিব আরসালান সম্পাদিত) সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ায় এ ব্যাপারে কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ পুস্তকে তাঁর জীবনের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা নেই, তাঁর বৈধ চিন্তাধারা সম্পর্কেও কম আলোচিত

www.pathagar.com

হয়েছে, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম—এ সাচট-এর 'আল-আওযায়ী' অধ্যায় দেখুন, ভল্যুম ১, পৃঃ ৭৭২—৭৩।

৫৩। সমসাময়িক যুগের অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাথে তুলনা করে সীয়ার সম্পর্কে আবু হানীফার মতবাদের সারসংক্ষেপ তাবারীর 'কিতাব ইখতিলাফ'-এ রক্ষিত আছে।

৫৪। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-আছর (কায়রো ১৩৫৫/১৯৩৬) পৃঃ ১৯২—৯৫।

৫৫। আবু ইউসুফের কিতাব আল-খারাজ (কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩) পৃঃ ৬৪, ৮৪—৮৫, ৯৩ দেখুন।

৫৬। ২৭০/৮৮৩ খৃস্টাব্দে রচিত এ পুস্তকের একটি কপি কারাউইন লাইব্রেরীতে আছে—এ পুস্তকের দ্বিতীয় ভল্যুম আমি দেখেছি। এর বাকী চারটি ভল্যুম খণ্ডিত অবস্থায় আছে। ফাজারির জীবন ও পুস্তক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন—আবু নুয়ায়েম আল ইসপাহানি—হিলায়েত আল-আওলিয়া (কায়রো ১৯৩৮) ভল্যুম ৮, পৃঃ ২৫৩—৬৬।

৫৭। ইবনে উৎবা ইবনে ইসহাক, আবদ আল-রাজ্জাক আবি আল-নমর, ইবনে শিহাব-এর মাগাজি এবং আওযায়ীর সীয়ারের ওপর ভিত্তি করে ফাজারি তাঁর পুস্তক রচনা করেন বলে বর্ণনা করেছেন।

৫৮। মুহাম্মদ ইবনে সাদ—কিতাব আল-তাবাকাত (বৈরুত, ১৯৫৭) ভল্যুম ৬, পৃঃ ৩৩৬—৩৭।

৫৯। আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতায়বা—কিতাব আল মারিফ—থারাট উকাসা সম্পাদিত (কায়রো ১৯৬০) পৃঃ ৫০০।

৬০। আবু বকর আহমদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদী—তারিখ বাগদাদ (কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১) ভল্যুম ২, পৃঃ ১৭২—৮২।

৬১। আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল বার—কিতাব আল-ইনতিকা ফি ফাজাইল আল-সালাসা আল-আ-ইমা আল ফুকাহা (কায়রো ১৩৫০/১৯৩১) পৃঃ ১৭৪—৭৫।

৬২। আবু ইসহাক আল-সিরাজী তাবাকাত আল ফুকাহা (বাগদাদ, ১৩৫৬/১৯৩৮) পৃঃ ১১৪—১৫।

www.pathagar.com

৬৩। আবু আল আব্বাস সামস্ আল-দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর ইবনে খাল্লিকান-ওফায়াত আল আয়ান— সম্পাদনা— এম মহিউদ্দিন আবদ আল হামিদ (কায়রো, ১৯৪৮) ভল্যুম—৩ পৃঃ ৩২৪-২৫।

৬৪। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান জাহাবী— মানাকির আল-ইমাম আবি হানীফা ওয়া সাহিবাইহি আবি ইউসুফ ওয়া মুহাম্মাদ বিন আল হাসান—সম্পাদনা জাহিদ আল-কাওসারী ও আবু আল-ওয়াফা আল-আফগানী (কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭) পৃঃ ৫০—৬০।

৬৫। ইবনে আল-বাজ্জাজ আল-কিরদারী- মানাকিব আল-ইমাম আল-আজম (আবু আল-মুয়ায়িদ আল-মুয়াফফাক বিন আহমদ মককীর মানাকিব আল-ইমাম আল-আজম আবি হানীফার সাথে প্রকাশিত (হায়দ্রাবাদ, ১৩২১/১৯০৪) এর সাথে প্রকাশিত) ভল্যুম—২, পৃঃ ১৪৬—৬৭।

৬৬। জয়নাল দীন ইবনে কুতলুবুঘা-তাজ আল-তারাজুম (বাগদাদ, ১৯৬২) পৃঃ—১৫৯।

৬৭। মুহাম্মদ জাহিদ বিন আল-হাসান আল-কাওসারী বুলুঘ আল-আমানি ফি সিরাত আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী (কায়রো ১৩৫৫/১৯৩৭)।

৬৮। মুহাম্মদ আবু জাহরা ও মুস্তফা জায়েদ সম্পাদিত এবং সারাকসীর আল-সীয়ার আল কবির ফিল ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী (কায়রো, ১৯৫৮) পুস্তকে আবু জাহরার ভূমিকা দেখুন, ভল্যুম —১, পৃঃ ৭-৩৬; আবু হানীফা (কায়রো, ১৯৪৭) পৃঃ ২০৬—১৭; ডারু হেফেনিং 'আল-শায়বানী' ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (প্রথম সংস্করণ, লাইডেন ও লণ্ডন, ১৯৩৪) ভল্যুম- ৪, পৃঃ ২৭১—২৭২।

৬৯। শায়বানী'জ লাইফ এ্যাণ্ড জুরিসপ্রুডেন্স-এর ওপর পুস্তকের জন্য সিলেক্ট বিবলোগ্রাফি দেখুন, পৃঃ—৩০২।

৭০। ইবনে সা'দ - তাবাকাত-ভল্যুম—৭, পৃঃ- ৩৩৬।

৭১। বাগদাদী— তারিখ বাগদাদ, ভল্যুম ২, পৃঃ—১৭২।

৭২। সারাকসী, আল-সীয়ার পুস্তকে আবু জাহরার ভূমিকা, পৃঃ—৮।

www.pathagar.com

৭৩। ইরাকের উমাইয়া গভর্নর আল-হাজ্জাজ কর্তৃক ৮৩/৭০২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সামরিক ঘাটি।

৭৪। প্রাথমিক যুগের বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, শায়বানী ১৩২/৭৫৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইবনে আবদ্ আল-বরর্ বলেন যে, তিনি ১৩৫/৭৫৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (আবদ্ আল-বরর্-এর আল-ইনতিকা দেখুন)। ইবনে খাল্লিকান যাঁচাই না করেই সম্ভবত এই তারিখ উল্লেখ করেছেন (ইবনে খাল্লিকানের ওফায়াত আল-আয়ান, ভল্যুম—৩, পৃ—৩২৪ দেখুন)।

৭৫। ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ভল্যুম-৭, পৃ—৩৩৬।

৭৬। বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ভল্যুম-২, পৃ—১৭২।

৭৭। সারাকসী একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত শায়বানীর শিষ্যরাই এই ঘটনা রটান। ঘটনাটি হলোঃ শায়বানীর লেখা সীয়ার সম্পর্কীয় একখানা পুস্তক পড়ার পর আওযায়ী এই মর্মে অসম্মানজনক মন্তব্য করেন যে, ইরাকী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সীয়ার সম্পর্কে কিছু জানেন না। এই মন্তব্য শোনার পর শায়বানী সীয়ারের ওপর বিস্তারিতভাবে লিখতে উৎসাহী হন। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা গুরুর সম্মান বৃদ্ধির জন্য এবং বিরোধী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের গুরুত্ব অস্বীকার করার জন্য শিষ্যরা প্রায়ই প্রচার করে থাকেন। মুনাজ্জিদ সম্পাদিত সারাকসীর সারাহ্ কিতাব আল সীয়ার আল-কবীর দেখুন, ভল্যুম—১ পৃ ৩।

৭৮। মুহাম্দ বিন আল হাসান আল শায়বানী—আল মুয়াত্তা (লক্ষ্ণৌ, ১৯২৭ এবং ১৩০৬; কায়রো—১৯৬২)

৭৯। সারকসীর আল-সীয়ার পুস্তকে শায়বানীর জীবনীর ওপর আবু জাহরার প্রারম্ভিক নিবন্ধ দেখুন, পৃ—১২।

৮০। কিরদারী-মানাকিব আল-ইমাম আল আজম, ভল্যুম—২, পৃ ১৬৩-৬৫; মুহাম্মদ বিন খালাফ বিন হাইয়ান ওয়াকী-আখবর আল-কু'দাত (কায়রো, ১৯৪৭) ভল্যুম-১ পৃ ২৪৯।

৮১। আমার 'ইনট্রোডাকশন ইন ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স' দেখুন পৃ—১২; স্যাচট্, অন শাফেয়ীজ লাইফ এ্যান্ড পারসোন্যালিটি; স্টাডিয়া

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টাল ওয়ানি পেডারসন (কোপেন হেগেন, ১৯৬৩) পৃ—৩২০-যিনি জায়েদী ইমাম ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহর ঘটনায় দুজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাক্তি মালিক ও শাফেয়ীর জড়িত থাকার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।'

৮২। ওয়াকী- আখবার আল-কু'দাত, ভলিউম- ১, পৃ—২৪৩—৪৪।

৮৩। বাগদাদী- তারিখ বাগদাদ, ভল্যুম—২, পৃ—১৭৪; কিরদারী—মানাকিব আল-ইমাম আল আজম, ভলিউম—২, পৃ ১৫০।

৮৪। ঐ পৃ ১৭৫; ঐ পৃ ১৫৬।

৮৫। কিরদারী—মানাকিব আল—ইমাম আল—আজম, ভলিউম ২, পৃ—১৫২।

৮৬। মুহাম্মাদ আমীন ইবনে আবিদীন- মাজমুয়াত রাসাইল : আল-রিসালা আল-ছানিয়া : সারাহ আল-মানুজমা আল মুসাম্মাত বি-উকুদ-রাসম্ আল-মুফতি (ইস্তাম্বুল ১৩২৫/১৯০৭) ভলিউম ১, পৃ ১৬—১৯।

৮৭। এই মর্মে শায়বানীর এক বক্তব্য তুলে ধরে বাগদাদী বলেন যে, শুধু কিতাব আল জামী আল সগীর পুস্তকখানি আবু ইউসুফ মুখে মুখে শায়বানীকে বলেন। দেখুন বাগদাদী—তারিখ বাগদাদ, ভলিউম—২, পৃ ১৮০।

৮৮। ঐ, পৃ—১৭।

৮৯। শাফেয়ী- উম, ভলিউম ৭, পৃ ২৭৭—৩০৩।

৯০। নাসির বিন আবদুল্লাহ আল মুতাররাজি, আল মাগরিব (হায়দ্রাবাদ, ১৩২৮—১৯১০), ভলিউম—২, পৃ—২৭২।

৯১। কুরআন—৩ : ১৩১; ৬ : ২; ১২ : ৩০ : ১৬ : ৩৮;৩৪ : ১৭।

৯২। কুরআন—২০ : ২২।

৯৩। মালিক—আল মুয়াত্তা, ভলিউম—২, পৃ ৪৪৩—৭১; ৭৩৬; তাবারী—কিতাব ইখতিলাফ; শাফেয়ী—উম-ভলিউম—৪, পৃ ৮২—১৪৭।

৯৪। তাবারী—কিতাব ইখতিলাফ।

৯৫। সারাকসী—মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২।

৯৬। আলা আল দীন আবু বকর বিন মাসুদ আল কাসানি, কিতাব বাদায়ী আল-সানায়ী (কায়রো ১৩২৮—১৯১০) ভলিউম—৭, পৃ ১৭।

www.pathagar.com

৯৭। বইখানি লেখার পর শায়বানী তা আবু ইউসুফের কাছে পড়ে শোনান বলে কথিত আছে এবং আবু ইউসুফ তা অনুমোদন করেন।

৯৮। কথিত আছে যে, অন্যান্য শিষ্য যেমন আল-হাসান বিন জিয়াদ আল লুলু-ই সীয়ার সম্পর্কীয় আবু হানীফার অন্য বই লেখেন।

৯৯। সারাকসী—সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল কবীর, মুনাজ্জিদ সম্পাদিত, ভলিউম—১; পৃ—৩।

১০০। আবু আল-ওয়াফা আল কোরেশী—আল জাওয়াহীর আল মুদিয়া (হায়দ্রাবাদ ১৩৩২-১৯১৩) ভলিউম—১; পৃ ১৪৭।

১০১। এই বইখানি ছাড়া আহমদ বিন হাফস্ জুঝানির অন্যান্য বই সম্পর্কে বলেন। শায়বানী যখন বাগদাদে যান ও আল-সীয়ার আল-কবীর রচনা করেন, তখন আহমদ বিন হাফ্স বুখারায় ছিলেন। ঐ, পৃ—৬৭; কাওসারী, বুলুঘ আল আমানি, পৃ—৬৪।

১০২। শায়বানীর মূল গ্রন্থাংশ ও সারাক্সীর ভাষ্যের মধ্যকার পার্থক্য দেখানোর জন্য যে দুটো চেষ্টা করা হয়েছে তা হায়দ্রাবাদ সংস্করণ কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ ১৩৩৫/১৯১৬) ৪ ভলিউম এবং মুনাজ্জিদ এর সংস্করণ সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর (কায়রো ১৯৫৭) ৩ ভলিউম (অসমাপ্ত) দেখুন।

১০৩। আবু জাহরা ও মোস্তফা জায়েদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আল-সীয়ার আল-কবীর এর সারাকসীর ভাষ্যের নয়া সংস্করণে মূল গ্রন্থাংশ ও ভাষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ১৯৫৮ সালে কায়রোতে এর মাত্র একটি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে।

১০৪। মবসুত পুস্তকে সীয়ার সম্পর্কীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষভাগে সারাকসী বলেন যে, তিনি 'আল-শায়বানীর সীয়ার আল-সগীরের ওপর ভাষ্য শেষ করেছেন' (সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ১৪৪ দেখুন)। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শায়বানীর কিতাব আল-আছল্ পুস্তকের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য হলো আল-হাকিমের কিতাব আল-মুখতাসার আল-কাফি এবং এই পুস্তকের ওপর ভিত্তি করে সারাকসীর ভাষ্য মবসুত নামে পরিচিত। তাই বলা যায়, শায়বানীর সীয়ার আল সগীর পুস্তকখানি কিতাব আল-আছল

www.pathagar.com

এর পূর্বে রচিত এবং পরে এর সাথে সংযোজিত করা হয় অথবা কিতাব আল-আছল পুস্তকের সীয়ার সম্পর্কীয় অধ্যায়ের বর্ধিত অংশই হলো সীয়ার আল-সগীর।

১০৫। শায়বানী, কিতাব আল জামী আল সগীর (কায়রো ১৩১০/১৮৯২), পৃ ৮৫—৯২।

১০৬। শায়বানী, আল জামী আল কবীর (কায়রো, ১৩৩৬/১৯৩৭), পৃ ২২৯, ৩৬০—৬৩।

১০৭। শায়বানী, কিতাব আল আছর (লক্ষ্মৌ, তারিখ নেই) পৃ ১৫০—৫১।

১০৮। প্রথম অধ্যায় দেখুন।

১০৯। সুন্নাহ ও ট্রেডিশন এর অর্থের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন আমার ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃ ৩০—৩১।

১১০। আবু আল-ওয়াফা সম্পাদিত সারাকসীর মবসুত (কায়রো, ১৩৭২/১৯৫২) ভলিউম- ২, পৃ—১২১; মুহাম্মদ আবু জাহরা—আবু হানীফা: হায়তু ওয়া আসরুহু, আরাউ ওয়া ফিকহু (দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৪৭) পৃ—২৩০।

১১১। পুস্তকের ১৫৪৫—১৫৯০ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১২। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৭৮— ৮০।

১১৩। মাওয়ার্দী—কিতাব আল আহকাম, পৃ ২১৭—৪৫; খাদ্দুরী-ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১১৮—২৫।

১১৪। মুতাররাজি—আল মাগরিব, ভলিউম - ২, পৃ ৮০।

১১৫। তৃতীয় অধ্যায় দেখুন; ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (দ্বিতীয় সংস্করণ)-এ ফ্রেড, লোকেগার্ড-এর 'ফে' ও 'গনিমা', ভলিউম—২, পৃ ৮৬৯—৭০ এবং ১০০৫- ৬ দেখুন।

১১৬। যিজিয়া ও খারাজ এর অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আমার ওয়ার এ্যাড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৮৭—৯৩।

১১৭। কাওসারি—লামহাট আল-নাজার ফি সিরাত আল-ইমাম জাফর (কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৮)।

www.pathagar.com

১১৮। আবু ইউসুফ—কিতাব আল রা'দ, পৃ—১।

১১৯। পুস্তকের ৫৫ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২০। পুস্তকের ১৫৪৬—৪৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২১। পুস্তকের ৮৬২—৬৫, ১৬৭৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২২। পুস্তকের ৭৭৪—৮১ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২৩। পুস্তকের ৭৩২—৩৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২৪। সারাক্সী—কিতাব সারাহ আল সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ—৬১।

১২৫। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ ২০৭—১২।

১২৬। এর ভিত্তি হলো কুরআনের ৯ঃ৪ ও ১৬ঃ৯৩ সূরা। আল-সীয়ার আল-কবীর-এর ওপর সারাকসীর ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে শায়বানীর সংক্ষিপ্ত 'মুয়াদা' মতাদর্শের জন্য দেখুন—হ্যানস ক্রসে-'আল-শায়বানী অন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস', জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ভলিউম—১, (১৯৫৩) পৃ ৯০—৯৯।

১২৭। কোরেশী—আল জওয়াহির আল-মুদিয়া, ভলিউম—১, পৃ ২৩৭।

১২৮। মাহমুদ মুনিব আয়েনতাবি কর্তৃক দুই ভলিউমে অনূদিত ও প্রকাশিত (ইস্তাম্বুল, ১২৪১/১৮২৫)।

১২৯। জাহারবুচার ডের লিটারেটর (ওয়েন, ১৮২৭) ভলিউম, ৪০, পৃ ৪৮।

১৩০। ক্রসে—'দি ফাউণ্ডেশন অব ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল জুরিস-প্রুডেন্স', জারনাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ভলিউম—৩ (১৯৫৫) পৃ ২৩৮ 'ডাই বেগরানডানডের ইসলামিসেন ভোলকারে সেটস লেহর' সেকুউলাম, ভলিউম—৫, হেফট ২, পৃ ২৩৮—৩৯।

১৩১। আওযায়ী, মালিক ও অন্যান্য প্রাথমিক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি-গণের অবস্থাও এই রকম ছিল।

১৩২। শাফেয়ী-উম, ভলিউম ৪, পৃ ৮৪—৮৫।

১৩৩। যুদ্ধের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত কর্তব্যের পার্থক্য শাফেয়ী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় লোক

www.pathagar.com

যদি এই দায়িত্ব পালন করে তবে অন্যরা অব্যাহতি পাবে। কিন্তু কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সবাই শাস্তির যোগ্য হবে। সাকির কর্তৃক সম্পাদিত শাফেয়ীর রিসালা (কায়রো, ১৯৫৮) পৃ: ৩৬৪—৬৮ দেখুন; ইংরেজী অনুবাদ, খাদ্দুরী-ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃ: ৮৪—৮৬।

১৩৪। তাহাভী মতবাদকে এভাবে গঠন করেছেন "জিহাদ হলো কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালন করার আহবান জানানো না হলে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালন থেকে অব্যাহতি পাবে।" (আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামা আল-তাহাভী, কিতাব আল-মুখতাসার, আবু আল-ওয়াফা আল আফগানী সম্পাদিত (কায়রো ১৩৭০/১৯৫০ পৃ: ২৮১)

১৩৫। সারাকসী—মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ: ২—৩।

১৩৬। উপরে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের সাথে বৈধ মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩৭। তাকী আল-দীন আবি আল-আব্বাস আহমদ বিন আবদ আল-হাকিম ইবনে তাইমিয়া, 'কা-ইদা ফি কিতাব আল কুফফার', মাজমুয়াত রাসা-আল, সম্পাদনা এম. হামিদ আল-ফিক্কি (কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯), পৃ: ১১৫—৪৬, এবং আল-সিয়াসা আল শারিয়া, সম্পাদনা, আলী আল-নাসসার ও এ. জে. আতিয়া (কায়রো, ১৯৫১) পৃ: ১২৬—৫৩।

১৩৮। ইবনে তাইমিয়া, 'কিতাল আল-কুফফার' পৃ:—১২৩।

১৩৯। ইসলামী রাষ্ট্রের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ওপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ ও বৈধ মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪০। গোঁড়া নয় এমন মতবাদের সমর্থকরা অস্ত্রসহ যদি কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করে তাহলে তাদের দলত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বিদ্রোহী হিসেবে তাদের দমন করা হয়। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তার লোক বলে গণ্য করতে রাযী নয়। পুস্তকের ১৩৭২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪১। চুক্তির মূল অংশের জন্য দেখুন—ব্যারন আই. ডি. টেস্টা, রিকুয়েল ডেস ট্রেইটস্ ডে লা পোরটে অটোম্যান (প্যারিস, ১৮৬৪) ভলিউম

www.pathagar.com

—১, পৃ ১৫—২১; এবং জি নোরা ডোয়ানজিয়ান-রিকুয়েল ডি, এ্যাকটেস ইন্টারন্যাসানক্স ডি লেমপায়ার অটোম্যান (প্যারিস, ১৮৯৭) ভলিউম—১, পৃ ৮৩—৮৭।

১৪২। ইংল্যান্ডের রাজা ১৫৮০ খৃস্টাব্দে সুলতানদের সাথে পৃথক পৃথক এক চুক্তি সম্পাদন করতে আগ্রহী হন এবং পোপ ও স্কটল্যান্ডের রাজা ১৫৩৫ খৃস্টাব্দের চুক্তি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়।

১৪৩। ইসলামী এলাকায় বিদেশীদের সুবিধার ব্যাপারে আলোচনার জন্য দেখুন—নাসিম সোসা-দি ক্যাপিটুলেটরি রেজিম ইন টার্কি (বাল্টিমোর, ১৯৩৩); এবং এইচ. জে. লিবেসনি, 'দি ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েস্টার্ন জুডিসিয়াল প্রিভিলেজেজ', 'ল ইন দি মিডল্ ইস্ট, সম্পাদনা খাদ্দুরী ও লিবেসনি (ওয়াশিংটন, ১৯৫৫) ভলিউম—১, পৃ ৩০৯—৩৩।

১৪৪। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আবু হানীফা ও শায়বানী অঞ্চলগত সীমাবদ্ধতার নীতি কিছুটা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞগণ ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে আইনের ব্যক্তিত্বের নীতি গ্রহণ করেন।

১৪৫। ওয়ার্ড-এ্যান ইনকুয়ারী ইনটু দি ফাউন্ডেশন এ্যান্ড হিস্ট্রি অব দি ল অব নেশনস্ ইন ইউরোপ, ভলিউম—২, পৃ ৩২১—২২।

১৪৬। ডি ম্যাডোনা ডেল বারসো, হাইকোর্ট অব দি এ্যাডমিরালিটি, ১৮০২, ৪ সি, রব, ১৬৯/১৮০৩ সালের 'দি ফরটিউনায় স্যার উইলিয়াম স্কট বলেন, "শুধুমাত্র মামলা বিবেচনা করে আমি ইউরোপের সভ্য রাষ্ট্রে ল 'অব নেশনস যেভাবে অনুধাবন ও কার্যকরী করা হয়, ঠিক সেইমত এখানে আইন প্রয়োগ করা উচিত নয় বলে মনে করি। কারণ তাতে এমন আইন ও কার্যবিধি দ্বারা তাদের বিচার করা হবে, যার সাথে তারা মোটেই পরিচিত নয়' (২ সি, রব, ৯২)। আরও দেখুন দি হার্টিজ হেইন (১৮০১) এবং দি হেলেনা (১৮০১)।

১৪৭। হিউগ এম. উড. 'দি ট্রিটি অব প্যারিস এ্যান্ড টার্কিজ স্ট্যাটাস ইন ইণ্টারন্যাশনাল ল', আমেরিকান জার্নাল অব ইণ্টারন্যাশনাল ল, ভলিউম—৩৭ (১৯৪৩) পৃ ২৬২—৭৪।

www.pathagar.com

১৪৮। রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের নীতির প্রদর্শক হলেন আলী আব্দ্ আল রাজিক। তাঁর পুস্তক 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল-হুকুম'—এ তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবদ্ আল রাজ্জাক আল সানহুরি হলেন ইসলামের অবর পদ্ধতি বা সাব-সিস্টেমের ব্যাখ্যাকার। তার পুস্তকের নাম্'লে ক্যালিফ্যাট—সন ইভোলিউশন ভার্স ইউনে সোসাইটি ডেস্নেশনস্ ওরিয়েণ্টালস্ (প্যারিস, ১৯২৬)।

১৪৯। লেখক তাঁর নিজের লেখা পুস্তক 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম', প্রবন্ধ—ইসলাম এ্যাণ্ড দি মর্ডান ল অব নেশনস্ (আমেরিকান জার্নাল অব ইণ্টারন্যাশানাল ল, ভলিউম—৫০ (১৯৬৫), পৃ ৩৫৮—৭২ এবং 'দি ইসলামিক সিস্টেম—ইস্ কমপিটিশন এ্যাণ্ড কো-এক্সিজটেন্স উইথ ওয়েস্টার্ন সিস্টেম' (প্রসিডিনস্ অব দি আমেরিকান সোসাইটি অব ইণ্টারন্যাশানাল ল, ১৯৫৯, পৃ ৪৯—৫২) থেকে ইচ্ছামত তথ্য নিয়েছেন।

১৫০। কিতাব আল আছল-এর পাণ্ডুলিপির জন্য দেখুন, 'এ্যাবাণ্ড-লানজেনডের প্রেউসিসেন আকাডেমি ডের উইসেনস্যানটেন (বার্লিন, ১৯২৮) নং—৮, পৃ ১২—১৫; ১৯৩১, নং—১, পৃ ১০—১১' এ স্যাচট—এর তালিকা।

১৫১। ঐ এবং সি, ব্রকলম্যান—জেসসিস্টেডের এরাবিসসেন লিটারেটর (দ্বিতীয় সংস্করণ; লাইডেন, ১৯৪৪—৪৯); ভলিউম—১, পৃ—১৭৮; সাপ্লিমেণ্ট—১, পৃ—২৮৯।

১৫২। গিব, "ফ্রাঞ্জ রোসেনথাল, অনুবাদ, ইবনে খালদুন ঃ দি মুকাদ্দিমা," স্পেকিউলিম, ভলিউম—৩৫ (১৯৬১), পৃ ১৩৯।

১৫৩। আমার ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃ ৫২ দেখুন।

১৫৪। ডার্বু, জে, ডি, "ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স—শাফেরীর রিসালা—ভূমিকা, নোটস্ ও পরিশিষ্টসহ অনুবাদ মজিদ খাদ্দুরী" রয়্যাল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ভলিউম—৫০ (জানুয়ারী, ১৯৬৩), পৃ—৯০।

www.pathagar.com

অধ্যায় এক

১। এই অধ্যায়ে শায়বানী সীয়ার সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক হাদীস উল্লেখ করেছেন।

২। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাসূচক বাক্যটি শুধু মুরাদ মুল্লার পাণ্ডুলিপিতে আছে, অন্য কোথাও নেই।

৩। শায়বানীর একজন অনুগামী, যিনি কিতাব আল-আছল সম্পর্কে বলেন।

৪। সব পাণ্ডুলিপিতে শায়বানীকে হয় মুহাম্মদ বা মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলা হয়েছে।

৫। আবু হানীফা আল-নু'মান বিন সাবিত (মৃত্যু ১৫০/৭৬৮)।

৬। আলকামা বিন মারথাদ ও ইবনে বুরায়দার প্রমাণিক মত-এ বর্ণিত এই হাদীসটি অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন—আবু আল হোসায়েন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ মুসলিম, সহি (কায়রো, ১৯২৯), ভলিউম—১২, পৃ ৩৭—৪০; ইবনে মাজা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল-কাজুনি, সুনান, সম্পাদনা--এম ফুয়াদ আবদ্ আল বাকী (কায়রো, ১০৭৩/১৯৫৪), ভলিউম—২, পৃ ৯৫৩—৫৪; আবু দাউদ সুলায়মান বিন আল আসাথ, সুনান, (কায়রো, ১৯৩৫), ভলিউম—২, পৃ—১৪৭; আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৯৩—৯৪ এই পুস্তকে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারদের প্রতি খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাবের নির্দেশের অনুরূপ নির্দেশ পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৭। 'তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'—এই কথা এই অনুবাদে উল্লেখ করা হয় নাই।

৮। মুসলমান সাংবাদিকগণ বিরাট সৈন্যদলকে জায়াস ও ছোট সৈন্য-দলকে সারিয়া হিসেবে পার্থক্য করেছেন। সারিয়ার সৈন্যসংখ্যা কম হওয়ায়

www.pathagar.com

সাধারণতঃ রাতে তারা হঠাৎ আক্রমণ করত এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত। দেখুন, সারাকসী—মবসুত, ভলিউম—১০; পৃ—৪ এবং সারাহ কিতাব আল—সীয়ার আল—কবীর, সম্পাদনা—মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—৩৩।

৯। সারাকসী উল্লেখ করেন, সেনাবাহিনীর বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করা এবং কমাণ্ডারকে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত এই আদেশ দেওয়া হয়। দেখুন —সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫।

১০। যুদ্ধের ধর্মীয় উদ্দেশ্য দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করে যুদ্ধ শুরু করা উচিত। দেখুন—সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫; এবং খাদ্দুরী—ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ—৯৪—৯৫।

১১। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মহানবী মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন (অনুচ্ছেদ ২৮—৩০ দেখুন); দেখুন—বুখারী, সহী, ভলিউম—২, পৃ—২৫১; সারাকসী—মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫; খাদ্দুরী—ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১০৩—৪।

১২। মুসলমান সাংবাদিকগণের মতে, কুরআনের আদেশই এর ভিত্তি : ‘প্রথমে একজন নবী না পাঠিয়ে আমরা তাদের কাউকে শাস্তি দেই না” (কুরআন—১৭ : ১৬); মহানবীর অন্য হাদীসেও এর বর্ণনা আছে। দেখুন—সারাকসী মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬; এবং খাদ্দুরী—ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দা ল অব ইসলাম, পৃ ৯৬—৯৮।

১৩। মক্কা থেকে মদীনায় দেশান্তরগামী মুসলমানদের বলা হয় আল-মুহাজিরিন। মদীনার অধিবাসীরা মুসলমান হলে তাদেরকে বলা হয় আল-আনসার বা সমর্থনকারী বা সাহায্যকারী। মদীনাতেই মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) সরকারের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করেন। মক্কা জয় করার পূর্বে মুসলমানদের মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়; কিন্তু মুহাম্মদ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর (৬৩০) এই আদেশ পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ সবাইকে

www.pathagar.com

মক্কায় যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। দেখুন, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ৬—৭।

১৪। তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

১৫। অনুবাদকের ভূমিকায় 'শায়বানীর সীয়ার-এর শব্দভাণ্ডার' অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিযিয়া (ব্যক্তির ওপর ধার্য কর) কেবলমাত্র 'কিতাবীদের' ওপর ধার্য করা হয়; সারাকসী উল্লেখ করেন যে, কিতাবীদের ওপর নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই এই বক্তব্যের সাধারণ অর্থ করা হয়েছে। (সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৭)।

১৭। আবু ইউসুফ মনে করেন যে, এসব পরিস্থিতিতে স্বগীয় আইন ও মহানবীর আদেশ অনুযায়ী কাজ করা হতো। শায়বানী অবশ্যই এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষকের সাথে একমত পোষণ করেন নাই। তাঁর মতে, বিচারক বা অন্য কারও সিদ্ধান্তই কার্যকরী হতো। দেখুন সারকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৭)।

১৮। চুক্তি ভঙ্গ করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবশ্যই এই আদেশের উদ্দেশ্য নয়—শত্রুর সাথে সন্ধি করার সময় আল্লাহ ও রসূলের নাম সংযুক্ত না করার জন্য এই আদেশ ছিল সতর্কীকরণ বিশেষ। (দেখুন, সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা—মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ ৩৮—৩৯; এবং তাঁর মবসূত ভলিউম—১০, পৃ—৮)।

১৯। দেখুন—মুসলিম, সহি, ভলিউম—১২, পৃ ৩৭—৪০; ইবনে মাজা, সুনান, ভলিউম—২, পৃ ৯৫৩—৫৪; আবু হানীফা আল নু'মান বিন ছাবিত, কিতাব আল-মসনদ, সম্পাদনা, সাফাওয়াত আল-সাক্কা (আলেপ্পো, ১৩৮২/১৯৬২), পৃ ১৫৩—৫৪; আবু ইউসুফ, কিতাব আল-আছর, পৃ ১৯২—৯৩; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভউিম—১, পৃ ৩৮—৩৯।

২০। ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-আনসারী, আবু ইউসুফ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

২২—

www.pathagar.com

২১। মহানবী, য়াতিম ও গরীবদের অংশ বলে পরিচিত। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হয় (কুরআন ৮ ঃ ৪২)। রাষ্ট্রের অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণের বিধান প্রচলিত ছিল। এই অংশ বন্টনের ব্যাপারে তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

২২। এই হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে সরাসরি শুনে আবু জাফর বর্ণনা করেন নি—তিনি বর্ণনা করেন ইয়াজিদ বিন হুরমুজের কাছ থেকে শুনে।

অনুচ্ছেদ ৪৯ দেখুন।

২৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ—২০; দারেমী, সুনান, ভলিউম—২, পৃ—২২৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ১০—১১।

২৪। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৯—২০। খলীফা আবু বকর ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ এক হাদীস অনুসারে মহানবীর মৃত্যুর পর তাঁর গৃহে তার অংশ তথা এক-পঞ্চমাংশ পাঠানোর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহানবী থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবীর অংশ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সুতরাং তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যাবে না। দেখুন, মুসলিম, সহি ভলিউম—১:, পৃ ৭৪—৮২; এবং সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম—১২, পৃ—১১।

২৫। মদীনা থেকে ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ইহুদীদের বাসস্থানে খায়বার ৭/৬২৮ খৃস্টাব্দে মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেখুন, আবু মুহাম্মদ আবদ আল-মালিক ইবনে হিশাম—কিতাব সিরাত সাইয়েদেনা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ, সম্পাদনা, ফার্ডিন্যান্ড ওস্টেনফিল্ড (গোটিন গেন্ন ১৮৫৮—৬০) ভলিউম ২, পৃ—৭৫৫; ইংরেজি অনুবাদ এ, গৃইলিয়াম, দি লাইফ অব মুহাম্মদ (লণ্ডন, ১৯৫৫), পৃ—৫১০।

২৬। বনু হাশিম ও বনু আল-মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা আবদ্ মানাফ-এর উত্তরাধিকারী। কুশাই-এর একজন পুত্র আবদ মানাফ হলেন কুরাইশ গোত্রের। হাশিম ও মুত্তালিব ছিলেন ভাই। আবদ শামস্ এর উত্তরাধিকারী হলেন উসমান এবং নওফল-এর উত্তরাধিকারী হলেন যুবায়ের। কিন্তু চারজন তথা হাশিম মুত্তালিব, নওফল ও আবদ শামস্ হলেন ভাই।

www.pathagar.com

দেখুন, মুস'আব বিন আবদুল্লাহ আল-জুবায়রি, কিতাব নাসাব কোরায়েশ, সম্পাদনা, ই, লেভি প্রোভেনকল (কায়রো, ১৯৫৩), পৃ, ১৪—১৭, ১৭—২০, ১৫—৯১।

২৭। ইসলাম-পূর্ব বা বিধর্মীর সময়কালকে ঐতিহ্যগতভাবে আল-জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২৮। এই হাদীসের নিকট আত্মীয়ের দেওয়া এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এই অংশ সেই সব নিকট-আত্মীয়কে দেওয়া হতো যারা ইসলামকে সমর্থন করত—সব নিকট-আত্মীয়কে নয়। দেখুন, বুখারী, সহি, ভলিউম ২, পৃ—২৮৬; ইবনে মাজা, সুনান, ভলিউম ২, পৃ—৯৬১; সারাকসী, মবসুত, পৃ, ১২—১৩; আবু উবায়েদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, কিতাব-উবায়েদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমাওয়াল, সম্পাদনা, এম হামিদ আল-ফিক্কি (কায়রো, ১৩৫৩/১৯৫৪), পৃ—৩৩১।

২৯। 'নাইবাত আল-কয়াম' দ্বারা নিকট-আত্মীয় (ধা-উ আল কুরবা) বা যুদ্ধে অংশগ্রণকারী যোদ্ধা (আল-ঘুজাত) বুঝান হয়েছে। নিকট-আত্মীয়ের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। দেখুন, সারকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ, ১৪, বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ২, পৃ—২৮৩।

৩০। কিতাব আল-খারাজের ২০ পৃষ্ঠায় আবু ইউসুফ এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশ এভাবে উল্লেখ করেছেন: "অংশ যখন সংখ্যায় বেশী হতো, তখন তিনি য়াতিম, গরীব এবং পথিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করতেন।"

৩১। যে কোন ঘটনায় হোক, এই হাদীস দ্বারা এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা কোন উষ্ট্র দখল করলে এবং বিশ্বাসীরা তা পুনরায় দখল করলে তা যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে ইসলামী সম্প্রদায়ের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। অবিশ্বাসী কর্তৃক উট দখল হওয়ায় একজন বিশ্বাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই, উক্ত বিশ্বাসী লোকটি যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত উট অর্থ প্রদান করে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হওয়ার পর উক্ত বিশ্বাসী লোকটি অর্থ প্রদান করে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ,

www.pathagar.com

পৃ—২০০ এবং কিতাব আল-আছর, পৃ—১৯৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ১৪—১৫।

৩২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০০; বুখারী, সহীহ্, ভলিউম—২, পৃ—২৬৫। খালিদের এই আক্রমণ মক্কা বিজয়কালে প্রচলিত বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনাকালে (বা প্রতিমা ভঙ্গের সময়) বা খালিদের নেতৃত্বে ন্যায়বানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সময় হতে পারে।

৩৩। আতিফ পাণ্ডুলিপিতে হাদীসের শেষাংশ এভাবে রয়েছে ঃ "দুজন বাইজেন্টাইন মহিলা (বন্দী)"। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০০।

৩৪। দক্ষিণ ইরাক। এই স্থানটি গাঢ় সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত ছিল বলে বলা হতো আল-সাওয়াদ (কালো)। দেখুন, মুতাররাজি, আল-মাগরিব, ভলিউম ১, পৃ—২৬৭।

৩৫। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২৮; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ১৫—১৬। জিম্মিরা ছিল কিতাবী।

৩৬। উমায়ের ছিল শিশু বা ক্রীতদাস এবং সেজন্য সে যুদ্ধলব্ধ মালের নিয়মিত অংশীদার ছিল না, কিন্তু মহানবী তাকে ক্ষতিপূরণ দেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৮; এবং কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২০; ইবনে সা'দ, তাবাকুত, ভলিউম—২, পৃ—১১৪; দারেমী, সুনান, ভলিউম—২, পৃ—২২৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৬।

৩৭। খারেজী মতবাদের অনুসারী নাজদা বিন আমর কতিপয় বিরোধপূর্ণ আইন সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের মতামত জানার জন্য পত্র লেখেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৩৮—৪৩; কিতাব আল-খারাজ পৃ ২০—২১।

৩৮। অনুচ্ছেদ ২ দেখুন।

৩৯। মুসলিম, সহীহ্, ভলিউম—১২, পৃ ১৯০—৯১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ১৬—১৭।

৪০। মহিলাটির নাম গিফার। দেখুন, ইবনে হিশাম, কিতাব আল-সিরাত রসূলুল্লাহ, ভলিউম ২, পৃ—৭৬৮।

www.pathagar.com

৪১। যুদ্ধলব্ধ মালে ক্রীতদাসের পূর্ণ অংশের অধিকার নেই। তবে সে যদি তার প্রভুর অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে সে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে। সে যদি অনুমতি গ্রহণ না করে তবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে না এবং অনুমতি গ্রহণ না করার জন্য দায়ী থাকবে। দেখুন, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১৭।

৪২। যুদ্ধলব্ধ মাল শত্রু এলাকা থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে আসার পর বন্টন করতে হবে অথবা শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনী থাকার সময় তা বন্টন করতে হবে এ প্রশ্নে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মত হলো, শত্রু এলাকা থেকে সেনাবাহিনী ফিরে আসার পর যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করতে হবে; কিন্তু অন্যান্যরা যেমন, আওযায়ী, এই মত পোষণ করেন যে, শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনী থাকা অবস্থায় যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করা যেতে পারে। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১—১৫; শাফেয়ী উম, ভলিউম ৫, পৃ ৩০৩—৪। ১৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৩। উল্লেখ আছে যে, উসমান যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি স্বীয় স্ত্রীর (মহানবীর কন্যা) যত্ন নেওয়ার জন্য পশ্চাতে থাকার জন্য মহানবী কর্তৃক নির্দেশিত হন এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে শত্রুদের গতিবিধি জানার জন্য মহানবী তালহাকে সিরিয়া প্রেরণ করেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৬; সারাকসী, মবসূত, ভলিবম—১০, পৃ ১৭—১৮; বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ২, পৃ ২৮২—৮৩; ভলিউম ৩, পৃ—১১৪।

৪৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৯৬; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ১৭—১৮।

৪৫। মক্কার শহরতলি আল-জিরানা ছিল ইসলামী শাসনাধীন এলাকা। মহানবী শত্রু এলাকা অতিক্রম করার পর এই স্থানে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করেন। দেখুন, বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ৩, পৃ ১৫০—৫৫; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—১৮।

৪৬। বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ৩, পৃ ১২৮—৩০।

৪৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ- ১৮; কিতাব আল-রা'দ,

www.pathagar.com

পৃ—১৭; মুসলিম, সহীহ্, ভলিউম ১২, পৃ—৮৩; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৪৯।

৪৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৮—১৯; বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ৩, পৃ—১১৪।

৪৯। অপর এক বক্তব্যে "তারা সম্মত হলো" (আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২১)।

৫০। ঐ।

৫১। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা, বিশেষ করে অস্ত্র সাহায্য করলে নিরস্ত্র লোক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে—এই সাহায্যকে 'আল জুল' বলে। দেখুন, সারাকসী, সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা–মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ ১৩৮—৪৪ এবং মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ১৯—২০; মুতাররাজি, আল-মাগরিব, ভলিউম—১, পৃ ৮৬—২৫৯; এন. পি. আইনাইডস, মোহাম্মাডান থিয়োরিজ অব ফাইন্যান্স (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৬), দ্বিতীয় অংশ, অধ্যায়—৪।

৫২। আরবী পাণ্ডুলিপিতে নেই।

৫৩। বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ২, পৃ—২৪১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—২০ এবং সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা মুনাজ্জিদ, ভলিউম ১, পৃ—১৩৮।

৫৪। সম্ভবত আবু হানীফা।

৫৫। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—২০।

৫৬। সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—১৩৮। উমরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারাকসী বলেন, অনেকে এই মত সমর্থন করেন যে, যারা পশ্চাতে অবস্থান করছিল, তাদেরকে উমর স্বেচ্ছামূলক কাজ হিসেবে ঘোড়া দান করার আহবান জানান ; পশ্চাতে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা দান করতে অক্ষম হলে রাষ্ট্রই যোদ্ধাদের তা সরবরাহ করবে। দেখুন, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—২০।

৫৭। সারাকসী, সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—১৩৯।

www.pathagar.com

৫৮। কুফায় বসতিস্থাপনকারী জারির ছিলেন মহানবীর একজন সাহাবী। মহানবীর একজন সাহাবীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মুয়াবিয়া তাঁকে অব্যাহতি দেন।

৫৯। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২০—২১ এবং সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা– মুনাজ্জিদ. ভলিউম—১, পৃ—১৩৯।

৬০। তাঁর নাম হানাশ্ আল-সান-আনী।

৬১। কাবিস এর নিকটবর্তী এই শহরের নাম জিরবা। তিউনিসিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার এলাকাকে বলা হত আল-মাগরিব। কিন্তু বর্তমান কালে বিশেষভাবে তিউনিসিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বুঝানো হয়ে থাকে।

৬২। ইবনে হিশাম্ কিতাব সিরাত রসুলুল্লাহ্ ভলিউম—২, পৃ—৭৫৮—৫৯ (গুইলিয়ামের অনুবাদ পৃ—৫১২)। আরও দেখুন, দারেমী, সুনান, ভলিউম—২, পৃ—২২৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২১—২২।

৬৩। শিশুরা যে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে এটা তার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।

৬৪। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৭। একই হাদীসের বর্ণনাকারীদের ভিন্ন ধারাবাহিকতার জন্য দেখুন, আবু হানীফা. মসনদ, পৃ—১৫৪—৫৫।

৬৫। হাদীস বর্ণনাকারীদের ভিন্ন ধারাবাহিকতার জন্য দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৫ (ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণিত)ঃ বুখারী, সহীহ্, ভলিউম—২, পৃ—২৫১; মুসলিম, সহীহ্, ভলিউম—১২, পৃ—৪৮।

৬৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৫ (ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণিত)।

৬৭। ঐ, পৃ—১৯৫।

৬৮। ঐ, পৃ ২২—২৩।

৬৯। মহানবী তিন ধরনের অংশ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন—ক। যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের পূর্বে পছন্দকৃত বস্তু, খ। এক-পঞ্চমাংশ হিসেবে

www.pathagar.com

তাঁর অংশ এবং গ। অন্যান্য যোদ্ধার সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁর অংশ এবং একজন যোদ্ধার মত তাঁকেও সাধারণত এই অংশ দেয়া হতো। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২৩; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ—৭; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৪০; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৭।

৭০। মদীনায় আনসারগণ ছিলেন মহানবীর সমর্থক। মক্কা থেকে যাঁরা তাঁর সাথে দেশ ত্যাগ করেন, তাঁরা হলেন মুহাজিরিন।

৭১। মালিক, আল-মুয়াত্তা, ভলিউম—২, পৃ ২০—২১; আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪৮; দারেমী, সুনান, ভলিউম—২, পৃ—২৩০; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২১।

৭২। আবু হানীফা, মসনদ, পৃ—১৫৫; আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২২।

৭৩। মহানবী ১০/৬৩২ সালে শেষ বারের মত যে হজব্রত পালন করেন, তাকে 'হুজ্জাত আল-বিদা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কথিত আছে, এই সময় তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ দেন। এই হজব্রতের বর্ণনার জন্য দেখুন, ইবনে হিশাম, কিতাব সিরাত রসুলুল্লাহ, ভলিউম—২, পৃ—৬৬ (গুইলিয়ামের অনুবাদ, পৃ—৬৪৯) এবং ইবনে হাজম, হুজ্জাত আল-বিদা, সম্পাদনা, এম. জাকি (দামেশ্‌ক. ১৯৫৬)।

৭৪। আল-জাহেলীয়া, পাদটীকা ২৭ দেখুন।

৭৫। ইবনে হিশাম, কিতাব সিরাত রসুলুল্লাহ, ভলিউম—২, পৃ—৯৬৮ (গুইলিয়ামের অনুবাদ পৃ—৬৫১)-এ পূর্ণ বিবরণ দেখুন। এই হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, ইসলামের অধীন ইসলাম-পূর্ব যুগের আইন বিশেষ করে সুদ ও রক্তপাতের আইন মহানবী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (দেখুন, সারাকসী মবসুত, ভলিউম, ১০, পৃ—২৮)।

৭৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৬—৭, ৩৫-৩৬; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—৩, পৃ—১০০৭ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২২।

www.pathagar.com

৭৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৩৬; সারাকসী, সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—৩, পৃ—১০০৫ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৩।

৭৮। সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট বা যুদ্ধলব্ধ মালের অতিরিক্ত অংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অতিরিক্ত এই অংশ প্রদানের রীতিকে বলা হয় 'তানফিল'। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—২৮।

৭৯। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৩।

৮০ মুসলিম, সহি, ভলিউম—১২, পৃ—১৯৮, দারেমী, সুনান, ভলিউম—২, পৃ—২৩৩, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৪।

৮১। দেখুন আবদুল্লাহ বিন উমর আল-ওয়াকিদি, কিতাব আল-মাগাজি, সম্পদনায়, ভন, ক্রেমার (কলকাতা ১৮৫৬), পৃ ৪০-৪১, সারকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৩।

৮২। আরবী পাণ্ডুলিপিতে হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ নয়।

৮৩। শব্দগত অর্থ এমনকি দুই মাড্ (**Mudds**) সোনা প্রদান করা হলেও, অর্থাৎ বেশী পরিমাণ সোনা প্রদান করা হলেও। দেখুন, মুতাররাজি, আল-মাজরিব, ভলিউম—২, পৃ—১৮০।

৮৪। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৪-এ বলা হয়েছে যে, রুম (বাইজেন্টাইন) থেকে গ্রেফতারকৃত দুজন যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবু বকরের সাথে আলোচনা করা হয়।

৮৫। কুরআনের সুরা ৪৭ দেখুন; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৪।

৮৬। আবু ইউসুফের মতে, যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য নির্ধারণ তথা মুসলমানদের স্বার্থে তাদের হত্যা করা হবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে তা নির্ধারণ করার ভার ইমামের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। (আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৯৫—৯৬)।

৮৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৮৮-৮৯।

www.pathagar.com

৮৮। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—২৫।

৮৯। বুরায়দার বরাত দিয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, এটা তার অংশ বিশেষ। ১ নং পাদটীকা দেখুন।

৯০। বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ২, পৃ—২৪৫; মুসলিম, সহীহ্, ভলিউম ১৩, পৃ—১৩। আবু দাউদ এই হাদীসের প্রামানিক বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে—আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে নাফি এবং নাফি থেকে মালিক (বিন আনাস) এবং মালিক থেকে আবদুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কা-নাবি। (আবু দাউদ—সুনান, ভলিউম—৩, পৃ—৩৬)। দেখুন, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—২৯; তাহাভী—মুসকিল আল-আছর (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩৩/১৯১৪), ভলিউম ২, পৃ ৩৬৮-৭০)।

৯১। মূসা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার জন্য ১৮ নং সূরার ৫৯—৮১ আয়াত দেখুন। মূসা সম্পর্কীয় কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে খারেজীরা যাদের অবিশ্বাসী ও ধর্মান্তরিত বলে বিবেচনা করত, মুসলমানসহ শত্রুদের শিশুকে তারা হত্যা করত। মূসা সম্পর্কীয় কুরআনের নির্দেশের ভিত্তিতে তারা এ কাজ করত বলে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, ইবনে আব্বাস তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৯২। বিভিন্ন আইনগত প্রশ্নে ইবনে আব্বাসের মতামত চেয়ে নাজদা প্রায়ই তাঁর কাছে পত্র লিখতেন বলে মনে হয়। এক বর্ণনায় হরমুজ এসব প্রশ্নের কিছু প্রশ্ন একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন (সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ১৬-১৭, ২৯-৩০)। অপর এক হাদীসের জন্য দেখুন আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৮; কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৩৮; সারাকসী—মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ২৯—৩০; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ৩৩২—৩৫; মুসলিম, সহীহ্, ভলিউম—১২, পৃ ১৯০—৯৪।

৯৩। আরবী পান্ডুলিপিতে আমর বিন শোয়ায়েব-এর নাম ভুলক্রমে উমর বিন শোয়ায়েব লেখা হয়েছে। উমর বিন শোয়ায়েব পিতার পরিবর্তে তার দাদা আমর বিন আল আস-এর বরাত দিয়ে মহানবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আবু ইউসুফের কিতাব আল-আছর পুস্তকের আবু আল-ওয়াফার ভাষ্য দেখুন।)

www.pathagar.com

৯৪। অন্যান্য হাদীসের সাথে সংগতি রেখে এই হাদীসের বাক্য কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। দেখুন, আবু ইউসুফ–কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৫৯—৬১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ২৫—২৬।

৯৫। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৬০—৬১ এবং কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০৫।

৯৬। সম্ভবত এটা নকলকারীর ভুল, কারণ এই হাদীস আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—২৬।

৯৮। কুরআন (২ঃ২১৭) এবং আরবী পাণ্ডুলিপিতে একবচন রয়েছে। পবিত্র মাসগুলি হলো–শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ এবং মহররম।

৯৯। কুরআন ২ঃ২১৭। "(লোকে তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, সেই সময় যুদ্ধ করা মহাপাপ"।)

১০০। কুরআন ৯ঃ৫। অন্যটির পরে এই স্বর্গীয় আইন অবতীর্ণ হয় এবং এই আইন পূর্ববর্তী আইনকে বাতিল করে দেয়। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ—২৬; সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা—মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—১৩; তাবারী, তফসীর (কায়রো, ১৩৭৪/১৯৫৫), ভলিউম ৪, পৃ ২৮৯—৩১৬ এবং ভলিউম ১৪, পৃ ১৩৩—৩৭। সূত্র আবু আল খায়ের নাসির আল দীন আল-বায়দায়ী, আনওয়ার আল তানযিল ওয়া আসরার আল-তাউইল (কায়রো, ১৩০৫/ ১৮৮৭), পৃ ৪৬, ২৪৭।

১০১। বুখারী, সহীহ্, ভলিউম ৩, পৃ—১১৪; সূত্র—আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯।

www.pathagar.com

অধ্যায় দুই

১। শব্দগতভাবে 'যুদ্ধ এলাকা আক্রমণকারী সৈন্যদল সম্পর্কীয় অধ্যায়।'

২। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত যে, যুদ্ধের আগে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান বাধ্যতামূলক। মালিকি ও হানাফী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে ইসলাম গ্রহণের জন্য দ্বিতীয়বার আহ্বান জানানো প্রশংসনীয়। অনুচ্ছেদ ১ দেখুন। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ পৃ ২—৩, সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল কবীর, সম্পাদনায় মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—৭৫—৮০। মবসুত, ভলিউম —১০, পৃ—৩০। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত এই রীতি যুদ্ধ ঘোষণা সম-পর্যায়ের (দেখুন, ডয়েট, ২০, ১০—১২, এবং ফিলিফসশন ইন্টারন্যাশনাল ল এন্ড কাস্টম অব এ্যানসিয়েন্ট গ্রীস এ্যান্ড রোমে, ভলিউম—১, পৃ ৯৬—৯৭) কিন্তু মুসলমানরা এটাকে গ্রহণ করে যেহেতু এর ভিত্তি কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'আর আমি কখনও শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না রসুল পাঠাই";(১৭ঃ১৫)। এবং মহানবী থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই একথা না বলা পর্যন্ত বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একথা যদি তারা বলে তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পত্তির ব্যাপারে তারা নিরাপদ থাকবে।" (বুখারী, সহীহ, ভলিউম-২, পৃ—২৩৬)। যুদ্ধকে আইনানুগ করার জন্য প্রাচীন রোমে কতিপয় আইন প্রচলিত ছিল যা 'জাস ফেটিয়েল' নামে অভিহিত। তেমনি ইসলামেও যুদ্ধকে আইনানুগ করা হয়েছে যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। শত্রুরা যদি অস্বীকার করে (বা তারা যদি কিতাবী হয় এবং ব্যক্তির উপর ধার্য কর দিতে অস্বীকার করে) তাহলে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা আইনানুগ হবে। দেখুন হামিদুল্লাহ, মুসলিম কনডাকট অব স্টেট, পৃ ১৯০-৯২; খাদ্দুরী, ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ৯৬-৯৮।

৩। আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ-১৯২, ১৯৪, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ-৩, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ৩০-৩১।

www.pathagar.com

৪। অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭ দেখুন। আবু ইউসুফ, কিতাব-আল খারাজ, পৃ—১৯৬ এবং কিতাব আল রা'দ, পৃ ১—১২, সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম–২, পৃ—২৫৪ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩২—৩৪। যা হোক, আল-আওযায়ী এবং শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, মহানবী যে নীতি অনুসরণ করতেন তা যুদ্ধের বন্টনের অনুকূল।

দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১২৯—৪০, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩০৩।

৫। অনুচ্ছেদ—৩৪ দেখুন। আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ—১৯৭ এবং কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৪। আওযায়ী, মালিক ও শাফেয়ীর মতামতের জন্য দেখুন তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১০২, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৩৪-৩৫।

৬। আবু ইউসুফ—কিতাব আল রা'দ, পৃ ১৩—১৬, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১০২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৩৪—৩৫।

৭। অনুচ্ছেদ ৪৬ দেখুন। সাধারণ অনুমতি প্রদান সম্পর্কীয় এক হাদীসের বলে আবু হানীফা সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি ব্যবহার করেন। আওযায়ী মালিক ও শাফেয়ীর মতামতের জন্য দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৯৯—১০১।

৮। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৩৫।

৯। অনুচ্ছেদ ৩৪, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৫ দেখুন।

১০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৩০।

১১। ঐ, পৃ—১৩১।

১২। আওযায়ী ও শাফেয়ীর মতামতের জন্য দেখুন, ঐ পৃ—১২৯—৩০।

১৩। ঐ, পৃ—১৩৩।

১৪। ঐ, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৬।

১৫। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৩৩।

www.pathagar.com

১৬। অন্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের জন্য দেখুন, ঐ পৃ ১৩১—৩৩।

১৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ ৮৮-৮৯; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১০৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৩৬-৩৭।

১৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৮৮—৮৯, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১১০, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৭।

১৯। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১১০।

২০। কুরআন—৫৯ ঃ ৫।

২১। তাবারী, পৃ—১০৭।

২২। সিরিয়া ও মিশরের বিজিত এলাকায় কৃষিভূমি বিশ্বাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় এবং দক্ষিণ ইরাকের ভূমি বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ ২৮-৩৯, ৩৯—৪১, শায়বানী, কিতাব আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৮৮, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৭, ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ—১৪৩।

২৩। উমরের ভূমি নীতির জন্য দেখুন আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ পৃ ৩৫—৩৯।

২৪। এই অধ্যায়টি শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর আচরণ সম্পর্কীয় সাধারণ শিরোনামে যথার্থভাবে পড়ে। তাই আরবী পান্ডুলিপি যেভাবে আছে, সেখান থেকে তথা দার-উল-ইসলাম ও দার উল-হরব-এর সম্পর্ক (অধ্যায়—৪) থেকে সরিয়ে এ অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৬, ২০২। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৭।

২৬। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৪৪।

২৭। ঐ, পৃ—১৪৪।

২৮। ঐ, পৃ ৪০, ১৪৪।

২৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ—৬৩ এবং তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৪০, ৪৩।

www.pathagar.com

৩০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৪০, ৪৩।

৩১। ঐ, পৃ—১৪৪, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৩ ; সারাকসী, মবসূত ভলিউম—১০, পৃ—৬৪।

৩২। মানজানিক থেকে উদ্বৃত্ত, অর্থ নিক্ষেপণ যন্ত্র।

৩৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯৪-৯৫; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ পৃ ৬—৭, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৫।

৩৪। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৫।

৩৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৬৫, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৭।

৩৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৭, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৪; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৫।

৩৭। আরবী পান্ডুলিপিতে উল্লেখিত দার-উল—ইসলাম ও দার-উল-হরব-এর মধ্যে সম্পর্ক (অধ্যায়—৪) থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৩৮। কতিপয় অপরাধের জন্য কুরআনে নির্দেশিত শাস্তি হলো হুদুদ (বহুবচন হদ) হুদুদ মামলা কেবলমাত্র উচ্চতর কর্তৃপক্ষই গ্রহণ করতে পারে। দেখুন, ল ইন দি মিডল ইস্ট, সম্পাদনা—খাদ্দুরী ও লেবিসনি (ওয়াশিংটন, ১৯৫৫), ভলিউম ১, পৃ- ২২৭—২৯।

৩৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ—৭; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩০২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৫।

৪০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ—৮০। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৫।

৪১। জেনা (ব্যভিচার)-এর মত কাদফ্ হলো ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্ক সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ।

৪২। সারকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৫।

৪৩। ঐ, পৃ—৭৫।

৪৪। ঐ, পৃ—৭৬। ভ্রমণকালীন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বদলে তিন ওয়াক্ত নামায পড়ার অনুমতি আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়াক্ত

www.pathagar.com

এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়াক্ত এক সাথে পড়ার অনুমতি আছে। এই দৃষ্টান্ত মনে হয়, এক সাথে দুই ওয়াক্ত নামায পড়ার সাথে শুক্রবারের জুম্মার নামাযও সংযুক্ত। দেখুন সারাকসী, কিতাব সারাহ আল সীয়ার আল কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৩, পৃ—২৫১—৫২।

৪৫। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৬।

৪৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রাদ, পৃ—৮৯; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৪; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৬।

৪৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৭।

৪৮। ঐ, পৃ—৭৭।

৪৯। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৯৩; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৭৭।

অধ্যায় তিন

১। শব্দগতভাবে—'এক-পঞ্চমাংশ ও যোদ্ধার অংশ এবং যারা অংশ পাওয়ার অধিকারী নয়'।

২। কুরআন, ৮ঃ ৪২।

৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ ২০-২১; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ৩০৩—৮; কাসানী, বাদা'ই আল সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ ১২৫—১২৬।

৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯; কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১৭; কিতাব আল-আছর, পৃ—১৭১, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৪১, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৫৮।

৫। অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিপক্ষে আবু হানীফা এই মত প্রকাশ করেন যে, একজন লোক যা গ্রহণ করে, তার বেশী তাকে ঘোড়া (বা অন্য যে কোন পশু) প্রদান করা উচিত নয়। দেখুন, আবু ইউসুফ,

www.pathagar.com

কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯, এবং কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪০। ঘোড় সওয়ারকে তিনটা অংশ প্রদান করার পক্ষপাতী ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামতের জন্য দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৮০—৮১; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—৭৪; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৪১—৪২।

৬। বীরধয়ান, "খারাপ জাতের বা নিকৃষ্ট ঘোড়া—জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অশ্ব"। দেখুন—এ্যারাবিক ইংলিশ লেক্সিকন, সম্পাদনা, ই, ডাব্লু, লেইন, (এডিন বার্গ, ১৮৬৩) ভলিউম—১, পৃ—১৮৬।

৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১৯; তাবারী-কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮২; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—২, পৃ ১৭৫—৮৩।

৮। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯ এবং কিতাব আল-আছর, পৃ—১৭১।

৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮, তাবারী-কিতাব ইখতিলাফ, পৃ - ৮১, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৫।

১০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৪২-৪৪।

১১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ পৃ—২২; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম -১০, পৃ—৪৪; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ - ২৮৫।

১২। ভূমিতে ঘোড়-সওয়ারের যে মর্যাদা, জাহাজেও সে একই মর্যাদা পাবে। কিয়াসের ভিত্তিতে আবু হানীফা তাই এই মত প্রকাশ করেন যে, সে যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে একই রকমের ক্ষতিপূরণ পাবে। দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম -১৩, পৃ—৪৪।

১৩। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ- ২৩। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৭৭।

১৪। আবু হানীফা উল্লেখ করেন যে, ইসলামী এলাকায় যুদ্ধলব্ধ মাল

www.pathagar.com

নিয়ে যাওয়ার পর তা নিরাপদ বলে গণ্য হবে এবং এটাই হলো নির্দেশক নীতি। যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করার পর যেহেতু যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেছে, সেহেতু তার অংশ উত্তরাধিকারীরা পাবে। দেখুন, শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯৩; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৪৪।

১৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ-৩৪, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৭০।

১৬। সেই ভৃত্যকে মুকাতাব বলা হয় যে তার প্রভুর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে যে, দফাওয়ারী ভাবে অর্থ দিয়ে সে তার স্বাধীনতা ক্রয় করবে। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৪৫; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ ২৭৫-৮৬।

১৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ২৯—৪০; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৩৫।

১৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ পৃ—৩৭; সারাকসী, মবসূত ভলিউম—১০, পৃ—৪৫; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৬।

১৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ পৃ—৪৪; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৪৩।

২০। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৪৫।

২১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪০; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮৩।

২২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৮৩; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৫।

২৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪২; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—৮, পৃ—৪৫।

২৪। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৪৬।

২৫। ঐ, পৃ—৪৬।

২৬। ঐ।

২৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪৩।

২৮। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ৪৬—৪৭।

www.pathagar.com

২৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ—৪৪।

৩০। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৪৭।

৩১। শব্দগতভাবে ঃ "সংগৃহীত যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ এবং অতিরিক্ত অংশ যার মালিক সমবেতভাবে (মুসলমানেরা)"। যোদ্ধাকে প্রদত্ত অতিরিক্ত বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী যুদ্ধলব্ধ অংশকে নফল বা অতিরিক্ত বলা হয়। এই শব্দের অর্থের জন্য দেখুন, সারাকসী, সারাহ কিতাব আল সীয়ার আল কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—২, পৃ ৫৯৩—৯৪; খাদ্দুরী, ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১২৩—২৪।

৩২। সালাব (অতিরিক্ত) বলতে বুঝায় যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা কর্তৃক বহনকৃত কাপড় ও অস্ত্র। দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৪১। মুতাররাজি, আল মাগরিব, ভলিউম—১, পৃ—২৫৮।

৩৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৪৫; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১১৬—১৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৪৭, সারাহ কিতাব আল সীয়ার আল কবীর, সম্পাদনায়, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—২, পৃ—৫৯৬।

৩৪। যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার পূর্বে লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেনাবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য অতিরিক্ত অংশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হতো। দেখুন, সারাকসী, সারাহ কিতাব আল সীয়ার আল কবীর, সম্পাদনা মুনাজ্জিদ, ভলিউম—২, পৃ—৫৯৪ এবং মবসুত, ভলিউম ১০. পৃ—৪৭।

৩৫। বুখারী, সহীহ, ভলিউম—২, পৃ ২৮৬-২৮৭, তাবারী, কিতাব, ইখতিলাফ, পৃ—১১৭, ১২৭—২৮; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩১৩, ইবনে সাল্লিম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ—৩০৯।

৩৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৪৬-৪৭।

৩৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ—৪৭; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৯৩; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫০।

৩৮। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৯৩—৯৪; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫০।

www.pathagar.com

৩৯। যে সব মহিলা ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করা হয়, তাদেরকে সাবি বলে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে তাদের বন্টন করে দেওয়া হয়। দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল আহকাম, পৃ—২৩২–৩৭।

৪০। সাবিরা মুসলমান সম্পত্তি বলে বিবেচিত হওয়ায় যোদ্ধা কর্তৃক তাদের দাসত্বমোচনের অনুমতি যেসব ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমর্থন করেন, আবু হানিফা তাদের সাথে একমত না হয়ে বলেন, দলের পক্ষে থেকে বিশেষ কোন যোদ্ধাকে এ ধরনের কাজ করার অনুমতি দেওয়া যায় না। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৬৩—৬৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫০।

৪১। উকর (বৈবাহিক দান) হলো ক্রীতদাসীর সাথে সংগম করার ক্ষতিপূরণ।

৪২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ পৃ ৪৯; সারাকসী, মবসুত ভলিউম ১০, পৃ—৫০। গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা মোচনের পূর্বে মহিলার সাথে একজন যোদ্ধা সংগম করায় কে পিতা তা অনিশ্চিত থেকে যায়। আবু ইউসুফ, কিতাব আল রা'দ, পৃ ৫০-৫১।

৪৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৫০।

৪৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ৫০—৫১।

৪৫। আ'রাফ (আরিফের বহুবচন বা দশজন ঘোড়সওয়ারের অফিসার) হলো একটা দল যার কর্তৃত্বে আছে দশজন ঘোড়সওয়ারের অফিসার।

৪৬। রায়া (পতাকা)। এক'শ জন লোকের একটি দলের একটি পতাকা থাকে।

৪৭। এই মত পোষণ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয়েছে বলে মনে হয় যে, বন্টন হওয়ার পর যুদ্ধলব্ধ মাল লাভ করে কোন দল সম্প্রদায় থেকে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করতে পারে। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫১।

৪৮। ঐ।

www.pathagar.com

৪৯। সাদৃশ্যমূলক ঘটনা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে একক বিবেচনা-মূলক মত। দেখুন, খাদ্দুরী, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, অধ্যায়—১৪।

৫০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৫৩।

৫১। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৬।

৫২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৫৫।

৫৩। গ্রেফতার না হয়েও একজন ইসলামী এলাকা এবং অপরজন যুদ্ধের এলাকায় অবস্থান তথা স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক থাকার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক চুক্তি বাতিল হতে পারে। এমনকি পৃথকভাবে অবস্থান করার সময় কম হলেও গৃহে স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্য বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ৫, পৃ ৫০—৫১।

৫৪। কুরআন ৪ঃ ২৫।

৫৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৫৪-৫৫; এবং কিতাব আল-আছর, পৃ—২৪০।

৫৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-আছর, পৃ—১৯৫; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৪।

৫৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৪; কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ৪, পৃ ৩৭৪—৭৭।

৫৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৫৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৫; তাহাভী, মুখতাছার পৃ—২৮৬।

৫৯। শায়বানী, আল-জামী আল-কবীর, পৃ—২২৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৬।

৬০। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ৫৬-৫৭; তাহাভী, মুখ-তাছার, পৃ—২৮৬।

৬১। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৮৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৭; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ ২৮৬—৮৭।

৬২। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৮৯; এবং আল-জামী আল-কবীর, পৃ—৩৬১।

৬৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৫৮।

www.pathagar.com

৬৪। আতিফ ও ফয়জুল্লাহ পাণ্ডুলিপিতে আছে, মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপিতে নেই।

৬৫। আরবী পাণ্ডুলিপিতে নেই।

৬৬। তদবির হলো এক ধরনের ব্যবস্থা যার সাহায্যে ক্রীতদাস মালিকের মৃত্যুর পরেই মুক্তি লাভ করে।

৬৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ৫৮-৫৯।

৬৮। কতিপয় আঘাতের শাস্তি হলো আরশ্।

৬৯। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ৫৯-৬০।

৭০। যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টন সম্পর্কীয় এই অনুচ্ছেদ অধ্যায় চার থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৭১। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭২।

৭২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৭৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৩।

৭৩। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৯২।

৭৪। তুরস্কে আদানার নিকটবর্তী আধুনিক মিসিস্।

৭৫। এখন তুরস্কে।

৭৬ সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৭১—৭৩।

৭৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৪; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৯২।

৭৮। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৯২।

৭৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৭৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৪।

৮০। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৪।

৮১। কুরআন ৯ঃ ৬০-৬১-এ সাদকার দানগ্রাহীদের (শুধুমাত্র মুসলমানদের কাছ থেকে গৃহীত কর) তালিকা দেওয়া আছে এবং কুরআন ৮ঃ ৪১-এ গণিমার দানগ্রাহীদের (যুদ্ধে শত্রুদের কাছ থেকে গৃহীত মাল) তালিকাও দেওয়া হয়েছে। আরও দেখুন, ঐ, পৃ ৭৪-৭৫।

www.pathagar.com

অধ্যায় চার

১। 'দার উল-ইসলাম' ও 'দার উল-হরব' শব্দ দুটি মুসলিম ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যথাক্রমে ইসলামী শাসনাধীন এলাকা এবং ইসলামী শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শায়বানী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে এই দুটো শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি 'আহল আল-হরব' (যুদ্ধের এলাকার লোক) এবং 'দার-উল-হরব' (যুদ্ধের এলাকা) শব্দ দুটি একটির বদলে অন্যটি ব্যবহার করেছেন বা 'দার-উল-ইসলাম' (ইসলামী এলাকা)-এর পরিবর্তে 'আহল আল-ইসলাম' বা শুধুমাত্র 'আল-দর' বা শুধু শত্রু এলাকা ব্যবহার করেছেন। দেখুন, অনুবাদকের ভূমিকায় 'বিশ্ব বিধানের ইসলামী মতবাদ' অনুচ্ছেদ এবং খাদ্দুরী-ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ—৫২—৫৩, ১৫৫—৫৭, ১৭০—৭১।

২। শব্দগতভাবে ঃ 'ইসলামী ও যুদ্ধের এলাকায় ক্রয় বিক্রয়।'

৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ৬০—১১।

৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২৬; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯৪। আওযায়ী ও শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, ক্রীতদাসী যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার সাথে তার প্রভু সংগম করতে পারে। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩৩৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯২, ১৯৩—৯৪।

৫। যে ক্রীতদাসী তার প্রভুর সংস্পর্শে সন্তান জন্মদান করেছে, তাকে 'উম-ওয়ালাদ' বলে। ক্রীতদাসীর সম্পত্তির আইনগত অধিকার তার প্রভুকে তার সাথে সংগম করার অধিকার প্রদান করে।

৬। মনিবের মৃত্যুর পর যে দাস মুক্তিলাভ করবে বলে ঘোষিত হয়, তাকে মুদাব্বার বলে।

৭। মুকাতাব বলতে বুঝায় সেই ভৃত্যকে যে দফাওয়ারীভাবে অর্থ প্রদান করে তার মুক্তির জন্য তার মালিকের সাথে দাসত্বমোচনের চুক্তি সম্পাদন করে।

৮। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৯০—৯১; সারাকসী, মবসুত ভলিউম—১০, পৃ—৬১। হানাফী মতবাদের সাথে মালিক সম্মত হলেও

www.pathagar.com

শাফেয়ী অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৮৯-৯০।

৯। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৯০-৯১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬১।

১০। ঐ।

১১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ৬১-৬২।

১২। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ৬১-৬২।

১৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২৬; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩৩৪।

১৪। আরবী পাণ্ডুলিপিতে নেই, এটা অতিরিক্ত।

১৫। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ ২৩৬-৩৭, ২৩৯; এবং মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬২।

১৬। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ।

১৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১২১-২২; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩৩২; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—৬২; কাসানী, বাদাই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৩৪।

১৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২১-২২; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৮৯।

১৯। সারাকসী, সারাহ আল-সীয়ার, ভলিউম—৪, পৃ ১-৫, ১০৭, ৩৬৯-৭৪; মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ৬২-৬৩।

২০। শব্দগতভাবে: 'ব্যবসায়ী হিসেবে একজন লোক দার উল-হরব-এ প্রবেশ করে তার ক্রীতদাসীকে চুরি করল বা তাকে বা অন্যকে অপহরণ করল বা তার সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করল।

২১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯৪।

২২। ব্যবসায়ী তাকে ক্রয় করলেও তা আবু হানীফার মতে আপত্তিকর। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২৬; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩৩৩।

www.pathagar.com

২৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১২৪-২৬; আওযায়ী ও শাফেয়ীর মতামতের জন্য শাফেয়ীর, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩৩২-৩৩ দেখুন। আরও দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৯২-৯৪।

২৪। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯৪।

২৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১২৬; শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯১; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর, (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ ২৩৬-৩৭, এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৬। আওযায়ী ও শাফেয়ীর মতবাদের জন্য, শাফেয়ী, উম ভলিউম—৭, পৃ—৩৩৪।

২৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১২৬-২৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৬; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১০৫-৬।

২৭। সারাকসী, মবসুত ভলিউম—১০, পৃ—৬৭।

২৮। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৭।

২৯। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম, ১০, পৃ—৬৮।

৩০। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৮।

৩১। যুদ্ধের এলাকার অবিশ্বাসী অধিবাসীকে হারবী বলে। দেখুন, আমার (খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ—১৬৩।

৩২। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ—২৩৮।

৩৩। ঐ, ভলিউম—২, পৃ—৩০০ এবং ভলিউম—৪, পৃ—২০৩।

অধ্যায় পাঁচ

১। দার উল ইসলাম ও দার উল হরব-এর মধ্যে যেহেতু স্বাভাবিক সম্পর্কই হলো যুদ্ধাবস্থা, সেইজন্য কেবলমাত্র শান্তি চুক্তির মাধ্যমেই শান্তি অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। নমনীয় মতামত (হানাফী ও শাফেয়ী)

www.pathagar.com

অনুযায়ী এই শান্তি অবস্থা দশ বছরের বেশী স্থায়ী হবে না। কত দিনের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন হয়েছে তা উল্লেখ করা না হলেও শান্তিচুক্তির কাল সাধারণত সাময়িক হয়। এই সময়ের মধ্যে ইসলামী এলাকার সাথে শত্রু এলাকার শত্রুতা সাময়িকভাবে বাতিল থাকে। এই শান্তিচুক্তির উদ্দেশ্য হলো কতিপয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০৭; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ—৬০; শাফেয়ী, উম, ভলিউম —৪, পৃ—১০৯; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৪।

২। কিতাবীদের (ইহুদী, খৃস্টান, সাবেইন প্রভৃতি) সাথে চুক্তি অন্যান্য শান্তিচুক্তি থেকে কিছুটা পৃথক ধরনের কারণ তারা স্থায়ীভাবে চুক্তিবদ্ধ বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। এজন্যই কিতাবীরা ইমামের স্বাভাবিক প্রজায় পরিণত হয় এবং তারা নমনীয় ধর্মীয় সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হয়। এইসব চুক্তিকে শাসনতান্ত্রিক দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। দেখুন, আমার (খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৭৭–৮২, ১৯৩–৯৬, ২১৩--১৫।

৩। যেসব কিতাবী মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হয়, তাদেরকে যিম্মী বলা হয়। এই শব্দ থেকে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে, কিতাবীরা ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দেখুন, আমার (খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ—১৭৬–৭৭।

৪। শুধুমাত্র ভূমি কর হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পূর্বে 'খারাজ' শব্দটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ভূমি কর বা ব্যক্তির উপর ধার্য কর —এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হতো।

৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২২; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৯৯; সারাকসী, ভলিউম—১০, পৃ—৭৭।

৬। উপরিভাগের ১০০ বর্গ কাসাবা বা ১৯৫২ বর্গ মিটারের সমান হলো এক জারিব। দেখুন, অধ্যায়—১০।

৭। গ্রীক শব্দ 'ড্রাসমা' থেকে ইরানে সাসানিয়ান এবং তার থেকে 'দিরহাম' শব্দের উৎপত্তি। দিরহাম হলো মুদ্রার রৌপ্য একক (মাওয়ার্দী,

www.pathagar.com

কিতাব আল-আহকাম. পৃ—২৬৭)। দেখুন, জি. সি, মাইলস, 'দিরহাম', ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভলিউম—২, পৃ ৩১৯-২০।

৮। শস্যের মাপ হলো কাফিজ। দেখুন, অধ্যায়—১০।

৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ—৩৬; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২১০-১১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৪।

১০। আবু ইউসুফ, কিতাব, আল খারাজ, পৃ—১২২। আইনের অপরাপর মতাদর্শের জন্য দেখুন তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০৮-১১।

১১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৭৯; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই ভলিউম—৭, পৃ—১১২।

১২। আতিফ পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত বক্তব্য আছে ঃ "তাদের মালিকরাও কোন কিছু প্রদান করতে বাধ্য নয়"—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, যিম্মীদের কিছু লোক দাস হিসেবে আছে।

১৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ—১২২; তাবারী, কিতাব, ইখতিলাফ, পৃ—২০৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭৯-৮০।

১৪। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০৭, সারাকসী. মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮০।

১৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২১৮।

১৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২২; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০৭। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮০।

১৭। তাবারী, কিতাব, ইখতিলাফ, পৃ—২১২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮১-৮২।

১৮। আবু ইউসুফ বলেন, "তারা যদি জিযিয়া প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে মারপিট করা বা সূর্যের নীচে অবস্থান করতে বলা উচিত নয়। ... ... বরং তা প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বন্দী করে রাখা উচিত।" (আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২৩।)

www.pathagar.com

১৯। আরবী পাণ্ডুলিপিতে নাই। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮২।

২০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৩২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮২।

২১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৩; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮২।

২২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৮৪-৮৫।

২৩। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৫-২৬, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮৩।

২৪। ঐ।

২৫। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৬; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—২০, পৃ—৮৩।

২৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৫৯-৬০; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৪; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮৩।

২৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৬২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—২০, পৃ—৮৩।

২৮। অবিশ্বাসী কর্তৃক জিযিয়া (ব্যক্তির উপর ধার্য কর) প্রদান অবমাননাকর,—এই ধারণা কুরআনের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ঃ "কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহ আখিরাতে ঈমান আনে না - - - - তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে জিযিয়া দেয়।" (৯ ঃ ২৯) দেখুন সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ: ৭৭—৭৮, ৮২-৮৩। প্রথম যুগে মুসলমানদের সাথে যিম্মীদের সম্পর্ক স্থাপন অবশ্য অবমাননাকর ছিল না। দেখুন আমার (খাদ্দুরী) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, অধ্যায়—১৭, সি. ডি. ডেনেট, কনভারসান এ্যান্ড দি পোল ট্যাক্স ইন আর্লি ইসলাম। (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুয়েট, ১৯৫০)।

২৯। যে সব ভূমির মূল মালিক মুসলমান হয়, তাদের ভূমিকে উশর ভুমি বলা হয়, যেমন, আরব উপদ্বীপে হয়েছিল বা মুসলমানদের বিজিত ভুমি এবং যা যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এ সব ভূমির উপর যে

www.pathagar.com

কর আরোপিত হয় তাকে 'উশর' অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ বলে। দেখুন, এ, ডারু, পোলিয়াক, 'ক্লাসিফিকেশান অব ল্যান্ডস ইন ইসলামিক ল এ্যান্ড ইটস, টেকনিক্যাল টার্মস, আমেরিকান জার্নাল অব সেমিটিক ল্যানগুয়েজেস এ্যান্ড লিটারেচারস, ভলিউম-৫৭ (১৯৪০) পৃ ৫০—৬২, লোকেগার্ড ইসলামিক ট্যাক্সেসান ইন দি ক্লাসিক পিরিয়ড (কোপেন হেগেন, ১৯৫০) অধ্যায়—৩।

৩০। আতিফ পান্ডুলিপি।

৩১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮৪।

৩২। মুসলমানরা যে কর প্রদান করে তাকে যাকাত বা সাদকা বলে অর্থাৎ যাকাত ও সাদকা শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২০৮-৯।

৩৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৬৯; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২২৬-২২৭।

৩৪। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ পৃ—২২৭।

৩৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২১, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৮।

৩৬। তাবারী, কিতাব, ইখতিলাফ, পৃ—২২৮।

৩৭। ঐ, পৃ—২২৭।

৩৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২১।

৩৯। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৮-২৯।

৪০। ঐ, পৃ—২২৬।

৪১। ঐ।

৪২। ঐ, পৃ—২২৮।

৪৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম, ১০, পৃ—৮৪।

৪৪। ঐ।

৪৫। 'খারাজ' শব্দটি জিযিয়ার সম অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮৪।

৪৬। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৪।

www.pathagar.com

৪৭। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২২৭।

৪৮। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর, (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ৪, পৃ—১১৫ এবং মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৪।

৪৯। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৫।

৫০। ঐ।

৫১। ঐ।

৫২। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম ৪, পৃ—২৩৯।

৫৩। ঐ, পৃ ৮৫, ৮৬।

৫৪। ঐ, পৃ—৮৬ ঃ তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২৪-২৫।

৫৫। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ৪, পৃ—২২৬ এবং মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৬।

৫৬। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৬।

৫৭। ঐ।

৫৮। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৭; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৬।

৫৯। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—১৭; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম ৪, পৃ—২ এবং মবসূত ভলিউম ১০, পৃ—৮৬।

৬০। আরবী পাণ্ডুলিপিতে নেই।

৬১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৭-১৯; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—৮৭।

৬২। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০।

৬৩। ঐ

৬৪। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ৪, পৃ ১২-২৪ এবং মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ৮৭-৮৮।

www.pathagar.com

অধ্যায় ছয়

১। দার উল-হরব-এর লোকেরা একক বা সমবেতভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু সে যদি বিশেষ অনুমতি তথা আমন (নিরাপত্তামূলক আচরণ) গ্রহণ করে দার-উল-ইসলামে পরিবার-পরিজন ও সম্পত্তিসহ ভ্রমণ বা নির্দিষ্ট কালের বসবাসের জন্য প্রবেশ করে তাহলে তাকে উৎপীড়ন করা যাবে না। দেখুন, খাদ্দুরী, ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, অধ্যায় ১৫; জুলিয়াস হেমচেক, ডের মুসতামিন, (বার্লিন, ১৯২০); এবং স্যাচট্, 'আমন' ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভলিউম—১, পৃ—৪২৯-৩০।

২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০৪; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৮; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৯২; সারাকসী, সীয়ার কিতাব আল সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ-২৮৬ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৯; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১০৭।

৩। তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৮; সারাকসী কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৪, ২৯৫ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৯; কাসানী, বাদাই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১০৭।

৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০২; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৮।

৫। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৯-৩০; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল কবীর, সম্পাদনা মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—২৫৩ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৯; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১০৬।

৬। সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার, আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ-২৫২, ২৫৩-৫৪ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৬৯-৭০; অনুচ্ছেদ ৫০ দেখুন।

www.pathagar.com

৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৬৮; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল কবীর সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—২৫৫। আওযায়ী ও শাফেয়ী, এই মত পোষণ করেন যে, যুদ্ধ করুক বা না করুক কোন ভৃত্য কর্তৃক আমন প্রদত্ত হলেও তা বৈধ। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩১৯।

৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০৫; এবং কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৬৮; কাসানী, বাদাই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১০৬।

৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২০৪; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৩০; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর, সম্পাদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—২৫৭ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭০। এই ব্যাপারে অন্যান্যরাও হানাফী মতবাদের সাথে একমত পোষণ করেন। দেখুন, শাফেয়ী, উম ভলিউম—৪, পৃ—১৯৬।

১০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—৬৮-৬৯; সারাকসী, সারাহ কিতাব আল সীয়ার আল-কবীর, সম্পদনা, মুনাজ্জিদ, ভলিউম—১, পৃ—২৫৬ এবং মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৭০-৭১।

১১। দার উল-হরব-এর কোন মুসলমান হোক বা দার উল-ইসলাম এর কোন অমুসলমান হোক না কেন, মুসতামিন হলো সেই ব্যক্তি যে আমনের সুবিধা ভোগ কর।

১২। শায়বানী, আল-জামী আল সগীর, পৃ—৮৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—৮৯-৯০।

১৩। আবু হানীফার মতের উপর ভিত্তি করে এটা স্বীর কৃত হয়েগছে যে, দার-উল-হরবের মুসলমানদের উপর মুসলিম শাসন বা দার-উল-হরবে গৃহীত সিদ্ধান্ত দার-উল-ইসলামে প্রবেশকারীদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬২-৬৩। আওযায়ী ও শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, মুসলমানেরা যেখানেই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন তাদের উপর বাধ্যতামূলক। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৬২-৬৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬১।

www.pathagar.com

১৪। শায়বানী, আল-জামী আল সগীর, পৃঃ-৮৯ ; তাহাভী, মুখতাছার পৃঃ—২৯১ ; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃঃ- ৯০।

১৫। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৭ ; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃঃ—১৮৮ ; সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃঃ—৯০।

১৬। শায়বানী, আল-জামী, পৃঃ—৮৯ ; সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম ১০ পৃঃ—৯০।

১৭। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৯ ; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃঃ—৯০।

১৮। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃঃ—৯১ ; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৯-৫০ ; সারাকসী, মবসুত ভলিউম ১০, পৃঃ—৯৪।

১৯। অনুচ্ছেদ ৬৪৮ দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৭ ; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃঃ—৯৪।

২০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৭।

২১। এ ব্যাপারে হানাফী মতাদর্শের সাথে অন্যান্যরাও একমত পোষণ করেন। দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ ; পৃঃ—৪৮।

২২। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৭-৪৮ ; সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃঃ—৯৪৯৫।

২৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃঃ—৯৫।

২৪। ঐ

২৫। পাদটীকা ১৩নং দেখুন এবং সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম ৪, পৃঃ—৩৩, ৩৯-৪০।

২৬। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৫৮।

২৭। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃঃ—৯১ ; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৪৯-৫০।

২৮। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃঃ—৫২।

২৯। ঐ।

৩০। ঐ, পৃঃ—৫২-৫৩।

৩১। ইসতিহসান।

www.pathagar.com

৩২। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ; পৃ—৫৩-৫৪।

৩৩। ঐ, পৃ—৫৪।

৩৪। ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ইত্যাদি ধরনের ভারবাহী পশুর ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে 'কুরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। দেখুন, মুতাররাজি, আল-মাগরিব, ভলিউম ২, পৃ—৬৮।

৩৫। এই ব্যাপারে হানাফী মতাদর্শের সাথে অন্যান্যরাও একমত পোষণ করেন। দেখুন, আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৮; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫১; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৩, পৃ—১৭৭-৭৮; ২৭৩-৭৪।

৩৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৮, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫০।

৩৭। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫১।

৩৮। ঐ।

৩৯। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯১; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫২।

৪০। আবু ইউসুফ ইমামকে আরও উপদেশ দিয়ে বলেছেন যেন তিনি সীমান্ত রক্ষী মোতায়েন করেন এবং দার-উল-হরব-এ গমনরত মুসলমানদের পরীক্ষা ও তাদের অস্ত্র, ভৃত্য ও অন্যান্য বেআইনী কারবার বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৯০।

৪১। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৪৪-৪৫।

৪২। আতিফ পান্ডুলিপি।

৪৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৭-৮৮, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৩৩।

৪৪। তাদেরকে মুসতামিন হিসেবে গণ্য করার জন্য আওযায়ী ও শাফেয়ী মত প্রকাশ করেন। দেখুন, আবু ইউসুফ কিতাব আল-রাদ, পৃ—৬৩-৬৪; শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৭, পৃ—৩১৭; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৪৩।

www.pathagar.com

৪৫। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯০; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬২।

৪৬। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—১০।

৪৭। ঐ।

৪৮। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬২।

৪৯। ঐ, আওযায়ী ও শাফেয়ী এই ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐ, পৃ—৬০-৬১।

৫০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ পৃ—১৮৯; তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫৬, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫৪—৫৫ পুস্তকে আওযায়ী ও শাফেয়ী।

৫১। আবু ইউসুফ—কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৯; তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ-৫৬।

৫২। ঐ।

৫৩। হানাফী মতাদর্শ বর্ণনা করে আবু ইউসুফ বলেন যে, দার উল-ইসলাম-এ প্রবেশকারী মুসতামিনকে যিম্মী হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয় (আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৯)।

৫৪। ঐ, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫৬, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৫৪—৫৫ পুস্তকে আওযায়ী ও শাফেয়ী।

৫৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮৮-৮৯।

৫৬। ঐ, পৃ—১৩৩।

৫৭। ঐ, পৃ—১৩৩-৩৫।

৫৮। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ—৬৭।

৫৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৩৩।

৬০। ঐ, পৃ—১৩৫।

৬১। আবু ইউসুফ কিতাব আল-আছর, পৃ—১৯৫।

৬২। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ. ৫৭—৫৮; শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৪, পৃ—১৯১।

www.pathagar.com

৬৩। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ,পৃ—৫৮।

৬৪। ঐ।

৬৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৯৮ -৯৯।

৬৬। আওযায়ী ও শাফেয়ী মত পোষণ করেন যে, অপেক্ষাকাল (ইদ্দত) অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মহিলা বৈধ হবে না। দেখুন, শাফেয়ী উম, ভলিউম, ৭ পৃ—৩২৬।

৬৭। হানাফী মতাদর্শ অনুযায়ী তাকে বিবাহের পূর্বেই সন্তান প্রসব করতে হবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শাফেয়ীর মতে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে সন্তানসম্ভবা মুক্ত বলে প্রমাণিত হবে। শাফেয়ী. উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৬।

৬৮। আবু ইউসুফ কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৯৯—১০০। আওযায়ী ও শাফেয়ী মত পোষণ করেন যে, ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সে পুনরায় বিবাহের জন্য বৈধ হবে না। শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৭, পৃ ৩২৬-২৭।

৬৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৯৯—১০০; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৭।

৭০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১০০-২, তাহাভী, মুখ-তাছার, পৃ—২৮৯।

৭১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ. পৃ—১০৩, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৭।

৭২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১০৩, শাফেয়ী, উম, ভলিউম,—৭, পৃ—৩২৮।

৭৩। স্ত্রীর সাথে সংগম করা থেকে বিরত থাকার জন্য স্বামীর প্রতিজ্ঞা। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২০৭। কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৩, —পৃ—১৭০।

৭৪। স্বামী যদি স্ত্রীকে এই বলে বর্জন করেঃ "তুমি আমার কাছে স্পর্শযোগ্য নও, যেমন আমার মায়ের পশ্চাৎ (অর্থাৎ দেহ) আমার কাছে স্পর্শযোগ্য নয়"। দেখুন, কুরআন ৫৮ঃ৩-৪; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২১২; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম-৩, পৃ—২২৯।

www.pathagar.com

৭৫। শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হোক বা না হোক স্বামী মুসলমান হলেও (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও) বিবাহ বৈধ থাকবে। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম, ৪, পৃ—১৮৫।

৭৬। ঐ।

৭৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ১০৩—৭; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৮।

৭৮। কুরআন ২ ঃ ২৩০।

৭৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১০৩; আওযায়ী ও শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, কেবলমাত্র পঞ্চম (বা তারও বেশী) স্ত্রীকে অবশ্যই তালাক দিতে হবে। দেখুন, শাফেয়ী. উম, ভলিউম ৭, পৃ—৩২৮।

৮০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১০৫, শায়েফী, উম, ভলিউম —৪, পৃ—১৮৭।

৮১। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—৩, পৃ—৫৫; তাহাভী, মুখতাছার পৃ- ১৮০।

৮২। আরবী পান্ডুলিপিতে, ফরজ (স্ত্রীযোনিদ্বার)। সাধারণ অর্থ হলো এই যে, মহিলা যখন উলঙ্গ থাকে তখন লোকটি যদি তার গুপ্ত অঙ্গ দেখে। দেখুন শাফেয়ী রিসালাত পৃ—৩৪৯, ২৫১-৩৫০ (খাদ্দুরীর অনুবাদ, পৃ ১৭৬-৭৭)।

৮৩। তাহাভী, মুখতাছার. পৃ ১৭৮-৮২।

৮৪। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯২।

৮৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১১৬; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৮১।

৮৬। কুরআন ৫ ঃ ৮।

৮৭। সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—১, পৃ ১০১—৮।

৮৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১১৬. শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ ১৮৬—৮৭।

৮৯। শাফেয়ী, উম, ভলিউম, ৪ পৃ—১৮৩।

www.pathagar.com

৯০। শায়বানী, আল-জামী আল সগীর, পৃ—৯১।

৯১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১০৭। আওযায়ী ও শাফেয়ী অভিমত পোষণ করেন যে, সব সম্পত্তি ও ভৃত্য মুসলমানের অধিকারে থাকবে। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—৩২৯।

৯২। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৭, পৃ—২৩৯।

৯৩। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—৬২।

৯৪। 'একইভাবে' বাদ দেওয়া হয়েছে।

৯৫। পাদটীকা ৬নং দেখুন।

৯৬। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ৬২–৬৩।

৯৭। শায়বানী, আল-জামী আল-সগীর, পৃ—৯০।

অধ্যায় সাত

১। শব্দগত অর্থে ঃ "ইসলাম ধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয় আইন"।

২। শব্দগত অর্থে ঃ ইরতাদা অর্থ প্রত্যাবৃত কিন্তু বৈধভাবে তা মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য। যারা বহুত্ববাদে ফিরে এসেছে বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেছে। দেখুন বাগদাদী, কিতাব উমূল আল-দীন (ইস্তাম্বুল, ১৯২৮), ভলিউম—১, পৃ ৩২৮-৩২৯; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৬, পৃ—১৪৫; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই ভলিউম ৭, পৃ—১৩৪; স্যামুয়েল জিউমার, ল অব এ্যাপোসটেসি ইন ইসলাম (লণ্ডন, ১৯২৪), অধ্যায়—২; খাদ্দুরী, ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম। পৃ ১৪৯-৫২।

৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৭৯-১৮০, সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ৪, পৃ—১৬২; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ ১৩৪-১৩৫। মালিক ও শাফেয়ী অবশ্য এই মত পোষণ করেন যে, স্বধর্মত্যাগীকে হত্যার আগে তিন দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া উচিত, যেন তারা অনুতপ্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

দেখুন, মালিক, মুয়াত্তা, ভলিউম—২, পৃ—৭০৭; শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৪৫, ১৫৬-৫৭।

৪। স্বধর্ম ত্যাগের জন্য শাস্তি যে হত্যা, এ ধরনের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ কুরআনে নেই (দেখুন, কুরআন ২ঃ২১৪; ৫ঃ৫৯; ১৬ঃ১০৮), মাত্র এক স্থানে এ ধরনের নির্দেশ আছে- "অবশ্য অপর কতক লোক এমনও পাবে যারা তোমাদের নিকট থেকে নিরাপদ হতে চায় আর নিজেদের লোক হতেও নিরাপদ হতে চায় ... ... তারা যদি তোমাদের সাথে শান্তি বজায় না রাখে... তবে তাদের যেখানে পাও কতল কর..."। (কুরআন ৪ঃ৯০)- এই নির্দেশ সম্ভবত তাদের উপরই প্রযোজ্য যারা ইসলাম ত্যাগ করে ইসলামের বিরোধিতা করে—শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্যই এই নির্দেশ নয়। হুদায়বিয়া সন্ধির ক্ষেত্রে মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহীত ব্যবস্থা থেকে দেখা যায়, তার যে সব অনুসারী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে বহুত্ববাদীদের সাথে যোগ দিতে চায়, তাদেরকে তা করার অনুমতি দেওয়া হয়। (দেখুন, ইবনে হিশাম, কিতাব সিরাত রসূলুল্লাহ, ভলিউম—২, পৃ ৭৪৭-৪৮ (গুইলিয়ামের অনুবাদ, পৃ—৫০৪)। যা হোক, পরবর্তীকালে স্বধর্মত্যাগীদের হত্যা করা সম্পর্কে মহানবীর হাদীস আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলী বিন আবি তালিব, আবদুল্লাহ বিন মাসুদ এবং মুয়াদ বিন জাবাল-এর বরাতের হাদীসের জন্য দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৭৯; অন্যান্য সূত্রের বরাত দিয়ে হাদীসের জন্য দেখুন. আবু দাউদ, সুনান, ভলিউম ২, পৃ—৮৪৮।

৫। কুরআন ৪ঃ ১২-১৫।

৬। আবু ইউসুফ এ ধরনের কার্যব্যবস্থা খলীফা উমরের উপর আরোপ করেছেন। কিন্তু সারাকসী শায়বানীকে অনুসরণ করেছেন, দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১১১-১২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০০; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৩৮। শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, স্বধর্মত্যাগীর সম্পত্তি বিনাযুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে এবং হাদীস অনুযায়ী সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে চলে যাবে। হাদীসটি হলো

www.pathagar.com

এই যে, একজন বিশ্বাসী কোন অবিশ্বাসীর বা কোন অবিশ্বাসী কোন বিশ্বাসীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারবে না। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ ১৫১-৫২।

৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১১১; সারাকসী, কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম ১০, পৃ—১০০; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৩৮।

৮। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১০১।

৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮১; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৫৮; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭; পৃ—১৩৮। শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, স্বধর্মত্যাগীর চূড়ান্ত অবস্থা অর্থাৎ সে যুদ্ধের এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছে কিনা বা ইসলামী এলাকায় ফিরে এসে অনুতপ্ত হয়েছে কি না তা না জানা পর্যন্ত তার সম্পত্তি যিম্মায় রাখতে হবে। যদি সে যুদ্ধের এলাকায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার সম্পত্তি বিনাযুদ্ধে অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে; সে যদি ইসলামী এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে অনুতপ্ত হয় তাহলে তার সম্পত্তি তাকে ফেরত দিতে হবে। দেখুন, শাফেয়ী উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৫১।

১০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৩।

১১। এর ভিত্তিতে এই কথা বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দানপত্র বৈধ এবং তা ঋণের চেয়ে অগ্রাধিকার থাকবে। প্রভুর মৃত্যুর পর উমওয়ালাদ ও মুদাবারাগণ স্বাধীন হয়ে যাবে। দানপত্রের জন্যেই তাদের এই দাসত্বমোচন ঘটবে।

১২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৮১-১৮২; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ ১৩৮-৩৯; শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৫১।

১৩। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৫৮। দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে শাফেয়ী নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন তবে তা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৫৪।

www.pathagar.com

১৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮১; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৫৮।

১৫। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৩।

১৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৩।

১৭। পাণ্ডুলিপিতে আছে 'হ্যা', কারণ প্রশ্নে যে নেতিবাচক উত্তর দেওয়া আছে তা অনুমোদন করার জন্য এ ধরনের শব্দ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮১।

১৮। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—১০৩।

১৯। আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ ১০৩-৪।

২০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮২; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—১০৪।

২১। স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি যে সব কাজ করবে, তার সবই যে বৈধ হবে এমন কোন কথা নাই, অনুচ্ছেদ ১০০৩-এ উল্লেখিত আদান-প্রদান, দাসত্ব-মোচন ও দান অবৈধ। কিন্তু কোন দাসীর সাথে সংগম করার ফলে যদি সন্তান প্রসব হয় তাহলে সেই সন্তানের মালিক হবে তার পিতা আর দাসী হবে উমওয়ালাদ। দেখুন সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ৬, পৃ—১০৪; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই ভলিউম–৭, পৃ ১৩৮-৩৯। শাফেয়ী, উম, ভলিউম —৬, পৃ—১৫৫।

২২। সারাকসী মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৪।

২৩। ঐ. পৃ—১৬৪; শাফেয়ী, উম, ভলিউম–৬, পৃ–১৫৩।

২৪। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৬।

২৫। নিয়মানুযায়ী পিতা পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তবে পিতা যদি স্বধর্মত্যাগ করে তাহলে এই অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে।

২৬। মৃত্যু হতে পারে, এমন অসুস্থ অবস্থার সময় কোন বৈধ কাজ বাতিল হয়। তাহাভী. মুখতাছার, পৃ—২৬১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৬-৭।

www.pathagar.com

২৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১১৫; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৩৫।

২৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ—১১৬; শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৫৫।

২৯। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৬, পৃ—১৫৫।

৩০। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৬; কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৩৬

৩১। অপরাধীর গোত্রের সদস্যবর্গকে আকিলা বলে এবং তারা রক্তপণ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকে।

৩২। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১।

৩৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৭। শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ—১৫৩।

৩৪। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৭।

৩৫। ঐ, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৬, পৃ—১৫৪।

৩৬। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৭-৮; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই ভলিউম—৭, পৃ—১৩৭।

৩৭। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১০৮; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৬, পৃ—১৫৪।

৩৮। শব্দগত অর্থ 'ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত মহিলা।

৩৯ আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৭৯—৮০; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম—৪, পৃ—১৬২; বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৩৪।

৪০। শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, কোন স্বধর্মত্যাগী মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম পুনরায় গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৬, পৃ ১৫০—৬১।

৪১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৮০—৮১; কিতাব আল-আছর, পৃ—১৬১।

৪২। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ১০৮-১০; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৩৪।

www.pathagar.com

৪৩। কুরআন ৪ ঃ ১২-১৫।

৪৪। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—১১২, শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৬, পৃ ১৬১—৬২।

৪৫। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ ১১২-১৩।

৪৬। পুরুষ ও মহিলা ভৃত্যদের সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, সারাকসী মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ১১৪-১৬; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম —৭, পৃ—১৩৫।

৪৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১৮২-৮৩; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১; সারাকসী, কিতাব সারাহ আল সগীর আল কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ ১৯০-৯২; কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই ভলিউম—৭, পৃ—১৩৭।

৪৮। দেখুন আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১৮২; শাফেয়ী, ভলিউম—৪, পৃ—২০৩; তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১, সারাকসী, কিতাব সারাহ, আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ ১৯৪-২০৫।

৪৯। অনুচ্ছেদ ১১৬৫ দেখুন।

৫০। দেখুন, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ১১৯-২০; কাসানী, বাদা-ই আল-সানাই, ভলিউম, ৭, পৃ—১৩৭।

৫১। মুরাদ মুল্লা পাণ্ডুলিপিতে আছে নুহু। কিন্তু আতিফ ও ফয়জুল্লাহ পাণ্ডুলিপিতে বিবি হাওয়ার কথা আছে।

৫২। দেখুন, তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৬১; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ১১৬-১৭।

৫৩। দেখুন, সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম—৪, পৃ ১৬৪—৭৯।

৫৪। যুদ্ধের এলাকার মত এটা একটা পৃথক এলাকার মর্যাদা লাভ করে।

৫৫। দেখুন সারাকসী, কিতাব সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ) ভলিউম—৪, পৃ ১৯২—৯৪; এবং মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ ১১৭-১৯।

www.pathagar.com

৫৬। আরবী পাণ্ডুলিপিতে আছে 'অন্যান্য মুসলমানদের মত'— এটা ভুল।

৫৭। অর্থাৎ যে কোন দেশের কিতাবীদের মত।

৫৮। দেখুন, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ ১১৯--২০।

৫৯। ঐ, পৃ ১২১—২২।

৬০। তাহাভী, মুখতাছার, পৃ—২৫৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ— ১২৩, কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম- ৭, পৃ—১০৪।

৬১। কুরআন ৪ঃ ১২—১৫।

৬২। শাফেয়ী, উম, ভলিউম- ৬, পৃ—১৪৮, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১২৩।

অধ্যায় আট

১। যিনি 'সত্য' (আল আদল) বা সাধারণভাবে গৃহীত সত্য থেকে বিচ্যুত হন এবং গোড়া নয় এমন ধর্মমত অনুসরণ করেন, তিনি বগী বা দলত্যাগকারীর সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। দলত্যাগী বা ভিন্ন মতাবলম্বীরা যদি ইমামের কর্তৃত্ব অস্বীকার না করে তাহলে ইসলামী এলাকায় তাদের বসবাসের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তারা যদি ইমামের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে এবং তাদেরকে হত্যা করা যাবে। যারা অস্ত্রের সাহায্যে খলীফা আলী বিন আবি তালিব এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (খারেজী বলে কথিত), তাদেরকে আল-নাহারাওয়ান (৩৬/৬৫৮) যুদ্ধে নির্মূল করে দেওয়া হয়। তাদের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, আবু আল-হাসান আল-আশা'রী, মাকালাত, আল-ইসলামীন, সম্পাদনা, এম. মুহি-আল দীন, আবদ আল-হামীদ (কায়রো, ১৯৫০), ভলিউম—১, পৃ ১৫৬—৯৬; আবু আল-ফাত্‌হ আল-শাহ-রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল, সম্পাদনা, আহমদ ফাহমী মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(কায়রো, ১৯৪৮), ভলিউম—১, পৃ ১৭০—৯৬; ইবনে হাজম—আল-ফস্ল ফি আল-মিলাল ওয়া আল-আহ্ওয়া ওয়া আল-নিহাল, সম্পাদনা, আবদ আল-রহমান খলীফা (কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮), ভলিউম—৩, পৃ ১১৯-২৬; জে, ওয়েলহাউসেন, ডাই রিলিজিওস-পলিটিসসেন অপোজিসন পারটিইয়েম ইম অলটেন ইসলাম (গোটিনজেন, ১৯০১) এবং দি এ্যারাব কিংডম এ্যান্ড ইটস্ ফল (কলকাতা, ১৯২৭)।

২। তাবারী এই নামকে কাছির বিন বাহজাল-হাদরামি বলে উল্লেখ করেছেন, দেখুন তাবারী, তারিখ আল-রসুল ওয়া আল-মুলক, সম্পাদনা, এম. আবু আল-ফজল ইবরাহিম, (কায়রো, ১৯৫৩), ভলিউম—৫, পৃ—৭৩।

৩। ইংরেজী বাগধারায় বারনোস বা বারনৌউস অর্থাৎ বড় ঘড়ির উপর ঢাকনা।

৪। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ও আলীর বিবাদ মীমাংসার জন্য আলী সালিসি গ্রহণ করায় অর্থাৎ সিফফিন যুদ্ধের (৩৭/৬৫৮) পর আলী পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতে অস্বীকার করায় তাকে দোষারোপ করে এই বক্তব্য প্রদান করা হয়।

৫। তাবারী, তারিখ আল-রসুল, ভলিউম—৫, পৃ—৭৩-৭৪, শাফেয়ী, উম, ভলিউম, ৪, পৃ—১৩৬; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—৯৬; সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৪-২৫।

৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২১৪-২১৫; সারাক্সী, মবসুত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৬। বিদ্রোহীরা যদি অনুগত থাকতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নীতি কুরআনের আয়াতের ওপর ভিত্তিশীল। কুরআনের এই আয়াত হলো ঃ “আর যদি মোমেনদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস করে দাও, কিন্তু যদি তাদের একটি অপরটির বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে, তবে যে অন্যায় করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে. অতঃপর] সে দল যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায় মত আপোষ করে দাও ও ন্যায় বিচার

www.pathagar.com

কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারিগণকে ভালবাসেন" (৪৯ : ৯)। কুরআনের এই নির্দেশ মুতাবিক বিদ্রোহীদের আক্রমণ করার এবং তাদেরকে অনুগত হওয়ার আহবান জানানোর জন্যে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরামর্শ দিয়েছেন। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩৩-৩৪।

৭। ন্যায়বিচার বা সত্যের দল হলো 'আহল আল-আদল' অর্থাৎ অনুগত বাহিনী (দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—৯৬)।

৮। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৬। শাফেয়ী অবশ্য এই মত পোষণ করেন যে, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা কুরআনের নির্দেশ ও খলীফা আলীর দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তিশীল। হানাফী মত তথা যারা অন্যকে সমর্থন করেছে, শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে—এই মতের সাথে তাই তিনি একমত নন। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম, ৪, পৃ ১৩৭, ১৪২-৪৩।

৯। সারাকসী, মবসূত ভলিউম—১০, পৃ—১২৬-২৭। শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদের হত্যা করার চেয়ে তাদের সম্পত্তি ও অস্ত্র অধিকার করা অধিকতর উত্তম। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৪৩-৪৪।

১০। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩।৯

১১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২১৪, শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩৭-৩৮, সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৭; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪১।

১২। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৭; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই আল-মানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৪১।

১৩। 'একইভাবে' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৪। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৪৩-৪৪।

১৫। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৭।

১৬। ঐ।

১৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২১৫; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৭-২৮।

www.pathagar.com

১৮। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ— ১২৭-২৮। শাফেয়ী উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩৮।

১৯। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৮।

২০। ‘আল-আদল’ অর্থাৎ ‘সঠিক পথ’ বা সত্য।

২১। আবূ ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২১৪; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩৩; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪০।

২২। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৮; কাসানী, বাদা-ই আল-সানাই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪০।

২৩। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২০-২৯; কাসানী, বাদা-ই আল-সানাই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪১; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ৯৭—৯৯।

২৪। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৪০; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—৯৯; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৯।

২৫। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৯।

২৬। ‘একইভাবে’ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৭। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম ১০, পৃ—১৩০।

২৮। অনুচ্ছেদ ১৩৩৭ দেখুন। মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ৯৯-১০০।

২৯। আরবী পান্ডুলিপিতে ‘এটা নয়’—ভুল। দেখুন সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১২৭।

৩০। কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪১।

৩১। সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১৩০, কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪১।

৩২। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৩৯; সারাকসী, মবসূত ভলিউম—১০, পৃ—১৩০; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম—৭, পৃ—১৪২।

৩৩। শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ—১৪০; সারাকসী, মবসূত, ভলিউম—১০, পৃ—১৩০।

www.pathagar.com

৩৪। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ ১৩০–৩১; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম–৭, পৃ–১৪১।

৩৫। শাফেয়ী, উম ভলিউম–৪, পৃ–১৪০, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ ১৩০–৩১; মাওয়াদী, কিতাব আল-আহকাম পৃ ৯৯–১০১।

৩৬। আরবী পাণ্ডুলিপিতে আছে "এবং তাদের মৃতদেহ"।

৩৭। আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ–২১৪, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ–১৩১। শাফেয়ী অবশ্য মত প্রকাশ করেন যে, তারা জানাযার নামায পাওয়ার অধিকারী এবং তাদেরকে কবর দিতে হবে। দেখুন, শাফেয়ী, উম, ভলিউম–৪, পৃ ১৪০–৪১।

৩৮। শাফেয়ী, উম, ভলিউম–৪, পৃ–১৪১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ ১৩১–৩২।

৩৯। শব্দগত অর্থ ঃ "যুদ্ধের জনগণের মধ্যে"।

৪০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ–২১৪; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ–১৩২।

৪১। শাফেয়ী, উম, ভলিউম–৪, পৃ–১৪১; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ–১৩২।

৪২। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ ১৩২–৩৩, কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম–৭, পৃ–১৪১।

৪৩। আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ–২১৫।

৪৪। শাফেয়ী, উম, ভলিউম, ৪ পৃ–১৪১, সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ–১৩৩।

৪৫। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম–১০, পৃ–১৩৩।

৪৬। ঐ, পৃ ১৩৩–৩৪ এবং অনুচ্ছেদ ৫০।

৪৭। শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৪, পৃ ১৩৮–৩৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ১৩৩–৩৪।

৪৮। শাফেয়ী, উম, ভলিউম ৪, পৃ ১৩৮–৩৯; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ১৩৩–৩৪।

www.pathagar.com

৪৯। 'মুতাওয়াল্লী' ব্যক্তি একটা মতাদর্শের ওপর নিজের মত বা ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন। দেখুন, শরীফ আলী আল-জুরজানী, কিতাব আল-তারিফাত, সম্পাদনা, জি, ফ্লুজেল (লিপজিগ, ১৮৪৫), পৃ ২০৬—৭, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ১০১—২।

৫০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রা'দ, পৃ ৭৬—৭৮; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০ পৃ—১৩৪।

৫১। আরও স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য বাক্যের গঠন কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫২। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ ১৩৪—৩৫ কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৪১।

৫৩। সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—১৩৫; কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৪২; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ১০২—৭।

৫৪। এই অংশে যে সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ রয়েছে সারাকসী, মবসুত, পৃ ১৩৫-৩৬ ও কাসানী-বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১৪২।

৫৫। আতিফ ও ফয়জুল্লাহ্‌র পান্ডুলিপি দেখুন।

৫৬। 'একইভাবে' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫৭। পাদটীকা ৪৬ দেখুন।

অধ্যায় নয়

১। শব্দগত অর্থ ঃ "কিতাব আল-সীয়ার পুস্তকের সাথে মুহাম্মদ (বিন আল-হাসান) অতিরিক্ত হিসাবে যা যুক্ত করেছেন।" অধ্যায় ২-৪-এ হানাফী মতাদর্শের যে সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে, এই অধ্যায় হলো সেই অংশের প্রধান অংশ এবং এর ওপর শায়বানী কতিপয় সম্ভাব্য পরিস্থিতি

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেছেন। পূর্বের অধ্যায়ে যে সব ব্যাখ্যামূলক টীকা দেওয়া হয়েছে, তা পুনরায় বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

২। 'তিনি বললেন' কথা কয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩। 'তিনি বললেন' কথা কয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪। কুরআন ১৬ঃ৮ঃ "আর ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাদিগকে (পয়দা করেছেন) যাতে তোমরা তাদের উপর চড়বে...।" আরও দেখুন—৫৯ঃ৬।

৫। 'তিনি বললেন' কথা কয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৬। কুরআন ৪ঃ১২-১৫।

অধ্যায় দশ

১। এই পুস্তকের এক বিরাট অংশ তাবারী কর্তৃক আক্ষরিকভাবে পুনঃ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ. ২২৫-২৫, ২২৬-২৭, ২২৮-২৯, ২৩২, ২৩৬, ২৩৮, ২৪০-২৪১।

২। অনেক প্রাচীন লেখক নির্দিষ্টভাবে 'খারাজ' শব্দটি ভূমিকর বা খাজনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। ইসলামী শাসনের প্রথম দিকে শব্দটি ব্যাপক অর্থে কর বা করারোপ সম্পর্কে ব্যবহৃত হতো। বর্তমান মূল গ্রন্থাংশে শায়বানী শব্দটিকে দ্বিবিধ অর্থে তথা খাজনা ও ব্যক্তির ওপর ধার্য কর (জিযিয়া) অর্থে ব্যবহার করেছেন। খারাজ ও জিযিয়ার অর্থ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন আমার (খাদ্দুরি) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ. ১৮৭-৯৩; ডেনেট, কনভারসান এ্যান্ড পোল ট্যাক্স ইন আর্লি ইসলাম; লোকেগার্ড, ইসলামিক ট্যাক্সেশন ইন দি ক্লাসিক পিরিয়ড।

৩।আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ.—২৮; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ (কায়রো, ১৩৪৭/১৯২৮), পৃ.—২২; ইবনে সাল্লিম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ. ৫৭-৫৯; শাফেয়ী, উম, ভলিউম—৪, পৃ. ১৯২-৯৩।

www.pathagar.com

৪। 'ঘামির' অর্থ যে জমিতে জোয়ারের পানি যেতে পারে এবং 'আমীর' অর্থ উঁচু জমি অর্থাৎ যেখানে জোয়ারের পানি যেতে পারে না।

৫। কাফিজ হলো শস্যের মাপ এবং মহানবীর সময় তা 'আল-সা' হিসেবে প্রচলিত ছিল। এটা ১২ ম্যানস্-এর সমান (Manns)। দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৫; ওয়াল্টার হিন্জ, ইসলামী সেম্যাসে এন্ট জিউইসটে (লিডেন, ১৯৫৫), পৃ—৪৮।

৬। ১০০ বর্গ কাসাবা বা ১৫৯২ বর্গ মিটারের সমান হলো এক জরির এর মাপ। দেখুন, মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৫; হিনজ, ইসলামী সেম্যাসে এ্যান্ড জিউইসটে, পৃ. ৩৮, ৬৫।

৭। মুদ্রার রূপার একক, দেখুন, অধ্যায়—৫, পাদটীকা—৭।

৮। দেখুন মুতাররাজি আল-মাগরিব, ভলিউম ২, পৃ—৪৮; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৫৭।

৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ. ৩৬-৩৮ এবং কিতাব আল-আছর, পৃ—১৯৪; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ. ২৩, ৫৫, ৭২; ইবনে সাল্লিম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ. ৬৯-৭১। আওযায়ী, মালিক ও শাফেয়ীর মতের জন্য দেখুন তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ. ২১৮-২২।

১০। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৫২।

১১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ. ৩৬-৩৮, এবং কিতাব আল-আছর, পৃ—১৯৪।

১২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৩। মুতাররাজি, আল-মাগরিব, ভলিউম—১, পৃ. ৭৮-৭৯; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৫।

১৪। মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৩।

১৫। আরবী পান্ডুলিপিতে 'কম' শব্দটি আছে; এটা অবশ্যই ভুল।

১৬। নিয়মিত বার্ষিক উৎপাদন থেকে শস্য উৎপাদন কম হয়েছে বলে যদি বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ থাকে তাহলে ইমাম কর কমাতে পারেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ. ৮৫-৮৬; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ. ২৬০-৬১।

www.pathagar.com

১৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৩৬-৫০; মাওরাদী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ২৫৬-৫৭।

১৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৫৬-৭১।

১৯। ঐ, পৃ ৫৫, ৫৬-৭০।

২০। শব্দগত অর্থেঃ "খারাজ জমির রায়ত যদি মুসলমান হয় বা সে যদি জমি অবহেলা করে বা ত্যাগ করে তাহলে খারাজ ভূমি সম্পর্কীয় আইন।"

২১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৫৯-৬০; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৫৪; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ৮৭-৮৮; মাওয়াদী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ ২৬১-৬২।

২২। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৮৬; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ২১-২৫; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল আমওয়াল, পৃ ৮০, ৮৭-৯১; মাওয়াদী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৩।

২৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৮১-৮৬; মাওয়াদী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৪।

২৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২১; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—২৯।

২৫। শব্দগত অর্থেঃ 'মাথাপিছু খারাজ ও মাথাপিছু জিযিয়া সম্পর্কীয় (আইন): হাদীস ও মতানুযায়ী কিভাবে এবং কি পরিমাণ আরোপ করতে হবে।"

২৬। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২২; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ১৯৯-২০০; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭১-৭৭। 'জিযিয়া' শব্দের ব্যবহার ও আরব উপদ্বীপের বাইরে অধিকৃত এলাকার লোদের উপর কিভাবে তা প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, আমার (খাদ্দুরি) ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৭৬-৭৭, ১৭৭-৮৭।

২৭। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জিযিয়া বিভিন্ন রকম ছিল, কারণ জিযিয়া নির্ধারণ করার ভার ছিল গভর্নরের ওপর। ইরাকে হানাফী দৃষ্টি-কোণ থেকে জিযিয়া নির্ধারণ করা হয় বলে আবু ইউসুফ ও শায়বানী

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২২। আরব ও সিরিয়ায় নির্ধারিত খারাজের পরিমাণের (অর্থাৎ এক দিনার) জন্যে দেখুন, ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭০, ৭২-৭৩; অন্যান্য নির্ধারিত পরিমাণের জন্য দেখুন, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২০৮-২১।

২৮। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১২২-২৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২০৬-৭; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১১২।

২৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১২২-২৩; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২০৬-৮; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭২-৭৩; কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১১২।

৩০। তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২০৭; সারাকসী, মবসুত, ভলিউম ১০, পৃ—৮০।

৩১। নাযরান ও বনু তগলিব গোত্রের খৃস্টানদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭১-৭৫, ১২০-২১; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ২৪-২৫, ২৬-৩০, ৬৫-৬৮, ১১৯; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২২৭-২২৮। আরও দেখুন খাদ্দুরি, ওয়ার এ্যাণ্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৮৯-৯৯।

৩২। শব্দগত অর্থে: "যিম্মীদের সম্পর্কে (আইন)—তারা মুসলমানদের মত পোশাক পরিবর্তন করতে বা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না—এ সম্পর্কীয় হাদীস ও মত।"

৩৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ২২৭-২৮, তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ ২৪০-৪১; কাসানী, বাদা-ই আল সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ—১১৩।

৩৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—১২৭; কাসানী, বাদা-ই আল-সানা-ই, ভলিউম ৭, পৃ ১১৩-১৪।

৩৫। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১২৭-১৩৮; তাবারী, কিতাব ইখতিলাফ, পৃ—২৩৮।

www.pathagar.com

৩৬। শব্দগত অর্থে: "নাযরান ও বনু তগলিব গোত্রের লোকদের সম্পর্কে মহানবী (সঃ) ও তার সাহাবিগণ যা করেছেন এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কীয় আইন।"

৩৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৭২।

৩৮। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭২-৭৩; আবু আল-আব্বাস অহমদ বিন ইয়াহিয়া বিন জাবির আল-বালাযুরি, কিতাব ফুতুহ্ আল-বালদান, সম্পাদনা, এম. জে ডে জৌজি (লাইডেন, ১৮৬৬) পৃ—৬৫; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ১৮৮; হামিদুল্লাহ, মাজমুয়াত, আল-ওয়াছায়িক আল-সিয়াসিয়া (কায়রা. ১৯৫৮), পৃ ১১১-১৩; খাদ্দুরি, ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৭৯-৮০।

৩৯। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ—৭৩।

৪০। আরবী পান্ডুলিপিতে আছে উসমান—এটা অবশ্যই ভুল।

৪১। দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ ৭৩-৭৪; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ—৯১।

৪২। ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ৫৩৯-৪০।

৪৩। বনু তগলিব গোত্রের লোকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে দেখুন, আবু ইউসুফ. কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১২০-২১; বালাযুরি, কিতাব ফুতুহ্ আল-বালদান, পৃ ১৮১-৮৩; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ ৫৪০-৪২। খলীফা উমর বিন আল-খাত্তাব, বনু তানুখ গোত্রের খৃস্টানদের একই রকম মর্যাদা দেন বলে উল্লেখ আছে। খাদ্দুরি, ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, পৃ ১৯৮-৯৯।

৪৪। শব্দগত অর্থে: "খারাজ সংগ্রহকারী, তার কিভাবে কাজ করা উচিত, কাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করতে হবে এবং হাদীস ও মত সম্পর্কীয় অন্যান্য আইন।"

৪৫। আবু ইউসুফ কিতাব আল-খারাজ, পৃ ১২৪-২৫; তাবারী, ইখতিলাফ, পৃ—২৩২; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ—২৬৪।

৪৬। শব্দগত অর্থে: 'উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ প্রদানযোগ্য ভূমি ও পতিত জমির বৈধ হস্তান্তর সম্পর্কীয় আইন।"

www.pathagar.com

৪৭। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৫১-৫৩; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ১১৫-২৩।

৪৮। শব্দগত অর্থে: "উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ভূমি এবং এই ভূমি যে উন্নয়ন করে বা যার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে—সে সম্পর্কীয় আইন।"

৪৯। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৫১-৫২।

৫০। ঐ. পৃ:—১৩৪।

৫১। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৬৬, ১২০-২১, ১৩৪-৩৫, ১৩৭; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৬৮-৭০; তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ: ২২৪, ২২৭, ২২৮-২৯; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ: ৫৪০-৪৬।

৫২। তাবারী কিতাব ইখতিলাফ, পৃ: ২৩১-৩২।

৫৩। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ:—১০২; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ:—২৬৩।

৫৪। আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৮৭-৮৮; ইয়াহিয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারাজ, পৃ:—৩২।

অধ্যায় এগার

১। ইবনে রুসায়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য অনুবাদকের ভূমিকায় 'শায়বানীর সীয়ারের কাঠামো ও সারসংক্ষেপ' প্যারা দেখুন। বিষয়বস্তু একই হওয়ায় পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় পুনরায় আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়। এই বিষয়ের ওপর সাধারণ সূত্রের জন্যে দেখুন, আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ: ৪৭-৫৭, ৬৩-৬৭, ৬৯-৭১, ৭৬-৭৯, ৮৮-৯৩, ৯৪-১০৫; ইবনে সাল্লাম, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ: ৪৬৮-৫২৫; মাওয়ার্দী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ: ১৯৪-২১৬, ৩০৮-২২। আরও দেখুন, প্রবন্ধ 'উশর', শরটার ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, সম্পাদনা, এইচ. এ. আর. গিব ও জে. এইচ. ক্রেমারস্ (লাইডেন ও লণ্ডন, ১৯৫৩) পৃ: ৬১০-১১; লোকেগার্ড, ইসলামিক ট্যাক্সেশন ইন দি ক্লাসিক পিরিয়ড, অধ্যায়—৩; আগনিডেস, মোহাম্মদান থিয়োরিজ অব ফাইন্যান্স, দ্বিতীয় অংশ, অধ্যায় ২-৩।

www.pathagar.com

হাদীস ও ঘটনা বর্ণনাকারী

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস

সাহাবী, হাদীস বর্ণনাকারী ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি; মক্কা, মৃত্যু ৬৮/৬৮৭

আবদুল্লাহ্ বিন আবি হুমায়েদ

হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট), বসরা

আবদুল্লাহ্ বিন আবি আওফি

সাহাবী, হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও কুফা, মৃত্যু ৮৬ বা ৮৭/৭০৫

আবদুল্লাহ্ বিন আবি নাজিহ্

হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১৩২/৭৫০

আবদুল্লাহ্ বিন বুরায়দা বিন আল-হুমায়েব

হাদীস বর্ণনাকারী, মার্ভ-এর বিচারক, মদীনা ও মার্ভ, মৃত্যু ১১৫/৭৩৩

আবদুল্লাহ বিন ওমর

সাহাবী (খলীফা ওমরের পুত্র). হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ৭৪/৬৯৩

আবদ আল-মালিক বিন আবি সুলায়মান বিন মায়সারা

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১৪৫/৭৬২

আবদ আল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ

সাহাবী ইবনে মাসুদের পুত্র, হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা; ১৬৫/৭৮১

আবু আবদুল্লাহ্ মাখুল

হাদীস বর্ণনাকারী, দামেশক (সিরিয়া), মৃত্যু ১১৩/৭৩১

আবু আবদুল্লা নাফি

ইবনে ওমরের মুক্ত দাস ও তাঁর কাছ থেকে শোনা ঘটনার বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু—১২০/৭৩৭

www.pathagar.com

আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন আবি কুহাফা

সাহাবী (প্রথম খলীফা), মক্কা ও মদীনা, মৃত্যু ১২/৬৩৪

আবু বকর বিন আবদুল্লাহ

হাদীস বর্ণনাকারী ও বিচারক, মদীনা ও বাগদাদ, মৃত্যু ১৬২/৭৭৮

আবু হানীফা (নু'মান বিন হাবিত দেখুন)

আবু ইসহাক (সুলায়মান বিন আবি সুলায়মান দেখুন)

আবু জাফর (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল হোসায়েন দেখুন)

আবু সালিহ্ (দাকওয়ান আল-সাম্মান দেখুন)

আবু সুলায়মান আল-জুজানি

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি (শায়বানীর শিষ্য ও তাঁর ~~লেখা~~ ~~বর্ণ~~নাকারী), বাগদাদ।

আবু উসমান আল-নাহদি

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা ও বসরা, আল-হাজ্জাজ-এর গভর্নর হিসেবে থাকার সময় মারা যান।

আবু ইউসুফ (ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম দেখুন)

আবু আল-জুবায়ের (মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস দেখুন)

আল-আজলা বিন আবদুল্লাহ্ আল-কিন্দি

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৪৫/৭৬২

আলী বিন আবি তালিব

সাহাবী (চতুর্থ খলীফা); ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ও হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও কুফা, মৃত্যু ৪০/৬৬০

আলকামা বিন মারথাদ

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১২০/৭৩৭

আমীর বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওবায়েদ আল সা'বি

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১২৭/৭৪৪

আমীর বিন সারাহিল আল-সাবি

হাদীস বর্ণনাকারী ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কুফা, মৃত্যু ১০৪/৭২২

আমর বিন দিনার আল জুমাহি

হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১২৬/৭৪৩

www.pathagar.com

আমর বিন সুহায়েব বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আল-আস
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১১৮/৭৩৬

আসা'থ্ বিন সাওয়ার
হাদীস বর্ণনাকারী (আল-আহ্ওয়াজের বিচারক), কুফা, মৃত্যু ১৩০/৭৪৭

আসিম বিন সুলায়মান আল-আহ্ওয়াল
হাদীস বর্ণনাকারী, বসরা, মৃত্যু ১৪১/৭৫৮

আতা বিন আবি রাবা'আ
হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১১০/৭৩২

বুরায়দা বিন আল-হুসায়েব আল-আসলামি
সাহাবী, মদীনা, বসরা ও মার্ভ, মৃত্যু ৬২ বা ৬৩/৬৮১ বা ৬৮২

দাহক বিন মুজাহিম আল হিলালী
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও খুরাসান, মৃত্যু ১০২/৭২০

দাখওয়ান আল-সাম্মান, আবু সালিহ্
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১০১/৭১৯

হাজ্জাজ বিন আরতাত আল নাখাঈ
হাদীস বর্ণনাকারী, বসরার বিচারক, কুফা ও বসরা, মৃত্যু ১৪৭/৭৬৪

হাকাম বিন উতাইবা
হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১১৫/৭৩২

হাম্মাদ বিন আবি সুলায়মান
ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (আবু হানীফার শিক্ষক), কুফা, মৃত্যু ১২০/৭৩৭

হাসান বিন আবি আল-হাসান আল-বসরি
হাদীস বর্ণনাকারী (ধর্মতত্ত্ববিদ আল-হাসান আল-বসরির পুত্র), বসরা, মৃত্যু ১১০/৭২৮

হাসান বিন উমারা আল-বাজালি
হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৫৩/৭৭০

হাসান বিন জিয়াদ আল-লুলু-ই
ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কুফার বিচারক, কুফা, মৃত্যু ২০৪/৮১৯

www.pathagar.com

হিশাম বিন সা'দ

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১৬১/৭৭৭

ইবনে আব্বাস (আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস দেখুন)

ইবনে আবি নাজিহ্ (আবদুল্লাহ বিন আবি নাজিহ্ দেখুন)

ইব্রাহিম বিন ইয়াজিদ আল-নাখাঈ

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কুফা, মৃত্যু ৯৫ বা ৯৬/৭১৩ বা ৭১৪

ইসমাইল বিন উমাইয়া বিন আমর বিন সায়িদ

হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, ১৪০/৭৫৭

জাবির বিন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী

সাহাবী, হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ৭৮/৬৯৭

জাবির বিন জায়াদ আল-আজদি

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও বসরা, মৃত্যু ৯৩ বা ১০৩/৭১১ বা ৭২১

জারির বিন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালি

সাহাবী, হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও কুফা, মৃত্যু ৫৪/৬৭৩

জুবায়ের বিন মুতইম

সাহাবী, মদীনা, মৃত্যু ৫৯/৬৭৮

কাল্বি (মুহাম্মদ বিন আল সা-ইব দেখুন)

মাখুল (আবু আবদুল্লাহ্ মাখুল দেখুন)

মায়মুন বিন মিহরান

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফার বিচারক, কুফা ও রাফ'আ মৃত্যু ১১৭/৭৩৫

মিকসাম বিন বুজরা

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১০১/৭১৯

মিছার বিন কিদাম

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৫৩/৭৭০

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান

সাহাবী (প্রথম উমাইয়া খলীফা) মদীনা, দামেশ্ক, মৃত্যু ৬১/৬৮০

মুহাজির বিন উমাইয়া

হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট)

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন শিহাব আল-জুহরি
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১২৪ বা ১২৫/৭৪১ বা ৭৪২

মুহাম্মদ বিন আবদ্ আল-রহমান বিন আবি লায়লা
হাদীস বর্ণনাকারী, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারক, কুফা, মৃত্যু ১[illegible]৮/৭৬৫

মুহাম্মদ বিন আবি আল-মুজালিদ
হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট)

মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হুসায়েন বিন আবি তালিব
(আল-বাকির হিসেবে পরিচিত),
হাদীস বর্ণনাকারী (শিয়া ইমাম), মদীনা, মৃত্যু ১১৪/৭৩২

মুহাম্মদ বিন ইসহাক
হাদীস বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিক, মদীনা, মৃত্যু ১৫১/৭৬১

মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-জুহরি
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১২৪/৭৪২

মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস
হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১২৬/৭৪৩

মুহাম্মদ বিন আল সা-ই আল-কালবি
হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৪৬/৭৬৩

মুহাম্মদ বিন শিরিন
হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও বসরা, মৃত্যু ১১০/৭২৮

মুহাম্মদ বিন জায়াদ
হাদীস বর্ণনাকারী, (অস্পষ্ট)

মুজাহিদ বিন জুবায়ের
হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১০৩/৭২১

নাফি (আবু আবদুল্লাহ নাফি দেখুন)

নাজদা বিন আমির
খারাজি হাদীস বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনাকারী), ইরাক
মৃত্যু ৬৯৬/৮৮

নু'মান বিন সাবিত (আবু হানীফা)
ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কুফা, মৃত্যু ১৫০/৭৬৭

www.pathagar.com

কাতাদা বিন দিয়ামা আল-সাদুসি

হাদীস বর্ণনাকারী, বসরা, মৃত্যু ১০৭/৭২৫

সাবি (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়েদ দেখুন)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস

সাহাবী, মদীনা, মৃত্যু ৫৫ বা ৫৮/৬৭৪ বা ৬৭৭

সা-ঈদ বিন আল মুসাইব

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ও হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ৯৩ বা ৯৪/৭১১ বা ৭১২

সালামা বিন কুহায়েল

হাদীস বর্ণনাকারী (শিয়া), কুফা, মৃত্যু ১২১/৭৩৮

সাবি (আমর বিন সারাহিল দেখুন)

সুরাইয়া বিন আল-হারিস

কুফার বিচারক, মদীনা ও কুফা, মৃত্যু ৮০/৬৯৯

সুফিয়ান আল-সাওরী

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, বসরা, ১৬১/৭৭৭

সুলায়মান বিন আবি সুলায়মান (আবু ইসহাক)

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৩৮/৭৫৫

সুলায়মান বিন বুরায়দা

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও মার্ভ, মৃত্যু ১০৫/৭২৩

সুলায়মান বিন মিহরান

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১৪৮/৭৬৫

তাওউস বিন কায়সান

হাদীস বর্ণনাকারী, মক্কা, মৃত্যু ১০৫ বা ১০৬/৭২৩ বা ৭২৪

উবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর বিন হাফস্ বিন আসিম

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (মদীনার সাতজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে একজন) মদীনা, মৃত্যু ১৪৪ বা ১৪৫/৭৬১ বা ৭৬২

ওমর বিন আল-খাত্তাব

সাহাবী (দ্বিতীয় খলীফা), মদীনা, মৃত্যু ২৩/৬৪৩

www.pathagar.com

ওমর বিন সুয়ায়েব বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আল-আস

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা ও তায়েফ, মৃত্যু ১১৮/৭৩৬

উমায়ের (আবি আল-লাহম-এর মুক্ত দাস)

সাহাবী, হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট), মদীনা

ইয়াহিয়া বিন আবি উনায়সা

হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট)

ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম আল-আনসারী (আবু ইউসুফ)

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারক, কুফা ও বাগদাদ, মৃত্যু ১৮২/৭৯৮

ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাসিত্

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা, মৃত্যু ১২২/৭৩৯

ইয়াজিদ বিন হাবিব

হাদীস বর্ণনাকারী (অস্পষ্ট)

ইয়াজিদ বিন হুরমুজ

হাদীস বর্ণনাকারী, মদীনা। খলীফা উমর বিন আবদুল আযীযের রাজত্বকালে মারা যান

জায়াদ বিন আবি উনায়সা

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১২৪ বা ১২৫/৭৪১ বা ৭৪২

জায়াদ বিন হারিস

সাহাবী (নবীর মুক্ত দাস ও উসামার পিতা), মৃত্যু ৮/৬২৯

জিয়াদ বিন ইলাকা

হাদীস বর্ণনাকারী, কুফা, মৃত্যু ১২৫/৭৪২

জুহ্রি (মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব দেখুন)

www.pathagar.com

নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা

ইসলামী ল' অব নেশনস্-এর উপর লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন বা পাদটীকায় উল্লেখিত পুস্তকের নাম উল্লেখ করা এই গ্রন্থ তালিকার উদ্দেশ্য নয়। বরং শায়বানীর জীবন ও কার্যবলী সম্পর্কে বিশেষ করে সীয়ার সম্পর্কীয় যেসব মৌলিক পুরাতন ও আধুনিক পুস্তক আছে, সে সম্পর্কে একটা তালিকা প্রণয়ন করাই এর উদ্দেশ্য। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত তালিকার জন্য দেখুন—হাজী খালিফা—কাশফ্ আল-জুনুন, সম্পাদনা—জি. এল. ফ্লুজেল (লিপজিগ এবং লণ্ডন, ১৮৩৫-৩৮); ইবনে আল-নাদিম—কিতাব আল-ফিহ্রিস্ত, সম্পাদনা, জি. এল. ফ্লুজেল (লিপজিগ, ১৮৭১); এবং সি. ব্রকম্যান - জেচ্ সিসটে ডের এ্যারাবিচ্ সে লিটারেটর, দ্বিতীয় সংস্করণ (লাইডেন, ১৯৪২-৪৪)। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের জন্য ইসলামী বিশ্বকোষ (পুরাতন ও নতুন সংস্করণ) এবং সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

মূল সূত্র

আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আল-আসাথ—সুনান—৪০ খণ্ড, কায়রো, ১৯৩৫।

আবু হানীফা, আল-নুমান বিন সাবিত—কিতাব আল-মসনদ, সম্পাদনা সাফাওয়াত আল-সাক্কা, আলেপ্পো, ১৩৮২/১৯৬২।

আবু ইউসুফ, ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-আনসারী—কিতাব আল-আছর, সম্পাদনা, আবু আল-ওয়াফা, আল-আফগানী, কায়রো ১৩৫৫/১৯৩৬; কিতাব আল-খারাজ, কায়রো, ১৩৫২/১৯৩৩। ফরাসী অনুবাদ, লে লিভ রে ডে লিমপট ফনসিয়ার, ই. ফ্যাগন্যান, প্যারিস, ১৯২১; কিতাব আল-রা'দ, আল সীয়ার আল-আওযায়ী, সম্পাদনা, আবু আল-ওয়াফা আল-আফগানী, কায়রো, ১৩৫৭/১৯৩৮।

বালাযুরি, আবু আল-আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহিয়া বিন জাবির—কিতাব ফুতুহ আল-বালদান, সম্পাদনা, এম. জে. জোজি—(লাইডেন, ১৮৮৬)। ইংরেজী অনুবাদ—অরিজিন অব দি ইসলামিক স্টেট-ফিলিপ হিত্তি, নিউইয়র্ক, ১৯১৬।

বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল—কিতাব আল-জামী আল-সহীহ সম্পাদনা—লুডলফ ক্রেহল-৬ খণ্ড, লাইডেন, ১৮৬২-১৯০৮।

দারিমী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন ফজল বিন বাহরাম—সুনান—২ খণ্ড, দামেশক, ১৩৪৯/১৯৩০।

জাহাবী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান মানাকিব আল-ইমাম আবি হানীফা ওয়া সাহিবায়হি আবি ইউসুফ ওয়া মুহাম্মদ বিন আল-হাসান সম্পাদনা, এম, জাহিদ আল-কাওসারী এবং আবু আল-ওয়াফা আল আফগানী, কায়রো, ১৩৬৬/১৯৪৭।

ইবনে আবদ আল-বর, আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ-কিতাব আল ইনতিকা ফি ফাজাইল আল-সালাসা আল-আইমা

www.pathagar.com

আল-ফুকাহা, কায়রো, ১৩৫০/১৯৩১। কিতাব আল-ইস্তিয়াব ফি মানাকিব আল-আসাব, সম্পাদনা, আবু মুহাম্মদ আল-বায়জায়ী, ৪ খন্ড, কায়রো, তারিখ উল্লেখ নেই।

ইবনে আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন-মাজমুয়াত রাসা-ইল-আল রিসালা আল-সানিয়াসারাহ আল-মানজুমা আল-মুসাম্মাত বি-উকুদ রাজম আল-মুফতি-খন্ড—১ ইস্তাম্বুল, ১৩২৫/১৯০৭।

ইবনে আদম, ইয়াহিয়া-কিতাব আল-খারাজ, সম্পাদনা-আহমদ মুহাম্মদ শাকির-কায়রো, ১৩৪৭/১৯২৮। ইংরেজী অনুবাদ-ট্যাকোসান ইন ইসলাম-এ, বেন সেমেস. লাইডেন, ১৯৫৮।

ইবনে হাজর আল-আস্কালান, শিহাব আল-দীন বিন আলী—কিতাব আল-ইসাবা ফি তমিজ আল-সাহাবা, ৪ খন্ড, কায়রো, ১৩৫৮/১৯৩৯।

ইবনে হাজর আল-হায়সামি, শিহাব আল-দীন আহমদ-কিতাব আল-খায়রাত আল-হিসান ফি মানাকিব আল-ইমাম, আল-আজম আবি হানীফা, আল-নু'মান, কায়রো, ১৩০৪/১৮৮৬।

ইবনে হাম্বল, আহমদ, আল-মসনদ, সম্পাদনা-আহমদ মুহাম্মদ শাকির-খন্ড-১৫ (অসম্পূর্ণ), কায়রো, ১৩০৪/১৮৮৬।

ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আবদ্ আল মালিক—কিতাব সিরাত সায়েদিনা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ, সম্পাদনা ফার্ডিন্যান্ড, উসটেনফিল্ড, খন্ড—২ গটিনজেন, ১৮৫৮-৬০। ইংরেজী অনুবাদ-দি লাইফ অব মুহাম্মদ, এ গুইলিয়াম, লন্ডন, ১৯৫৫।

ইবনে আল-ইমাদ আল-হাম্বলী, আবু আল-ফালাহ্ আবদ আল-হে—সাধারাত আল-ঝাহাবা ফি আকবর মান ঝাহাব, খন্ড-৮, কায়রো, তারিখ উল্লেখ নেই।

ইবনে কাসির ইমাদ আল-দীন আল-ফিদা ইসমাইল বিন উমর-কিতাব আল-বিদাইয়া ওয়া আল-নিহাইয়া ফি আল-তারিখ-খন্ড-১০, কায়রো, তারিখ উল্লেখ নেই। কিতাব আল-ইজতিহাদ ফি তালাব আল-জিহাদ, কায়রো, ১৩৪৭/১৯২৮।

www.pathagar.com

ইবনে খাল্লিকান, আবু আল-আব্বাস শামস্ আল-দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর—ওয়াফায়াত আল-আয়ান, সম্পাদনা, এম, মুহি আল-দীন আবদ্ আল-হামিদ-খন্ড-৬, কায়রো, ১৯৪৮।

ইবনে মাজা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল-কাজানি—সুনান-সম্পাদনা-এম• ফুয়াদ আবদ্ আল-বাকী, খন্ড-২, কায়রো, ১৩৭৩/১৯৫৪।

ইবনে কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম—কিতাব আল-মা'রিফ, সম্পাদনা-থারওয়াট উক্কাসা, কায়রো, ১৯৬০।

ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ-কিতাব আল-তাবাকাত আল-কবীর, খন্ড-৯, বৈরুত, ১৯৫৭-৫৮।

ইবনে সাল্লাম, আবু উবায়দা আল-কাসিম—কিতাব আল-আমওয়াল, সম্পাদনা—এম• হামিদ আল-ফিক্কি, কায়রো, ১৩৫৩/১৯৫৪।

ইবনে তাইমিয়া, তাকি আল-দীন আবু আল-আব্বাস আহম্মদ বিন আবদ্ আল-হাকিম--মজমুয়াত রাসা-ইল-এ 'কা-ইদাফি কিতাল আল-কুফফার' সম্পাদনা-এম. হামিদ আল ফিক্কি, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯।

কিরদারী, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন শিহাব-মানাকিব আল-ইমাম আল-আজম (মক্কীর মানাকিব-এর সাথে মুদ্রিত), হায়দ্রাবাদ, ১৩২১/১৯০৩।

কাসানী, আলা, আল-দীন আবু বকর বিন মাসুদ-কিতাব বাদাই আল-সানা-ই-খন্ড-৭, কায়রো, ১৩২৮/১৯১০।

খতিব আল-বাগদাদী, আবু বকর আহমদ বিন আলী-তারিখ বাগদাদ-খন্ড-১৪, কায়রো, ১৩৪০/১৯৩১।

মক্কী আবু আল-মুয়ায়েদ আল-মুয়াফফাক বিন আহমদ-মানাকিব আল-ইমাম আল-আজম আবি হানীফা-খন্ড-২, হায়দ্রাবাদ, ১৩২১/১৯০৩।

মালিক বিন আনাস-আল-মুয়াত্তা, সম্পাদনা-মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদ্ আল-বাকী-খন্ড-২, কায়রো, ১৯৫১।

মাওয়ার্দী, আবু আল-হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব-কিতাব আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া, সম্পাদনা, এম, এনগার, বন, ১৮৫৩।

www.pathagar.com

ফরাসী অনুবাদ-লেস স্টেটাস গভর্নমেন্টাকা অ রেগলেস ডে ড্রয়েট পাবলিক এট এ্যাডমিনিস্ট্রাটিভ, ই, ফ্যাগন্যান, আলজিয়ার্স, ১৯১৫।

মুসলিম, আবু আল-হুসায়েন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ-সহী-নওয়ায়ীর ব্যাখ্যাসহ-খন্ড-১২-১৩। কায়রো, ১৯২৯-৩০।

নওয়ায়ী, আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া-কিতাব তাহজিব আল-আসমা-সম্পাদনা-এফ উসটেনফিল্ড, গটিনেজেন, ১৮৪২-৪৫।

নু'মান কাযী আবু হানীফা, দা'ইম আল ইসলাম, সম্পাদনা, আসিফ আলী আসগর ফৈজী (এ. এ. এ. ফৈজী) খন্ড-১, কায়রো, ১৯৫১।

কুরআন, নিম্নলিখিত অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে :—এ. জে. আর. বেরি-দি কুরআন ইন্টারপ্রেট্রেড, খন্ড-২, লন্ডন, ১৯৫৫; রিচার্ড বেল-দি কুরআন খন্ড-২, এডিনবার্গ, ১৯৩৬-৩৯; ই. এইচ. পাল্মার, কুরআন, লন্ডন, ১৯২৮; জে. এম. রডওয়েল, দি কুরআন, লন্ডন, ১৯০৯।

সাফাদী, সালাহ আল-দীন খলিল বিন আইবক—কিতাব আল-ওয়াফি বিন-ওয়াফায়াত, সম্পাদনা, এস. ডেডেরিং, খন্ড-২, ইস্তাম্বুল, ১৯৪৯।

সারাক্সী, সামস্ আল-দীন মুহাম্মদ বিন আহম্মদ বিন সহল-কিতাব আল-মবসুত, খন্ড-১০; কায়রো, ১৩২৪/১৯০৬; সারাহ আল-সীয়ার আল-কবীর (মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী) খন্ড-৪ হায়দ্রাবাদ, ১৩৩৫-৩৬/১৯১৬-১৭; আল-সীয়ার লিল-ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী সম্পাদনা, মুহাম্মদ আবু জহরা এবং মুস্তফা জায়াদ, খন্ড-১ (অসম্পূর্ণ), কায়রো, ১৯৫৮; সারাহ্ কিতাব আল-সীয়ার আল-কবীর লি মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী সম্পাদনা, সালাহ্ আল-দীন আল-মুনাজ্জিদ, খন্ড—৩ (অসম্পূর্ণ), কায়রো, ১৯৫৭।

শাফেয়ী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস—কিতাব আল রিসালা, সম্পাদনা—আহাম্মদ মুহাম্মদ শাকীর, কায়রো, ১৯৩৮। ইংরেজী অনুবাদ, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স। শাফেয়ীর রিসালা, অনুবাদ, এম. খাদ্দুরি, বাল্টিমোর ১৯৬১। কিতাব আল-উম, খন্ড—৭, কায়রো, ১৩২১-২৫/১৯০৪-৮।

শাওকানি, মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ—নয়াল আল-আওতার, খন্ড—৮, কায়রো ১৯৫২।

www.pathagar.com

শায়বানী, মুহাম্মদ বিন আল-হাসান—কিতাব আল-আছর, লক্ষ্ণৌ; কিতাব আল-আছল, প্রথম অংশ, কিতাব আল-বুওয়া আল-সালাম, সম্পাদনা, শফিক, সিহাত্তা, খন্ড-১, কায়রো, ১৯৫৪; কিতাব আল-জামী আল-কবীর, সম্পাদনা, আবু আল-ওয়াফা আল-আফগানী, ১৩৫৬/১৯৩৭; কিতাব আল-জামী আল-সগীর, কায়রো, ১৩১০/১৮৯২। ইওয়ান দিমিত্রিফ কর্তৃক ভূমিকাসহ বিক্রয়ের উপর লিখিত অধ্যায়ের জার্মান অনুবাদ "আল-শায়বানী এ্যান্ড মেইন করপাস জুরিস আল-জামী, আল-সগীর"—ওয়েস্টাসিয়াটিসে স্টুডিয়েন, পৃ: ৬০—২০৬, বার্লিন, ১৯৮০।

তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির—কিতাব ইখতিলাফ আল ফুকাহা; কিতাব আল-জিহাদ ওয়া কিতাব আল-জিজিয়া ওয়া আহকাম আল-মুহারিবিন, সম্পদনা, জে. স্যাচট, লাইডেন, ১৯৩৩; তারিখ আল-রসুল ওয়া আল-মুলক, সম্পাদনা এম. জে. ডি. জৌজ খন্ড—১৫, লাইডেন, ১৮৭৯ ১৯০১।

তাহাভী, আবু জা'ফর আহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামা—কিতাব আল-মুখতাছার, সম্পাদনা—আবু আল-ওয়াফা আল-আফগানী, কায়রো, ১৩৭০/১৯৫০।

তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরা—সুনান—সম্পাদনা, আহাম্মদ মুহাম্মদ শাকির, খন্ড—২ (অসম্পূর্ণ) কায়রো, ১৩৫৬/১৯৩৭।

আধুনিক গ্রন্থাবলী

আবু আল-ওয়াফা আল-কুরাসি, মুহি আল-দীন আবু মুহাম্মদ আব্দ আল-কাদির—আল-জাওয়াহির আল-মুদিয়া ফি তাবাকাত আল-হানাফিয়া, খন্ড—২. হায়দ্রাবাদ, ১৩৩২/১৯১৩।

আবু জাহরা, মুহাম্মদ—আবু হানীফা—হায়াতু ওয়া আসরুহ, আরা-উহ ওয়া ফিকহু. দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো. ১৯৪৮।

আরমানাজি, নাগিব—লেস প্রিন্সিপেস ইসলামিকস, এট লেস র‍্যাপোর্টস ইন্টার ন্যাসনকা এন টেমপুস ডে পেইক্স এট ডে গিউরে, প্যারিস, ১৯২৯।

www.pathagar.com

ডেনেট, ডেনিয়াল সি, কনভারসান এ্যান্ড দি পোল ট্যাক্স ইন আর্লি ইসলাম, কেমব্রিজ ম্যাচাচুয়েটস, ১৯৫০।

হামিদুল্লাহ, মুহাম্মদ—ডকুমেণ্ট সার লা ডিপলোমেটি মুসলমানি এ্যালে-পোকে ডিউ প্রফেটে এ্যাট ডেস খলিফেস্ অর্থোডাক্সেস, প্যারিস, ১৯৩৫; মুসলিম কণ্ডাক্ট অব স্টেট, তৃতীয় সংস্করণ, লাহোর, ১৯৫৩।

হ্যাসচেক, জুলিয়াস, ডের মুসতাসিন, বার্লিন, ১৯২০।

জেনকস, সি উইলফ্রেড—দি কমন ল অব ম্যানকাইণ্ড, লন্ডন, ১৯৫৮।

কাওসারী, মুহাম্মদ জাহিদ বিন আল-হাসান—বুলুঘ আল-আমানি ফি সিরাত আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী, কায়রো, ১৩৫৫/১৯৩৭; হুসুন আল-তাকাদি ফি সিরাত আল-ইমাম আবি ইউসুফ আল-কাযী, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৮; লামহাট আল-নাজার ফি সিরাত আল-ইমাম জাফর, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৮।

খাদ্দুরি, মজীদ, ইণ্টারন্যাশনাল ল'; ল ইন দি মিডল ইস্ট, সম্পাদনা—মজীদ খাদ্দুরি এবং এইচ. জে. লিবিসনি, খণ্ড—১, পৃ—৩৬৯—৭২, ওয়া-শিংটন, ১৯৫৫; ইসলাম এ্যান্ড দি মডার্ন ল অব নেশনস্—আমেরিকান জার্নাল অব ইণ্টারন্যাশনাল ল; খণ্ড—৫০ (১৯৫৬) পৃ—৩৫৮—৭২; দি ইসলামিক সিস্টেম—ইটস কমপিটিশন এ্যান্ড কো-এক্সিসটেন্স উইথ ওয়েস্টার্ন সিস্টেমস—প্রসিডিনস্ অব দি আমেরিকান সোসাইটি অব ইণ্টারন্যাশনাল ল, ১৯৫৯, পৃ—৪৯—৫২; দি ইসলামিক থিয়োরী অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, সম্পাদনা, জে. এইচ. প্রকটর. পৃ—২৪—৩৯, নিউইয়র্ক, ১৯৬৫; ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল অব ইসলাম, দ্বিতীয়, সংস্করণ, বাল্টিমোর ১৯৫৫।

খাল্লাফ, আবদ্ আল-ওহ্হাব, আল-সিয়াসা আল-শারিয়া ওয়া নিজাম আল-দৌলা আল-ইসলামিয়া, কায়রো, ১৩৫০/১৯৩১।

ক্রুসে, হ্যানস্—ইসলামিক ভোলকারেস্টস্লেহ্র, গটিনজেন, ১৯৫৩; আল-শায়বানী অন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস—জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, খন্ড—১, (১৯৫৩) পৃ ৯০—১০০; দি নোশন অব সীয়ার—জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, খণ্ড—

www.pathagar.com

২ (১৯৫৪) পৃ ৯০—১৬—২৫; দি ফাউন্ডেশন অব ইসলামিক ইণ্টার-ন্যাশনাল জুরিসপ্রুডেন্স—জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, খন্ড—৩ (১৯৫৫)।

লোকেগার্ড, ফেড়ে—ইসলামিক ট্যাক্সেশন ইন দি ক্লাসিক পিরিয়ড, কোপেনহেগেন, ১৯৫০।

নাসবাম আর্থার—এ কনসাইজ হিস্ট্রি অব দি ল অব নেশনস্, পুনঃ সংস্করণ, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪।

কুরাআ, আলী, আল-আলাকাত আল দৌলিয়া ফি আল-হুরুব আল-ইসলামিয়া, কায়রো, ১৩৭৪/১৯৫৫।

রাব্বাথ্ এডমন্ড—'পোর ইউনে থিয়োরী ডিউ ড্রয়েট ইণ্টারন্যাশনাল মুসলমান'—রেভিউ ইজিপসিনে ডে ড্রয়েট ইন্টারন্যাশনাল, খন্ড—৬ (১৯৫০), পৃ ১—২৩।

রাজিক, আলী আবদ্—আল ইসলাম ওয়া উসুল আল-হুকুম, কায়রো, ১৯২৫।

রেসিদ, আহমদ,—'এল' ইসলাম এটলে ড্রয়েট ডেস্ জেনস্'—একাডেমী ডে ড্রয়েট ইণ্টারন্যাশনাল, রিকুয়েল ডেস—কোরস্, ১৯৩৭, খন্ড—২, পৃ ৩৭৫—৫০৪, প্যারিস, ১৯৩৮।

স্যানহোরি, এ. লে. ক্যালিফেট—সন ইভুলিউশন ভারস্ ইউনে সোসাইটি ডেস নেশন্স্ ওরিয়েন্টালস্, প্যারিস—১৯২৬।

স্যাচট্, জোসেফ—দি অরিজিনস্ অব মুহাম্মাদান জুরিসপ্রুডেন্স অকসফোর্ড, ১৯৫৯।

রাইট, কুইনসি—এ্যাশিয়ান এক্সপিরিয়েন্স এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল—ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কোয়ার্টারিলি অব দি ইন্ডিয়ান স্কুল অব ইন্টার-ন্যাশনাল স্টাডিজ, খন্ড—১ (১৯৫৯), পৃ ৭১—৮৭; দি ইনফ্লুয়েন্স, অব দি নিউ নেশনস্ অব এশিয়া এ্যান্ড আফ্রিকা আপন ইন্টারন্যাশনাল ল—ফরেন এ্যাফেয়ার্স রিপোর্টস (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স), খন্ড—৭ (২৯৫৮) পৃ ৩৩—৩৯।

জিউমার, স্যামুয়েল, এম—দি ল' অব এ্যাপস্ট্যাসি ইন ইসলাম, লন্ডন, ১৯২৯।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

আ

আবু বকর ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৭, ৯৮, ১১২, ৩০১, ৩০২
আলী ৮৬, ৮৭, ১১৭, ২০৫, ২০৬, ২৪৫, ২৪৬, ২৫৭, ২৯৯
আবু যাফর ৮৭, ৯৯
আতা বিন আবি রাবি'আ ৮৭, ৮৯, ৯৮
আল-জুহরী ৮৭, ৯৯
আবু আল-জুবায়ের ৮৮, ৯২, ৯৪
আল-আশাথ বিন সাওয়ার ৮৮, ৯৫, ৯৮
আবদুল মালিক বিন মায়সারা ৮৮
আল-হাসান বিন উমারা ৮৮, ১০১
আল-মুজালিদ বিন সাঈদ ৮৯
আমর বিন সুয়ায়েব ৯০
আল-হাজ্জাজ বিন আরতাত ৯০, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১০০, ১০১
আবু জহল বিন হিশাম ৯১
আল-হাকাম ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ২৩৮
আল-দাহক বিন মুজাহিম ৯২, ৯৯
আবদুল্লাহ বিন আবি আওফি ৯৯
আবু ওসমান আল-নাহদি ৯৩
আল-আওয়াল ৯৩, ৯৫,
আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ ৯৩
আল-মারজুক ৯৪
আসিম বিন আদি ৯৫
আবু উসামা ৯৬
আমর বিন সুয়ায়েব ১০০
আবদুল্লাহ বিন মাসুদ ১৫৩, ২০৫, ২০৬
আকিলা ২১১, ২৫৬, ২৬৪, ২৬৫
আবু সুফিয়ান বিন হারব ৩০১
আল-মুগীরা ৩০১, ৩০২
আল-মুসতাওয়ারিদ ৩০২
আমর ৩০১, ৩০২
আব্বাসীয় ২০, ২১, ২৯, ৪১, ৬৫
আল-মাওয়াদর্দী ২২, ৬৪
আল-সাবি ২৪, ২৯, ৪৩, ৮৯, ৯২ ৯৭
আল-আওজায়ী ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৫২, ৫৪
আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ
আল-ফাজারি ২৭, ৪২
আল-খাতিব আল-বাগদাদী ২৮, ৩১
আল-আজলা ২৪৫
আল-শিরাজি ২৮
আল-জাহাবি ২৮
আল-ফিরদারী ২৮

www.pathagar.com

আল-জাজিরা ২৮
আবু আল-বখতারী ওহাব বিন ওহাব ৩৪, ৩৫
আল-হাসান বিন জিয়াদ আল-লুলুই ৩৪, ৪২
আল-কিসাই ৩৭
আল-জামি আল-সগীর ৩৯, ৪০, ৪৪
আল-সীয়ার আল-কবীর ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৬
আল-আমিন ৪৬
আল-মামুন ৪৬
আল-কাজ্জউনি ৪৬
আল-জুকানি ৪৬, ৪৮, ৮৫, ২৪৫
আল-জামাল আল-হোসায়রি ৪৬
আল-মবসুত ৪৭, ৭৬
আহমদ বিন হাফস ৪৮
আল-হাসান বিন উমায়রা ৯১, ৯২
আলী বিন-ইসা ৫২
আবি লায়লা ৫৪, ৯৬
আল-দাহক ৯৮
আহদ ৫৯
আলেকজান্দ্রিয়া ৬৯
আবদুল্লাহ বিন বুরায়দা ৮৫
আলকামা বিন মারথাদ ৮৫, ৯৫
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ৮৬, ৯১, ৯৬, ৯৭, ২১৫, ২৩৮
আবু সালিহ ৮৬, ৯২
আল-ফারাবি ৫৪, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৮, ১০১

ই

ইসরাইল ৫
ইরোকুইস ৫
ইসলামিক করপাস জুরিস ৬
ইসতিহসান ৯, ৫০, ১২১
ইমাম ১২, ১৭
ইথিওপিয়া ১৯
ইবরাহিম আল-নাখায়ী ২৪, ২৯, ৯২ ১১৯, ১৮৫
ইরাক ২৬, ২৮, ২৯, ৩৫, ১০৬, ১১০, ২৯০, ৩০২
ইয়েমেন ৩০৩
ইবন সাদ ২৮, ৩০
ইবন কুতাইবা ২৮
ইবন খাল্লিকান ২৮
ইবন কুতলুবুঘা ২৮
ইবন জুরায়েজ ৩০, ৩১
ইয়াহিয়া বিন খালিদ বিন বারমাক ৩২
ইউফ্রেতিস ৩২, ৩৩, ২৯০, ৩০৬
ইখতিলাফ আল-ফুকাহা ৪৩
ইজমা ৪৯
ইবন ইসহাক ৫৪, ৯২
ইবন রুসায়েদ ৬০
ইবন তাইমিয়া ৬৪, ৬৫
ইংল্যান্ড ৭০
ইন্দোনেশিয়া ৭৪
ইস্তাম্বুল ৭৬, ৭৭, ৭৮

www.pathagar.com

ইবন খালদুন ৭৯
ইসমাইল বিন আবি উমাইয়া ৮৭, ৮৯, ৯৯, ১০০
ইয়াজিদ বিন আবি হাবিব ৯৪
ইয়াহিয়া আবি উনাইসা ৯৫
ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাসিত ৯৭
ইকরামা বিন আবি জহল ৯৭
ইয়াজিদ বিন হুরমুজ ৯৯
ইবনে আবি নাজিহ ১০১
ইলা ১৯০, ১৯৮
ইরতাদা ২০৫

উ

উসুল ৯
উম্মা ১০, ১১, ১২
উমাইয়া ২১, ২৫, ২৮, ৪১
উমর ৩৬, ৮৬, ৮৭, ৯৭, ১০৬, ১১২, ১৪৯, ১৫৮, ১৮৪, ২৭৪, ২৯৮, ৩০২
উইলিয়াম স্কট ৭২
উমায়ের ৮৯
উসামা বিন যায়দ ৯১
উতাবা বিন রবি'আ ৯১
উমাইয়া বিন খালাফ ৯১
উকর ১২০, ১২৯, ১৩০
উশর ১৫৩, ১৫৪, ৩০৮, ৩১১, ৩১৭

এ

এরিস্টটল ১৬

ও

ওল্ড টেস্টামেণ্ট ৪
ওয়াসিত ২৮, ২৯
ওসমান ৮৬, ৮৭, ৯০, ৩০২

ক

কিয়াস ৯, ৪৯, ৫০
ক্রুসেড ১৬, ৬৪
করপাস জুরিস ২৪
কিতাব আল-আছল ২৬, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৭৬, ৭৮
কিতাব আল-আছর ২৭, ৩৯, ৪৯
কিতাব আল-খারাজ ২৭, ৬১
কুফা ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৮, ৫৪
কিতাব আল-রা'দ আলা আহল আল-মদীনা ৩৯
কিতাব আল-উম ৩৯
কাসানী ৪৩
কুফা ২৪৫ ২৯৯, ৩০৫
কুফর ৬৩
কনস্ট্যাণ্টিনোপল ৬৯
কিতাব আল-ইকরাহ ৭৬
কায়রো ৭৬, ৭৭, ৭৮
কাতাদা ৯৫

খ

খুরাসান ৩৫, ৩৬
খারেজী ৫১, ২০৪, ২৪৫

www.pathagar.com

খারাজ ৫২, ৫৩, ১০৬, ১৫৪, ১৫৫, ২৩৭, ২৪৯, ২৭৪, ২৯০, ৩০৫, ৩১০
খায়বর ৮৭ ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৩
খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ৮৮, ৮৯

গ

গ্রীস ২, ৩
গ্রীক ২, ৪
গনিমা ৪২, ৫২

চ

চীন ৩, ৪

জ

জাস নেচারেল ৪
জাক জেণ্টিয়াম ৪, ৬
জিহাদ ৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৪, ৪২, ৫৯, ৬৩
জাস সিভিলি ৬
জাস ফিটিয়েল ১৪, ১৬
জাসটাম ২৬
জিযিয়া ১২, ১৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৮৬, ১৬১, ১৬৬
জুহরি ২৪
জাহিদ আল-কাওছারী ২৮
জাফর ৩১, ৫৫
জায়েদী ইমাম ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ ৩৪, ৩৫, ৩৬
জাহির আল-রিওয়া ৩৯
জরোস্থুস্ত্রিয়ান ৫১
জোসেফ হ্যামার উন পার্স্টল ৬১, ৬২
জুবায়ের বিন মুতইম ৮৭
জাবির বিন আবদুল্লাহ ৮৮, ৯২, ৯৩
জিয়াদ বিন ইলাকা ৯৭
জিয়াদ বিন লাবিদ আল-বায়িদা ৯৭
জিহার ১৯০, ১৯৮
জারিব ২৯০

ড

ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ২৩

ত

তাবারী ২৫, ৪০
তাহাভী ৬৪
তুর্কী ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২
তাওউস (বিন কায়সান) ৮৮
তালহা বিন আবদুল্লাহ ৯০, ৯১
তায়েফ ৯১, ১০১
তাইগ্রীস ২৯০, ৩০৬
তগলিব ২৯৬, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮

দ

দার-উল-ইসলাম ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩
দার-উল-হরব ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ২৩

www.pathagar.com

দার-উল-সুলেহ ১৩
দার-উল-আহদ ১৩
দামেশক ২৮
দাউদ বিন রুসায়েদ ৬১ ৩১১, ৩১৬
দিয়া ১৬০, ১৬১, ১৮১, ২১৩, ২১৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৫

ন

নাখায়ী ৪৩
নযরান ৫৩, ২৯৬, ২৯৮, ৩০১, ৩০২, ৩০৩
নফি ৮৮, ৯৯
নাহরাওয়ান ২৪৭

প

পিয়াম ১৬
পারস্য ৬৬, ৬৭, ৬৮
পাকিস্তান ৭৪

ফ

ফে ৫২
ফ্রান্সিস ৬৯

ব

বেলাম জাস্টাম ১৭
বনু শায়বান ২৮
বসরা ২৯, ৩১, ৫৫
বাগদাদ ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪৬, ৬১, ৬৫
বাইজেণ্টাইন ৩৫
বনু তগলিব ৩৬, ১৫৪, ১৫৫
বুখারা ৪৬
বর্গী ৫১
বুরায়দা বিন আল-হোসায়েব আল-আসলামি ৮৫
বনু হাশিম ৮২
বনু মুত্তালিব ৮৭
বদর ৯০, ৯১, ৯২
বনু আল-মুসতালিক ৯১
বনু কুরায়জা ৯৪, ৯৭
বনু কায়নুকা ৯৭

ভ

ভারত ৪

ম

মিশর ২, ৪, ৬৫
মন্টেস্কু ৫
মুস্তামিন ১৮, ৪৩, ৫১, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৬, ১৯০, ২০৩, ২৬১
মদীনা ২০, ৩০, ৩৫, ৮৫, ৯০, ২৯৯
মালিক বিন আনাস ২৪, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৫৪
মিসার বিন কাদিম ৩০
মুয়াত্তা ৩১, ৩৮
মুরতাদ ৫১
মুহাদনা ৫২
মুহাম্মদ বিন ইসহাক ৮৭, ৭৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৯

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন জায়েদ ৮৯
মিকসাম ৯১, ৯৬, ৯৭, ১০১, ২০৮
মায়মুন বিন মিহরান ৯৩
মু'আবিয়া ৯৪
মুহাম্মদ বিন শিরিন ৯৫
মুজালিদ বিন সাঈদ ৯৭
মুহাজির বিন উমাইয়া আল-মাখজুমি ৯৭
মুহাম্মদ বিন মুজালিদ ৯৯
মুজাহিদ বিন জাবির ১০১
মক্কা ১৬৯, ১৭০
মুয়াদ বিন জবল ২০৫, ৩১১
মালিক বিন আউফ ৩০১
মুয়াইকিব ৩০২

র

রোমান ২, ৬, ১৪
রোম ৪
রাবি'আ ২৪
রাকা ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৬১
রফি বিন আল-লায়াথ ৩৫
রিদা ৪২
রিসালা ৭৯
রোকাইয়া ৯১
রশিদ বিন হোজায়ফা ৩০২

শ

শাফেয়ী ৭, ১৩, ২২, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪৯, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৭৯
শায়বানী ১০, ২৩, ২৪
শফিক সিহাতা ৭৮

স

সীয়ার ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ২০, ২৫, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৩
সুন্নাহ ৮, ১০
সুফিয়ান আল-সওরী ২৪, ৩০
সিরিয়া ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৫, ৯১, ১৩৩, ৩০২
সমরখন্দ ৩৫
সারাকসী ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৫৮, ৬১, ৬৪
সুলেহ ৫১, ৫২
সাবেইন ৫১
সাবি ৫৪
স্পেন ৬৫
সুলায়মান (সুলতান) ৬৯
সাঈদ বিন আল-মুসায়িব ৮৭, ৯০
সায়রা বিন রাবি'আ ৯১
সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ৯৭
সালামা বিন কুহায়েল ২৪৫
সাওয়ার আল-মানকারি ২৪৫
সোয়াদ ২৭৪, ২৯০, ২৯৬, ৩০৫

হ

হানাফী ৭, ১৩, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৪৭, ৫৩, ৬৩, ৬৪
হিরু ৮

www.pathagar.com

হারবী ১৮, ৫১, ৫৭, ৫৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৯০, ১৯৬
হাম্মাদ বিন সুলাইমান ২৪, ২৯, ১১৯, ১৮৫
হেজাজ ২৪, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৫
হারুন-আল-রশিদ ২৭, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ৪৬
হরন্তা ২৮
হুদনা ৫১, ৫২
হুদায়বিয়া ৫৯
হিউগো গ্রোটিয়াস ৬১, ৬২, ৬৩
হায়দ্রাবাদ ৬১, ৭৮
হ্যান্স ক্রমে ৬২
হিশাম বিন সাঈদ ৮৯
হুনায়ুন ৯১
হাজ্জাজ বিন আরতাত ৯৪
হুমায়েদ ৯৬
হুদুদ ১০৯, ১৭৮, ২৫৫

www.pathagar.com

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
Objet	**Object**	১৩	৬
Jusetiale	**Jus fetiale**	১৪	১২
মাবন	মান	১৫	১২
হানীসের	হাদীসের	৫৪	৯
বিদ্যমান	বিবদমান	৫৭	২৭
নেই	নাই	৬২	৯
মধ্যাৎপূর্ববর্তী	মধ্যপূর্ববর্তী	৭২	২৫
অর্থ্ৎ	অর্থাৎ	৮৫	১২
তা	যা	১০৫	১৩
তাছলে	তাহলে	১২১	১১
মুকাতাদ	মুকাতাব	১৩৭	২১
মুকাতা	মুকাতাবা	১৪৩	৩০
আল-খাত্তার	আল-খাত্তাব	১৬৭	১৩
করেন	কনের	১৯৫	১

IFB—84/85—P/2200—3250 —1/3/1984